فیضانِ رمضان

রমযানের ফযীলত

faizane ramzan

শায়খে ত্বরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরাতুল আল্লামা

মাওলানা মুহাম্মদ ইল্‌ইয়াস আত্তার কাদিরী

دامت برکاتہم العالیہ

মাদানী চ্যানেল
দেখতে থাকুন

مکتبۃ المدینہ

Dawateislami

রমযানের ফযীলত

এই বইটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইল্‌ইয়াস আত্তার কাদিরী রযবী দামাত বারাকাতুহুমুল আলীয়া উর্দূ ভাষায় লিখেছেন।

দা'ওয়াতে ইসলামীর অনুবাদ মজলিশ এই বইটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব হাসিল করুন।

(মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশী উপকৃত হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দা'ওয়াতে ইসলামী

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। ফোন নং-০১৬৭২৬৮৫৬৩১

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল নং-০১৭১২৬৭১৪৪৬

কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল নং-০১৮১৩৬৭১৫৭২

E-mail :

bdtarajim@gmail.com

maktaba@dawateislami.net

web : www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْم ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ط

কিতাব পাঠ করার দুআ

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইল্‌ইয়াস আত্তার কাদিরী রযবী দামাত বারাকাতুহুমুল আলীয়া বর্ণনা করেন ঃ

যে ব্যক্তি ধর্মীয় কিতাবাদি পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দুআটি পড়ে নেয়। তবে যা কিছু পাঠ করবে, তা স্মরণে থাকবে। (ان شاءَ الله عَزَّوَجَلَّ)

দুআটি নিম্নরূপ

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ ঃ- হে আল্লাহ! আমাদের জন্য আপনার জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দিন এবং আমাদের উপর আপনার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল করুন। হে চির মহান! হে চির মহিমান্বিত।

(আল মুস্তাতারাফ, খন্ড-১ম, পৃ-৪০, দারুল ফিকির, বৈরুত)

নোট ঃ- দুআটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দুরূদ শরীফ পাঠ করুন।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।”

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

রমযানের ফযীলত

শয়তান লাখো কুমন্ত্রণা দিলেও আপনি সাহস করে এই অধ্যায় প্রতি বছর সম্পূর্ণ পড়ে নিন এর বরকত আপনি নিজ চোখে দেখবেন।

দুরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহর মাহবুব হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান ফরমান, “নিশ্চয় কিয়ামতের দিন মানুষদের মধ্যে আমার সর্বাপেক্ষা কাছে সেই হবে, যে আমার উপর সর্বাপেক্ষা বেশী দুরূদ শরীফ পাঠ করবে।”

(তিরমিযী, খন্ড-২য়, পৃ-২৭, হাদিস-৪৮৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ রহমানুর রহীম এর কোটি কোটি ইহসান হচ্ছে তিনি আমাদেরকে রমযান মাসের মতো মহান নে'মত দ্বারা ধন্য করেছেন। রমযানের কল্যাণ সম্পর্কে কী বলবো? সেটার তো প্রতিটি মুহুর্তই রহমতে পরিপূর্ণ। এ মাসে প্রতিদান ও সাওয়াব অনেকগুণ বেড়ে যায়। নফলের সাওয়াব ফরযের সমান, আর ফরযের সাওয়াব সত্তর গুণ বৃদ্ধি করা হয়; বরং এ মাসে রোযাদারের ঘুমও ইবাদতে গণ্য করা হয়। আরশবহনকারী ফিরিশতারা রোযাদারদের দু'আর সাথে ‘আমীন’ বলেন। **এক হাদীসে পাক অনুযায়ী, রমযানের রোযাদারের জন্য সমুদ্রের মাছগুলো ইফতারের সময় পর্যন্ত মাগফিরাতের দু'আ করতে থাকে।** (আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, খন্ড-২য়, পৃ-৫৫, হাদীস নং-৬)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

ইবাদতের দরজা

রোযা গোপন ইবাদত কেননা, আমরা না বললে কেউ এ কথা জানতে পারে না যে, আমরা রোযা রেখেছি কিনা। আল্লাহ গোপন ইবাদতকে বেশি পছন্দ করেন। একটি হাদিস শরীফ অনুসারে, **"রোযা ইবাদতের দরজা।"**

(আল জামেউস সগীর, পৃ-১৪৬, হাদিস নং-২৪১৫)

কোরআন অবতরণ

এ মুবারক মাসের একটি বৈশিষ্ট্য এটাও রয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা এতে কোরআন পাক নাযিল করেছেন। সুতরাং পবিত্র কোরআনে পরম করুণাময় মহামহিম আল্লাহ তাআলার কোরআন নাযিল ও মাহে রমযান সম্পর্কে মহান ফরমান হচ্ছে-

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِیْۤ اُنْزِلَ فِیْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَیِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُؕ وَمَنْ كَانَ مَرِیْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَیَّامٍ اُخَرَؕ یُرِیْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْیُسْرَ وَلَا یُرِیْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ٘ وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۱۸۵﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ : রমযানের মাস, যাতে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে- মানুষের জন্য হিদায়াত ও পথ-নির্দেশ এবং মীমাংসার সুস্পষ্ট বাণী সমূহ। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস পাবে সে যেনো অবশ্যই সেটার রোযা পালন করে। আর যে কেউ অসুস্থ হয় কিংবা সফরে থাকে, তবে ততসংখ্যক রোযা অন্য দিনগুলোতে (পূর্ণ করবে)। আল্লাহ (তাআলা) তোমাদের জন্য সহজ চান এবং তোমাদের জন্য কঠিন (ক্লেশ) চান না। আর এজন্য যেন তোমরা সংখ্যা পূরণ করবে এবং আল্লাহ (তাআলার) মহিমা বর্ণনা করবে এর উপর যে, তিনি তোমাদেরকে হিদায়ত করেছেন এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী হও। (পারা-২, সূরা-বাকারা, আয়াত-১৮৫)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

রমযানের সংজ্ঞা

এ পবিত্র আয়াতগুলোর প্রাথমিক অংশে شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِیْٓ (এই রমযান মাস) এর ব্যাখ্যায় প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সির হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ তাফসীরে নঈমীতে লিখেছেন; رَمَضَانَ শব্দটি হয়তো رَحْمٰن শব্দটির মতো আল্লাহর নাম। যেহেতু, এ মাসে দিনরাত আল্লাহর ইবাদত হয়, সেহেতু এটাকে 'রমযানের মাস' অর্থাৎ আল্লাহর মাস বলা হয়। যেমন-মসজিদ ও কা'বাকে 'আল্লাহর ঘর বলা হয়। কারণ, সেখানে আল্লাহর ইবাদত সম্পন্ন হয়। তেমনিভাবে রমযান আল্লাহর মাস। কারণ, এ মাসেও আল্লাহর ইবাদত হয়ে থাকে। রোযা ও তারাবীহ ইত্যাদিতো আল্লাহরই জন্য; কিন্তু রোযা রাখাবস্থায় যেই বৈধ চাকুরী, বৈধ ব্যবসা ইত্যাদি করা হয়, তাও আল্লাহর ইবাদত বলে সাব্যস্ত হয়। এ কারণে এ মাসের নাম 'রমযান' অর্থাৎ 'আল্লাহর মাস।

অথবা এটা رَمْضَاءُ থেকে উদ্ভুত। رَمْضَاءُ বলে হেমন্ত কালের বৃষ্টিকে। যা দ্বারা পৃথিবী ধুয়ে যায়, আর রবিশষ্য খুব বেশি পরিমাণে উৎপন্ন হয়। সুতরাং এ মাসও হৃদয়ের ময়লা-আবর্জনা ধুয়ে পরিস্কার করে দেয়। এর ফলে কর্মসমূহের শষ্যক্ষেত সবুজ ও সজীব থাকে, এ কারণে এটাকে 'রমযান মাস' বলে। "শ্রাবণে প্রতিদিন বৃষ্টি চাই, ভাদ্র মাসে চাই 'চারদিন' আর আশ্বিনে চাই একদিন।" এ একদিনের বৃষ্টিতে ক্ষেতের ফসল পেকে যায়। সুতরাং অনুরূপভাবে, এগার মাস নিয়মিতভাবে নেক কার্যাদি অব্যাহত রাখা হয়, তারপর রমযানের রোযাগুলো এই নেক কাজগুলোর শস্যক্ষেতের ফসল পাকিয়ে দেয়। অথবা এটা رَمْض (রামদ্বুন) থেকে গঠিত। এর অর্থ 'উষ্ণতা' কিংবা 'জ্বলে যাওয়া'।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

যেহেতু এ মাসে মুসলমানগণ ক্ষুধা ও পিপাসার তাপ সহ্য করে, কিংবা এটা গুনাহগুলো জ্বালিয়ে দেয় সেহেতু সেটাকে 'রমযান' বলা হয়। ('কানযুল উম্মাল'-এর অষ্টম খন্ডের ২১৭ পৃষ্ঠায় হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে, নবী করীম হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, "এ মাসের নাম 'রমদ্বান' রাখা হয়েছে, কেননা, এটা গুনাহ গুলোকে জ্বালিয়ে দেয়।")

মাসগুলোর নামকরণের কারণ

হযরত মুফ্তি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বর্ণনা করেন, কোন কোন তাফসীরকারক رَحِمَہُمُ اللّٰہُ تعالٰی বলেছেন, "যখন মাসগুলোর নাম রাখা হলো, তখন যে মৌসুমে যে মাস ছিলো, সে অনুসারেই ওই মাসের নাম রাখা হয়েছে। যে মাস গরমের মৌসুমে ছিলো, সে মাসকে 'রমদ্বান' বলা হয়েছে। যা বসন্ত কালে ছিলো সেটাকে 'রবী' রবীউল আউয়াল, যে মাস শীতের মৌসুমে ছিলো, যখন পানি জমে বরফ হয়ে যাচ্ছিলো, সেটাকে 'জুমাদা' জমাদিউল উলা বলা হলো। ইসলামে প্রতিটি নামের পেছনে কোন না কোন কারণ থাকে। বস্তুত 'নাম' কাজ অনুসারেই রাখা হয়। অন্যান্য পরিভাষাগুলোতে এমনটি থাকে না। আমাদের দেশে মুর্খের নাম 'মুহাম্মদ ফাযিল' (জ্ঞানীগুণী মুহাম্মদ) আর ভীরু ও কাপুরুষের নাম 'শের বাহাদুর'ও রাখা হয়ে থাকে। এছাড়াও কুৎসিৎ চেহারা সম্পন্ন মানুষকে বলা হয় 'ইউসুফ খান'; কিন্তু ইসলামে এ দোষটা নেই। 'রমদ্বান' বহু বৈশিষ্ট্যের ধারক ছিলো। এ কারণে এর নাম 'রমদ্বান' হয়েছে।

(তাফসীরে নঈমী, খন্ড-২য়, পৃ-২০৫)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

تُوْبُوْا اِلَی اللّٰہ! اَسْتَغْفِرُ اللّٰہ

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।”

স্বর্ণের দরজা বিশিষ্ট মহল

সায়্যিদুনা আবূ সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, মক্কী মাদানী সুলতান, রহমতে আলামিয়ান হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم রহমতপূর্ণ বাণী হচ্ছে, “যখন রমযান মাসের প্রথম রাত আসে, তখন আসমানগুলো ও জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়। আর সেগুলো সর্বশেষ রাত পর্যন্ত বন্ধ হয় না। যে কোন বান্দা এ বরকতময় মাসের যে কোন রাতে নামায পড়ে, তবে আল্লাহ তাআলা তার প্রতিটি সিজদার পরিবর্তে (অর্থাৎ বিনিময় স্বরূপ) তার জন্য পনের শত নেকী লিপিবদ্ধ করেন। আর তার জন্য জান্নাতে লাল পদ্মরাগ পাথরের মহল তৈরী করেন, যার ষাট হাজার দরজা থাকবে, প্রতিটি দরজার কপাট স্বর্ণের তৈরী হবে, যাতে লাল বর্ণের পদ্মরাগের পাথর খচিত থাকবে। সুতরাং যে কেউ রমযানের প্রথম রোযা রাখে তার জন্য আল্লাহ তাআলা রমযানের শেষ দিন পর্যন্ত গুনাহ মাফ করে দেন এবং তার জন্য সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাজার ফিরিশতা মাগফিরাতের দু‘আ করতে থাকে। রাত ও দিনে যখনই সে সিজদা করে তার ওই প্রতিটি সিজদার বিনিময়ে তাকে (জান্নাতে) একেকটা এমন গাছ দান করা হবে, সেটার ছায়া অতিক্রম করতে ঘোড়ার আরোহীকে পাঁচশ’ বছর দৌঁড়াতে হবে।” (শু’আবুল ঈমান, খন্ড-৩য়, পৃ-৩১৪, হাদিস-৩৬৩৫)

سُبْحٰنَ اللہ عَزَّوَجَلَّ! **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আল্লাহ তাআলার কতোই মহান করুণা যে, তিনি আপন হাবীব রহমতে আলামিয়ান হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ওসীলায় এমন মাহে রমযান দান করেছেন যে, এ সম্মানিত মাসে জান্নাতের সমস্ত দরজা খুলে দেয়া হয়, নেকীগুলোর প্রতিদান এতো বেশি বেড়ে যায় যে, বর্ণিত হাদীস অনুসারে ‘রমযানুল মুবারক’ এর রাতগুলোতে নামায সম্পন্নকারীকে প্রতিটি সিজদার বিনিময়ে পনের শত নেকী দান করা হয়। অনুরূপভাবে, জান্নাতের আযীমুশশান মহল এর অতিরিক্ত প্রদান করা হবে। এ বরকতময় হাদীসে রোযাদারদের জন্য এ মহা সুসংবাদও রয়েছে যে, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাজার ফিরিশতা তাদের জন্য মাগফিরাতের দু‘আ করতে থাকেন।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কোরআন ও সুন্নতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী মহলের সাথে সম্পৃক্ত আশিকানে রসূলদের সংস্পর্শে থাকাবস্থায় মাহে রমজানুল মোবারকের বরকত অর্জনের মন-মানসিকতা খুব বেশি করে তৈরী হয়। অন্যথায় খারাপ সংস্পর্শে থেকে এই মোবারক মাসে অধিকাংশ লোক গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে। আসুন! গুনাহের সাগরে ডুবন্ত এক চিত্রশিল্পীর জীবনী পড়ুন যাকে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী মহল মাদানী রঙে রঙ্গিন করে দিয়েছে। যেমন ঃ

আমি একজন চিত্রশিল্পী ছিলাম

আওরঙ্গি টাউন বাবুল মদীনা করাচী এর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারসংক্ষেপ হচ্ছে : আফসোস! শত সহস্র আফসোস!! আমি একজন চিত্রশিল্পী ছিলাম। মিউজিক্যাল প্রোগ্রাম ও ফ্যাশনের কাজ করতে করতে আমার জীবনের খুব মূল্যবান সময় বরবাদ হয়ে যাচ্ছিল। অন্তর ও মস্তিস্কের মধ্যে এমন অলসতার পর্দা পড়ে গিয়েছিল যে, নামায পড়ার সৌভাগ্য হত না, গুনাহ করার পরও অনুশোচনা জাগত না। সাহরায়ে মদীনা টুল প্লাজা সুপার হাইওয়ে বাবুল মদীনা করাচীতে বাবুল ইসলামে অনুষ্ঠিত তিন দিনের সুন্নতে ভরা ইজতিমায় (১৪২৪ হিজরী ২০০৩ ইং) অংশগ্রহণ করার জন্য এক জিম্মাদার ইসলামী ভাই ইনফিরাদী কৌশিশ করে আমাকে খুব উৎসাহিত করেন। সৌভাগ্যের বিষয়! তাতে শরীক হওয়ার সৌভাগ্য নসীব হল। তিন দিনের ইজতিমা শেষে হৃদয়গ্রাহী দুআতে আমার নিজের বিগত গুনাহের উপর খুবই ঘৃণা ও অনুশোচনা হল। আমি আমার জযবাকে আর ধরে রাখতে পারলাম না, খুব কাঁদলাম। আর এই কাঁদাটা আমার কাজে এসে গেল। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমার দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী মহল মিলে গেল। আমি গান-বাজনা ও আনন্দ উৎসবের অনুষ্ঠান থেকে তওবা করলাম এবং

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

মাদানী কাফিলায় সফর করাকে নিজের জন্য আবশ্যক করে নিলাম। ২৫শে ডিসেম্বর ২০০৪ ইং তারিখে আমি যখন মাদানী কাফিলায় সফর করার জন্য রওয়ানা হচ্ছিলাম তখন আমার ছোট বোনের ফোন আসল। সে বুক ভরা কান্নার আওয়াজে আমাকে তার এক অন্ধ মেয়ের জন্মের সংবাদ শুনাল। আর সাথে এটাও বলল যে, ডাক্তাররা বলেছেন যে, এই বাচ্চার কখনো দৃষ্টিশক্তি আসবে না। ততটুকু বলেই তার কথা আটকে গেল এবং ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। আমি এতটুকু বলে তাকে সান্ত্বনা দিলাম যে, رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا মাদানী কাফিলায় দুআ করব। আমি মাদানী কাফিলায় নিজে খুব দুআ করলাম এবং আশিকানে রসূলদের দিয়েও দুআ করালাম, যখন মাদানী কাফিলা থেকে ফিরে আসলাম তখন ফিরার দ্বিতীয় দিন আমার ছোট বোনের আনন্দে ভরা হাসি মিশ্রিত ফোন আসল এবং সে খুশি মনে এই আনন্দের সংবাদটুকু শুনাল যে, اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ আমার অন্ধ মেয়ের চোখে দৃষ্টিশক্তি ফিরে এসেছে এবং ডাক্তাররা এই বলে আশ্চর্য হল যে, এটা কিভাবে হল! কেননা আমাদের চিকিৎসার বিজ্ঞানে এর কোন চিকিৎসাই ছিল না।

এই বর্ণনা দেয়াকালে আমি বাবুল মদীনা করাচীর এলাকায়ী মুশাওয়ারাত এর একজন রোকন হিসেবে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজকে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়ার সৌভাগ্য অর্জনের চেষ্টা করছি।

آفتوں سے نہ ڈر، رکھ کرم پر نظر ‏ ‏ ‏ روشن آنکھیں ملیں، قافلے میں چلو
آپ کو ڈاکٹر نے گو مایوس کر ‏ ‏ ‏ بھی دیا مت ڈریں، قافلے میں چلو

আফাতু ছে না ডর, রাখ করম পর নজর
রৌশন আখে মিলে, কাফিলে মে চলো।
আপকো ডাক্টর, নে গো মায়ুস কর,
ভী দিয়া মত ঢরে কাফিলে মে চলো।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।”

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী মহল কতই প্রিয়! এর সংস্পর্শে এসে সমাজের না জানি কত অসংখ্য পথহারা মানুষ সৎচরিত্রবান হয়ে সুন্নতে পরিপূর্ণ সম্মানের জীবন অতিবাহিত করছে! আর মাদানী কাফিলার বাহারতো আপনাদের সামনেই আছে। যেভাবে মাদানী কাফিলায় সফরের বরকতে অনেকের দুনিয়াবী সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। সেভাবে তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নুবুওয়াত, শফীয়ে উম্মত, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুপারিশে আখিরাতের বিপদগুলোও আনন্দে সুখে পরিণত হয়ে যাবে।

ٹوٹ جائیں گے گنہگاروں کے فوراً قید و بند
حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی

টুট যায়েগে গুনাহগারো কে ফাওরান কয়দো বন্দ,
হাশর কো খুল যায়েগি তাকত রসুলুল্লাহ কি।

পাঁচটি বিশেষ দয়া

হযরত সায়্যিদুনা জাবির ইবনে আবদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, রহমতে আলামিয়ান হাবীবে রহমান হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মর্যাদাপূর্ণ বাণী হচ্ছে- “আমার উম্মতকে রমযান মাসে পাঁচটি এমন জিনিস দান করা হয়েছে, যেগুলো আমার পূর্বে অন্য কোন নবী عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام পাননি ”

১. যখন রমযানুল মুবারকের প্রথম রাত আসে, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দেন। আর যার প্রতি আল্লাহ রহমতের দৃষ্টি দেন তাকে কখনো আযাব দেবেন না।

২. সন্ধ্যায় তাদের মুখের দুর্গন্ধ (যা ক্ষুধার কারণে সৃষ্টি হয়) আল্লাহ তা'আলা এর নিকট মেশকের চেয়েও বেশি সুগন্ধি হয়।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

৩. ফিরিশতাগণ প্রত্যেক দিনে ও রাতে তার জন্য মাগফিরাতের দু'আ করতে থাকেন।

৪. আল্লাহ তা'আলা জান্নাতকে নির্দেশ দিয়ে ইরশাদ ফরমান, "আমার নেক বান্দাদের জন্য সুসজ্জিত হয়ে যাও! শীঘ্রই তারা দুনিয়ার কষ্টের বিনিময়ে আমার ঘর ও দয়ার মধ্যে শান্তি পাবে।"

৫. যখন রমযান মাসের সর্বশেষ রাত আসে তখন আল্লাহ তাআলা সবাইকে ক্ষমা করে দেন।"

উপস্থিতদের মধ্যে একজন দাঁড়িয়ে আরয করলেন, "হে আল্লাহর রসূল صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এটা কি 'লাইলাতুল ক্বদর?" ইরশাদ ফরমালেন, "না"। তোমরা কি দেখনি যে, শ্রমিকগণ যখন নিজের কাজ সম্পন্ন করে নেয়, তখন তাদেরকে পারিশ্রমিক দেয়া হয়?" (আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, খন্ড-২য়, পৃ-৫৬, হাদীস-৭)

'সগীরা' গুনাহের কাফ্ফারা

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, হুযুর পুরনূর, শাফিয়ে ইয়াউমুন নূশুর হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনন্দদায়ক ফরমান, "পাঁচ ওয়াক্তের নামায, এক জুমা থেকে পরবর্তী জুমা পর্যন্ত, এক রমযান মাস থেকে পরবর্তী রমযান মাস পর্যন্ত গুনাহ্ সমূহের কাফ্ফারা হয়ে যায়, যতক্ষণ কবীরা গুনাহ্ থেকে বিরত থাকা হয়।" (সহীহ মুসলিম, খন্ড-১ম, পৃ-১৪৪, হাদীস নং-২৩৩)

তওবার পদ্ধতি

سُبْحٰنَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ রমযানুল মুবারকে রহমতের মুসলধারে বৃষ্টি ও সগীরা গুনাহ্ সমূহের কাফ্ফারার মাধ্যম হয়ে যায়। 'কবীরা' গুনাহ তওবা মাধ্যমে ক্ষমা হয়ে যায়।

তওবা করার পদ্ধতি হচ্ছে

যে গুনাহ্ হয়েছে, বিশেষভাবে ওই গুনাহ্ উল্লেখ করে মনে মনে তার প্রতি ঘৃনা ও ভবিষ্যতে সেটা থেকে বেঁচে থাকার অঙ্গীকার করে তওবা করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ, মিথ্যা বললে, এটা 'কবীরা গুনাহ্।'

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

সুতরাং আল্লাহ তাআলার মহান দরবারে আরয করবে, "হে আল্লাহ ! আমি এ যে মিথ্যা বলেছি, তা থেকে তওবা করছি। ভবিষ্যতে বলবোনা।" তওবা করার সময় অন্তরে মিথ্যা বলার প্রতি ঘৃণা, আর 'ভবিষ্যতে বলবো না' কথাটা বলার সময় অন্তরে এ দৃঢ় ইচ্ছাও থাকবে যে, 'যা কিছু মুখে বলছি, তেমনি করবো।' তখনই হবে 'তওবা'। যদি বান্দার হক বিনষ্ট করে থাকে, তবে তওবার সাথে সাথে ওই বান্দার নিকট থেকে ক্ষমা করিয়ে নেয়াও জরুরী।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

تُوْبُوْا اِلَى اللّٰه! اَسْتَغْفِرُ اللّٰه

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হাদিস শরীফের কিতাব সমূহে রমযান শরীফের ফযীলতসমূহ যথেষ্ট পরিমাণে বর্ণিত হয়েছে। রমযানুল মুবারকে এতো বেশি পরিমাণ বরকত ও রহমত রয়েছে যে, আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এ পর্যন্ত ইরশাদ করেছেন যে, যদি বান্দাগণ জানতো রমযান কি, তাহলে আমার উম্মত আশা করতো, "আহা! গোটা বছরই যদি রমযান হতো?" (সহীহ ইবনে খুযাইমা, খন্ড-৩য়, পৃ-১৯০, হাদীস নং-১৮৮৬)

হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জান্নাতরূপী বর্ণনা

হযরত সায়্যিদুনা সালমান ফারসী رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন, মাহবুবে রহমান হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শা'বান মাসের শেষ দিনে ইরশাদ করেছেন, "হে লোকেরা! তোমাদের নিকট মহান ও বরকতময় মাস এসেছে। মাসটি এমন যে, তাতে একটি রাত (এমনি) রয়েছে, যা হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম। এ (বরকতময়) মাসের রোযা আল্লাহ তাআলা ফরয করেছেন।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার উপর দুরূদে পাক অধিক হারে পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।"

আর সেটার রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদত-বন্দেগী করা 'তাতাওভু'* (অর্থাৎ সুন্নত) যে ব্যক্তি এতে নেক কাজ (নফল ইবাদত) করলো, তা হলো ফরয ইবাদতের সমান। আর যে ব্যক্তি ফরয আদায় করেছে, তা হলো সত্তর ফরযের সমান। এ মাস ধৈর্যের। আর ধৈর্যের বিনিময় হচ্ছে জান্নাত।

আর এ মাস হচ্ছে সমবেদনা প্রকাশ ও উপকার করার মাস। এ মাসে মু'মিনদের জীবিকা বাড়িয়ে দেয়া হয়। যে ব্যক্তি এতে রোযাদারকে ইফতার করায়, তা তার গুনাহ্ সমূহের জন্য (মাগফিরাত)। তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করে দেয়া হবে। আর যে ইফতার করায় সে তেমনি সাওয়াব পাবে যেমন পাবে রোযা পালনকারী, তার রোযা পালনকারীর সাওয়াবে কোনরূপ কম হবে না। আমরা আরয করলাম, "হে আল্লাহর রসূল صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমাদের মধ্যে প্রত্যেকের এমন জিনিস নেই, যা দিয়ে ইফতার করাবে, হুযুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, "আল্লাহ তা'আলা এ সাওয়াব ওই ব্যক্তিকে দেবেন, যে এক ঢোক দুধ, কিংবা একটা খেজুর অথবা এক ঢোক পানি দ্বারা রোযাদারকে ইফতার করায়। আর যে ব্যক্তি রোযাদারকে পেট ভরে আহার করায়, তাকে আল্লাহ তা'আলা আমার 'হাওয' থেকে পান করাবেন। ফলে সে আর কখনো পিপাসার্ত হবে না। শেষ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করবে। এটা হচ্ছে ওই মাস, যার প্রথমাংশ (অর্থাৎ-প্রথম দশদিন) 'রহমত', সেটার মধ্যভাগ (অর্থাৎ মধ্যভাগের দশদিন) 'মাগফিরাত' এবং শেষাংশ (অর্থাৎ শেষ দশদিন) 'জাহান্নাম থেকে মুক্তি (নাজাত)'।

যে ব্যক্তি তার কর্মচারীর উপর এ মাসে কাজকর্ম সহজ করে দেয়, আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দেবেন। জাহান্নাম থেকে মুক্ত করবেন। এ মাসে চারটি কাজ বেশি পরিমাণে কর, সেগুলোর দু'টি হচ্ছে এমন যে, সে দুটি দ্বারা তোমরা আপন রবকে সন্তুষ্ট করতে পারবে। আর অবশিষ্ট দুটির প্রতি তো তোমরাই মুখাপেক্ষী।

---

* এখানে রাতে জাগ্রত রয়ে ইবাদত করা মানে তারাবীর নামায পড়া।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।"

সুতরাং যে দু'টি কাজ দ্বারা তোমরা আপন প্রতিপালককে সন্তুষ্ট করতে পারবে, সে দুটি হচ্ছে- ১. لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই) মর্মে সাক্ষ্য দেয়া এবং ২. ক্ষমা প্রার্থনা করা। আর যে দুটি থেকে তোমরা বাঁচতে পারো না, সেগুলো হচ্ছে-১. আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে জান্নাত আশা করা এবং ২. জাহান্নাম থেকে আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করা।

(সহীহ ইবনে খুযাইমা, পৃ-১৮৮৭, খন্ড-৩য়)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এতক্ষণ যে হাদিসে পাক বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে মাহে রমযানুল মুবারকের রহমত, বরকত ও মহত্ত্বের আলোচনা করা হয়েছে। এ বরকতময় মাসে কলেমা শরীফ বেশি সংখ্যায় পড়ে 'ইসতিগফার' অর্থাৎ বারবার তওবা করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করা উচিত। আর এ দুটি কাজ থেকে কোন অবস্থাতেই উদাসীন হওয়া উচিত না। অর্থাৎ আল্লাহর দরবারে জান্নাতে প্রবেশ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের জন্য বেশি পরিমাণে প্রার্থনা করা চাই।

রমযান মুবারকে চারটি নাম

আল্লাহু আকবর! মাহে রমযানেরও কেমন কল্যাণ! হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ 'তাফসীরে নঈমী' শরীফে বর্ণনা করেন, "এ বরকতময় মাসের সর্বমোট চারটি নাম রয়েছে-১. মাহে রমযান, ২. মাহে সবর, ৩. মাহে মুওয়াসাত (সমবেদনা জ্ঞাপন ও উপকার সাধনের মাস) এবং ৪. মাহে ওয়াসআতে রিয্ক (জীবিকা প্রশস্ত হবার মাস)।" তিনি আরো লিখেছেন, "রোযা হচ্ছে ধৈর্য, যার প্রতিদান- খোদ মহান আল্লাহ। আর তা এই মাসেই পালন করা হয়। এ কারণে সেটাকে 'মাহে সবর' বলা হয়। 'মুওয়াসাত' মানে উপকার করা। যেহেতু, এ মাসে সমস্ত মুসলমানের সাথে, বিশেষ করে পরিবার-পরিজন ও নিকটাত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করা বেশি সাওয়াবের কাজ। তাই সেটাকে 'মাহে মুওয়াসাত' বলা হয়। এতে জীবিকা প্রশস্ত হয়। ফলে গরীবরাও নে'মত ভোগ করে। এজন্য এর নাম রিযিক প্রশস্ত হওয়ার মাসও। (তাফসীরে নঈমী, খন্ড-২য়, পৃ-২০৮)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

রমযানুল মুবারকের ১৩টি মাদানী ফুল

(এই সকল মাদানী ফুল তফসীরে নঈমী ২য় খন্ড থেকে নেয়া হয়েছে)

১. কা'বা শরীফ মুসলমানদেরকে তার নিকট ডেকে রহমত প্রদান করে, কিন্তু এটা (মাহে রমযান) এসে রহমত বন্টন করে। এ বিষয়টা এমন যেন সেটা (কা'বা) একটা কূপ, আর এটা (রমযান শরীফ) হচ্ছে সমুদ্র। অথবা ওটা (অর্থাৎ কা'বা) হচ্ছে সমুদ্র আর এটা (অর্থাৎ রমযান) হচ্ছে বৃষ্টি।

২. প্রতিটি মাসে বিশেষ বিশেষ কিছু দিন-তারিখ রয়েছে। আর তারিখগুলোর মধ্যেও বিশেষ মুহুর্তে ই'বাদত-বন্দেগী সম্পন্ন করা হয়। যেমন-ঈদুল আযহার কয়েকটা (বিশেষ) তারিখে হজ্জ, মুহররমের দশম দিন উত্তম, কিন্তু রমযান মাসে প্রতিদিনে ও প্রতিটি মুহুর্তে ইবাদত হয়। রোযা ইবাদত, ইফতার ইবাদত, ইফতারের পর তারাবীর জন্য অপেক্ষা করা ইবাদত, তারাবীহ পড়ে সাহারীর জন্য অপেক্ষা করতে গিয়ে ঘুমানো ইবাদত, তারপর সাহারী খাওয়াও ইবাদত। মোটকথা, প্রতিটি মুহুর্তে আল্লাহ তাআলার শান ও মহা বদান্যতাই নজরে পড়ে।

৩. 'রমযান' হচ্ছে একটা 'ভাট্টি'। ভাট্টি হল অপরিস্কার লোহাকে পরিস্কার এবং পরিস্কার লোহাকে মেশিনের যন্ত্রাংশে পরিণত করে দামী করে দেয়, আর স্বর্ণকে অলংকারে পরিণত করে ব্যবহারের উপযুক্ত করে দেয়, তেমনিভাবে রমযান মাস গুনাহগারদের পবিত্র করে এবং নেককার লোকদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেয়।

৪. রমযানে নফলের সাওয়াব ফরযের সমান এবং ফরযের সাওয়াব সত্তর গুণ বেশি পাওয়া যায়।

৫. কিছু সংখ্যক আলিম বলেছেন, "যে ব্যক্তি রমযানে মৃত্যুবরণ করে, তাকে কবরে প্রশ্ন করা হয় না।"

৬. এ মাসে শবে ক্বদর রয়েছে। আগের আয়াত থেকে বুঝা গেলো যে, কোরআন রমযান মাসে অবতীর্ণ হয়েছে। অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে,

اِنَّاۤ اَنۡزَلۡنٰهُ فِیۡ لَیۡلَةِ الۡقَدۡرِ ۚ﴿۱﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ নিশ্চয় আমি সেটাকে ক্বদর রাত্রিতে অবতরণ করেছি। (পারা-৩০, সূরা-কদর, আয়াত-১)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

উভয় আয়াতকে মিলালে বুঝা যায় যে, শবে ক্বদর রমযান মাসেই। আর তা ২৭তম রাতে হবার সম্ভাবনা থাকে বেশী। কেননা, লায়লাতুল ক্বদর এর মধ্যে ৯টি বর্ণ আছে, আর এ 'শব্দ দু'টি সূরা ক্বদরে তিনবার করে ইরশাদ হয়েছে। যার গুণফল দাঁড়ায় ২৭ (সাতাশ)। সুতরাং বুঝা গেলো সেটা (শবে ক্বদর) ২৭ তম রাতেই।

৭. রমযান মাসে শয়তানকে বন্দী করা হয়, দোযখের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়, জান্নাতকে সুসজ্জিত করা হয় এবং দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়। এ কারণে, এসব দিনে সৎকর্ম অধিক ও গুনাহ কমে যায়। যে সব লোক গুনাহ করেও নেয়, তারা 'নফসে আম্মারা' কিংবা 'নিজেদের সাথী শয়তান' (সঙ্গে অবস্থানকারী শয়তান) পথভ্রষ্ট করার কারণে করে থাকে।

৮. রমযানে পানাহারের হিসাব হয় না।

৯. কিয়ামতে রমযান ও কোরআন রোযাদারের জন্য সুপারিশ করবে। রমযান বলবে, "ওহে আমার মালিক! আমি তাকে দিনের বেলায় পানাহার থেকে বিরত রেখেছিলাম।" আর কোরআন আরয করবে, "ওহে মহান রব! আমি তাকে তিলাওয়াত ও তারাবীর মাধ্যমে ঘুমাতে দেইনি।

১০. হুযুর পুরনূর শফিয়ে ইয়াউমুন নুশুর, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রমযানুল মুবারকে প্রত্যেক কয়েদীকে মুক্ত করে দিতেন এবং প্রত্যেক ভিখারীকে দান করতেন। মহা মহিম প্রতিপালকও রমযান মাসে দোযখীদেরকে মুক্তি দেন। সুতরাং রমযানে নেক কাজ করা এবং পাপ কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত।

১১. কোরআন করীমে শুধু 'রমযান' শরীফের নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং সেটার ফযীলতসমূহই বর্ণিত হয়েছে। অন্য কোন মাসের নাম ও ফযীলত সুস্পষ্টভাবে নেই। মাসগুলোর মধ্যে কোরআন শরীফে শুধু রমযান মাসের নাম নেয়া হয়েছে, নারীদের মধ্যে শুধু বিবি মরিয়ম رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর নাম এসেছে, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে শুধু হযরত সায়্যিদুনা যায়দ ইবনে হারিসা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর নাম নেয়া হয়েছে, যার কারণে ওই তিন জনের মহত্ব জানা গেলো।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ্ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

১২. রমযান শরীফে ইফতার ও সাহারীর সময় দু'আ কবুল হয়; (অর্থাৎ ইফতারের সময় ও সাহারীর সময়।) এ মর্যাদা অন্য কোন মাসে নেই।

১৩. (রমযান) শব্দের মধ্যে পাঁচটি বর্ণ আছে ঃ ر দ্বারা رَحْمتِ الٰهى (রহমতে ইলাহী) বুঝায়, **ميم**দ্বারা مَحَبَّتِ اِلٰهى (মুহব্বতে ইলাহী) ض দ্বারা ضَمانِ الٰهى (আল্লাহ তাআলার বদান্যতার দায়িত্ব) বুঝায়, اَلِف দ্বারা امانِ الٰهى (আল্লাহর নিরাপত্তা) এবং ن দ্বারা نُورِ الٰهى (নূরে ইলাহী) বুঝায়। তদুপরি, রমযানে পাঁচটি ইবাদত বিশেষভাবে সম্পন্ন হয় ঃ ১. রোযা, ২. তারাবীহ, ৩. তিলাওয়াতে কোরআন, ৪. ইতিকাফ এবং ৫. শবে ক্বদরের ইবাদত। সুতরাং যে কেউ সত্য অন্তরে এ পাঁচটি ইবাদত করবে সে ওই পাঁচটি পুরস্কারের উপযুক্ত হবে।

(তাফসীরে নঈমী, খন্ড-২য়, পৃ-২০৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

জান্নাতকে সাজানো হয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রমযানুল মুবারককে স্বাগত জানানোর জন্য সারা বছরই জান্নাতকে সাজানো হয়। সুতরাং হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, তাজদারে মদীনা, সুরুরে কলবো সীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান ফরমান হচ্ছে, "নিশ্চয় জান্নাতকে বছরের শুরু থেকে আগামী বছর পর্যন্ত রমযানুল মুবারকের জন্য সাজানো হয়।" আরো ইরশাদ করেন, "রমযান শরীফের প্রথম দিন জান্নাতের গাছগুলোর নিচে থেকে (সুন্দর চোখ বিশিষ্ট) হুরদের উপর বাতাস প্রবাহিত হয়, আর তারা আরয করে, "হে পরওয়ারদিগার! আপনার বান্দাদের মধ্যে এমনসব বান্দাদেরকে আমাদের স্বামী করিও, যাদেরকে দেখে আমাদের চক্ষুগুলো জুড়ায়। আর তারাও যখন আমাদেরকে দেখে তখন তাদেরও চক্ষু জুড়ায়।"

(শুয়ুবুল ঈমান, খন্ড-৩য়, পৃ-৩১২, হাদিস-৩৬৩৩)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ জান্নাতের বৈশিষ্ট্যের কথা কী বলব! আহ! আমাদের যদি বিনা হিসেবে ক্ষমা করে দেয়া হয় ও জান্নাতুল ফিরদাউসে মাদীনা ওয়ালা আকা, মক্কী মাদানী মুস্তফা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশী হওয়া নসীব হয়ে যায়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ কোরআন ও সুন্নত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামী ওয়ালাদের উপর কেমন কেমন দয়া বর্ষিত হয় তার একটি মাদানী ঝলক আপনারা শুনুন;

জান্নাতে প্রিয় নবী ﷺ এর প্রতিবেশী হওয়ার সুসংবাদ

ইসলামী ভাই ও বোনদের ফ্রী দরসে নিযামী (অর্থাৎ আলিম কোর্স) করানোর জন্য اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ দা'ওয়াতে ইসলামীর তত্ত্বাবধানে "জামেয়াতুল মদীনা" নামে অনেক জামেয়া (বিশ্ববিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ ১৪২৭ হি: সালে দা'ওয়াতে ইসলামীর ঐ সকল জামেয়াতুল মদীনার (বাবুল মদীনা করাচীতে) প্রায় ১৬০ জন ছাত্র ১২ মাসের জন্য আল্লাহর রাস্তায় সফর করে। শুরুতে তাদেরকে মাদানী কাফিলা কোর্স করানো হয়।

এই কোর্স করানো অবস্থায় ছাত্রদের মাঝে ইসলামের খিদমত করার জযবা (আগ্রহ) এমনভাবে বৃদ্ধি পেল যে তাদের জযবায় মদীনা শরীফের ১২ চাদের আলো লেগে গেল। আর তাদের মধ্যে প্রায় ৭৭ জন ছাত্র নিজেদেরকে সারাজীবনের জন্য মাদানী কাফিলার মুসাফির হিসেবে পেশ করে দিল! মহান ত্যাগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি উৎসাহের কারণ এটা ছিল যে, স্বপ্নে সরকারে নামদার, মদীনার তাজেদার, শাহানশাহে আবরার হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার দ্বারা এক আশিকে রসূলের চক্ষুদ্বয় শীতল হয়ে যায়। হুজুরে পাক صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক ঠোটদ্বয় নড়ে উঠল, আর রহমতের ফুল ঝরতে লাগল, শব্দগুলো এভাবে ইরশাদ হল: যারা নিজেদেরকে সারাজীবনের জন্য পেশ করে দিয়েছে, আমি তাদেরকে জান্নাতের মধ্যে আমার সাথে রাখব।"

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

স্বপ্নদ্রষ্টা আশিকে রসূল ইসলামী ভাইয়ের মনে তখন এই আশা জাগল যে, আহ! শত কোটি আফসোস! আমিও যদি ঐ সৌভাগ্যশালী ইসলামী ভাইদের অন্তর্ভূক্ত হতাম! আল্লাহর মাহবুব, দানায়ে গুয়ূব হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার মনের এই আশা জেনে ফেললেন এবং বললেন, "যদি তুমিও তাদের দল-ভূক্ত হতে চাও তবে নিজেকে সারা জীবনের জন্য পেশ করে দাও।"

سر عرش پر ہے تری گزر، دل فرش پر ہے تری نظر
ملکوت و مُلک میں کوئی شے، نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں

ছরে আরশ পর হায় তেরি গুজার,
দিলে ফরশ পর হায় তেরি নজর
মালাকুতো মুলক মে কুয়ি শাই,
নেহী উও জো তুঝ পে ইয়া নেহী

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সৌভাগ্যবান আশিকানে রসূলের মহা সু সংবাদের প্রতি মোবারকবাদ! আল্লাহর রহমতের প্রতি দৃষ্টি রেখে খুব দৃঢ়ভাবে আশা করা যায় যে, যে সকল ভাগ্যবানদের ব্যাপারে এই মাদানী স্বপ্ন দেখানো হয়েছে اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ তাদের জীবনে শেষ পরিণাম ঈমানের সাথে হবে এবং তারা মাদানী আকা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর করুণায় জান্নাতুল ফিরদাউসে তাঁর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশী হতে পারবে। তবে আমাদের এটা মনে রাখা উচিত যে, উম্মতের স্বপ্ন শরীয়তের দলীল নয়। স্বপ্নের মাধ্যমে দেওয়া সুসংবাদের ভিত্তিতে কাউকে নিশ্চিত জান্নাতী বলা যাবে না।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

اِذن سے تیرے سرِ حشر کہیں کاش! حُضُور
ساتھ عطّار کو جنّت میں رکھوں گا یا ربّ

ইযনে ছে তেরে ছরে হাশর কাহী কাশ! হুজুর,
ছাথ আত্তারকো জান্নাত মে রাখখো গা ইয়া রব।

প্রতিটি রাতে ষাট হাজার গুনাহগারের মুক্তি লাভ

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, মক্কী-মাদানী সুলতান, রহমতে আলামিয়ান, হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর রহমতপূর্ণ ফরমান, "রমযান শরীফের প্রতিটি রাতে আসমানে সুবহে সাদিক পর্যন্ত একজন আহ্বানকারী এ বলে আহ্বান করে, "হে কল্যাণকামী! আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের দিকে অগ্রসর হও এবং পরিপূর্ণ কর! অর্থাৎ আনন্দিত হয়ে যাও! ওহে অসৎকর্মপরায়ণ! অসৎকর্ম থেকে বিরত হও এবং শিক্ষা গ্রহণ করো। কেউ মাগফিরাত চাওয়ার আছো কি? তার দরখাস্ত পূরণ করা হবে। কেউ তওবাকারী আছো কি? তার তওবা কবুল করা হবে। কেউ প্রার্থনাকারী আছো কি? তার দু'আ কবুল করা হবে। কোন কিছুর জন্য প্রার্থনা করারও কেউ আছো কি? তার প্রার্থনা পূরণ করা হবে। আল্লাহ তা'আলা রমযানুল মুবারকের প্রতিটি রাতে ইফতারের সময় ষাট হাজার গুনাহগারকে দোযখ থেকে মুক্তি দান করেন। আর ঈদের দিন সমগ্র মাসের সমসংখ্যক গুনাহগারকে ক্ষমা করা হয়।"

(দুররে মনসুর, খন্ড-১ম, পৃ-১৪৬)

ওহে মদীনার আশিকরা! রমযান মাসের শুভাগমন কি জিনিষ? আমরা গরীবদের ভাগ্য জেগে ওঠে। আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও বদান্যতায় রহমতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়। আর মাগফিরাতের মুক্তিনামা বেশি পরিমাণে বন্টন করা হয়। আহা! আমরা গুনাহগারগণ যদি মাহে রমযানের মাধ্যমে রহমতে আলামিয়ান হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর রহমতপূর্ণ হাতে

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।”

জাহান্নাম থেকে মুক্তির আদেশ নামা পেয়ে যেতাম! ইমামে আহলে সুন্নত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ রসূলে করীম صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَيْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মহান দরবারে আরয করেছেন ঃ

تمنّا ہے فرمایئے روزِ محشر　　یہ تیری رہائی کی چِٹّھی ملی ہے

তামান্না হায় ফরমাইয়ে রোযে মাহশার,
ইয়ে তেরী রেহাঈ কী চিট্‌ঠী মিলী হে।

প্রতিদিন দশলক্ষ গুনাহগারকে দোযখ থেকে মুক্তিদান

আল্লাহ্ তা‘আলার দান, দয়া ও ক্ষমার কথা উল্লেখ করে এক জায়গায় তাজেদারে মদীনা, সুরুরে কলবো সীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, “যখন রমযানের প্রথম রাত আসে, তখন আল্লাহ্ তা‘আলা আপন সৃষ্টির দিকে দয়ার দৃষ্টি দেন। বস্তুতঃ যখন আল্লাহ্ কোন বান্দার দিকে দয়ার দৃষ্টি দেন, তাকে কখনো আযাব দেবেন না। আর প্রতিদিন দশলক্ষ (গুনাহগারকে) জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দেন। (এভাবে) যখন ঊনত্রিশতম রাত আসে তখন গোটা মাসে যতসংখ্যক লোককে মুক্তিদান করেছেন, তার সমসংখ্যক মানুষকে ওই রাতে মুক্তিদান করেন। অতঃপর যখন ঈদুল ফিতরের রাত আসে তখন ফিরিশতাগণ আনন্দ প্রকাশ করে। আর আল্লাহ্ তাআলা আপন নূরকে বিশেষভাবে বিচ্ছুরিত করেন এবং ফিরিশতাদেরকে বলেন, “হে ফিরিশতারদল! ওই শ্রমিকদের কি প্রতিদান হতে পারে, যে তার দায়িত্ব পালন করেছে? ফিরিশতাগণ আরয করেন, “তাকে পরিপূর্ণ প্রতিদান দেয়া হোক।” আল্লাহ্ তা‘আলা ইরশাদ ফরমান, “আমি তোমাদেরকে সাক্ষী করছি-আমি তাদের সবাইকে ক্ষমা করে দিয়েছি।” (কানযুল উম্মাল, খন্ড-৮ম, পৃ-২১৯, হাদীস নং-২৩৭০২)

জুমার দিনের প্রতিটি মুহুর্তে দশ লক্ষ জাহান্নামীর মাগফিরাত

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, মাহবুবে রাব্বিল আলামীন, সায়্যিদুল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালীন হযরত

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনন্দদায়ক ফরমান, "আল্লাহ মাহে রমযানে প্রতিদিন ইফতারের সময় এমন দশলক্ষ গুনাহগারকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন, যাদের গুনাহের কারণে জাহান্নাম অনিবার্য (ওয়াজিব) হয়েছিলো। অনুরূপভাবে, জুমার রাতে ও জুমার দিনে (অর্থাৎ বৃহস্পতিবার সূর্যাস্ত থেকে আরম্ভ করে জুমার দিনের সূর্যাস্ত পর্যন্ত) প্রতিটি মুহুর্তে এমন দশলক্ষ গুনাহগারকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হয়, যারা শাস্তির উপযোগী বলে সাব্যস্ত হয়েছিল।" (কানযুল উম্মাল, খন্ড-৮ম, পৃ-২২৩, হাদীস নং-২৩৭১৬)

عِصیاں سے کبھی ہم نے کَنارہ نہ کیا
پَر تُو نے دِل آزُردہ ہمارا نہ کیا
ہم نے تَو جہنّم کی بَہُت کی تجویز
لیکن تِری رَحمت نے گوارا نہ کیا

'ইস্ইয়াঁ ছে কভী হাম নে কানারা নাহ্ কিয়া,
পর তূ নে দিল আ-যূরদাহ হামারা না কিয়া।
হামনে তো জাহান্নাম কী বহুত কী তাজভীয্,
লে-কিন তেরী রহমত নে গাওয়ারা না কিয়া।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উপরোল্লেখিত বরকতময় হাদিসগুলোতে মহামহিম স্রষ্টার কতোই মহান পুরস্কার ও বদান্যতার কথা উল্লেখ রয়েছে। মহামহিম আল্লাহরই পবিত্রতা, প্রতিদিন এমন দশলক্ষ গুনাহগারকে ক্ষমা করে দেয়া হয়, যারা তাদের গুনাহের কারণে জাহান্নামের উপযোগী হয়েছিল। তাছাড়া, জুমার রাতে ও জুমার দিনে তো প্রতিটি মুহুর্তে দশলক্ষ করে পাপী দোযখের শাস্তি থেকে মুক্ত বলে সাব্যস্ত হয়ে যায়। তদুপরি, রমযানুল মুবারকের শেষ রাতের তো কতোই সুন্দর বাহার! গোটা রমযানে যতসংখ্যক লোককে ক্ষমা করা হয়েছিলো ততসংখ্যক পাপী ওই এক রাতে দোযখের শাস্তি থেকে মুক্তি পায়। আহা! যদি আল্লাহ তা'আলা আমরা গুনাহগার-পাপীদেরকেও ওই মাগফিরাত-প্রাপ্তদের মধ্যে শামিল করে নিতেন।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

جب کہا عِصیاں سے میں نے سخت لاچاروں میں ہوں
جن کے پلّے کچھ نہیں ہے اُن خریداروں میں ہوں
تیری رَحمت کیلئے شامِل گُنہگاروں میں ہوں
بول اُٹّھی رَحمت نہ گھبرا میں مدد گاروں میں ہوں

জব কাহা 'ইস্‌ইয়া' ছে মাইনে সখ্‌ত লা-চার মে হোঁ,
জিন্‌কে পাল্লে কুছ নেহী হায় উন্‌ খরীদারো মে হোঁ।
তেরী রহমত কে লিয়ে শামিল গুনাহ্‌গারোঁ মে হোঁ,
বোল উঠি রহমত নাহ্‌ ঘাব্‌রা মাই মদদগারোঁ মে হোঁ।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কল্যাণই কল্যাণ

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা উমর ফারুক رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন, "ওই মাসকে স্বাগতম, যা আমাদেরকে পবিত্রকারী! গোটা রমযান মাস কল্যাণই কল্যাণ। দিনের বেলায় রোযা হোক, কিংবা রাত্রি জাগরণ করে ইবাদত। এ মাসে ব্যয় করা জিহাদে অর্থ ব্যয় করার মত মর্যাদা রয়েছে।" (তাম্বীহুল গাফিলীন, পৃ-১৭৬)

ব্যয়কে বাড়িয়ে দাও

হযরত সায়্যিদুনা দ্বামুরা رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, নবী করীম রাউফুর রাহীম হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান বাণী হচ্ছে, "মাহে রমযানে পরিবারের লোকজনের ব্যয়কে বাড়িয়ে দাও। কেননা, মাহে রমযানে খরচ করা আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় খরচ করার মতোই।"

(আল জামেউস সাগীর, পৃ-১৬২, হাদিস-২৭১৬)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার উপর দুরূদে পাক অধিক হারে পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।"

বড় বড় চক্ষু বিশিষ্ট হুরেরা

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, নবী করীম রউফুর রাহীম হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মহান বাণী হচ্ছে-

"যখন রমযান শরীফের প্রথম তারিখ আসে, তখন মহান আরশের নিচে থেকে মাসীরাহ নামক বাতাস প্রবাহিত হয়, যা জান্নাতের গাছপালাকে নাড়া দেয়। ওই বাতাস প্রবাহিত হবার কারণে এমনি মনোরম উচ্চস্বর ধ্বনিত হয়, যার চেয়ে উত্তম সুর আজ পর্যন্ত কেউ শুনেনি। ওই সুর শুনে (সুন্দর চোখ বিশিষ্ট) হুরেরা বেরিয়ে আসে। শেষ পর্যন্ত তারা জান্নাতের উঁচু উঁচু মহলগুলোর উপর দাঁড়িয়ে যায়। আর বলে, "কেউ আছো, যে আল্লাহ তা'আলার দরবারে আমাদের প্রার্থী হবে, যাতে তার সাথে আমাদের বিবাহ হয়?" তারপর ওই হুরগুলো জান্নাতের দারোগা (হযরত) রিদ্বওয়ান عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلام কে বলে, "আজ এ কেমন রাত?" হযরত রিদ্বওয়ান عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلام তদুত্তরে বলে, "হাঁ! এটা মাহে রমযানের প্রথম রাত। জান্নাতের দরজাগুলো হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উম্মতের রোযাদারের জন্য খুলে দেয়া হয়েছে।"

(আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, খন্ড-২য়, পৃ-৬০, হাদীস-২৩)

দুটি অন্ধকার দূরীভূত হয়

বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত সায়্যিদুনা মূসা কলীম উল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلام কে বলেন, আমি উম্মতে মুহাম্মদী صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে দুটি 'নূর' (জ্যোতি) দান করেছি। যাতে তারা দু'টি অন্ধকারের বিপদ থেকে নিরাপদে থাকে। সায়্যিদুনা মুসা কলীম উল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلام আরয করলেন, "হে আল্লাহ! ওই নূর দু'টি কি কি?" ইরশাদ হলো, রমযানের নূর" ও "কোরআনের নূর'।"

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।"

সায়্যিদুনা মুসা কলীম উল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام আরয করলেন, "অন্ধকার দু'টি কি কি?" বললেন, "একটা কবরের, আর অপরটা কিয়ামতের।"

(দুররাতুন্নাসিহীন, পৃ-৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! আল্লাহ তা'আলা মাহে রমযানের প্রতি গুরুত্বারোপকারীর উপর কি পর্যায়ের দয়া প্রদর্শনকারী! উল্লেখিত দু'টি বর্ণনায় মাহে রমযানের কতো বড় বড় দয়া ও কল্যাণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে! রমযান মাসের প্রতি গুরুত্বারোপকারী মাত্রই রোযা পালন করে, পরম করুণাময় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে এবং জান্নাতগুলোর চিরস্থায়ী নে'মতগুলো অর্জন করে। তাছাড়া, দ্বিতীয় বর্ণনায় দু'টি 'নূর' ও দু'টি 'অন্ধকার'-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অন্ধকার দূর করার জন্য আলো জরুরী। পরম করুণাময় আল্লাহ এই মহান দয়ার উপর কোরবান হয়ে যাই! তিনি আমাদেরকে কোরআন ও রমযানের দু'টি 'নূর' দান করেছেন, যাতে কবর ও কিয়ামতের ভয়ানক অন্ধকার দূর হয়ে যায় এবং আলোই আলো হয়ে যায়।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

রোযা ও কোরআন সুপারিশ করবে

রোযা ও কোরআন কিয়ামতের দিন মুসলমানের জন্য সুপারিশের সামগ্রী তৈরী করবে। হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে উমর رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنۡهُمَا বলেন, মক্কী-মাদানী সারকার, শফীয়ে রোযে শুমার হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, "রোযা ও কোরআন বান্দার জন্য কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে।" রোযা আরয করবে, "হে দয়ালু প্রতিপালক! আমি আহার ও প্রবৃত্তিগুলো থেকে দিনে তাকে বিরত রেখেছি। আমার সুপারিশ তার পক্ষে কবুল করুন!" কোরআন বলবে, "আমি তাকে রাতের বেলায় ঘুমাতে দেইনি। আমার সুপারিশ তার পক্ষে কবুল করুন।" সুতরাং উভয়ের সুপারিশ কবুল করা হবে।" (মুসনদে ইমাম আহমদ, খন্ড-২য়, পৃ: ৫৮৬, হাদীস নং-৬৬৩৭)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে অন্যায় করল।"

ক্ষমা করার অজুহাত

আমিরুল মু'মিনীন হযরত মওলায়ে কায়িনাত আলী মুরতাজা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন, "যদি আল্লাহ তাআলা উম্মতে মুহাম্মদী صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে শাস্তি দেয়া উদ্দেশ্য থাকতো, তাহলে 'রমযান' ও 'সূরা ইখলাস শরীফ' কখনো দান করতেন না।" (নুযহাতুল মাজালিস, খন্ড-১ম, পৃ-২১৬)

ڈر تھا کہ عِصیاں کی سزا اب ہو گی یا روزِ جزا
دی اُن کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں

ঢরথা কেহ ঈসইয়া কী ছাজা আব হোগী ইয়া রৌজে জযা,
দী উনকী রহমত নে ছদা ইয়ে ভী নেহী, উও ভী নেহী।

(হাদায়েখে বখশিশ)

লক্ষ রমযানের সাওয়াব

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, আহমদে মুখতার হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি মক্কা মুকাররামায় রমযান মাস পেলো, রোযা রাখলো এবং রাতে যথাসম্ভব জেগে জেগে ইবাদত করলো, আল্লাহ তাআলা তার জন্য অন্য জায়গার এক লক্ষ রমযান মাসের সাওয়াব লিপিবদ্ধ করবেন। আর প্রতিদিন একটা গোলাম মুক্ত করার সাওয়াব, প্রতি রাতে একটা গোলাম মুক্ত করার সাওয়াব, প্রতিদিন জিহাদে ঘোড়া সাওয়ারী দেয়ার সাওয়াব এবং প্রতিটি দিনে ও রাতে সাওয়াব লিপিবদ্ধ করবেন।" (ইবনে মাজাহ, খন্ড-৩য়, পৃ-৫২৩, হাদীস-৩১১৭)

আহ! যদি ঈদ মদীনায় হত!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মক্কায়ে মুকাররামা মহামহিম আল্লাহর প্রিয় হাবীব হাবীবে লবীব আমরা অসহায়দের গুনাহের চিকিৎসক হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র জন্মভূমি। আল্লাহ তা'আলা আপন হাবীব

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়ে নিজেদের মজলিশ সমূহকে সজ্জিত করো, যেহেতু তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ করাটা কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য নূর হবে।"

হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ওসীলায় কি পরিমাণ দয়া করেছেন যে, তাঁর প্রিয় মাহবুব হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কোন গোলাম (উম্মত) যদি রমযান মাসে মক্কা মুকাররামায় অতিবাহিত করে এবং সেখানে রোযা পালন করে তারাবীহ পড়ে, তবে তাকে অন্যান্য স্থানের এক লক্ষ রমযান মাসের সমান সাওয়াব দান করা হবে, প্রতিটি দিন ও রাতে একটি করে গোলাম আযাদ করার সাওয়াব এবং একেকটা নেকী অতিরিক্ত দান করেন।

আহা! আমাদেরও যদি রমযান মাস মক্কায়ে মুকার্‌রামায় অতিবাহিত করার মহা সৌভাগ্য হয়ে যেতো! আর তাতে প্রতি মুহুর্ত ইবাদত করার সামর্থ্য হয়ে যেতো! তারপর রমযান অতিবাহিত করে সাথে সাথে ঈদ উদযাপনের জন্য আমাদের প্রিয় আকা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী রওযায় হাযির হয়ে "ঈদের বখশিশ" ভিক্ষা চাওয়ার সৌভাগ্য হত ও সবুজ গম্বুজের নূরানী পরিবেশে আসীন রহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়ার সাগরে ঢেউ এসে যেতো! আহা! 'হুযুর' صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী হাত থেকে যদি আমরা গুনাহগারগণ 'ঈদের বখশিশ' পেতাম! এ সবকিছু হুযুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বদান্যতায়ই সম্ভব!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বিশ্বনবী ﷺ ইবাদতের জন্য তৎপর ও প্রস্তুত হতেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রমযান মাসে আমাদের উচিত হবে আল্লাহর খুব বেশি ইবাদত করা এবং এমন প্রতিটি কাজও করা চাই, যাতে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর মাহবুব দানায়ে গুয়ুব (অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞানের ধারক), মুনায্‌যাহুন আনিল 'উয়ূব (নিষ্পাপ সত্তা) হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি রয়েছে। কারণ, এ মাসেও যদি কেউ তার ক্ষমা করিয়ে নিতে না পারে, তবে সে আর কবে করাবে? আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এ মাস আসার সাথে সাথেই আল্লাহর ইবাদতে বেশি মাত্রায় মগ্ন হয়ে যেতেন।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

যেমনিভাবে উম্মুল মু'মিনীন সায়্যিদাতুনা আয়িশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا বলেন, "যখন রমযান আসতো, তখনই আমার মাথার মুকুট, মিরাজের দুলহা হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মহামহিম আল্লাহর ইবাদতের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ও তৎপর হয়ে যেতেন। আর গোটা মাসেই নিজের বিছানা মুবারকের উপর তাশরীফ আনতেন না।" (দুররে মানসুর, খন্ড-১ম, পৃ-৪৪৯)

রহমতের নবী ﷺ রমযানে বেশি পরিমাণে দু'আ করতেন

তিনি আরো বলেন, "যখন রমযান মাসের শুভাগমন হতো তখন নবী করীম রঊফুর রহীম صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর রং মুবারক পরিবর্তন হয়ে যেতো। আর হুযুর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বেশি পরিমাণে নামায পড়তেন, খুব কান্নাকাটি করে দু'আ প্রার্থনা করতেন এবং আল্লাহ তাআলার ভয় হুযুরকে আচ্ছন্ন করত।" (শুআবুল ঈমান, খন্ড-৩য়, পৃ-৩১০, হাদীস-৩৬২৫)

রহমতের নবী ﷺ রমযানে বেশি পরিমাণে দান করতেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ পবিত্র মাসে বেশী পরিমাণে দান-সদকা করাও সুন্নত। হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا বলেন, "যখন রমযান মাস আসে তখন হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم প্রত্যেক কয়েদীকে মুক্তি দিয়ে দিতেন এবং প্রত্যেক ভিখারীকে দান করতেন।"

(দুররে মানসুর, খন্ড-১ম, পৃ-৪৪৯)

সবচেয়ে বেশি দানশীল

সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বর্ণনা করেছেন, "আল্লাহর রসূল صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সমস্ত মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি দানশীল। হুযুরের দানশীলতার সমুদ্রে তখন বেশি ঢেউ ছিলো।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

যখন (রমযান মাসে) হুযুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে জিব্রাঈল আমীন عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام রমযানের প্রত্যেক রাতে সাক্ষাতের জন্য হাযির হন এবং সরকার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর সাথে কোরআন পাঠের অবতারণা করেন। সুতরাং রসূলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! সবেগে প্রবাহমান বাতাসের চেয়েও বেশী পরিমাণে কল্যাণের ক্ষেত্রে দান করতেন।"

(সহীহ বুখারী শরীফ, খন্ড-১ম, পৃ-০৯, হাদীস নং-৬)

ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم
ہیں سخی کے مال میں حقدار ہم

হাত উঠা কর এক টুকড়া আয় করীম,
হে ছখী কে মাল মে হকদার হাম

(হাদায়েকে বখশিশ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হাজার গুণ সাওয়াব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রমযান মাসে সৎ কার্যাদির সাওয়াব খুব বেশি হয়ে যায়। সুতরাং এ মাসে অধিক থেকে অধিকতর সৎ কাজ করতে চেষ্টা করুন। সুতরাং হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম নাখই رَحْمَةُ اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, "রমযান মাসে একদিন রোযা রাখা (অন্য সময়) এক হাজার রোযা রাখার চেয়ে উত্তম। রমযান মাসে একবার 'তাসবীহ' পাঠ করা (অর্থাৎ سُبْحٰنَ اللّٰه বলা) অন্য মাসে এক হাজার বার তাসবীহ পাঠ করা (অর্থাৎ سُبْحٰنَ اللّٰه বলার) চেয়ে উত্তম। রমযান মাসে এক রাকআত নামায পড়া, রমযান ব্যতীত অন্য মাসের এক হাজার রাকআত অপেক্ষা উত্তম। (আদ্ দুররুল মানসুর, খন্ড-১ম, পৃ-৪৫৪)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

রমযানে যিকিরের ফযীলত

হযরত আমীরুল মু'মিনীন সায়্যিদুনা উমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, নবীকুল সরদার, হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর রহমতপূর্ণ বাণী ঃ

ذَاكِرُ اللهِ فِيْ رَمَضَانَ يُغْفَرُ لَهُ وَسَائِلُ اللهِ فِيْهِ لَا يَخِيْبُ

অনুবাদ ঃ - "রমযান মাসে আল্লাহর যিকরকারীকে ক্ষমা করা হয় এবং আল্লাহর দরবারে প্রার্থনাকারী বঞ্চিত থাকে না।"

(শুআবুল ঈমান, খন্ড-৩য়, পৃ-৩১১, হাদীস নং-৩৬২৭)

সুন্নতে ভরপুর ইজতিমা ও আল্লাহর যিকির

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ওইসব লোক কতইনা সৌভাগ্যবান, যারা এ বরকতময় মাসে বিশেষ করে যিকর ও দুরূদের মাহফিলে এবং সুন্নতে ভরা ইজতিমায় শরীক হবার সৌভাগ্য লাভ করে আর আল্লাহর মহান দরবারে নিজেদের দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গল প্রার্থনা করে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কোরআন ও সুন্নাত এর বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সুন্নতে ভরা ইজতিমা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর যিকির দ্বারা সাজানো। কেননা তিলাওয়াত, না'ত শরীফ, সুন্নতে ভরা বয়ান, দু'আ, সালাত ও সালাম ইত্যাদি সবকিছু আল্লাহর যিকির এর অন্তর্ভূক্ত। দা'ওয়াতে ইসলামীর ইজতিমার বরকতের একটি ঝলক শুনুন। যেমন-

ছয়টি কন্যা সন্তানের পর পুত্র সন্তান

মারকাযুল আউলিয়া (লাহোর) এর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা কিছুটা নিজের ভাষায় বর্ণনা করছি ঃ সম্ভবত ২০০৩ সালের কথা। এক ইসলামী ভাই আমাকে তবলীগে কুরআন ও সুন্নতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর তিনদিনের আন্তর্জাতিক সুন্নতে ভরা ইজতিমায় (সাহরায়ে মদীনা, মদীনাতুল আউলিয়া মুলতানে) অংশগ্রহণ করার জন্য দা'ওয়াত পেশ করেন।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

আমি তাকে বললাম, ভাই! আমি ছয়টি কন্যা সন্তানের বাবা, আমার ঘরে বর্তমানে আরো একটি সন্তান আসার অপেক্ষায় আছে, দু'আ করবেন যাতে এবার আমার পুত্র সন্তান হয়।

ঐ ইসলামী ভাই অতি বিনয়ের সাথে ইনফিরাদী কৌশিশ করতে করতে বললেন, سُبْحٰنَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ ! আপনারতো এখন তিনদিনের সুন্নতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করা খুবই জরুরী। হজ্জের পর উপস্থিত লোকসংখ্যার দিক থেকে আশিকানে রসুলদের সবচেয়ে বড় ইজতিমা মুলতান শরীফে এসে দু'আ করুন, না জানি কার দু'আর সদকায় আপনার সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। তার কথা আমার হৃদয়ে খুবই প্রভাব ফেলল। আর আমি সুন্নতে ভরা ইজতিমায় (মুলতান শরীফ) উপস্থিত হয়ে গেলাম। সেখানকার মনোরম দৃশ্যাবলী বর্ণনা করার মত ভাষা আমার নেই। আমার জীবনে এই প্রথমবারের মত খুব বেশি আত্মার প্রশান্তি মিলল। اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ ইজতিমার কিছুদিন পর আল্লাহ তাআলা আমাকে চাঁদের মত ফুটফুটে একটি মাদানী মুন্না (ছেলে সন্তান) দান করেন। ঘরের সকলের আনন্দ বর্ণনা করার সীমা নেই। اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ আমি দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী মহলের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলাম। আল্লাহ তাআলা আমাকে পরবর্তীতে আরো একটি পুত্র সন্তান দান করে ধন্য করেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ এই বর্ণনাটি দেয়ার সময় আমি দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী মহলে মাদানী কাফিলার যিম্মাদার হিসেবে খিদমত করার সৌভাগ্য অর্জন করছি।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী মহল ও সুন্নতে ভরা ইজতিমায় কেন রহমত বর্ষণ হবে না! কেননা জানি না ঐ সকল আশিকানে রসুলদের মধ্যে কতজন আল্লাহর ওলী রয়েছেন। আমার আকা আলা হযরত رَحْمَۃُ اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন, "জামাআতের মধ্যে বরকত রয়েছে আর দুআয়ে

مَجْمَعِ مُسلِمِین اَقْرَب بَقَبُوْل

(অর্থাৎ মুসলমানদের সমাবেশে দুআ করাটা কবুল হওয়ার খুবই কাছাকাছি)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

ওলামায়ে কিরামগণ বলেন : যেখানে ৪০ জন নেককার মুসলমান একত্রিত হয়, তাদের মধ্যে একজন অবশ্যই আল্লাহর ওলী থাকেন। (ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যাহ্, খন্ড-২৪, পৃ-১৮৪, তফসীরে শরহে জামি সগীর, হাদীস নং-৭১৪, খন্ড-১ম, পৃ-৩১২ দারুল হাদীস, মিশর ব্যাখ্যায় বর্ণিত)

মূল কথা হল: দুআ কবুল হওয়ার কোন চিহ্ন যদিও দেখা না যায় তবুও অভিযোগের শব্দাবলী মুখে উচ্চারণ না করা চাই। আমাদের কোন কথায় আমাদের কল্যাণ আছে তা আমাদের চেয়ে আল্লাহ তাআলা অধিক ভালো জানেন। আমাদেরকে প্রতিটা মুহুর্তে আল্লাহ তাআলার শোকর গুজার বান্দা হয়ে থাকা চাই। তিনি ছেলে সন্তান দান করলেও শোকর, মেয়ে দান করলেও শোকর, উভয়টি দান করলেও শোকর, আর একেবারে না দিলেও সদা সর্বদা শোকর আদায় করাই উচিত। ২৫ পারা সুরায়ে শোরা এর ৪৯ ও ৫০ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে ঃ-

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ ﴿۴۹﴾ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّ اِنَاثًا ۚ وَ يَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ﴿۵۰﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ আল্লাহরই জন্য আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব। তিনি সৃষ্টি করেন যা ইচ্ছা করেন। যাকে চান কন্যা সন্তান সমূহ দান করেন এবং যাকে চান পুত্র সন্তান সমূহ দান করেন। অথবা উভয়ই যুক্তভাবে প্রদান করেন– পুত্র ও কন্যা সন্তান। যাকে চান বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয় তিনি জ্ঞানময়, শক্তিমান।

(সূরা-শূরা, আয়াত-৪৯, ৫০, পারা-২৫)

সদরুল আফাযিল, হযরত আল্লামা মওলানা মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন, তিনি মালিক, নিজের অনুগ্রহকে যেভাবে চান বণ্টন করেন। যে যা চায় দান করেন। নবীগণের মধ্যে এই সব অবস্থা আমরা দেখতে

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

পাই। হযরত সায়্যিদুনা লুত عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیۡهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام ও হযরত সায়্যিদুনা শোয়াইব عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیۡهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর শুধুমাত্র কন্যা সন্তানই ছিল। কোন ছেলে সন্তান ছিল না। হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیۡهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর শুধুমাত্র ছেলে সন্তান ছিল মেয়ে ছিল না। হযরত সায়্যিদুনা সায়্যিদুল আম্বিয়া হাবিবে খোদা মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আল্লাহ তা'আলা ৪ জন শাহযাদা ও ৪ জন শাহযাদী দিয়েছেন এবং হযরত সায়্যিদুনা ইয়াহইয়া عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیۡهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام ও হযরত ঈসা عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیۡهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام কে কোন সন্তানই দেননি। (খাযাইনুল ইরফান, পৃ-৭৭৭)

রমযানের পাগল

এক ব্যক্তি, যার নাম ছিলো মুহাম্মদ। গোটা বছর নামায পড়তো না। যখন রমযান শরীফের বরকতময় মাস আসতো, তখন সে পাক-সাফ পোশাক পরতো এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়মিতভাবে পড়তো। এমনকি গত বছরের নামাযগুলোও কাযা আদায় করে দিতো। লোকেরা তাকে বলত, "তুমি এমন করো কেন?" সে বলত, "এ মাসটা হচ্ছে রহমত, বরকত, তওবা ও মাগফিরাতের। হতে পারে আল্লাহ তা'আলা আমাকে আমার এ 'আমলের কারণে ক্ষমা করবেন।" যখন তার ইনতিকাল হলো, তখন কেউ তাকে স্বপ্নে দেখলো আর বললো, আল্লাহ তা'আলা তোমার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? সে বললো, "আমার মহামহিম আল্লাহ আমাকে রমযান শরীফের প্রতি সম্মান দেখানোর কারণে ক্ষমা করে দিয়েছেন।" (দুররাতুন্নাসিহীন, পৃষ্ঠা-৮ম)

আল্লাহর তাআলার রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের গুনাহ্ ক্ষমা হোক।

আল্লাহ অমুখাপেক্ষী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! আল্লাহ তাআলা রমযান মাসের প্রতি গুরুত্বারোপকারীকে কতো উচ্চ পর্যায়ের দয়া করেছেন! বছরের অন্যান্য মাসকে বাদ দিয়ে শুধু রমযান মাসে ইবাদতকারীকেও ক্ষমা করে দিয়েছেন।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।”

এ ঘটনা থেকে কেউ আবার একথা বুঝে বসবেন না যে, ‘এখনতো আল্লাহ্‌রই পানাহ্ সারা বছরের নামায থেকে অব্যাহতি পাওয়া গেলো! শুধু বরকতময় রমযান মাসেই রোযা-নামায পালন করে নেবো। আর সোজা জান্নাতে চলে যাবো।’

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রকৃতপক্ষে ক্ষমা করা ও আযাব দেওয়া এ সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি ইচ্ছা করলে কাউকে বাহ্যতঃ কোন ছোট নেক আমলের উপর ভিত্তি করেই ক্ষমা করে দেন। আর তিনি চাইলে কাউকে আবার তার বড় বড় নেক আমল থাকা সত্ত্বেও কোন একটা ছোট গুনাহের উপর পাকড়াও করে নেবেন। যেমন ৩য় পারা সুরা বাকারা ২৮৪ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে

فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَآءُ ط

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ অতঃপর যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন আর যাকে ইচ্ছা করবেন শাস্তি দেবেন;

(পারা-৩, সূরা-বাকারা, আয়াত-২৮৪)

تو بے حساب بخش کہ ہیں بے شُمار جرم
دیتا ہوں واسِطہ تجھے شاہِ حِجاز کا

তূ বে-হিসাব বখ্‌শ্ কেহ্ হায় বে-শুমার জুর্‌ম,
দে-তা হোঁ ওয়াস্‌তাহ্ তুঝে শাহে হিযায কা।

তিনটি জিনিসের মধ্যে তিনটি গোপন জিনিস

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কোন নেকীই ছেড়ে দেয়া উচিত নয়। জানিনা, আল্লাহ তাআলার মহান দরবারে কোন নেকীটা পছন্দ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে, কোন

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

ছোট থেকে ছোটতর গুনাহও না করা চাই। জানিনা, কোন গুনাহের উপর আল্লাহ তাআলা অসন্তুষ্ট হয়ে যান। আর তাঁর কষ্টদায়ক শাস্তি এসে আমাদের ঘিরে ফেলে।

আলা হযরত এর খলীফা, ফকীহে আযম সায়্যিদুনা আবূ ইউসূফ মুহাম্মদ শরীফ, মুহাদ্দিসে কুটলভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেছেন, "আল্লাহ তিনটি জিনিষের মধ্যে তিনটি জিনিষকে গোপন রেখেছেন ঃ ১. নিজের সন্তুষ্টিকে নিজের আনুগত্যের মধ্যে, ২. নিজের অসন্তুষ্টিকে নির্দেশ অমান্য করার মধ্যে এবং ৩. নিজের ওলীগণকে তাঁর বান্দাদের মধ্যে।" একথা উদ্ধৃত করার পর ফকীহে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, "প্রতিটি নির্দেশ পালন করা ও প্রতিটি নেকীকে কাজে পরিণত করা চাই। কারণ, একথা জানা নেই, কোন পাপের উপর তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে যান! হোক না ওই পাপাচার অতি ছোট। যেমন, (বিনানুমতিতে) কারো কাঠি (Toothpick) দিয়ে খিলাল করা। এটা বাহ্যিকভাবে অতি মা'মূলী বিষয়। কিংবা কোন প্রতিবেশীর মাটি দ্বারা তার অনুমতি ছাড়া নিজের হাত পরিস্কার করা। এটাও একটা নগণ্য বিষয়। কিন্তু এটাও সম্ভব যে, এ মন্দ কাজটিতেই মহান আল্লাহর অসন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে। সুতরাং এমন ছোট ছোট কাজ থেকেও বিরত থাকা চাই।" (আখলাকুস সালিহীন, পৃ-৫৬)

কুকুরকে পানি পানকারীণিকে ক্ষমা করা হয়েছে

ওহে রহমত প্রার্থীরা! যখন তিনি ক্ষমা করতে চান তখন বাহ্যিকভাবে যতই ছোট নেকীই হোক না কেন, তিনি সেটার উপর ভিত্তি করে দয়া পরবশ হয়ে যান। সুতরাং এ প্রসঙ্গে বহুসংখ্যক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেমন-এক নারীকে শুধু এজন্যই ক্ষমা করা হয়েছে যে, সে এক পিপাসার্ত কুকুরকে পানি পান করিয়ে ছিলো। (বুখারী শরীফ, খন্ড-২য়, পৃ-৪০৯, হাদীস নং-৩৩২১)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

এক হাদীসে সরকারে মদীনা, সুরুরে কলবো সীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এ মহান বাণীও পাওয়া যায় যে, এক ব্যক্তি রাস্তা থেকে একটা গাছকে এ জন্য সরিয়ে দিয়েছে যে, পথচারীগণ যেন তা দ্বারা কষ্ট না পায়। আল্লাহ তা'আলা খুশী হয়ে তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

(মুসলিম শরীফ, পৃ-১৪১০, হাদীস নং-১৯১৪)

অন্য এক বিশুদ্ধ হাদীস শরীফের দাবী অনুসারে 'নম্রতা' (অর্থাৎ কর্জ আদায়ের ব্যাপারে শিথিলতা) অবলম্বনকারী এক ব্যক্তিকে নাজাত দানের ঘটনাও এসেছে। (বোখারী শরীফ, খন্ড-২য়, পৃ-১২, হাদীস নং-২০৭৮)

আল্লাহ তা'আলার রহমতের ঘটনাবলী আলোচনা করতে গেলে সেগুলোর সংখ্যা এতো বেশী হয় যে, আমরা সেগুলো এ ক্ষুদ্র পরিসরে আলোচনা করতে পারিনা; কবি বলেন

مُژدہ باد اے عاصِیو! ذاتِ خُدا غفّار ہے
تَہنِیَت اے مجرِ مو! شافِعِ شہِ اَبرار ہے

মুযদাহবাদ আয় 'আছিয়ো! যাতে খোদা গাফ্‌ফার হায়,
তাহনিয়াত আয় মুজরিমো! শাফি' শাহে আবরার হায়।

(হাদায়েখে বখশিশ)

আযাব থেকে মুক্তি লাভের কারণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখন আল্লাহ রহমত করতে চান তখন কোন একটা আমলকে নিজের দরবারে কবুল করেন তারপর ওই কারণে তাঁর রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করে দেন।

এখন একটা বরকতময় হাদীস পেশ করা হচ্ছে, যাতে এমন কতগুলো লোকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যারা কোন না কোন নেকীর কারণে আল্লাহ তা'আলার পাকড়াও থেকে বেঁচে গেছে। আর আল্লাহর রহমত তাদেরকে আবৃত করেছে। যেমন ঃ

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।”

হযরত সায়্যিদুনা আবদুর রহমান ইবনে সামুরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, একদা হুযুরে আকরাম হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তশরীফ আনলেন আর ইরশাদ ফরমালেন, “আজ রাতে আমি এক আশ্চর্যজনক স্বপ্ন দেখেছি। তা হচ্ছে-

১. এক ব্যক্তির রুহ কব্জ করার জন্য ‘মালাকুল মওত’ عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام আসলো, কিন্তু তার মাতা পিতার আনুগত্য করার সাওয়াব সামনে এসে দাঁড়ালো এবং সে বেঁচে গেলো।

২. এক ব্যক্তিকে কবরের আযাব ছেয়ে ফেললো, কিন্তু তার ওযু (রূপী নেকী) তাকে রক্ষা করলো।

৩. এক ব্যক্তিকে শয়তান ঘিরে ফেললো; কিন্তু আল্লাহ তাআলার যিকর (রূপী নেকী) তাকে রক্ষা করে নিলো।

৪. এক ব্যক্তিকে আযাবের ফিরিশতারা ঘিরে নিলো; কিন্তু তাকে (তার) নামায (রূপী নেকী) রক্ষা করলো।

৫. এক ব্যক্তিকে দেখলাম, পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ায় তার জিহ্বা বের হয়ে পড়ছিলো। আর একটা হাওযে পানি পান করার জন্য যাচ্ছিলো; কিন্তু তাকে ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছিলো। এর মধ্যে তার রোযা এসে গেলো। আর (এ নেকী) তাকে পরিতৃপ্ত করে দিলো।

৬. এক ব্যক্তিকে দেখলাম, যেখানে সম্মানিত নবীগণ আলাইহিমুস সালাম গোল হয়ে বসে আছেন। সেখানে সে তাঁদের নিকট যেতে চাচ্ছিলো। কিন্তু তাকে (সেখান থেকে) তাড়িয়ে দেয়া হচ্ছিলো। এর মধ্যে তার ‘জানাবতের ফরজ গোসল’ এসে হাযির হলো। আর (তার এ নেকী) তাকে আমার নিকটেই বসিয়ে দিলো)।

৭. এক ব্যক্তিকে দেখলাম, তার সামনে ও পেছনে, ডানে ও বামে, উপরে ও নিচে অন্ধকারই অন্ধকার। সে ওই অন্ধকারে হতভম্ব ও পেরেশান। তখন তার হজ্ব ও ওমরা সামনে এসে গেলো। আর (এ নেকীগুলো) তাকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর মধ্যে পৌঁছিয়ে দিলো।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

৮. এক ব্যক্তিকে দেখলাম যে, সে মুসলমানদের সাথে কথা বলতে চাচ্ছিলো; কিন্তু কেউ তার সাথে কথা বলতে রাজি না। তখন 'আত্মীয়দের প্রতি সদ্ব্যবহাররূপী নেকীটা মু'মিনদেরকে বললো, "তোমরা তার সাথে কথাবার্তা বলো।" সুতরাং মুসলমানরা তার সাথে কথা বলতে আরম্ভ করলো।

৯. এক ব্যক্তির দেহ ও চেহারার দিকে আগুন এগিয়ে আসছিল। আর সে তার হাতে তা দূর করতে চাচ্ছিলো। তখন তার সদকা এসে পড়লো এবং তার সামনে ঢাল হয়ে তার মাথার উপর ছায়া হয়ে গেলো।

১০. এক ব্যক্তিকে 'যাবানিয়্যা' (অর্থাৎ আযাবের বিশেষ ফিরিশতাগণ) চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেললো। কিন্তু তার 'সৎকাজের নির্দেশ দান ও অসৎকাজে বাধা প্রদান' (রূপী নেকী) এসে হাযির হল আর তা তাকে রক্ষা করলো এবং রহমতের ফিরিশতাদের হাতে সোপর্দ করে দিলো।

১১. এক ব্যক্তিকে দেখলাম, সে হাঁটুর উপর ভর করে বসা ছিলো। কিন্তু তার ও আল্লাহ তাআলার মধ্যভাগে পর্দা ছিলো। কিন্তু তার সচ্চরিত্র আসলো। এ (নেকী) তাকে রক্ষা করে নিলো এবং আল্লাহ তা'আলার সাথে মিলিয়ে দিলো।

১২. এক ব্যক্তিকে দেখলাম তার আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হচ্ছে। তখন তার 'আল্লাহর ভয়' (তাকওয়া) এসে পড়লো। আর এ (মহান নেকীর বরকতে) তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হলো।

১৩. এক ব্যক্তির নেকীর ওজন হালকা ছিলো। কিন্তু তার দানশীলতা এসে পড়লো এবং নেকীর ওজন ভারী করে দিলো।

১৪. এক ব্যক্তি জাহান্নামের কিনারায় দাঁড়ানো ছিলো; কিন্তু তার 'আল্লাহর ভয়' (রূপী নেকী) আসলো এবং সে বেঁচে গেলো।

১৫. এক ব্যক্তি জাহান্নামে পতিত হলো; কিন্তু তার 'আল্লাহর ভয়ে বিসর্জনকৃত অশ্রু' এসে গেলো। আর (এ অশ্রুর বরকতে) সেবেঁচে গেলো।

১৬. এক ব্যক্তি পুলসিরাতের উপর দাঁড়ানো ছিলো এবং গাছের ডালের মতো কাঁপছিলো; কিন্তু তার 'আল্লাহর প্রতি ভাল ধারণা, যে "তিনি তাকে দয়াই

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

করবেন" তার (এ নেকী) তাকে রক্ষা করলো এবং সে পুলসিরাতের উপর দিয়ে অতিক্রম করে চলে গেলো।

১৭. এক ব্যক্তি পুলসিরাতের উপর দিয়ে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে চলছিলো। তখন তার নিকট 'আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করা' (রূপী নেকী) এসে পড়লো। আর (এ নেকী) তাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে পুলসিরাত পার করিয়ে দিলো।

১৮. আমার উম্মতের এক ব্যক্তি জান্নাতের দরজাগুলোর নিকট পৌঁছলো। ওইসব দরজা তার জন্য বন্ধ ছিলো। তখন তার 'لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ' মর্মে-সাক্ষ্য দেয়া (নেকীটি) আসলো। আর তার জন্য জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হলো এবং সে জান্নাতে প্রবেশ করলো।

চোগলখোরীর ভয়ঙ্কর শাস্তি!

১৯. কিছু মানুষের ঠোঁটগুলো কাটা হচ্ছিলো। আমি জিব্রাইল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে জিজ্ঞাসা করলাম। ওরা কারা? বললো, "এরা মানুষের মধ্যে চোগলখোরী করতো।"

গুনাহের অপবাদের ভয়ঙ্কর শাস্তি!

২০. মানুষকে তাদের জিহবার সাথে লটকিয়ে রাখা হয়েছিলো। আমি জিব্রাইল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। বললো, "এরা বিনা কারণে মানুষের বিরুদ্ধে গুনাহের অপবাদ দিত।" (শরহুস সূদূর, পৃ-১৮২)

কোন নেকীই ছেড়ে দেয়া উচিত নয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! পিতামাতার আনুগত্য, ওযু, নামায, আল্লাহর যিকির, হজ্ব ও ওমরা, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সদ্ব্যবহার, সৎকাজের নির্দেশ ও অসৎকাজে বাধাদান, সদকা, সচ্চরিত্র, দানশীলতা, আল্লাহর ভয়ে কান্নাকাটি, তদুপরি আল্লাহর প্রতি ভালো ধারণা ইত্যাদি নেকীর কারণে আল্লাহ তাআলা আযাবে লিপ্ত লোকদেরকে দয়া করেছেন এবং তিরস্কার ও শাস্তি থেকে মুক্তি দিয়েছেন। মোটকথা, এটা হচ্ছে তাঁর অনুগ্রহ ও বদান্যতার বিষয়। তিনি মহামহিম মালিক ও খোদ মুখতার। যাকে চান ক্ষমা করে দেন।

যাকে চান শাস্তি দেন। এসবই তাঁর ন্যায় বিচার। যেখানে তিনি একটা মাত্র নেকীর উপর খুশী ও দয়াপরবশ হয়ে ক্ষমা করে দেন, সেখানে কখনো আবার কোন একটা মাত্র গুনাহের উপর অসন্তুষ্ট হলে তাঁর রাগের ঢেউ খেলে। অতঃপর তাঁর পাকড়াও কঠোর হয়ে থাকে।

যেমন, এখন উল্লেখকৃত দীর্ঘ হাদীসের শেষভাগে চোগলখোরদের (অর্থাৎ যারা একজনের কথা অন্যজনকে লাগিয়ে পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ করায়) এবং অন্যের প্রতি গুনাহের অপবাদ রচনাকারীদের পরিণতি আমাদের প্রিয় আকা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বচক্ষে দেখে আমাদেরকে সতর্ক করেছেন। (অর্থাৎ যেখানে একটা নেকীর কারণে নাজাত হতে পারে, সেখানে কোন একটা গুনাহের কারণে পাকড়াও হতে পারে। সুতরাং বিবেকবান হচ্ছে সে-ই, যে কোন একটা মাত্র ছোট নেকী হলেও সেটা বর্জন না করে। কারণ, হয়তো এ নেকী তার নাজাতের উপায় হয়ে যেতে পারে। পক্ষান্তরে গুনাহ্ যতোই সামান্য হোক না কেন, তা কখনোই করবে না।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

৪টি ঘটনা

(১) কবরে আগুন জ্বলে উঠলো!

হযরত সায়্যিদুনা আমর ইবনে শুরাহবীল رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন, এমন একজন লোকের ইনতিকাল হলো, যাকে লোকেরা মুত্তাকী মনে করতো। যখন তাকে দাফন করে দেয়া হলো, তখন তার কবরে আযাবের ফিরিশতারা আসল, আর বলতে লাগল, "আমরা তোমাকে আল্লাহর আযাবের একশ চাবুক মারবো।" সে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে বললো, "আমাকে কেন মারবেন? আমি তো পরহিযগার লোক ছিলাম।" তখন তারা বললো, "আচ্ছা চলো, পঞ্চাশটাই মারবো।" কিন্তু সে অব্যাহতভাবে তর্ক করতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত ফিরিশতারা 'এক চাবুকে' নেমে

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার উপর দুরূদে পাক অধিক হারে পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।"

আসলেন। সুতরাং তাঁরা একটা চাবুক মেরেই দিলেন। যার ফলে গোটা কবরে আগুন জ্বলে উঠলো। আর ওই লোকটা জ্বলে ছাই হয়ে গেলো। তারপর তাকে জীবিত করা হলো। তখন সে ব্যথায় কাতর হয়ে কেঁদে কেঁদে ফরিয়াদ করলো, "শেষ পর্যন্ত আমাকে এ চাবুকটা কেন মারা হলো?" তখন তাঁরা বললেন, "একদিন তুমি ওযু ছাড়া নামায পড়েছিলে। আরেকদিন এক মযলুম (অত্যচারিত) তোমার নিকট সাহায্য চেয়েছিল, তুমি তাকে সাহায্য করোনি।"

(শরহুস সুদূর, পৃ-১৬৫)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেনতো! আল্লাহ নারায হলে তিনি নেককার ও পরহিযগার লোককেও পাকড়াও করেন এবং সেও কবরের শাস্তিতে পাকড়াও হয়ে যায়। হে আল্লাহ! আমাদের শোচনীয় অবস্থার উপর দয়া করুন! আমীন বিজাহিন্নাবিয়্যিল আমিন صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

(২) ওজনের সময় অসতর্ক হওয়ার কারণে শাস্তি

হযরত সায়্যিদুনা হারিস মুহাসিবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, "একজন ফসল পরিমাপকারী ওই কাজ ছেড়ে দিলো এবং আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হয়ে গেলো। সে যখন মৃত্যুবরণ করলো, তখন তার এক বন্ধু তাকে স্বপ্নে দেখলো এবং বললো, " অর্থাৎ আল্লাহ তোমার সাথে কিরূপ আচরণ করলেন?

সে বললো, "আমার ওই পাল্লা, যা দিয়ে আমি ফসল ইত্যাদির ওজন করতাম, তাতে আমার অসাবধানতার কারণে কিছু মাটির মতো জিনিষ লেগে গিয়েছিলো, যার আমি পরোয়াই করিনি ও পরিস্কার করিনি। ফলে প্রতিবার মাপার সময় ওই মাটির পরিমাণ মাল কম হতে যাচ্ছিলো। এ অপরাধের শাস্তিতে আমি গ্রেফতার হয়েছি। (আখলাকুস সালেহীন, পৃ-৫৬)

(৩) কবর থেকে চিৎকারের শব্দ

এমনি আরেক ব্যক্তিও তার দাঁড়ি-পাল্লা থেকে মাটি ইত্যাদি পরিস্কার করতো না এবং এমনিতেই মাল মেপে দিয়ে দিতো। যখন সে মরে গেলো, তখন তার কবরেও আযাব শুরু হয়ে গেলো। এমনকি লোকজন তার কবর থেকে শোর-

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।"

চিৎকারের আওয়াজ শুনতো পেতো। কিছু নেককার বান্দা رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تعالٰی কবর থেকে শোর-চিৎকারের আওয়াজ শুনে দয়াপরবশ হলেন। আর ওই লোকটির জন্য মাগফিরাতের দু'আ করলেন। তখন সে দোআর বরকতে আল্লাহ তা'আলা তার আযাবকে দূর করে দিলেন। (আখলাকুস সালেহীন, পৃ-৬৫)

হারাম উপার্জন কোথায় যায়?

এ ভয়ানক ঘটনাগুলো থেকে ওইসব লোক যেনো অবশ্যই শিক্ষা অর্জন করে, যারা ওজনে কারচুপি করে কম দেয়। ওহে মুসলমানরা! ওজনে কারচুপি করে মাপলে বাহ্যিকভাবে এমন লাভ দিয়ে কী করবে? দুনিয়ায়ওতো এ ধরণের অর্থ-সম্পদ ক্ষতির কারণ হয়ে যায়। হতে পারে ডাক্তারদের ফিস, রোগের ঔষধ, পকেটমার, চোর কিংবা ঘুষখোরদের হাতে এসব অর্থ-কড়ি চলে যাবে। আল্লাহর পানাহ্ তারপর আখিরাতের কঠিন শাস্তিও ভোগ করতে হবে।

کرلے توبہ ربّ کی رحمت ہے بڑی
قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی
করলে তওবা রব কি রহমত হে বড়ী
কবর মে ওয়ারনা সাজা হোগী কড়ী

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

আগুনের দুটি পাহাড়

তফসীরে রুহুল বয়ানে উদ্ধৃত করা হয়েছে, যে ব্যক্তি পরিমাপে কম দেয়, কিয়ামতের দিন তাকে দোযখের গভীরে নিক্ষেপ করা হবে। আর আগুনের দুটি পাহাড়ের মাঝখানে বসিয়ে নির্দেশ দেয়া হবে এ পাহাড় দুটি ওজন করো। যখন ওজন করতে থাকবে, তখন আগুন তাকে জ্বালিয়ে দিবে।

(তফসীরে রূহুল বয়ান, খন্ড-১০ম, পৃ-৩৬৪)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে অন্যায় করল।"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গভীরভাবে দৃষ্টি দিন! একটু চিন্তা করুন তো! সংক্ষিপ্ত জীবনে কয়েকটা ধ্বংসশীল টাকা অর্জনের জন্য যদি ওজনে কারচুপি করে বসেন, তাহলে কেমন কঠিন শাস্তির হুমকি এসেছে? আজ সামান্যতম গরম বরদাশত হচ্ছে না, আর জাহান্নামের আগুনের পাহাড়ের উত্তাপ কিভাবে বরদাশত হবে। আল্লাহর ওয়াস্তে, নিজের অবস্থার প্রতি দয়া করে সম্পদের লোভ থেকে দূরে সরে পড়ুন! অন্যথায় অবৈধ মাল উভয় জাহানে শাস্তিরই মাধ্যম হিসেবে পরিণত হবে।

(৪) খড়কুটার বোঝা

হযরত সায়্যিদুনা ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন, বনী ইসরাঈলের এক যুবক সকল গুনাহ থেকে তওবা করলো। অতঃপর সত্তর বছর যাবৎ নিয়মিতভাবে ইবাদতে মশগুল রইলো। দিনের বেলায় রোযা রাখতো, রাত জেগে ইবাদত করতো। তার তাকওয়ার এ অবস্থা ছিলো যে, কোন ছায়ায় বিশ্রাম নিতো না, কোন উত্তম খাবার খেত না। যখন তার মৃত্যু হল, এক বন্ধু তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলো, আল্লাহ তোমার সাথে কিরূপ আচরণ করলেন? সে বললো, "আল্লাহ তাআলা আমার হিসাব নিলেন। তারপর সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিলেন। কিন্তু আফসোস! একটা খড়কুটা, যা আমি সেটার মালিকের অনুমতি ছাড়া নিয়ে ছিলাম এবং তা দ্বারা দাঁত খিলাল করেছিলাম। ওই খড়কুটার মালিক থেকে ক্ষমা চাওয়া বাকী ছিলো। আফসোস! শত আফসোস!! সেটার কারণে আমাকে এখনো পর্যন্ত জান্নাত থেকে বিরত রাখা হয়েছে।" (তাম্বীহুল মুগতাররীন, পৃ-৫১)

পাপ শুধু পাপই

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভয়ে কেঁপে উঠুন! যখন পরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলার ক্রোধের ঢেউ খেলে, তখন এমন গুনাহের জন্য পাকড়াও করা হয়, যাকে সামান্য মনে করা হয়। যেমন এখন যে ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, একজন আবিদ ও দুনিয়া ত্যাগী, নেক বান্দাকে শুধু এবং শুধু এ জন্য জান্নাত থেকে বিরত রাখা হয়েছে যে, সে একটা নগণ্য খড়কুটার মালিকের অনুমতি ছাড়া নিয়ে তা দ্বারা

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়ে নিজেদের মজলিশ সমূহকে সজ্জিত করো, যেহেতু তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ করাটা কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য নূর হবে।"

খিলাল করেছিল। আর মাফ করানো ছাড়াই তার ইনতিকাল হয়ে গেছে এবং আটকা পড়েছে। আসুন, আমরাও একটু চিন্তা করি! গভীরভাবে দৃষ্টি দেই! একটা খড়ের টুকরা কি জিনিষ? আজকালতো জানিনা, লোকেরা কতো ধরণের মূল্যবান আমানত খিয়ানত করে যাচ্ছে এতে সামান্য দ্বিধাও করছে না।

تُوبُوا اِلَى الله ! اَسْتَغْفِرُ الله

বিনা কারণে কর্জ পরিশোধে দেরী করা গুনাহ্

ওহে মুসলিম সমাজ! ভয় করো! বান্দাদের হক বা প্রাপ্যের বিষয়টি অত্যন্ত কঠিন। আমরা যদি কোন বান্দার হক আত্মসাৎ করে নিই, কিংবা তাকে গালি দেই, চোখ রাঙ্গিয়ে ভয় দেখাই, ধমক দেই, রাগ দেখাই ও শাঁসিয়ে দেই, যার কারণে তার মনে দুঃখ পায়; মোট কথা, যেকোনভাবেই হোক না কেন শরীয়ত সম্মত অনুমতি ছাড়া কারো মনে কষ্ট দিয়ে থাকি কিংবা শরীয়তের অনুমতি ছাড়া কর্জ পরিশোধে বিলম্ব করি, এ সবই বান্দার হক বা প্রাপ্য বিনষ্ট করা। মনে রাখবেন, যদি আপনি কারো নিকট থেকে কর্জ নিয়ে থাকেন এবং পরিশোধ করার জন্য আপনার নিকট টাকা না থাকে, কিন্তু ঘরের আসবাবপত্র ইত্যাদি বিক্রি করে কর্জ পরিশোধ করা যেতে পারে, তাহলে তাও করতে হবে।

কর্জ পরিশোধ করার সম্ভাব্য উপায় থাকা সত্ত্বেও, কর্জদাতার নিকট থেকে সময় চেয়ে নেয়া ছাড়াই আপনি কর্জ পরিশোধ করার ক্ষেত্রে যতক্ষণ পর্যন্ত বিলম্ব করতে থাকবেন, ততক্ষণ গুনাহগারই থাকবেন। এখন চাই আপনি জেগে থাকুন কিংবা ঘুমন্ত, একেকটা মুহুর্তে গুনাহ্ লিপিবদ্ধ করা হবে। এ বিষয়টা এমনি বুঝুন! যেমন, কর্জ পরিশোধ না করা পর্যন্ত আপনার গুনাহের মিটার ঘুরতেই থাকবে।

ওহে নিরাপত্তা দাতা ও রক্ষাকারী! আপনারই পানাহ্ চাচ্ছি! যখন কর্জ পরিশোধ করায় বিলম্বের এমন শাস্তি তখন যে সম্পূর্ণ কর্জই আত্মসাৎ করে বসে তার কি অবস্থা হবে?

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

তিন পয়সার শাস্তি

আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ কর্জ পরিশোধে অলসতাকারী, মিথ্যা বাহানা উপস্থাপনকারী ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন, যায়েদ পাপী, কবীরা গুনাহ সম্পন্নকারী, জালিম, মিথ্যুক এবং শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। তার জন্য এর চেয়ে বেশি আর কি উপাধী (খারাপ) হতে পারে। যদি সে এ অবস্থায় মারা যায় এবং মানুষের কর্জ তার উপর বাকী থাকে, তবে তার (যায়েদ) সমস্ত নেকী কর্জদারদের কর্জের বিনিময় স্বরূপ দিয়ে দেওয়া হবে। কিভাবে দেওয়া হবে, এটাও শুনে নিন। অর্থাৎ প্রায় তিন পয়সার কর্জের বিনিময়ে সাতশত জামাআত সহকারে আদায়কৃত নামায দিয়ে দিতে হবে। যখন এই কর্জ আত্মসাৎকারীর কোন নেকী বাকী থাকবে না, কর্জদাতাতের গুনাহকে কর্জ গ্রহীতার মাথার উপর বোঝাই করে দেওয়া হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যাহ্, খন্ড-২৫, পৃ-৬৯)

مت دبا قرضہ کسی کا نابکار   روئے گا دوزخ میں ورنہ زار زار

মত দবা করযা কেছী কা না বাকার,
রোয়ী গা দোযখ মে ওয়ার ন যার যার

تُوْبُوْا اِلَی اللهِ!   اَسْتَغْفِرُ اللهَ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যে কোন অবস্থাতেই, দুনিয়ায় কারো দায়িত্বে অণু পরিমাণ যুলুমকারী, যতক্ষণ পর্যন্ত মযলুমকে সন্তুষ্ট করে নেবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তার মুক্তিলাভ করা অসম্ভব। অবশ্য, আল্লাহ যদি চান, তবে নিজের অনুগ্রহ ও দয়ায় কিয়ামতের দিন যালিম ও মযলুমের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দেবেন। অন্যথায়, ওই মযলুমকে যালিমের নেকী গুলো অর্পণ করা হবে। যদি তাতেও মযলুম কিংবা মযলুমদের প্রাপ্য পরিশোধ না হয়, তবে মযলুমদের গুনাহ যালিমের মাথার উপর রেখে দেয়া হবে। আর এভাবে ওই যালিম যদিও দুনিয়ায় নেককার ও পরহিযগার

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

হয়ে বড় বড় নেকী নিয়ে কিয়ামতে এসে থাকে, তবে বান্দাদের হকগুলো বিনষ্ট করার কারণে একেবারে অসহায় হয়ে যাবে। আর এ কারণে তাকে জাহান্নামে পৌঁছিয়ে দেয়া হবে। وَالْعِيَاذُ بِاللهِ تَعَالٰى মহামহিম আল্লাহরই আশ্রয়!

কিয়ামতে সহায়-সম্বলহীন কে?

হাদীস শরীফে এসেছে, তাজেদারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কে জিজ্ঞাসা করে ইরশাদ ফরমায়েছেন, "তোমরা কি জানো, গরীব কে? সাহাবা কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন, "হে আল্লাহর রসূল صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমাদের মধ্যে গরীব তো সে-ই, যার নিকট দিরহাম (টাকা-পয়সা) ও পার্থিব মাল-সামগ্রী নেই।" তখন হুযুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ ফরমালেন, "আমার উম্মতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গরীব হচ্ছে ওই ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন নামায, রোযা, যাকাত নিয়ে আসবে, কিন্তু সাথে সাথে এটাও আসবে যে, সে কাউকে গালিও দিয়েছে, কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করেছে, কাউকে খুন করেছে, কাউকে মেরেছে, তারপর ওইসব গুনাহের পরিবর্তে তার নেকীগুলো নিয়ে নেয়া হবে। অতঃপর, যখন তার নেকীগুলো শেষ হয়ে যাবে, অথচ প্রাপক আরো প্রাপ্য পাবে, তখন ওইসব মযলুমের গুনাহ্ নিয়ে বিনিময় হিসেবে তাকে অর্থাৎ যালিমকে অর্পণ করা হবে। তারপর ওই যালিম লোকটিকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।" (সহীহ মুসলিম, পৃ-১৩৯৪, হাদীস-২৫৮১)

'যালিম' দ্বারা উদ্দেশ্য কে?

মনে রাখবেন! এখানে 'যালিম' মানে শুধু খুনী, ডাকু কিংবা মারধরকারীই নয়, বরং যে ব্যক্তি কারো সামান্য হকও বিনষ্ট করেছে, যেমন ঃ কারো এক পয়সা খেয়ে ফেলেছে, শরীয়তের অনুমতি ছাড়া কাউকে ধমক দিয়েছে, অথবা ঠাট্টা করেছে রাগ হয়ে তাকিয়েছে ইত্যাদি তবুও সে যালিম আর ওই লোকটি মযলুম।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

এখন এটা অন্য কথা যে, এ মযলূমও যদি ওই 'যালিম'-এর কোন হক বিনষ্ট করে থাকে, এমতাবস্থায় উভয়ে একে অপরের হকের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে 'যালিম'ও, 'মযলূম'। এমনই কিছু লোক হবে, যারা কারো হকের বেলায় 'যালিম' এবং কারো হকের বেলায় 'মযলূম' হবে। হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ আনিস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ ইরশাদ করবেন, "কোন দোযখী দোযখে এবং কোন জান্নাতী জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে বান্দার হকের বিনিময় দেবে না।" অর্থাৎ যে কারো হকই যে কেউ গ্রাস করেছে সেটার ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত কেউ জাহান্নাম কিংবা জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

(আখলাকুস সালিহীন, পৃ-৫৫)

(বান্দার হক সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত 'যুলুমের পরিণতি' নামক রিসালাটি অবশ্যই পড়ে নিন।

ইয়া আল্লাহ! আমাদের সব মুসলমানকে একে অপরের হক বিনষ্ট করা থেকে রক্ষা করুন! আর এ পরস্পরায় যেসব ভুলত্রুটি হয়ে গেছে, তা পরস্পর ক্ষমা করিয়ে নেয়ার তওফীক দান করুন!

আমীন বিজাহিন্নাবিয়্যিল আমিন صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

রমযান মাসে মৃত্যুবরণ করার ফযীলত

যেই সৌভাগ্যবান মুসলমান রমযান মাসে মৃত্যুবরণ করে, সে কবরের প্রশ্নাবলী থেকে রেহাই পেয়ে যায়। আর সে কবরের আযাব থেকেও বেঁচে যায়। তদুপরি, তাকে জান্নাতের উপযোগী সাব্যস্ত করা হয়। সম্মানিত মুহাদ্দিসগণ رَحِمَہُمُ اللّٰہُ تعالٰی এর অভিমত হচ্ছে, "যে মু'মিন এ মাসে মৃত্যুবরণ করে, সে সোজা জান্নাতে প্রবেশ করে। এমনকি তার জন্য দোযখের দরজা বন্ধ।"

(আনীসুল ওয়াইযীন, পৃ-২৫)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

তিন ব্যক্তির জন্য জান্নাতের সুসংবাদ

সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত, নবীদের সরদার, উভয় জাহানের মালিক ও মুখতার, আমরা অসহায়দের সাহায্যকারী হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, রমযানের শেষ মুহূর্তে যার মৃত্যু আসে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

যার মৃত্যু আরাফার দিন (অর্থাৎ ৯ই যিলহাজ্জ) শেষ হবার মুহুর্তে আসে, সেও জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যার মৃত্যু, সদকা দেয়া অবস্থায় এসেছে, সেও বেহেশতে প্রবেশ করবে।" (হিলইয়াতুল আউলিয়া, খন্ড-৫ম, পৃ-২৬, হাদীস-৬১৮৭)

কিয়ামত পর্যন্ত রোযার সাওয়াব

উম্মূল মু'মিনীন সায়্যিদাতুনা আয়িশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡہَا থেকে বর্ণিত, নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ ফরমায়েছেন, "যার রোযা পালন অবস্থায় মৃত্যু হয়, আল্লাহ তাআলা তাকে কিয়ামত পর্যন্ত রোযার সাওয়াব দান করবেন।

(আল ফিরদৌস বিমাসুরিল খিতাব, খন্ড-৩য়, পৃ৫০৪, হাদীস নং-৫৫৫৭)

سُبۡحٰنَ الله عَزَّوَجَلَّ রোযাদার কেমনই সৌভাগ্যবান! যদি রোযা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তবে কিয়ামত পর্যন্ত রোযার সাওয়াবের অধিকারী হয়ে যাবে।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡہُ বলেন যে, আমি রসুলে আকরাম হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে বলতে শুনেছি, "এই রমযান তোমাদের কাছে এসেছে, এতে জান্নাতের দরজা সমূহ্ খুলে দেয়া হয় ও জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানদেরকে বন্দী করে ফেলা হয়। ঐ লোকই বঞ্চিত যে রমযানকে পেয়েও ক্ষমা করিয়ে নিতে পারেনি। কেননা যখন তার রমযানে ক্ষমা হয়নি তখন আবার কখন হবে?"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৪৫, হাদীস নং-৪৭৮৮)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

জান্নাতের দরজাগুলো খুলে যায়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রমযান মাস আসলে তো রহমত ও জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামে তালা পড়ে যায় আর শয়তানদেরকে বন্দি করে দেয়া হয়। যেমন ঃ হযরত সায়্যিদুনা আবূ হোরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন, "রসূলে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরাম عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان কে সুসংবাদ শুনিয়ে ইরশাদ ফরমাচ্ছিলেন, "রমযান মাস এসে গেছে, যা অতিমাত্রায় বরকতময়! আল্লাহ তা'আলা এটার রোযাগুলো তোমাদের উপর ফরয করেছেন। এ মাসে আসমানের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়, আর অবাধ্য শয়তানদেরকে বন্দী করে রাখা হয়। এতে আল্লাহ তা'আলার একটা রাত হচ্ছে 'শবে ক্বদর', যা হাজার মাসের চেয়েও বেশী মর্যাদাবান। যে ব্যক্তি সেটার কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে, সে-ই বঞ্চিত।

(সুনানে নাসাঈ, খন্ড-৪র্থ, পৃ-১২৯)

শয়তানকে জিঞ্জিরায় বন্দী করা হয়

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ইরশাদ করেন, হুজুরে আকরাম হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, যখন রমযান মাস আসে তখন আসমানের দরজা খুলে দেয়া হয়।

(বুখারী শরীফ, খন্ড-১ম, পৃ৬২৬, হাদীস নং-১৮৯৯)

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়, শয়তানকে শিকলে বন্দী করা হয়। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, রহমতের দরজা খুলে দেয়া হয়।

(সহীহ মুসলিম, পৃ-৫৪৩, হাদীস নং-১০৭৯)

শয়তান বন্দী হওয়া সত্ত্বেও গুনাহ্ কিভাবে সংগঠিত হয়?

প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সির হাকিমূল উম্মত, হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন, সত্য কথা এই যে, রমযান মাসে আসমানের দরজাও

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

খুলে দেয়া হয় যার দ্বারা আল্লাহ তাআলার বিশেষ রহমত পৃথিবীতে বর্ষিত হয়, এবং জান্নাতের দরজাও খুলে দেয়া হয় যার কারণে জান্নাতে অবস্থানকারী হুরগিলমানদের জানা হয়ে যায় যে পৃথিবীতে রমযান মাস আগমন করেছে আর তারা রোজাদারদের জন্য দু'আতে মশগুল হয়ে যায়। রমযান মাসে বাস্তবিকই জাহান্নামের দরজা বন্ধ হয়ে যায়, যার কারণে এই মাসে শুধু গুনাহগার নয় বরং কাফিরদের কবরেও দোযখের গরম পৌঁছে না।

মুসলিম সমাজে যে কথার প্রচলন রয়েছে যে রমযান মাসে কবর আযাব হয় না, তাঁর উদ্দেশ্য এটাই; আর বাস্তবেই ইবলিশ শয়তান তার সমস্ত বংশধরকেসহ বন্দী করা হয়। এই মাসে যারা গুনাহ্ করে থাকে তারা নিজের নফসে আম্মারার ধোঁকার কারণেই করে থাকে। শয়তানের ধোঁকার কারণে নয়।

(মিরাতুল মানাজীহ, খন্ড-৩য়, পৃ-১৩৩)

গুনাহতো হ্রাস পেতেই থাকে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যে কোন অবস্থায় সাধারণতঃ এটাই দেখা যায় যে, রমযান মাসে আমাদের মসজিদগুলো অন্যান্য মাসের তুলনায় বেশী জমজমাট হয়ে যায়। নেকীর কাজ করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থাকে। এতটুকু তো অবশ্যই থাকে যে, রমযান মাসে পাপ কার্যাদির ধারাবাহিকতা কিছুটা হলেও কমে যায়।

যখনই শয়তান মুক্তি পায়

রমযান মাস বিদায় নিতেই শয়তান মুক্ত হয়ে যায়। ফলে গুনাহগুলোর জোর খুব বেড়ে যায়। ঈদের দিনে গুনাহ তো এতো বেশী পরিমাণে সম্পন্ন হয় যে, যেই সিনেমা হলগুলো গোটা বছরে কখনো পূর্ণ হয়নি, সেগুলোতেও 'হাউজ ফুল' এর বোর্ড লটকিয়ে দেয়া হয়। গোটা বছরে যেসব তামাশার মেলা বসেনি সেগুলোও ঈদের দিন অবশ্যই বসে যায়। এমনি যেনো এক মাসের বন্দির কারণে শয়তান সীমাহীন ক্ষিপ্ত ছিলো, আর মাহে রমযানের সমস্ত অপরাগতার প্রতিকার সে ঈদের দিনেই করে নিতে চাচ্ছে! সমস্ত বিনোদন কেন্দ্র বে-পর্দা নারী ও পুরুষদের দ্বারা ভর্তি হয়ে যায়। সমস্ত নাট্যালয়ে প্রচন্ড ভিড় জমে যায়; বরং ঈদের জন্য নতুন নতুন ফিল্ম ও নতুন নতুন নাটক লাগানো হয়।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

আহা! শয়তানের হাতে মুসলমান খেলনায় পরিণত হয়ে যায়! কিন্তু কিছু সংখ্যক সৌভাগ্যবান মুসলমান এমনও থাকেন, যারা আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল হয় না, শয়তানের ধোঁকার শিকার হয় না। এখন মাহে রমযানের প্রতি গুরুত্ব প্রদানকারী একজন অগ্নিপূজারীর ঈমান তাজাকারী ঘটনা পেশ করা হচ্ছে ঃ

অগ্নিপূজারীর উপর দয়া

বোখারা শহরে এক অগ্নিপূজারী বাস করতো। একবার রমযান শরীফে সে তার ছেলেকে সাথে নিয়ে মুসলমানদের বাজার অতিক্রম করছিলো। তার ছেলে কোন খাবার প্রকাশ্যভাবে খাওয়া শুরু করে দিলো। অগ্নিপূজারী যখন এটা দেখলো, তখন তার ছেলেকে একটা থাপ্পর দিল আর কঠোরভাবে শাঁসিয়ে দিয়ে বললো, "রমযান মাসে মুসলমানদের বাজারে প্রকাশ্যভাবে খাবার খেতে তোর লজ্জা হচ্ছে না?" ছেলেটি জবাবে বললো, "আব্বাজান! আপনিও তো রমযান মাসে খাবার খান!" পিতা বললো, "আমি গোপনে আমার ঘরে খাবার খাই।" মুসলমানদের সামনে খাইনা। আর এ বরকতময় মাসের অসম্মান করিনা।" কিছু দিন পর ওই লোকের মৃত্যু হলো। একজন লোক তাকে স্বপ্নে দেখলো-সে জান্নাতে ঘোরাফেরা করছে। এটা দেখে সে অত্যন্ত অবাক হলো আর জিজ্ঞাসার সুরে বললো, "তুমিতো অগ্নিপূজারী ছিলে! জান্নাতে কিভাবে আসলে?" সে বলতে লাগলো, "বাস্তবিকই আমি অগ্নিপূজারী ছিলাম। কিন্তু যখন আমার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলো, তখন আল্লাহ রমযানের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বরকতে আমাকে ঈমানের মহা সম্পদ দিয়ে এবং মৃত্যুর পর জান্নাত দান করে ধন্য করেছেন।"

(নুযহাতুল মাজালিস, খন্ড-১ম, পৃ-২১৭)

আল্লাহর রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তার সদকায় আমাদের গুনাহ্ ক্ষমা হোক।

রমযান মাসে প্রকাশ্যে পানাহারের দুনিয়ার শাস্তি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! রমযান মাসের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কারণে একজন অগ্নিপূজারীকে আল্লাহ না শুধু ঈমানরূপী সম্পদ দান করেছেন বরং তাকে জান্নাতের চিরস্থায়ী নে'মাতরাজি দ্বারাও ধন্য করেছেন। এ ঘটনা থেকে আমাদের বিশেষ করে ওইসব উদাসীন ইসলামী ভাইদের শিক্ষা

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।”

গ্রহণ করা চাই, যারা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও রমযানুল মুবারকের প্রতি মোটেই সম্মান প্রদর্শন করে না। প্রথমত তারা রোযা রাখেনা, তদুপরি, আরো দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে-রোযাদারদের সামনেই তারা সিগারেট পান করে, পান চিবুয়, এমনকি কেউ কেউ তো এতোই দুঃসাহসী ও নির্লজ্জ যে, প্রকাশ্যে পানি পান করে বরং খানা খেতেও লজ্জাবোধ করে না।

মনে রাখবেন! সম্মানিত ফকীহগণ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تعالٰی বলেন, “যে ব্যক্তি রমযানুল মুবারকে কোনরূপ বাধ্যবাধকতা ছাড়াই প্রকাশ্যভাবে জেনে বুঝে পানাহার করে তাকে (ইসলামী বাদশাহর তরফ থেকে) হত্যা করা হবে।”

(রদ্দুল মুহতার সম্বলিত দুররে মুখতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৯২)

আপনি কি মরবেন না?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! চিন্তা করুন! গভীরভাবে চিন্তা করুন! যখন রোযা না রাখার দুনিয়াতেই এমনই কঠিন শাস্তি সাব্যস্ত হয়েছে (এ শাস্তি অবশ্য ইসলামী শাসকই দিতে পারেন) তখন আখিরাতের শাস্তি কি পরিমাণ ভয়ঙ্কর ও ধ্বংসাত্মক হবে? মুসলমানরা! হুঁশে আসুন! কবে নাগাদ এ দুনিয়ায় উদাসীন থাকবেন? আপনারা কি মরবেন না? এ দুনিয়ায় কি আপনারা সব সময় এভাবে নিরুদ্দেশ হয়ে ঘুরতে থাকবেন? মনে রাখবেন! একদিন অবশ্যই মৃত্যু আসবে। আপনাদের জীবনের বাঁধনগুলো ছিন্ন করে নরম ও আরামদায়ক বিছানা থেকে উঠিয়ে মাটির উপর শায়িত করে ছাড়বে। উত্তম হাওয়া শীতল শীতল ও প্রত্যেক প্রকারের বাদ্যযন্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত কামরা গুলো থেকে বের করে অন্ধকার কবরে পৌঁছিয়ে দেবে। এরপর অনুশোচনা করলে কোন কাজে আসবেনা। এখনো সময় আছে। গুনাহগুলো থেকে সত্য অন্তরে তওবা করে নিন। আর রোযা-নামাযের পাবন্দি অবলম্বন করুন।

کرلے توبہ ربّ کی رَحمت ہے بڑی   قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی

করলে তওবা রব কি রহমত হে বড়ী   কবর মে ওয়ারনা সাজা হোগী কড়ী

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গুনাহে পরিপূর্ণ জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তবলীগে কুরআন ও সুন্নতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সুবাসিত মাদানী পরিবেশে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ দুনিয়া ও আখিরাতে উভয় জগতে কল্যাণ নছিব হবে।

আপনাদের আকর্ষণের জন্য একটি অত্যন্ত সুন্দর মাদানী ফুল উপস্থাপন করছি।

সুন্নাতে ভরপুর বয়ানের বরকত

পাকিস্তানের এক ইসলামী ভাই এর বয়ানের সারসংক্ষেপ এই! "আমি ১৯৮৭ হইতে ১৯৯০ পর্যন্ত ১টি রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলাম। সম্প্রতি সংগঠিত ফিৎনা-ফ্যাসাদ থেকে অসন্তুষ্ট হয়ে পরিবারের লোকেরা পাকিস্তানের বাহিরে পাঠিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। অতঃপর ০৩/১১/১৯৯০ ইং তারিখে আমি ওমান দেশের মসকট এ অবস্থিত একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে চাকুরী নিলাম। ১৯৯২ ইং সালে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত একজন ইসলামী ভাই কাজের জন্য আমাদের ফ্যাক্টরীতে যোগ দিল।

তাঁর ইনফিরাদী কৌশিশে اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমি নামাযী হয়ে গেলাম। ফ্যাক্টরীর পরিবেশ অত্যন্ত খারাপ ছিল। শুধু আমাদের বিভাগই ধরুন। যেখানে ৮/৯টি টেপ রেকর্ডার ছিল। যেগুলোর মাধ্যমে বিভিন্ন ভাষায় যেমন উর্দূ, পাঞ্জাবী, পুস্তু, হিন্দী এবং বাংলা ইত্যাদি ভাষায় উচুঁ আওয়াজে গান বাজনা চালানো হত। দা'ওয়াতে ইসলামীর আশিকে রসূল ইসলামী ভাইয়ের সঙ্গের বরকতে اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমি গান বাজনা থেকে মুক্ত হই। উভয়ের পরামর্শক্রমে আমরা দুই জনে মাকতাবাতুল মদীনা হতে প্রকাশিত সুন্নতে ভরপুর বয়ানের ক্যাসেট সমূহ চালাতে আরম্ভ করে দিলাম। শুরুতে কিছু কিছু লোক আমাদের বিরোধীতাও করেছিল, কিন্তু আমরা সাহস হারাইনি।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ সুন্নতে ভরপুর বয়ানের ক্যাসেট চালানোর বরকতে আমার নিজের উপরও এর প্রভাব প্রতিফলিত হতে লাগল।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

বিশেষতঃ **(১) কবরের প্রথম রাত (২) রঙ্গিন দুনিয়া (৩) হতভাগা দুলহা (৪) কবরের চিৎকার (৫) ৩টি কবর** ইত্যাদি নামের বয়ানের ক্যাসেট আমাকে প্রভাবিত করেছিল।

(এই সমস্ত বয়ানের ক্যাসেট নিজ নিজ দেশের মাকতাবাতুল মদীনা থেকে হাদিয়ে দিয়ে পাওয়া যায়।) আখিরাতের প্রস্তুতির মাদানী বাসনার সন্ধান পাওয়া গেল এবং আমার অন্তর গুনাহকে ঘৃণা করতে লাগল। এ সময় আরো কিছু ভাই সুন্নতে ভরপুর বয়ানে প্রভাবিত হয়ে কাছে এসে বন্ধু হয়ে গেল। যার প্রচেষ্টায় আমাদের মাদানী পরিবর্তন হল সেই আশিকে রসূল (ইসলামী ভাই) চাকুরী ছেড়ে পাকিস্থানে ফিরে গেল। আমরা পাকিস্তান থেকে সুন্নতে ভরপুর বয়ানের ৯০টি ক্যাসেট চেয়ে আনালাম। প্রথমে আমাদের ফ্যাক্টরীতে ৫০/৬০ জন ভাই নামাযী ছিল। বয়ান শুনে শুনে নামাযীর সংখ্যা বাড়তে বাড়তে اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ ২০০ থেকে ২৫০ তে পৌছল।

আমরা ৪০০ ওয়ার্ড এর মূল্যবান সাউন্ডবক্স কিনে আমাদের ঘরের দেয়ালে বসিয়ে দিলাম এবং ধুমধাম করে ক্যাসেটসমূহ চালাতে লাগলাম। প্রতিদিন সকাল ৭টা হতে ৮টা পর্যন্ত কালামে পাকের তিলাওয়াত, ৮টা হতে ৯টা পর্যন্ত না'তে মোস্তফা এবং ৯টা হতে ১০টা পর্যন্ত সুন্নতে ভরা বয়ানের ক্যাসেট চালানোর নিয়ম করে নিলাম। ধীরে ধীরে আমাদের নিকট ৫০০টি ক্যাসেট জমা হয়ে গেল। আমি সহ ৫ জন ইসলামী ভাই দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী রঙ্গে রঙ্গিন হয়ে গেলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ মসজিদ দরস দেয়ার কেন্দ্রে পরিণত হল।

অতঃপর ধীরে ধীরে আমাদের ফ্যাক্টরীতে সাপ্তাহিক সুন্নতে ভরপুর ইজতিমা শুরু হয়ে গেল। ইজতিমায় কমবেশী ২৫০ জন ইসলামী ভাই অংশগ্রহণ করত। মাদরাসাতুল মদীনাও প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল। চারিদিকে সুন্নতের বাহার বইতে আরম্ভ করল। অনেক ইসলামী ভাই নিজেদের মুখে মাদানী আকা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ভালবাসার নিদর্শন দাড়ি মুবারক রেখে দিল। ২০/২৫ জন ইসলামী ভাইয়ের মাথায় পাগড়ী তাজ চমকাচ্ছিল।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

আমাদের ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার প্রথম প্রথম ক্যাসেট চালানোর ব্যাপারে নিষেধ করত। কিন্তু বয়ানের ক্যাসেটের শব্দ তার কানে মধু বর্ষণ করল এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ অবশেষে তিনিও প্রভাবিত হল শুধু প্রভাবিত নয় বরং নামাযীও হয়ে গেল এবং এক মুষ্টি (সুন্নত) পরিমাণ দাড়িও রেখে দিল।

ঐ ইসলামী ভাই আরো বয়ান করেন, বর্তমানে আমি পাকিস্তানে চলে এসেছি। এবং এই ঘটনা বয়ান করার সময় বাবুল মদীনা করাচীর ডিভিশন মুশাওওয়ারাতের নিগরান হিসাবে সুন্নতের খিদমতে নিয়োজিত রয়েছি। যেহেতু মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত সুন্নতে ভরপুর বয়ানের ক্যাসেট সমূহ আমার ভাগ্যকাশেরে মাদানী পরিবর্তনের চাঁদ উদয় করে দিল এজন্য আমার আশা হচ্ছে প্রত্যেক ইসলামী ভাই বোন কমপক্ষে দৈনিক একটি সুন্নতে ভরপুর বয়ানের বা মাদানী মুজাকারার ক্যাসেট শ্রবণের অভ্যাস গড়ে তুলুন। তাহলে দেখবেন اِنْ شَآءَاللّٰہ عَزَّوَجَلَّ সেই বরকত মিলবে যে উভয় জগতে বিপদমুক্ত হয়ে যাবেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেনতো! মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত বয়ানের ক্যাসেট শুনারও কি পরিমাণে বরকত রয়েছে। এগুলো সব ভাগ্যবানদের সম্ভব, অন্যথায় অনেক লোককে এমনও দেখা যায় যারা বছর বছর ধরে সুন্নতে ভরপুর ইজতিমায় উপস্থিত হয়, কিন্তু তারা মাদানী রঙ্গে রঙ্গীন হয় না। সম্ভবতঃ তার একটি বড় কারণ এটাও হতে পারে যে, সে বসে গভীর ধ্যানে বয়ান শ্রবণ করে না। বেপরওয়াভাবে এদিক সেদিক তাকিয়ে তাকিয়ে বা কথাবার্তা বলতে বলতে শুনলে বয়ানের বরকত কিভাবে মিলবে? অলসতা সহকারে নছীহত শোনা কাফিরদের বৈশিষ্ট্য। মুসলমানদের এই স্বভাব থেকে বেঁচে থাকা জরুরী। যেহেতু আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন

مَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِّهِمْ مُّحْدَثٍ اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ ۙ﴿۲﴾ لَاهِيَةً قُلُوْبُهُمْ ؕ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ যখন তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তাদের নিকট কোন নতুন উপদেশ আসে, তখন সেটা তারা শুনেনা, কিন্তু ক্রীড়া কৌতুকচ্ছলে। তাদের অন্তর খেলাধূলায় পড়ে রয়েছে। (পারা-১৭, সূরা আম্বিয়া, আয়াত-২,৩)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার উপর দুরূদে পাক অধিক হারে পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।"

এজন্য একনিষ্টতার সাথে সুন্নতে ভরপুর বয়ানের ক্যাসেট শ্রবণ করার অভ্যাস গড়ে নিন। ইনশাআল্লাহ আপনাদের সেই বরকত অর্জন হবে যাতে আপনারা আশ্চর্য্য হয়ে যাবেন।

(১) সুন্নতে ভরা বয়ানের ক্যাসেটের বরকতের ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে (বয়ানের ক্যাসেটের কারিশমা) নামক রিসালা (৫৪ পৃঃ সম্বলিত) মাকতাবাতুল মদীনা থেকে হাদীয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পড়ে নিন। মজলিসে মাকতাবাতুল মদীনা

গোটা বছরের নেকী সমূহ বরবাদ

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, আল্লাহর মাহবুব হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মহান ফরমান, "নিশ্চয় জান্নাতকে মাহে রমযানের জন্য বছরের শুরু থেকে অন্য বছর পর্যন্ত সাজানো হয়। অতঃপর যখন রমযান আসে তখন জান্নাত বলে, "হে আল্লাহ! আমাকে এ মাসে আপনার বান্দাদের থেকে (আমার মধ্যে বসবাসকারী) দান করুন!" আর 'হুরেরা' বলে, "হে আল্লাহ! এ মাসে আমাদেরকে আপনার বান্দাদের থেকে স্বামী দান করুন!" তারপর সরকার হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি এ মাসে নিজের প্রবৃত্তিকে দমন করেছে, কোন নেশার বস্তু পান করেনি, কোন মু'মিনের বিরুদ্ধে অপবাদ রচনা করেনি, এ মাসে কোন গুনাহের কাজ করেনি, তবে আল্লাহ প্রতিটি রাতের বিনিময়ে একশ' হুরের সাথে তার বিয়ে করিয়ে দেবেন। আর তার জন্য জান্নাতে স্বর্ণ, রূপা, পদ্মারাগ ও পান্নার এমনি মহল তৈরী করবেন যে, যদি সমগ্র দুনিয়া একত্রিত হয়ে এ মহলের মধ্যে এসে যায়, তাহলে ওই মহলের এতটুকু জায়গা দখল করবে, যতটুকু জায়গা দুনিয়ায় ছাগলের বেষ্টনী-বেড়া ঘিরে থাকে।

আর যে ব্যক্তি এ মাসে কোন নেশার বস্তু পান করে কিংবা কোন মু'মিনের বিরুদ্ধে অপবাদ রচনা করে, অথবা এ মাসে কোন গুনাহের কাজ করে, আল্লাহ তা'আলা তার এক বছরের আমল (সৎকর্ম) বিনষ্ট করে দেবেন। সুতরাং তোমরা রমযানের বেলায় অলসতা করতে ভয় করো। কেননা, এটা আল্লাহর মাস। আল্লাহ

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।"

তা'আলা তোমাদের জন্য এগার মাস (সৃষ্টি) করেছেন। যাতে তোমরা সেগুলোতে নে'মতগুলোর স্বাদ গ্রহণ করতে পারো, আর নিজের জন্য একটা মাত্র মাসকে বিশেষভাগে নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং তোমরা রমযান মাসের বেলায় ভয় করো।" (মুজামূল আউছাত, খন্ড-২য়, পৃ-৪১৪, হাদীস নং-৩৬৮৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো যে, যেখানে মাহে রমযানুল মুবারকের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকারীদের জন্য পরকালীন পুরস্কার ও সম্মানের সুসংবাদ দিয়েছেন, সেখানে বরকতময় মাসের প্রতি অসম্মান প্রদর্শনকারী তাতে গুনাহের কাজ সম্পন্নকারীদের জন্য শাস্তির হুমকিও এসেছে। এ হাদীসে পাকে নেশাদায়ক বস্তু পান করা ও মু'মিনের বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়ার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মনে রাখবেন, মদ হচ্ছে সব-ধরণের অপকর্মের মূল। মদ পান করা হারাম ও জাহান্নামে নিক্ষেপকারী কাজ। হযরত সায়্যিদুনা জাবির رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, সারকারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, "যে জিনিষ বেশী পরিমাণে নেশার উদ্রেক করে সেটার সামান্যতম পরিমাণও হারাম।" (আবু দাউদ, খন্ড-৩য়, পৃ-৪৫৯, হাদীস নং-৩৬৮১)

দোযখীদের রক্ত ও পুঁজ

মু'মিনের বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়া হারাম এবং জাহান্নামে নিক্ষেপকারী কাজ। হাদীসে পাকে বর্ণিত হয়েছে, "যে ব্যক্তি কোন মু'মিন সম্পর্কে এমন কথা বলবে, যা তার মধ্যে নেই, আল্লাহ তাআলা ওই (অপবাদদাতা)-কে ততক্ষণ পর্যন্ত 'রাদগাতুল খাবাল'-এ রাখবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তার শাস্তি পূরণ না হয়।" (আবু দাউদ, খন্ড-৩য়, পৃ-৪২৭, হাদীস নং-৩৫৯৭) (রাদগাতুল খাবাল হচ্ছে জাহান্নামের ওই স্থান, যেখানে দোযখীদের রক্ত ও পুঁজ জমা হয়।)

(মিরাজুল মানাজিহ, খন্ড-৫ম, পৃ-৩১৩)

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, হযরত শাহ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَۃُ اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ ইরশাদ করেন, "এমনকি সে নিজের কথিত কথা থেকে বের হয়ে আসবে।" অর্থাৎ সেই গুনাহ্ থেকে তওবার মাধ্যমে

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে অন্যায় করল।"

কিংবা যেই শাস্তির সে হকদার হয়েছিল তা ভোগ করার পর সে পবিত্র হবে।

(আশিয়্যাতুল লুমআত, খন্ড-৩য়, পৃ-২৯০)

রমযানে পাপাচারী

সায়্যিদাতুনা উম্মে হানী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا থেকে বর্ণিত, মক্কী-মাদানী সরকার হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শিক্ষারূপী বাণী, "আমার উম্মত অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মাহে রমযানের প্রতি কর্তব্য পালন করতে থাকবে।" আরয করা হলো, "হে আল্লাহর রসূল صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! রমযানের প্রতি কর্তব্য পালন না করলে তাদের অপমানিত হওয়া কি?" হুযুর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন, "ওই মাসের মধ্যে তাদের হারাম কাজ করা।" তারপর ইরশাদ করলেন, "যে ব্যক্তি এ মাসে যিনা করেছে কিংবা মদ পান করেছে, আগামী রমযান পর্যন্ত আল্লাহ্ তাআলা ও যত সংখ্যক আসমানী ফিরিশতা রয়েছে সবাই তার উপর লানত করে। সুতরাং ওই ব্যক্তি যদি পরবর্তী রমযান মাস আসার পূর্বে মারা যায়, তবে তার নিকট এমন কোন নেকী থাকবেনা, যা তাকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাতে পারে। সুতরাং তোমরা মাহে রমযানের ক্ষেত্রে ভয় করো। কেননা, যেভাবে এ মাসে অন্যান্য মাসের তুলনায় নেকী (সাওয়াব) বৃদ্ধি করে দেয়া হয় তেমনি গুনাহগুলোর বিষয়ও।"

(তাবারানী কৃত মুজামে সগীর, খন্ড-৯ম, পৃ-৬০, হাদীস নং-১৪৮৮)

تُوبُوا اِلَی اللّٰہ!   اَسۡتَغۡفِرُ اللّٰہ

ওহে (যারা গুরুত্ব দিচ্ছো না) তোমরা সাবধান!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভয়ে কেঁপে উঠুন! মাহে রমযানের গুরুত্ব না দেয়ার মতো জঘন্য কাজ থেকে বেঁচে থাকার জন্য চেষ্টা করুন! এ বরকতময় মাসে অন্যান্য মাসের তুলনায় যে ভাবে নেকী বৃদ্ধি করা হয়, তেমনিভাবে অন্যান্য মাসের তুলনায় গুনাহ্ সমূহের ধবংসাত্মক প্রভাবও বৃদ্ধি করা হয়।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়ে নিজেদের মজলিশ সমূহকে সজ্জিত করো, যেহেতু তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ করাটা কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য নূর হবে।"

মাহে রমযানে মদ্যপায়ী ও ব্যভিচারীতো এতোই হতভাগ্য যে, আগামী রমযানের পূর্বে মৃত্যু মুখে পতিত হলে তখন তার নিকট এমন কোন নেকী থাকবে না, যা তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাতে পারবে।

মনে রাখবেন! চোখের যিনা হচ্ছে কুদৃষ্টি, হাতের যিনা হচ্ছে-পরনারীকে কিংবা যৌন প্রবৃত্তিসহকারে 'আমরাদ' (দাড়ি গজায়নি এমন বালক)-কে স্পর্শ করা। সুতরাং খবরদার! সাবধান! বিশেষ করে, মাহে রমযানে নিজেকে নিজে কুদৃষ্টি ও বালকের প্রতি যৌন-প্রবৃত্তি সহকারে দৃষ্টিপাত থেকে বিরত রাখুন! যথাসম্ভব চক্ষুদ্বয়কে কুফ্লে মদীনা লাগিয়ে নিন অর্থাৎ দৃষ্টিকে নিচু রাখার পূর্ণাঙ্গ চেষ্টা চালান। আফসোস! শত কোটি আফসোস! কখনো কখনো নামাযী এবং রোযাদারও মাহে রমযানের অসম্মান করে পরাক্রমশালী আল্লাহর ক্রোধের শিকার হয়ে দোযখের আযাবে গ্রেফতার হয়ে যায়।

কলবের উপর কালো দাগ পড়ে যায়

হাদিস মুবারকে এসেছে যে, "যখন কোন মানুষ গুনাহ্ করে তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। দ্বিতীয়বার গুনাহ করলে ২য় বার কালো দাগ পড়ে, এমনিভাবে তার অন্তর (দাগে দাগে) কালো হয়ে যায়। তখন ভাল কথাও তার অন্তরে কোন প্রভাব বিস্তার করে না।" (দুররে মনছুর, খন্ড-৮ম, পৃ-৪৪৬)

এখন স্পষ্ট যে, যার অন্তর কালো হয়ে গেছে তার অন্তরে ভালো কথা, নছীহত, উপদেশ কোথায় প্রভাব ফেলবে? রমযান মাস হোক কিংবা রমযান ব্যতীত অন্য মাস হোক এ ধরনের মানুষের গুনাহ থেকে বেঁচে থাকাটা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়ে যায়। তার অন্তর নেকীর দিকে ঝুঁকেই না। যদিও সে নেকীর দিকে এসেও যায় তাহলে প্রায় তার অন্তর সে ময়লার কারণে নেকীর সাথে ভালভাবে লাগতে পারে না এবং সে সুন্নতে ভরা মাদানী পরিবেশ থেকে পালিয়ে যাওয়ার বাহানা বের করার চিন্তায় ব্যস্ত থাকে। তার অন্তর তাকে লম্বা আশার স্বপ্ন দেখায়, অলসতা তাকে ঘিরে রাখে, আর সেই দুর্ভাগা সুন্নতে ভরপুর মাদানী পরিবেশ থেকে দূরে ছিটকে পড়ে। রমযান মাসের মুবারক সময়গুলো মাঝে মধ্যে সম্পূর্ণ রাত এ সমস্ত লোকেরা খেলাধুলা, গান বাজনা, তাস, দাবা, গল্প স্বল্প ইত্যাদিতে নষ্ট করে দেয়।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

কলবের কালো দাগের চিকিৎসা

এই কালো অন্তরের (কলবের) চিকিৎসা অত্যন্ত জরুরী। এই চিকিৎসার একটি কার্যকরী মাধ্যম হচ্ছে পীরে কামেল। অর্থাৎ কোন বুযুর্গ ব্যক্তির হাতে হাতরেখে বায়আত গ্রহণ করা, যিনি পরহিযগার ও সুন্নতের অনুসারী। যার সাক্ষাত আল্লাহ ও রাসুল صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর স্মরণ করিয়ে দেয়। যার কথা নামায ও সুন্নতের প্রতি ধাবিত করে। যার সংস্পর্শ মৃত্যু ও আখিরাতের প্রস্তুতির প্রেরণা বৃদ্ধি করে। যদি সৌভাগ্যবশত এ ধরনের পীরে কামেল মিলে যায় তাহলে اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ কলবের কালো দাগের চিকিৎসা অবশ্যই হয়ে যাবে। কিন্তু কোন নির্দিষ্ট পাপী মুসলমানকে এই কথা বলার অনুমতি নেই যে, "তার অন্তরে মোহর অঙ্কিত হয়েছে" বা তার কলব কালো হয়ে গেছে" তাই নেকীর দা'ওয়াত তাকে প্রভাবিত করছে না। অবশ্যই আল্লাহ তাআলা এ কথার উপর ক্ষমতা রাখেন যে, তাকে তওবার তাওফিক দিতে পারেন, যাতে সে সঠিক পথে আসতেও পারে। আল্লাহ তাআলা আমাদের অন্তরের কালিমা দূর করুন!

আমীন বিজাহিন্নাবিয়্যিল আমিন صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

একটা শিক্ষামূলক ঘটনা পেশ করছি। তা শুনুন এবং আল্লাহর ভয়ে কেঁপে উঠুন! বিশেষ করে ওইসব লোক এ ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন, যারা রোযা পালন করা সত্ত্বেও তাশ, দাবা, লুডু, ভিডিও-গেমস, ফিল্ম, নাটক, গান-বাদ্য ইত্যাদি মন্দ কাজের মধ্যে রাত দিন মগ্ন থাকেন। বর্ণিত আছেঃ

কবরের ভয়ানক দৃশ্য

একদা হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাজা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ! কবর যিয়ারত করার জন্য কূফার কবরস্থানে তশরীফ নিয়ে যান। সেখানে একটা নতুন কবরের উপর তার দৃষ্টি পড়লো। তিনি رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর মনে তার (কবরের মৃত) অবস্থাদি জানার কৌতুহল সৃষ্টি হলো। মহামহিম আল্লাহর মহান দরবারে আরয করলেন, "হে মহামহিম আল্লাহ! এ মৃতের অবস্থা আমার সামনে প্রকাশ করে দিন!"

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

তাৎক্ষণিকভাবে আল্লাহ তাআলার মহান দরবারে তাঁর ফরিয়াদ মঞ্জুর হলো। আর দেখতে দেখতেই তাঁর ও ওই মৃতের মধ্যবর্তী যতো পর্দা ছিলো সবই তুলে ফেলা হলো। তখন এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য তাঁর সামনে আসল। কী দেখলেন? দেখলেন, মৃত লোকটি আগুনের লেলিহানের মধ্যে ডুবে রয়েছে। আর কেঁদে কেঁদে তার দরবারে ফরিয়াদ করছিলো

يَا عَلِيُّ! اَنَا غَرِيْقٌ فِيْ النَّارِ وَحَرِيْقٌ فِيْ النَّار

অর্থাৎ "ওহে আলী رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ আমি আগুনে ডুবে গেলাম এবং আগুনে জ্বলছি।" কবরের ভয়ানক দৃশ্য ও মৃতের আর্ত-চিৎকার ও কষ্টদায়ক ফরিয়াদ হায়দারে কাররার رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে অস্থির করে তুললো। তিনি আপন দয়াবান প্রতিপালক মহান আল্লাহর দরবারে হাত উঠালেন এবং অত্যন্ত বিনয়ের সাথে ওই মৃতের ক্ষমার জন্য দরখাস্ত পেশ করলেন। অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসলো, "হে আলী رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ! আপনি তার পক্ষে সুপারিশ করবেন না। কেননা, রোযা রাখা সত্ত্বেও লোকটি গুনাহ্ থেকে বিরত থাকতো না। দিনের বেলায় রোযা তো রেখে নিতো, কিন্তু রাতে পাপাচারে লিপ্ত থাকতো।"

মওলায়ে কাইনাত, মওলা আলী رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ এ কথা শুনে আরো দুঃখিত হলেন এবং সিজদায় পড়ে কেঁদে কেঁদে আরয করতে লাগলেন, "হে আল্লাহ! আমার মান সম্মান তোমার কুদরতের হাতে! এ বান্দা বড় আশা নিয়ে আমার কাছে সাহায্যের আবেদন করেছে। আমার মালিক! তুমি আমাকে তার সামনে অপমানিত করো না! তার অসহায়ত্বের উপর দয়াবান হও এবং এ বেচারাকে ক্ষমা করে দাও!" হযরত আলী رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ কেঁদে কেঁদে মুনাজাত করছিলেন। আল্লাহর রহমতের সাগরে ঢেউ উঠল আর আহ্বান আসলো, "ওহে আলী! رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ আমি তোমার আন্তরিক প্রার্থনার কারণে তাকে ক্ষমা করে দিলাম।" সুতরাং এ মৃতের উপর থেকে আযাব তুলে নেয়া হলো।"

(আনীসুল ওয়ায়েযীন, পৃ-২৫)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

کیوں نہ مُشکل کُشا کہوں تم کو　　　تم نے بگڑی مری بنائی ہے

কিউ নাহ্ মুশকিল কুশা কহোঁ তোম কো!

তোম নে বিগড়ী মেরী বানায়ী হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মৃতদের সাথে কথোপকথন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর মহত্ব ও উচ্চ মর্যাদার কথা কী বলবো? আল্লাহর দানক্রমে, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কবরবাসীদের সাথেও কথা বলতেন। এখানে আরো একটি ঘটনা পেশ করা হচ্ছে।

যেমন ঃ হযরত আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী শাফিঈ رَحْمَةُ الله تَعَالٰی عَلَيهِ বর্ণনা করেন, "হযরত সায়্যিদুনা সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন, "আমরা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর সাথে কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন,

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ

(অর্থাৎ তোমাদের উপর সালাম ওহে কবরবাসী! এবং আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক!)

তোমরা কি আমাদেরকে তোমাদের অবস্থাদি সম্পর্কে জানাবে? না আমরা তোমাদেরকে আমাদের খবরাদি জানাব? বর্ণনাকারী বলেন, আমরা একটা কবরের ভিতর থেকে আওয়াজ শুনলাম

وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ

অর্থাৎ হে আমীরুল মুমিনীন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ! আপনাদের উপর সালাম, আল্লাহর রহমত ও বরকতসমূহ বর্ষিত হোক।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ্ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

আপনি আমাদেরকে বলুন, আমাদের পর দুনিয়ার মধ্যে কি ঘটেছে? তদুত্তরে তিনি বললেন, তোমাদের বিবিগণ নতুন বিয়ে করেছে, তোমাদের ধন-সম্পদ বণ্টন হয়ে গেছে, তোমাদের ছেলেমেয়েরা এতিমদের দলভুক্ত হয়ে গেছে, ওই ঘর, যা তোমরা তৈরী করেছিলে, সেগুলোতে তোমাদের শত্রুরা বসবাস করছে। এখন শোনাও তোমাদের নিজেদের অবস্থা!" তদুত্তরে এক কবর থেকে আওয়াজ আসলো, "কাফন ফেটে গেছে, চুলগুলো বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে, চামড়াগুলো টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, চোখগুলো চেহারাগুলোর উপর থেকে বের হয়ে গেছে এবং নাকের ছিদ্রগুলো পূঁজে ভর্তি হয়ে গেছে, যেমন কাজ করেছি, তেমনি ফল পাচ্ছি। যা ছেড়ে এসেছি তাতে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছি আর এখন কৃতকর্মগুলোর বিনিময়ে আযাবে বন্দী হয়ে আছি।" (অর্থাৎ যার কৃতকর্ম ভালো হবে, সে আখিরাতে আরাম পাবে, আর মন্দ কাজ সম্পন্নকারী আপন কৃতকর্মের কুফল ভোগ করবে।) (শরহুস সুদূর, পৃ-২০৯)

রমযানের রাতগুলোতে খেলাধুলা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উপরোল্লেখিত ঘটনা দুটিতে আমাদের শিক্ষার জন্য অগণিত মাদানী ফুল রয়েছে। জীবিত মানুষ খুব হেলেদুলে চলে; কিন্তু মৃত্যুর শিকার হয়ে যখন কবরে নামিয়ে দেয়া হয়, তখন চোখগুলো বন্ধ হবার পরিবর্তে বাস্তবিক পক্ষে খুলেই যায়। সৎকার্যাদি ও আল্লাহ রাস্তায় প্রদত্ত সম্পদ তো কাজে আসে; কিন্তু যা কিছু সম্পদ রেখে যায় তাতে মঙ্গলের সম্ভাবনা খুব কমই থাকে। কারণ, ওয়ারিশগণের দিক থেকে এ আশা খুব কমই করা হয় যে, তারা তাদের মরহুম প্রিয়জনের আখিরাতের মঙ্গলের জন্য বেশি মাল খরচ করবে, বরং মৃত্যুবরণকারী যদি হারাম ও অবৈধ মাল, যেমন-গুনাহের উপকরণাদি-বাদ্যযন্ত্র, ভিডিও গেমসের দোকান, মিউজিক সেন্টার, হারাম মিশ্রিত মালের কারবার ইত্যাদি রেখে যায়, তবে তার জন্য মৃত্যুর পর কঠিন ও অস্বাভাবিক শাস্তি অবধারিত। 'কবরের ভয়ানক দৃশ্য' নামীয় ঘটনায় রমযানুল মুবারকের প্রতি

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

অসম্মান প্রদর্শনকারীর ভয়ানক পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন। আফসোস! শত আফসোস!! রমযানুল মুবারকের পবিত্র রাতগুলোতে আমাদের কিছু সংখ্যক যুবক ইসলামী ভাই মহল্লায় ক্রিকেট, ফুটবল ইত্যাদি খেলায় মশগুল থাকে, খুব শোর-চিৎকার করে। অনুরূপভাবে, এসব হতভাগা লোক নিজেরা তো ইবাদত থেকে বঞ্চিত থাকে, এবং অন্যান্য লোকের জন্যও সীমাহীন পেরেশানীর কারণ হয়ে যায়। না নিজেরা ইবাদত করে, না অন্যান্য লোককে ইবাদত করতে দেয়।

এ ধরণের খেলাধুলা আল্লাহ তাআলার স্মরণ থেকে উদাসীনকারী। নেককার লোকেরা সর্বদা এসব খেলাধুলা থেকে দূরে থাকেন। নিজেদের খেলাতো দূরের কথা, এমন খেলা তামাশা দেখেনও না; বরং এ ধরণের খেলাধূলার কথাবার্তা (COMMENTARY)ও শুনেন না। সুতরাং আমাদেরও এসব কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত। বিশেষ করে রমযানুল মুবারকের বরকতময় মুহূর্তগুলোকে এভাবে কখনো বিনষ্ট করা উচিৎ নয়।

রমযান মাসে সময় অতিবাহিত করার জন্য......

এছাড়া এ ধরণের বহু মূর্খলোকও দেখা যায়, যারা যদিও রোযা রেখে নেয়, কিন্তু ওইসব বেচারার সময় কাটে না। সুতরাং তারাও রমযানের মর্যাদাকে একদিকে রেখে দিয়ে হারাম ও নাজায়িয কাজের আশ্রয় নিয়ে সময় 'কাটায়'। আর এভাবে রমযান শরীফে দাবা, তাস, লুডু, গান-বাদ্য, ইত্যাদিতে কিছু লোক বেশি মাত্রায় জড়িয়ে পড়ে। মনে রাখবেন, যদিও দাবা ও তাস ইত্যাদির উপর কোন ধরণের বাজি কিংবা শর্ত না লাগানো হয় তবুও এ খেলা অবৈধ; বরং তাসের মধ্যে যেহেতু প্রাণীর ছবিও থাকে, সেহেতু আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ জুয়া ছাড়া তাস খেলাকেও হারাম লিখেছেন। (ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যাহ্, খন্ড-২৪, পৃ-১৪১)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

উত্তম ইবাদত কোনটি?

ওহে জান্নাতপ্রার্থী রোযাদার ইসলামী ভাইয়েরা! রমযানুল মুবারকের পবিত্র মুহুর্তগুলোকে অনর্থক কথাবার্তা ও কার্যাদির মধ্যে বিনষ্ট হওয়া থেকে বাঁচান। জীবন অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। সেটাকে অতিরিক্ত সুযোগ মনে করুন। তাস খেলা ও ফিল্মের গানগুলোর মাধ্যমে সময় নষ্ট করার পরিবর্তে কোরআন তিলাওয়াত এবং যিকির ও দুরূদের মধ্যে সময় কাটানোর চেষ্টা করুন! ক্ষুধা-পিপাসার কঠোরতা যতোই বেশি অনুভুত হবে ততোই ধৈর্যধারণের জন্য, اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ সাওয়াবও বেশি পাবেন। যেমন, হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মহান বাণী, اَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ اَحْمَزُھَا অর্থাৎ ঃ সর্বোৎকৃষ্ট ইবাদত হচ্ছে তাই, যাতে কষ্ট বেশি হয়।" (কাশফুল খিফা ও মুযীলুল আলবাস, খন্ড-১ম, পৃ-১৪১, হাদীস নং-৪৫৯)

ইমাম শরফুদ্দীন নববী رَحْمَۃُ اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন ঃ "যে ইবাদতের মধ্যে কঠোর পরিশ্রম ও টাকা বেশি খরচ হয় এতে সওয়াব ও ফযীলত বেশি হয়।"

(শরহে সহীহ মুসলিম লিন নববী, খন্ড-১ম, পৃ-৩৯০)

ওলীয়ে কামিল হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম ইবনে আদহাম رَحْمَۃُ اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন, "দুনিয়ার মধ্যে যেই সৎকর্ম যতো কঠিন হবে, কিয়ামতের দিন নেকীগুলোর পাল্লাও ততো বেশি ভারী হবে।" (তাযকিরাতুল আওলিয়া, পৃ-৯৫)

এ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেলো যে, আমাদের জন্য রোযা রাখা যতো কঠিন। পাপীষ্ট, নফস প্রবৃত্তি এর জন্য ততো অসহনীয়। اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ কিয়ামতের দিন আমলের পাল্লায় ততো বেশি ভারী হবে।

রোযা পালনকালে বেশি ঘুমানো

হুজ্জাতুল ইসলাম সায়্যিদুনা ইমাম গায্যালী رَحْمَۃُ اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ 'কীমিয়ায়ে সা'আদাত' কিতাবে লিখেছেন, "রোযাদারের জন্য সুন্নত হচ্ছে দিনের বেলায় বেশিক্ষণ না ঘুমানো; বরং জাগ্রত থাকা, যাতে ক্ষুধা ও দূর্বলতার প্রভাব অনুভব হয়।" (কীমিয়ায়ে সা'আদাত, পৃ-১৮৫)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

(যদিও কম শোয়া উত্তম তারপরও প্রয়োজনীয় ইবাদত করার পর কোন ব্যক্তি শুয়ে থাকলে এতে সে গুনাহগার হবে না।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সুস্পষ্টভাবে এ থেকে বুঝা যায় যে, যে ব্যক্তি রোযা পালনকালে দিনভর ঘুমে সময় অতিবাহিত করে দেয়, সে রোযার মর্যাদা বা কিভাবে পাবে? একটু চিন্তা করুন তো! ইমাম মুহাম্মদ গায্‌যালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তো বেশি ঘুমাতেও নিষেধ করেছেন। কারণ তাতে অনর্থক সময় অতিবাহিত হয়ে যাবে। সুতরাং যারা খেল তামাশা ও হারাম কার্যাদিতে সময় নষ্ট করে তারা কতোই বঞ্চিত ও হতভাগা! এ বরকতময় মাসের প্রতি যত্নবান হোন! এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করুন! এতে খুশী মনে রোযা রাখুন! আর আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করুন!

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! রমযানের কল্যাণে স্রোতধারা থেকে প্রতিটি মুসলমানকে উপকৃত ও ধন্য করুন! এ বরকতময় মাসের প্রতি গুরুত্ব দেয়ার সৌভাগ্য আমাদেরকে দান করুন! এর প্রতি অশালীনতা প্রদর্শন করা থেকে আমাদেরকে বিরত রাখুন! আমীন বিজাহিন্নাবিয়্যিল আমিন صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রমযান মাসের সম্মানের জন্য অন্তরের আগ্রহকে বাড়াতে বরকত লাভের জন্য ও নেকী অর্জন করতে এবং নিজেকে গুনাহ্ থেকে বাঁচাতে তবলীগে কোরআন ও সুন্নতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশকে আপন করে নিন এবং আশিকানে রসূলদের সাথে মাদানী কাফিলায় সুন্নতে ভরপুর সফর করার সৌভাগ্য অর্জন করুন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সেই সফলতা পাবেন যা দেখে আপনি আশ্চর্য হবেন। এক আশিকে রসূল এর চমৎকার ঘটনা শুনুন ও আন্দোলিত হোন।

প্রতিদিন ফিকরে মদীনা করার পুরস্কার

এক ইসলামী ভাই এর বক্তব্যের সারমর্ম এই যে, اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ মাদানী ইনআমাত আমার প্রিয় এবং দৈনন্দিন "ফিকরে মদীনা" করা প্রায় আমার অভ্যাস।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।”

একবার আমি তবলীগে কোরআন ও সুন্নতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা’ওয়াতে ইসলামীর সুন্নতের তরবীয়্যতের মাদানী কাফিলায় আশিকানে রসূলদের সাথে সুবায়ে বেলুচিস্তান সফরে ছিলাম। সে সময় আমি গুনাহগারের জন্য দয়ার দরজা খুলে গেল। اَلْحَمْدُلِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ যখন আমি ঘুমালাম তখন আমার ভাগ্য চমকে উঠল। স্বপ্নে হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তশরীফ আনলেন। তখন ঘর আলোকজ্জল হয়ে উঠল আর হুজুর হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঠোঁট মুবারক নাড়াচড়া করলেন, রহমতের ফুল বর্ষণ হলো। তার বর্ণিত শব্দগুলো কিছুটা এরকম: যারা মাদানী কাফিলায় দৈনন্দিন “ফিকরে মদীনা” করে আমি তাদেরকে আমার সাথে জান্নাতে নিয়ে যাবো।”

شکریہ کیوں کر ادا ہو آپ کا یا مصطفٰی
کہ پڑوسی خُلد میں اپنا بنایا شکریہ

শুকরিয়া কিউ কর আদা হো আপ কা ইয়া মুস্তফা
কে পড়ুছি খুলদ্ মে আপনা বানায়া শুকরিয়া

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ফিক্‌রে মদীনা কি?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুসলমানদের দুনিয়া ও আখিরাতকে কল্যাণময় করার জন্য প্রশ্নাকারে ইসলামী ভাইদের জন্য ৭২টি, ইসলামী বোনদের জন্য ৬৩টি, জামেয়ার ছাত্রদের জন্য ৯২টি, জামেয়ার ছাত্রীদের জন্য ৮৩টি, মাদানী মুন্না (বাচ্চা) দের জন্য ৪০টি মাদানী ইনআমাত পেশ করা হয়েছে। মাদানী ইনআমাতের রিসালা মাকতাবাতুল মদীনায় পাওয়া যায়। দৈনিক ফিক্‌রে মদীনার মাধ্যমে তা পূর্ণ করে মাদানী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে আপনার এলাকার দা’ওয়াতে ইসলামীর যিম্মাদারের নিকট জমা করতে হয়। নিজের পাপ হিসাব করা, কবর ও হাশরের ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করা এবং নিজের ভাল-মন্দ কাজের

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

হিসাব নেয়ার নিয়্যতে মাদানী ইনআমাত রিসালা পূর্ণ করাকে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে ফিক্‌রে মদীনা বলা হয়। আপনিও রিসালা সংগ্রহ করুন।

এখন থেকে যদি পূরণ করতে ইচ্ছা না হয় তো না করুন। অন্তত এটা করুন যে, ওলীয়ে কামিল, আশিকে রসূল, আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর ২৫ তারিখ বিলাদত শরীফের নিছবতে দৈনন্দিন ২৫ সেকেন্ড মাদানী ইনআমাত রিসালা দেখুন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ দেখতে দেখতে পড়ার, পড়তে পড়তে ফিকরে মদীনা করার এবং ঐ রিসালা পূরণ করার মন-মানসিকতা তৈরী হবে। আর যদি মাদানী ইনআমাত রিসালা পূরণ করার অভ্যাস হয়ে যায় তাহলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর বরকত নিজ চোখে দেখতে পাবেন।

مَدَنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل
مغفرت کر بے حساب اس کی خدائے لم یَزَل

মাদানী ইন্‌আমাত পর করতা হায় জো কুয়ি আমল,
মাগফিরাত কর বেহিসাব উছকি খোদায়ে লাম ইয়া ঝাল।
আমীন বিজাহিন্নাবিয়্যিল আমিন صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দেখতে থাকুন মাদানী চ্যানেল।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

রোযার বিধানাবলী (হানাফী) *

দুরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আহমদ ইবনে মনসুর رَحْمَةُ اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ যখন ওফাত প্রাপ্ত হন, তখন একজন শীরাযবাসী লোক তাঁকে স্বপ্নে দেখলেন-তিনি শীরাযের জামে মসজিদের মেহরাবে দাঁড়ানো। আর তাঁর পরনে ছিলো উন্নতমানের পোশাক। মাথার উপর মুক্তা খচিত তাজ শোভা পাচ্ছিলো। স্বপ্নে যে দেখেছে সে স্বপ্নদ্রষ্টা আরয করল, "হযরত কেমন আছেন?" তিনি বললেন, "আল্লাহ তা'আলা আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আমার উপর দয়া করেছেন। আমাকে তাজ পরিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন।" লোকটি বললো, "কি কারণে?" বললেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমি তাজেদারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর বেশি পরিমাণে দুরূদে পাক পড়তাম, বস্তুতঃ এই আমলটা কাজে এসেছে।" (আল কাউলূল বদী, পৃ-২৫৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

....

* ফয়যানে সুন্নতে সব জায়গায় মাসআলা মাসায়েল হানাফী মাযহাব অনুসারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এজন্য শাফেয়ী, মালেকী হাম্বলী মাযহাবের ইসলামী ভাইয়েরা ফিকহী মাসআলার ক্ষেত্রে নিজ নিজ মাযহাবের ওলামায়ে কিরামের মতামত গ্রহণ করবেন।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “আমার উপর দুরূদে পাক অধিক হারে পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।”

আল্লাহ তা'আলার কতো বড়ো দয়া! তিনি আমাদের মাহে রমযানুল মুবারকের রোযা ফরয করে আমাদের জন্য তকওয়া ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উপায় করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا كُتِبَ عَلَيۡكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيۡنَ مِنۡ قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُوۡنَ ﴿۱۸۳﴾ اَيَّامًا مَّعۡدُوۡدٰتٍ ؕ فَمَنۡ كَانَ مِنۡكُمۡ مَّرِيۡضًا اَوۡ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنۡ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ وَعَلَى الَّذِيۡنَ يُطِيۡقُوۡنَهٗ فِدۡيَةٌ طَعَامُ مِسۡكِيۡنٍ ؕ فَمَنۡ تَطَوَّعَ خَيۡرًا فَهُوَ خَيۡرٌ لَّهٗ ؕ وَاَنۡ تَصُوۡمُوۡا خَيۡرٌ لَّكُمۡ اِنۡ كُنۡتُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ ﴿۱۸۴﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করা হয়েছিলো, যাতে তোমরা পরহিযগারী লাভ করো, গণনার দিনসমূহ! সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কেউ অসুস্থ হয়, কিংবা সফরে থাকে, তবে ততসংখ্যক রোযা অন্যান্য দিনগুলোতে, আর যারা তা পালন করার শক্তি রাখে না, তবে বিনিময়ে একজন মিসকীনের খাবার, অতঃপর যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নেকী বেশী পরিমাণে করে, তবে তা তার জন্য উত্তম, আর রোযা রাখা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানো। (পারা-২, সূরা বাকারা, আয়াত-১৮৩-১৮৪)

রোযা কার উপর ফরয?

তাওহীদ ও রিসালাতকে বিশ্বাস করা ও দ্বীনের সব জরুরী বিষয়ের উপর ঈমান আনার পর যেভাবে প্রত্যেক মুসলমানের উপর নামায ফরয বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে, অনুরূপভাবে রমযান শরীফের রোযাও প্রত্যেক মুসলমান (নর ও নারী) বিবেকসম্পন্ন ও প্রাপ্ত বয়স্কের উপর ফরয। 'দুররে মুখতার' এর মধ্যে

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।”

উল্লেখ করা হয়েছে, রোযা ২য় হিজরীর ১০ই শা’বানুল মুআয্‌যামে ফরয হয়েছে। (রদ্দুল মুহতার সম্বলিত দুররে মুখতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৩০)

রোযা ফরয হবার কারণ

ইসলামে বেশিরভাগ কাজ কোন না কোন মহান ব্যক্তির ঘটনাকে জীবিত রাখার জন্য নির্ধারিত হয়েছে। যেমন, সাফা ও মারওয়ার মধ্যখানে হাজীদের ‘সাঈ’ হযরত সায়্যিদাতুনা হাজেরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهَا এর স্মৃতিময়ী। তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهَا তাঁর কলিজার টুকরা হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল যবীহুল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর জন্য পানি তালাশ করতে গিয়ে এ দুটি পাহাড়ের মাঝখানে সাতবার প্রদক্ষিণ করেছেন ও দৌঁড়িয়েছেন। আল্লাহর নিকট হযরত সায়্যিদাতুনা হাজেরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهَا এর এ কাজটা অত্যন্ত পছন্দ হয়েছে। তাই এই ‘সুন্নতে হাজেরা’ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهَا কে আল্লাহ তাআলা স্থায়ীত্ব দানের জন্য হাজীগণ ও ওমরা পালনকারীদের জন্য ‘সাফা’ ও ‘মারওয়া’র সাঈকে (প্রদক্ষিণ করাকে) ওয়াজিব করে দিয়েছেন। অনুরূপভাবে, রমযানের দিনগুলোতে কিছুদিন, আমাদের প্রিয় আকা, মক্কা ও মদীনার তাজেদার হুযুর পুরনূর হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হেরা পর্বতের গুহায় অতিবাহিত করেছিলেন। তখন হুযুর صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দিনের বেলায় পানাহার থেকে বিরত থাকতেন, আর রাতে আল্লাহ তাআলার যিকরে মশগুল থাকতেন। তাই আল্লাহ তাআলা ওই দিন গুলোর স্মরণকে তাজা করার জন্য রোযা ফরয করেছেন; যাতে তাঁর মাহবুব صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নতও স্থায়ী হয়ে যায়।

সম্মানিত নবীগণ এর রোযা

রোযা পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যেও ছিলো। তবে তাদের রোযার ধরণ আমাদের চেয়ে ভিন্ন ছিলো। বর্ণনাগুলো থেকে বুঝা যায় যে, হযরত সায়্যিদুনা আদম সফিয়্যুল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام (প্রত্যেক মাসের) ১৩,১৪ ও ১৫ তারিখ রোযা রাখতেন। (কানযুল ওম্মাল, খন্ড-৮ম, পৃ২৫৮, হাদীস নং-২৪১৮৮)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে অন্যায় করল।”

হযরত সায়্যিদুনা নূহ عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَا م (দুই ঈদ ছাড়া) সব সময় রোযা পালন করতেন। (ইবনে মাজাহ, খন্ড-২য়, পৃ-৩৩৩, হাদীস নং-১৭১৪)

হযরত ঈসা عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَا م সব সময় রোযা রাখতেন কখনো ছাড়তেন না। (কানযুল উম্মাল, খন্ড-৮ম, পৃ-৩০৪, হাদীস নং-২৪৬২৪)

হযরত সায়্যিদুনা দাঊদ عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَا م একদিন পর পর একদিন রোযা রাখতেন। (মুসলিম শরীফ, পৃ-৫৮৪, হাদীস নং-১১৮৯)

হযরত সায়্যিদুনা সুলায়মান عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَا م মাসের শুরুতে তিন দিন, মাসের মধ্যভাগে তিন দিন এবং মাসের শেষভাগে তিন দিন (অর্থাৎ মাসে ৯ দিন) রোযা রাখতেন। (কানযুল ওম্মাল, খন্ড-৮ম, পৃ-৩০৪, হাদীস নং-২৪৬২৪)

রোযাদারের ঈমান কতোই পাকাপোক্ত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রচন্ড গরম, পিপাসায় কণ্ঠনালী শুকিয়ে যাচ্ছে, ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক হয়ে যাচ্ছে; কিন্তু পানি থাকা সত্ত্বেও রোযাদার সেদিকে দেখছেও না। খাদ্য মওজুদ আছে; ক্ষুধার প্রচন্ডতার অবস্থা খুবই শোচনীয়! কিন্তু খাবারের দিকে হাত বাড়াচ্ছে না। আপনি অনুমান করুন। ওই ব্যক্তির ঈমান পরম করুনাময় আল্লাহর উপর কতোই পাকাপোক্ত। কেননা, সে জানে, তার কার্যকলাপ সমগ্র দুনিয়া থেকে তো গোপন থাকতে পারে, কিন্তু আল্লাহ তাআলার নিকট থেকে গোপন থাকতে পারে না। আল্লাহ তাআলার উপর তার পূর্ণ বিশ্বাসই হচ্ছে রোযা পালনের কারণ। কেননা, অন্যান্য ইবাদত কোন না কোন প্রকাশ্য কাজ দ্বারা সম্পন্ন করা হয়, কিন্তু রোযার সম্পর্ক হচ্ছে হৃদয়ের সাথে। তার অবস্থা মূলতঃ আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কেউ জানে না। যদি সে গোপনে পানাহার করে ফেলে, তবুও লোকজন একথাই মনে করবে যে, সে রোযাদার। কিন্তু সে একমাত্র 'আল্লাহর ভয়'-এর কারণে পানাহার থেকে নিজেকে বিরত রাখছে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সম্ভব হলে নিজের ছেলেমেয়েদেরকে তাড়াতাড়ি রোযা রাখতে অভ্যস্ত করে তুলুন যাতে তারা যখন বালিগ হবে তখন রোযা পালনে

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়ে নিজেদের মজলিশ সমূহকে সজ্জিত করো, যেহেতু তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ করাটা কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য নূর হবে।"

কষ্ট অনুভব না হয়। যেমন সম্মানিত ফকীহগণ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تعالىٰ বলেন, "সন্তানের বয়স যখন দশ বছর হয়ে যায় এবং তার মধ্যে রোযা রাখার শক্তি হয়, তখন তার দ্বারা রমযানুল মুবারকে রোযা পালন করাবে। যদি পূর্ণ শক্তি হওয়া সত্ত্বেও রোযা না রাখে, তবে মারধর করে রাখাবেন। যদি রোযা রেখে ভেঙ্গে ফেলে, তাহলে ক্বাযার নির্দেশ দেবেন না; কিন্তু নামায আরম্ভ করে ভেঙ্গে ফেললে পুনরায় পড়াবেন।" (রদ্দুল মুহতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৮৫)

রোযা রাখলে কি মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে?

সাধারণ লোকদের মধ্যে এ ধারণা পাওয়া যায় যে, রোযা রাখলে মানুষ নাকি দূর্বল হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে; অথচ এমন নয়। এ প্রসঙ্গে ইমামে আহলে সুন্নাত আলা হযরত মাওলানা শাহ আহমদ রেযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيهِ এর ঈমান তাজাকারী ঘটনা পেশ করা হচ্ছে-সুতরাং 'আল মালফুয, ২য় খন্ড, ১৭৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيهِ বলেন, "এক বছর রমযানুল মুবারক থেকে কিছু পূর্বে মরহুম পিতা ইসলামী তর্কশাস্ত্রের প্রবীন ইমাম সায়্যিদুনা মাওলানা নকী আলী খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيهِ স্বপ্নে তশরীফ আনলেন। আর বললেন, "পুত্র! আগামী রমযান শরীফে তুমি খুব অসুস্থ হয়ে পড়বে, কিন্তু মনে রেখো! কোন রোযা যেনো কাযা না হয়ে যায়। সুতরাং পিতা মহোদয়ের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে বাস্তবিকই রমযানুল মুবারকে আমি খুব অসুস্থ হয়ে পড়লাম, কিন্তু اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ কোন রোযা ছুটেনি। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ রোযার বরকতে আল্লাহ আমাকে সুস্থতা দান করলেন। সুস্থতা পাবো না কেন? সায়্যিদুল মাহবুবীন صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইরশাদ পাকও রয়েছে صُوْمُوْا تَصِحُّوْا অর্থাৎ তোমরা রোযা রাখো এবং সুস্থতা লাভ করো!) অর্থাৎ রোযা রাখলে সুস্থ হয়ে যাবে। (দুররে মনসুর, খন্ড-১ম)

রোযা রাখলে সুস্বাস্থ্য পাওয়া যায়

এ প্রসঙ্গে আমীরুল মু'মিনীন হযরত মওলায়ে কায়িনাত, আলী মুরতাজা, শেরে খোদা رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, "আল্লাহর প্রিয় রসূল, রসূলে মকবুল

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুস্থতা প্রদানকারী বাণী, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা বনী ইস্রাইলের এক নবী عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর নিকট ওহী প্রেরণ করলেন, "আপনি আপনার সম্প্রদায়কে খবর দিন, যে কোন বান্দা আমার সন্তুষ্টির জন্য এক দিনের রোযা রাখে, আমি তার শরীরকে সুস্থতা দান করবো, তাকে মহা প্রতিদানও দেবো।" (শুআবুল ঈমান, খন্ড-৩য়, পৃ-৪১২, হাদীস নং-৩৯২৩)

পাকস্থলীর ফুলা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মহামহিম আল্লাহরই জন্য সমস্ত প্রশংসা! বরকতময় হাদীস শরীফ সমূহ থেকে বুঝা যায় যে, রোযা সাওয়াব ও প্রতিদানের সাথে সাথে সুস্বাস্থ্য অর্জন করারও মাধ্যম। এখনতো চিকিৎসা বিজ্ঞানীরাও তাঁদের গবেষণায় এ বাস্তবতাটুকু মেনে নিতে শুরু করেছে। যেমন, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মূর প্যালিড বলেন, "আমি ইসলামী বিষয়াদি পড়ছিলাম। যখন রোযা সম্পর্কে পড়লাম তখন খুশিতে মেতে উঠলাম। ইসলাম তো সেটার অনুসারীদেরকে এক মহান ব্যবস্থাপনা দিয়েছে! আমার মধ্যে আগ্রহ জন্মালো। সুতরাং আমিও মুসলমানদের মতো রোযা রাখতে শুরু করে দিলাম। দীর্ঘ দিন যাবত আমার পাকস্থলীতে ফুলা ছিলো। কিছু দিনের ব্যবধানে আমার কষ্ট কম অনুভুত হলো। আমি রোযা রাখতে থাকলাম। শেষ পর্যন্ত এক মাসের মধ্যে আমার রোগ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলো।"

চাঞ্চল্যকর রহস্য উদ্‌ঘাটন

হল্যান্ডের পাদ্রী 'এ্যলফ গাল' বলেন, "আমি সুগার (ডায়াবেটিক), হৃদরোগ ও পাকস্থলীর রোগীকে নিয়মিতভাবে ত্রিশ দিন রোযা পালন করালাম। ফলশ্রুতিতে ডায়াবেটিক রোগীদের 'সুগার' নিয়ন্ত্রণে এসে গেল, হৃদ-রোগীদের আশংকা ও হৃদযন্ত্রের ফুলা দূরীকরণে এবং পাকস্থলীর রোগীদের সর্বাপেক্ষা বেশি উপকার হয়েছে। একজন ইংরেজ মানসিক রোগ-বিশেষজ্ঞ 'সিগম্যান্ড ফ্রাইড' এর বর্ণনা, "রোযার ফলে দেহের খিচুঁনী, মানসিক চাপ (অস্থিরতা) এবং মানসিক অন্যান্য রোগগুলো দূর হয়ে যায়।"

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের অনুসন্ধান টিম

পত্রিকার এক রিপোর্ট অনুযায়ী জার্মানী, ইংল্যান্ড ও আমেরিকার চিকিৎসা-বিশেষজ্ঞদের এক পরীক্ষা-টিম রমযানুল মুবারকে পাকিস্তান আসলে তারা 'বাবুল মদীনা' করাচী, 'মারকাযুল আউলিয়া' লাহোর এবং 'মুহাদ্দিসে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নগরী 'সরদার আবাদ' (ফয়সালাবাদ) কে বেছে নিলেন। গবেষণা করার পর তারা যে রিপোর্ট পেশ করলেন। রিপোর্টটা এরূপ ছিলো ঃ

"যেহেতু মুসলমান নামায পড়ে ও রমযানুল মুবারকে সেটার প্রতি বেশি যত্নবান হয়, সেহেতু ওযু করার ফলে নাক-কান-গলার রোগগুলো কমে যায়। তাছাড়া, মুসলমান রোযার কারণে কম আহার করে। ফলে পাকস্থলী, কলিজা, হৃদয় ও শরীরের জোড়াগুলোর রোগে কম আক্রান্ত হয়।"

খুব বেশি আহার করলে বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি হয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রোযার সত্তায় কোনরূপ রোগই নেই, বরং সাহারী ও ইফতারের বেলায় অসতর্কতার কারণে, তাছাড়া, উভয় ওয়াক্তে বেশি পরিমাণে তেল-চর্বিযুক্ত খাদ্য খেলে এবং রাতের বেলায় কিছুক্ষণ পর পর খাবার খেতে থাকার কারণে রোযাদার অসুস্থ হয়ে পড়ে। সুতরাং সাহারী ও ইফতারের সময় পানাহারের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা চাই। রাতের বেলায় পেটের মধ্যে খাদ্যের এতো বেশী ভান্ডার তৈরী করে নেয়া উচিত নয় যেনো সারা দিন ঢেকুরই উঠতে থাকে আর রোযা পালনকালে ক্ষুধা ও পিপাসা অনুভুবই না হয়। কেননা, যদি ক্ষুধা-পিপাসা অনুভবই না হয়, তাহলে রোযার তৃপ্তিই বা কি রইলো? রোযার মজাই তো এতে যে, তীব্র গরম হবে, পিপাসার চোটে ঠোঁট দুটি শুকিয়ে যাবে এবং ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হয়ে যাবে। আর এমনি অবস্থায় আহা! যদি মদীনা মুনাওয়ারার প্রিয় প্রিয় তাপ ও মিষ্টি মিষ্টি রোদের স্মরণ হয়ে যায়! আহা! কারবালার উত্তপ্ত ময়দান এবং সেখানে নুবুয়তের বাগানের সুবাসিত নব-প্রষ্ফুটিত ফুলগুলোর তিন দিনের ক্ষুধা-পিপাসার কারণে অস্থিরতার কথা, মদীনার প্রকৃত

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।”

মাদানী মুন্নীগণ ও শাহানশাহে মদীনা, সুরুরে কলবো সীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষুধা পীড়িত, পিপাসার্ত ও নির্যাতিত শাহযাদাদের স্মরণ কষ্ট দিতে থাকে, আর যখন ক্ষুধা ও পিপাসা কিছুটা বেশী কষ্ট দেয়, তখন মেনে নেয়া ও সন্তুষ্ট থাকার পায়কর, মদীনার তাজওয়ার, নবীগণের সরওয়ার, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্রতম পেটে বাঁধা পাথরও স্মরণে এসে যায়, তবে তখন বলার আর কী থাকবে? সুতরাং প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বাস্তবিকপক্ষে রোযা এমনি হওয়া চাই যে, আমরা আমাদের আকা ও ইমামগণের সুন্দর সুন্দর স্মরণে হারিয়ে যাবো।

کیسے آقاؤں کا ہوں بندہ رضاؔ　　　　بول بالے مِری سرکاروں کے

কেইসে আকাও কা হো বান্দা রেযা
বোল বালে মেরি সারকারো কে

(হাদায়েখে বখশিশ)

বিনা অপারেশনে জন্ম হয়ে গেল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রোযার নুরানিয়্যাত ও রূহানিয়্যাত লাভ করার জন্য এবং মাদানী যেহেন (মন মানসিকতা) তৈরী করার জন্য তবলীগে কুরআন ও সুন্নতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং সুন্নতের তরবিয়্যাতের জন্য মাদানী কাফিলায় আশিকানে রসূলদের সাথে সুন্নতে ভরপুর সফরের সৌভাগ্য অর্জন করুন।

سُبْحٰنَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ! দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশ, সুন্নতে ভরপুর ইজতিমা সমূহ এবং মাদানী কাফিলারও কি সুন্দর বাহার ও বরকত রয়েছে।

অতএব হায়দারাবাদের (বাবুল ইসলাম সিন্দ এর) এক ইসলামী ভাই এর বয়ানের সারাংশ : সম্ভবতঃ ১৯৯৮ সালের ঘটনা। আমার স্ত্রী সন্তান সম্ভবা ছিল। সময় পূর্ণ হয়ে গেল। ডাক্তার বলেছিল, সম্ভবত অপারেশন করতে হবে।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

তবলীগে কুরআন ও সুন্নতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর আন্তর্জাতিক তিন দিনের সুন্নতে ভরপুর ইজতিমা (সাহরায়ে মদীনা মুলতান) সন্নিকটে ছিল। ইজতিমার পর সুন্নতের প্রশিক্ষণের ৩০ দিনের মাদানী কাফিলায় আশিকানে রসূলদের সাথে সফর করার আমার নিয়্যত ছিল। ইজতিমায় রওয়ানা হওয়ার সময় কাফিলার সামগ্রী নিয়ে হাসপাতাল পৌঁছলাম। যেহেতু আমার পরিবারের অন্যান্য লোকেরা হাসপাতালে সাহায্য সহযোগীতার জন্য উপস্থিত ছিল। আমার স্ত্রী অশ্রুসিক্ত নয়নে আমাকে সুন্নতে ভরপুর ইজতিমার (মূলতানের) জন্য বিদায় জানাল। আমি মনে মনে চিন্তা করলাম আমাকেতো এখন আন্তর্জাতিক সুন্নতের ভরপুর ইজতিমায় এরপর সেখান থেকে ৩০ দিন মাদানী কাফিলা অবশ্যই সফর করতে হবে। আহ! এর বরকতে (আমার স্ত্রীর) নিরাপদে যেন সন্তান প্রসব হয়ে যায় আমি গরীবের কাছে তো অপারেশনের খরচও নেই।

সর্বোপরী আমি মদীনাতুল আউলিয়া মূলতান শরীফে উপস্থিত হয়ে সুন্নতে ভরপুর ইজতিমায় খুব দু'আ করলাম ইজতিমার শেষে অশ্রু সজল দু'আর পর ঘরে ফোন করলাম। তখন আমার আম্মাজান বললেন, "মোবারক হোক! গত রাতে আল্লাহ তাআলা তোমাকে বিনা অপারেশনে একটি চাঁদের মত মাদানী মুন্নী দান করেছেন। আমি খুশীতে লাফাতে লাফাতে বললাম, "আম্মাজান! আমার জন্য কি নির্দেশ?" আমি কি এসে যাব নাকি ৩০ দিনের জন্য মাদানী কাফিলার মুসাফির হব? আম্মাজান বললেন, "বেটা! বিনা দ্বিধায় মাদানী কাফিলায় সফর কর।" নিজের মাদানী মুন্নীকে দেখার ইচ্ছাকে অন্তরে চেপে রেখে اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমি ৩০ দিনের মাদানী কাফিলায় আশিকানে রসূলদের সাথে রওয়ানা হয়ে গেলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ মাদানী কাফিলায় সফরের নিয়্যতের বরকতে আমার মুশকিল আসান হয়ে গেল।

মাদানী কাফিলার বরকতের কারণে পরিবারের সকলের খুব মাদানী মন মানসিকতা সৃষ্টি হল। এমনকি আমার বাচ্চার মা বলতে লাগল, আপনি যখন মাদানী কাফিলায় মুসাফির হন তখন আমি আমার বাচ্চাসহ নিজেদের নিরাপদ মনে করি।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

آپریشن نہ ہو، کوئی الجھن نہ ہو
غم کے سائے ڈھلیں، قافلے میں چلو
بیوی بچّے سبھی، خوب پائیں خوشی
خیریت سے رہیں، قافِلے میں چلو

অপারেশান না হো কোয়ি আলজান না হো,
গমকে ছায়ে ঢলি, কাফিলে মে চলো।
বিবি বাচ্চে সভী খুব পায়ে খুশী,
খায়রাত ছে রহে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

পূর্ববর্তী গুনাহের কাফ্ফারা

হযরত সায়্যিদুনা আবূ সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, আমাদের প্রিয় প্রিয় মাদানী আকা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ ফরমান, "যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রেখেছে, সেটার সীমারেখা চিনেছে এবং যা থেকে বিরত থাকা চাই, তা থেকে বিরত থেকেছে, তবে সে (যেসব গুনাহ্) ইতোপূর্বে করেছে, সেগুলোর কাফ্ফারা হয়ে গেল।"

(আল ইহসান বিতরতীবে সহীহ ইবনে হাব্বান, খন্ড-৫ম, পৃ-১৮৩, হাদীস-৩৪২৪)

রোযার প্রতিদান

হযরত সায়্যিদুনা আবূ হুরাইরা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, সুলতানে মদীনা, সুরূরে কলবো সীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, "মানুষের প্রতিটি সৎকর্মের বিনিময় (সাওয়াব) দশগুণ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত দান করা হয়।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

اِلَّا الصَّوْمَ فَاِنَّهٗ لِیْ وَاَنَا اَجْزِیْ بِهٖ

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

(কিন্তু রোযা এর ব্যতিক্রম; সেটা আমার জন্য। আমিই তার প্রতিদান দেবো)। আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন, "বান্দা তার ইচ্ছা ও আহার শুধু আমারই কারণে ছেড়ে দেয়। রোযাদারের জন্য দুটি খুশী একটা ইফতারের সময়, অন্যটা আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাতের সময়। রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ তাআলার নিকট মুশক অপেক্ষাও বেশি উত্তম।" (সহীহ মুসলিম, পৃ-৫৮০, হাদীস নং-১১৫১)

আরো ইরশাদ ফরমায়েছেন, "রোযা হচ্ছে ঢাল। আর যখন কারো রোযার দিন আসে তখন সে না অনর্থক কথা বলে, না শোর-চিৎকার করে। অতঃপর যদি কেউ তাকে গালি গালাজ করে, কিংবা ঝগড়া-বিবাদ করতে উদ্যত হয়, তখন সে যেনো এ কথা বলে দেয়, "আমি রোযাদার।"

(বোখারী, খন্ড-১ম, পৃ-৬২৪, হাদীস নং-১৮৯৪)

রোযার বিশেষ পুরস্কার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উপরোল্লেখিত বরকতময় হাদীস শরীফগুলোতে রোযার কয়েকটি বিশেষত্বের কথা ইরশাদ হয়েছে। কতোই প্রিয় সুসংবাদ ঐ রোযাদারের জন্য, যে তেমনভাবে রোযা রেখেছে, যেমন রোযা রাখা কর্তব্য। অর্থাৎ পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকার সাথে সাথে নিজের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গকেও গুনাহের কাজগুলো থেকে বিরত রেখেছে। এমন রোযা, আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়ায় রোযাদারদের জন্য সমস্ত গুনাহের কাফ্ফারা হয়ে যায়। তাছাড়া, হাদীসে মুবারকের এ বাণীতো বিশেষভাবে দেখার মতোই যে, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন মহান প্রতিপালকের খুশবুদার ফরমানই শুনাচ্ছেন ঃ

فَاِنَّهٗ لِیْ وَاَنَا اَجْزِیْ بِهٖ অর্থাৎ রোযা আমার জন্য আর সেটার প্রতিদান আমি নিজেই দেবো। হাদীসে কুদসীর এ ইরশাদে পাককে কোন কোন সম্মানিত মুহাদ্দিস رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى ও পড়েছেন। যেমন তফসীরে নঈমী ইত্যাদিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

সুতরাং এর অর্থ দাঁড়ায় "রোযার প্রতিদান আমি নিজেই হব।" سُبْحٰنَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ রোযা রেখে রোযাদার খোদ আল্লাহ তাআলাকে পেয়ে যায়।

সৎকাজের প্রতিদান হচ্ছে জান্নাত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কুরআনে করীমের বিভিন্ন জায়গায় বর্ণনা এসেছে যে, যে ব্যক্তি ভালো কাজ করবে, সে জান্নাত পাবে। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

اِنَّ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ اُولٰٓئِکَ ہُمۡ خَیۡرُ الۡبَرِیَّۃِ ؕ﴿۷﴾ جَزَآؤُہُمۡ عِنۡدَ رَبِّہِمۡ جَنّٰتُ عَدۡنٍ تَجۡرِیۡ مِنۡ تَحۡتِہَا الۡاَنۡہٰرُ خٰلِدِیۡنَ فِیۡہَاۤ اَبَدًا ؕ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ وَ رَضُوۡا عَنۡہُ ؕ ذٰلِکَ لِمَنۡ خَشِیَ رَبَّہٗ ﴿۸﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তারাই সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সেরা। তাদের প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে, বসবাসের বাগানসমূহ, যেগুলোর নিম্নদেশে নহরসমূহ প্রবাহমান। সেগুলোর মধ্যে তারা স্থায়ীভাবে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর উপর সন্তুষ্ট। এটা তার জন্য, যে আপন রবকে ভয় করে। (সূরা-বায়্যিনা, আয়াত-৭,৮, পারা-৩)

সাহাবা ব্যতীত অন্য কারো জন্য (رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ) বলা কেমন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ কথাটি সম্পূর্ণ ভুল যে, رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ শুধু সাহাবীর নামের সাথে নির্ধারিত। বা উল্লেখিত আয়াতের শেষাংশ

رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ وَ رَضُوۡا عَنۡہُ ؕ ذٰلِکَ لِمَنۡ خَشِیَ رَبَّہٗ

(অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাদের উপর সন্তুষ্ট আর তারাও তাঁর উপর সন্তুষ্ট)।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।”

এটা তার জন্য, যে আপন মহামহিম আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে।) ওই সাধারণ লোকদের ভুল ধারণার মূলোৎপাটন করে দিয়েছে। আল্লাহ তাআলার ভয় রাখেন এমন প্রতিটি মু’মিনের জন্য এ মহা সুসংবাদ অবতীর্ণ হয়েছে। যে কেউ আল্লাহকে ভয় করে, সে رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ ط এর অন্তর্ভূক্ত। এর মধ্যে সাহাবী ও সাহাবী নয় এমন কারো কথা বিশেষ করে বলা হয়নি। প্রত্যেক সাহাবী ও প্রত্যেক ওলীর জন্য رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ লিখা ও বলা একেবারে সঠিক ও বৈধ। যিনি ঈমান সহকারে হুযুর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রকাশ্য জীবদ্দশায় একটা মুহুর্তের সঙ্গও লাভ করেছেন, কিংবা দেখেছেন, আর ঐ ঈমানের উপর ইন্তেকাল করেছেন, তিনিই সাহাবী। বড় থেকে বড়তর ওলীও সাহাবীর মর্যাদা পেতে পারেন না। প্রতিটি সাহাবী ন্যায়পরায়ণ ও অকাট্যভাবে জান্নাতী। তাঁদের নামের সাথে যখন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ লিখা হবে, তখন অর্থ হবে ‘আল্লাহ তাআলা তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন।

আর যখন সাহাবী নন এমন কারো জন্য লিখা কিংবা বলা হবে, তখন দু‘আ সূচক অর্থ হবে। অর্থাৎ “আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন!” رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর কথাতে প্রাসঙ্গিকভাবে এসে গেলো, আসলে এটা বলার উদ্দেশ্য ছিলো যে, নামায, হজ্ব, যাকাত, গরীবদের সাহায্য, রোগীদের দেখা-শোনা, মিসকীনদের খবরাখবর নেয়া ইত্যাদি সবই সৎকাজ। এগুলোর বিনিময়ে জান্নাত পাওয়া যায়, কিন্তু রোযা এমন এক ইবাদত যার বিনিময়ে জান্নাতের মহান স্রষ্টা অর্থাৎ খোদ্ প্রকৃত মালিক আল্লাহকেই পাওয়া যায়। যেমন বলা হয়-

আমার মুক্তার মালিককেই দরকার

একবার সুলতান মাহমুদ গযনভী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ কিছু মূল্যবান মণিমুক্তা তাঁর মন্ত্রিদের সামনে ছুঁড়ে মারলেন। আর বললেন, “কুঁড়িয়ে নিন!” একথা বলে তিনি সামনের দিকে চলে গেলেন। কিছুদূর যাবার পর ফিরে দেখলেন, “আয়ায ঘোড়ায় চড়ে তাঁর পিছনে পিছনে চলে আসছে।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

বললেন, "আয়ায! তোমার কি মণি-মুক্তার দরকার নেই?" আয়ায বললো, "আলীজাহ্! যারা মণিমুক্তার প্রার্থী ছিলো, তারাতো নিয়েছে, আমারতো মনিমুক্তার মালিককেই দরকার।"

আমরা হলাম রসূলূল্লাহ ﷺ এর, আর জান্নাত হচ্ছে রসূলূল্লাহ ﷺ এর

এ ধারাবাহিকতায় একটি বরকতময় হাদীসও শুনুন! হযরত সায়্যিদুনা রাবী'আ ইবনে কা'আব আসলামী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন, "একবার আমি হুযুর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ওযু করালাম। তখন রহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم খুশী হয়ে ইরশাদ ফরমালেন, سَلْ رَبِیْعَۃُ (তুমি কি চাও, চেয়ে নাও!) হযরত রবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আরয করলেন, اَسْئَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِی الْجَنَّةِ অর্থাৎ ওহে হুযুর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! জান্নাতে আপনার সঙ্গ আপনার প্রতিবেশী হয়ে থাকতে চাই।" প্রকৃত পক্ষে তিনি যেন আরয করছিলেন-

تجھ سے تجھی کو مانگ لوں تو سب کچھ مل جائے
سو سُوالوں سے یہی ایک سُوال اچّھا ہے

তুঝ্ সে তুঝী কো মাঙ্গ লোঁ তো সব কুছ মিল জায়ে,
সও সুওয়া-লোঁ ছে ইয়েহী এক সাওয়াল আচ্ছা হে।

রহমতের সাগরে আরো বেশি পরিমাণে ঢেউ উঠল! হুযুর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন, ! اَوَغَیْرَ ذٰلِكَ (অর্থাৎ আরো কিছু চাওয়ার আছে কি?) আমি আরয করলাম, "ব্যাস্! শুধু এতটুকুই!" অর্থাৎ ঃ হে মহামহিম আল্লাহর রসূল صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم জান্নাতুল ফিরদাউসে আপনার প্রতিবেশীত্ব চাওয়ার পর এখন দুনিয়া ও আখিরাতের আর কোন্ নে'মতই বাকী রইলো, যা আমি প্রার্থনা করবো?"

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات
مجھ سا کوئی گدا نہیں، تجھ سا کوئی سخی نہیں

তুঝ ছে তুঝি কো মাঙ্গকর মাঙ্গলী ছারি কায়েনাত,
মুঝ ছা কোয়ী গদা নেহী, তুম ছা কোয়ী ছখী নেহী।

যখন হযরত সায়্যিদুনা রবী'আ ইবনে কা'আব আসলামী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ জান্নাতে সঙ্গ প্রতিবেশীত্ব চাইলেন, আর অন্য কিছু চাইতে অস্বীকার করলেন, তখন এর উপর হুযুর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ ফরমালেন,

فَاَعِنِّیْ عَلٰی نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْد

নিজের সত্তার উপর বেশি পরিমাণে নফল নামায দ্বারা আমাকে সাহায্য করো! (মুসলিম, পৃ-২৫৩, হাদীস নং-৪৮৯) অর্থাৎ আমি তোমাকে জান্নাত তো দান করেই দিয়েছি এখন তুমিও এর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ বেশি পরিমাণে নফল ইবাদত করতে থাকো!

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

যা চাওয়ার, চেয়ে নাও

سُبْحٰنَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ! سُبْحٰنَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ! سُبْحٰنَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ! এ বরকতময় হাদীস তো ঈমানই সতেজ করে দিলো। হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী رَحْمَةُ اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন, "সারকারে মদীনা, সুরুরে কলবো সীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যেহেতু কোনরূপ শর্তারোপ ও বিশেষীকরণ ব্যতিরেকেই, নিঃশর্তভাবে বলেছেন, চাও কি চাওয়ার আছে?

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “আমার উপর দুরূদে পাক অধিক হারে পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।”

সেহেতু তা একথাই সুস্পষ্ট করে দেয় যে, সমগ্র বিষয়টিই হুযুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী হাতে রয়েছে। যা চায়, যাকেই চায়, আপন মহামহিম আল্লাহর নির্দেশে দান করে দেন। আল্লামা বুসীরী رَحْمَةُ الله تَعَالٰى عَلَيْهِ কসীদায়ে বোরদা শরীফে বলেন ঃ

فَاِنَّ مِنْ جُوْدِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا

وَمِنْ عُلُوْمِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ

অর্থাৎ হে আল্লাহর রসূল صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুনিয়া ও আখিরাত আপনারই দানের অংশ মাত্র। আর লওহ ও কলমের জ্ঞান তো আপনার জ্ঞান মুবারকের একটা অংশ মাত্র। (আশআতুল লুমআত, খন্ড-১ম, পৃ-৪২৪) ৪২৫)

اگر خیریت دُنیا و عُقبٰی آرزو داری

بَدَرگاہش بیا دِ ہَر چِہ مَن خواہی تمنّا کُن

আগর খাইরিয়্যতে দুনিয়া ও ওকবা আরযূ দারী,

বদরগাহ্‌শ্‌ বইয়াদে হার ছেহ্‌ ‘মান’ খাহী তামান্নাকুন্‌।

অর্থ ঃ যদি দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গল চাও তবে এ আরশরূপী আস্তানায় এসো! আর যা চাওয়ার আছে চেয়ে নাও!

خالقِ کُل نے آپ کو مالکِ کُل بنا دیا

دونوں جہان دے دیئے قبضہ واِختیار میں

খালিকে কুলনে আপকো মালিকে কুল বানা দিয়া,

দোনো জাঁহা দে দিয়ে কবযা ও ইখতিয়ার মে।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।"

জান্নাতী দরজা

হযরত সায়্যিদুনা সাহল ইবনে আবদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, মাহে নুবুওয়াত হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মহান বাণী, "নিশ্চয় জান্নাতে একটা দরজা আছে, যাকে 'রাইয়ান" বলা হয়। এটা দিয়ে কিয়ামতের দিন রোযাদাররাই প্রবেশ করবে। তারা ব্যতীত অন্য কেউ প্রবেশ করবে না। বলা হবে, 'রোযাদারগণ কোথায়?' অতঃপর এসব লোক দাঁড়াবে। তারা ব্যতীত অন্য কেউ ওই দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। যখন রোযাদাররা প্রবেশ করবে, তখন দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। তারপর ওই দরজা দিয়ে অন্য কেউ প্রবেশ করবে না।" (সহীহ বোখারী, খন্ড-১ম, পৃ-৬২৫, হাদীস নং-১৭৯৬)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! سُبْحٰنَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ রোযাদাররা বড়ই সৌভাগ্যবান। কিয়ামতের দিনে তাদেরকে বিশেষভাবে সম্মান করা হবে। অন্যান্য সৌভাগ্যবানগণও দলে দলে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে, কিন্তু রোযাদারগণ বিশেষভাবে 'বাবুর রাইয়ান' দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

একটা রোযার ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা সালমা ইবনে কায়সার رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, নবীগণের সারদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খুশবুদার ফরমান, "যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য একদিনের রোযা পালন করেছে, আল্লাহ তাকে জাহান্নাম থেকে এতো দূরে রাখবেন যেমন একটা কাক, যা সেটার শৈশব থেকে উড়তে আরম্ভ করে, শেষ পর্যন্ত বুড়ো হয়ে মরে যায়।"

(মুসনাদে আবী ইয়ালা, খন্ড-১ম, পৃ-৩৮৩, হাদীস নং-৯১৭)

কাকের বয়স

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কাক দীর্ঘায়ুসম্পন্ন পাখী, 'গুনিয়াতুত্তোয়ালিবীন' এর মধ্যে রয়েছে, "কথিত আছে যে, কাকের বয়স পাঁচশ বছর পর্যন্ত হয়।"

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে অন্যায় করল।"

লাল পদ্মরাগ মণির প্রাসাদ

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা উমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, নবীয়ে করীম صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মহান বাণী, "যে ব্যক্তি মাহে রমযানের একটা মাত্র রোযাও নীরবতা এবং শান্তভাবে রেখেছে, তার জন্য জান্নাতে একটা ঘর লাল পদ্মরাগ-মণি কিংবা সবুজ পান্না দিয়ে তৈরী করা হবে।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৪৬, হাদীস নং-৪৭৯২)

শরীরের যাকাত

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, হুযুরে পুরনূর হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আনন্দদায়ক ফরমান, "প্রতিটি বস্তুর জন্য যাকাত রয়েছে, শরীরের যাকাত হচ্ছে রোযা। আর রোযা হচ্ছে ধৈর্যের অর্ধেক।" (ইবনে মাজাহ, খন্ড-২য়, পৃ-৩৪৭, হাদীস নং-১৭৪৫)

ঘুমানোও ইবাদত

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আওফা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, মাহবুবে রব্বে আকবর হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নূরানী বাণী, "রোযাদারের ঘুমানো ইবাদত, তার নীরবতা হল তাসবীহ পাঠ করা, তার দু'আ কবুল এবং তার আমল মকবুল।" (শুআবুল ঈমান, খন্ড-৩য়, পৃ-৪১৫, হাদীস নং-৩৯৩৮)

سُبْحٰنَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ রোযাদার কি পরিমাণ সৌভাগ্যবান! তার ঘুমানো ইবাদত, তার নীরবতা মানে তাসবীহ পাঠ করা, দু'আ ও নেক কার্যাদি আল্লাহর দরবারে মকবুল।

تیرے کرم سے اے کریم   جھولی ہماری تنگ ہے'
کون سی شے ملی نہیں   تیرے یہاں کمی نہیں

তেরে করম ছে আয় করীম! কোন ছি শাই মিলি নেহী
ঝুলি হামারি তঙ্গ হায়, তেরে ইহা কমী নেহী।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়ে নিজেদের মজলিশ সমূহকে সজ্জিত করো, যেহেতু তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ করাটা কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য নূর হবে।”

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তসবীহ্ পড়ে

উম্মূল মু’মিনীন সায়্যিদাতুনা আয়িশা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا বলেন, আমার মাথার মুকুট মিরাজের দুলহা হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মহান বাণী, “যে বান্দা রোযা পালনরত অবস্থায় ভোরে জাগ্রত হয়, তার জন্য আসমানের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাসবীহ্ পড়ে এবং প্রথম আসমানের অবস্থানকারী ফিরিশতা তার জন্য সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত মাগফিরাতের দু‘আ করে, যদি সে এক অথবা দুই রাকআত নামায পড়ে তবে আসমানে তার জন্য আলো উদ্ভাসিত হয়ে যায়। আর হুরদের মধ্য থেকে তার স্ত্রীরা বলে, “হে মহামহিম আল্লাহ তাআলা তাকে আমাদের নিকট পাঠিয়ে দাও! আমরা তার সাক্ষাতের জন্য অত্যন্ত আগ্রহী।”

“আর যদি সে لَا اِلٰہَ اِلَّا اللہ কিংবা سُبۡحٰنَ اللہ অথবা اَللّٰہُ اَکۡبَر পড়ে, তবে সত্তর হাজার ফিরিশতা তার সাওয়াব সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত লিখতে থাকে।”

(শুআবুল ঈমান, খন্ড-৩য়, পৃ-২৯৯, হাদীস নং-৩৫৯১)

!سُبۡحٰنَ اللہ عَزَّوَجَلَّ !سُبۡحٰنَ اللہ عَزَّوَجَلَّ !سُبۡحٰنَ اللہ عَزَّوَجَلَّ রোযাদারের জন্য তো মহা সৌভাগ্যই! তার জন্য আসমানের দরজা খুলে যায়, তার শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহ তাআলার তসবীহ পাঠ করে, প্রথম আসমানের অবস্থানকারী ফিরিশতারা সূর্যাস্ত পর্যন্ত তার জন্য মাগফিরাতের দু‘আ করেন। নামায পড়লে তার জন্য আসমানে আলো উদ্ভাসিত হয়। হুরেরা, যারা তার জন্য নির্ধারিত হয়েছে, তারা জান্নাতে তার আগমনের অপেক্ষা করে। لَا اِلٰہَ اِلَّا اللہ কিংবা سُبۡحٰنَ اللہ অথবা اَللّٰہُ اَکۡبَرُ বললে সত্তর হাজার ফিরিশতা সূর্য অস্ত পর্যন্ত তার সাওয়াব লিখতে থাকেন।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

জান্নাতী ফল

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাজা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ হতে বর্ণিত, রহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর হৃদয়গ্রাহী বাণী, "যাকে রোযা পানাহার থেকে বিরত রেখেছে, যার প্রতি মনের আগ্রহ ছিলো, আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতী ফলমূল আহার করাবেন আর জান্নাতী পানীয় পান করাবেন।" (শুআবুল ঈমান, খন্ড-৩য়, পৃ-৪১০, হাদীস নং-৩৯১৭)

স্বর্ণের দস্তরখানা

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, মাহবূবে রব্বে দা'ওয়ার হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পূর্ণ হৃদয়গ্রাহী বাণী, "কিয়ামতের দিন রোযাদারদের জন্য স্বর্ণের একটা দস্তরখানা রাখা হবে, অথচ লোকজন (হিসাব নিকাশের জন্য) অপেক্ষমান থাকবে।"

(কানযুল উম্মাল, খন্ড-৮ম, পৃ-২১৪, হাদীস নং-২৩৬৪)

সাত প্রকারের আমল

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে উমর رضی اللہ تعالیٰ عنہما থেকে বর্ণিত, নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, "আল্লাহর নিকট 'কাজসমূহ' সাত প্রকার। দু'টি ওয়াজিবকারী, দু'টির প্রতিদান (সেগুলোর) মতোই, একটা আমলের প্রতিদান সেটার দশগুণ বেশি। একটা আমলের প্রতিদান সাতশত গুণ পর্যন্ত, আরেক আমলের প্রতিদান তেমন, যেটার সাওয়াব আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কেউ জানে না।"

যে দু'টি 'আমল' কাজ ওয়াজিবকারী। সে দু'টি হচ্ছে ঃ ১. ওই ব্যক্তি, যে আল্লাহর সাথে এমতাবস্থায় সাক্ষাত করেছে যে, আল্লাহর ইবাদত নিষ্ঠার সাথে করেছে এবং কাউকে তাঁর সাথে শরীক করেননি,

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।”

অতএব তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়েছে। ২. যে আল্লাহ তাআলার ইবাদত এমতাবস্থায় করেছে যে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক সাব্যস্ত করেছে। তার জন্য দোযখ ওয়াজিব হয়েছে। ২. আর যে ব্যক্তি একটা গুনাহ করেছে, সেটার সমসংখ্যক (অর্থাৎ একটি গুনাহের) শাস্তি পাবে। ৩. আর যে ব্যক্তি শুধু সৎকাজের ইচ্ছা করেছে, তাহলে একটা নেকীর সাওয়াব পাবে আর যে ব্যক্তি নেকীর কাজটি করে নিয়েছে, তাহলে সে দশ (নেকীর সাওয়াব) পাবে। ৬. তাছাড়া, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় আপন সম্পদ ব্যয় করেছে, তখন তার ব্যয়কৃত একটা মাত্র দিরহামকে সাতশ দিরহামে, এক দিনারকে সাতশ’ দিনারে বর্ধিত করা হবে। ৭. রোযা আল্লাহ তা‘আলার জন্য। তা পালনকারীর সাওয়াব আল্লাহর নিকট। তা পালনকারীর সাওয়াব আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কেউ জানে না।”

(কানযুল উম্মাল, খন্ড-৮ম, পৃ-২১১, হাদীস নং-২৩৬১৬)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যার ইনতেকাল ঈমানের উপর হবে সে হয়তো আল্লাহ তাআলার রহমতে হিসাব ছাড়া, অথবা আল্লাহরই পানাহ! গুনাহ সমূহের শাস্তি হলেও শেষ পর্যন্ত নিশ্চয় জান্নাতে প্রবেশ করবে। পক্ষান্তরে, আল্লাহর পানাহ যার মৃত্যু কুফরের উপর হয়, সে সর্বদা দোযখেই থাকবে। যে ব্যক্তি একটা গুনাহ্ করেছে, সে একটা গুনাহরই শাস্তি পাবে। আল্লাহর রহমতের প্রতি কুরবান হয়ে যাই! শুধু নেকীর নিয়্যত করলেই একটা নেকীর সাওয়াব পাওয়া যায়। আর নেকী সম্পন্ন করে নিলেতো সাওয়াব দশগুণ, আল্লাহর পথে ব্যয়কারীকে সাতশ’ গুণ এবং রোযাদারের কতো বড়ো মর্যাদা যে, তার সাওয়াব সম্পর্কে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ জানে না।

হিসাব বিহীন প্রতিদান

হযরত সায়্যিদুনা কা’আবুল আহবার رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “কিয়ামতের দিন একজন আহ্বানকারী এ বলে আহবান করবে, “প্রতিটি আমলকারী কে তার আমল এর সমান সাওয়াব দেয়া হবে, কুরআনের জ্ঞানে জ্ঞানীগণ ও রোযাদারগণ ব্যতীত। তাদেরকে সীমাহীন ও হিসাব ছাড়া সাওয়াব দান করা হবে।” (শুআবুল ঈমান, খন্ড-৩য়, পৃ-৪১৩, হাদীস নং-৩৯২৮)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।”

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দুনিয়ায় যেমন চাষ করবেন, তেমনি ফসল পাবেন। সম্মানিত আলিমগণ (আল্লাহ তাদেরকে দয়া করুন!) এবং রোযাদারগণ অত্যন্ত সৌভাগ্যবান। কিয়ামত-দিবসে তাদেরকে বে হিসাব প্রতিদান দান করা হবে।

জন্ডিস ভাল হয়ে গেল

রোযার বরকত পেতে এবং নিজের অভ্যন্তরে ইলমে দ্বীন দ্বারা আলোকিত করার জন্য তাবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশকে আপন করে নিন। নিজের সংশোধনের জন্য মাকতাবাতুল মদীনা হতে মাদানী ইনআমাতের রিসালা সংগ্রহ করে তা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে আপনার এলাকার দা'ওয়াতে ইসলামীর যিম্মাদারের নিকট জমা দিন এবং সুন্নতের তরবিয়্যতের মাদানী কাফিলায় আশিকানে রসূলদের সাথে সুন্নতে ভরপুর সফরকে আপনার অভ্যাসে পরিণত করুন। মাদানী কাফিলার কি চমৎকার বাহার রয়েছে!

যেমন হায়দারাবাদ বাবুল ইসলাম, সিন্দ এর এক ইসলামী ভাইয়ের কিছু বয়ান এই রকম ছিল যে, সম্ভবতঃ ১৯৯৪ সালের কথা। আমার বাচ্চার মায়ের জন্ডিস খুব বেড়ে গিয়েছিল। সে বাবুল মদীনা করাচীতে নিজের বাবার বাড়ীতে চিকিৎসারত ছিল। আমি ৬৩ দিনের মাদানী কাফিলায় সফরে ছিলাম, আর এরই মধ্যে বাবুল মদীনা করাচীতে উপস্থিত হয়ে ফোনে যোগাযোগ করলাম অবস্থা খুবই দুশ্চিন্তাজনক ছিল। BILROBIN বিপদজনক অবস্থায় পৌঁছল। প্রায় ২৫টি গ্লুকোজের স্যালাইন দেয়া সত্ত্বেও কোন উল্লেখযোগ্য উপকার হয়নি। আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমি মাদানী কাফিলার একজন মুসাফির। আশিকানে রসূলদের সুহবতে আছি اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ ভাল হয়ে যাবে। এরপর আমি নিয়মিত যোগাযোগ রাখলাম।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ দিন দিন রোগ ভাল হতে লাগল। ৫ম দিন বাবুল মদীনা করাচী থেকে দূরে সফর ছিল। আমি যখন ফোন করলাম, তখন আমি এই

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

আনন্দময় সংবাদ শুনতে পেলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ জন্ডিস টেস্টের রিপোর্ট একেবারে স্বাভাবিক হয়ে এসেছে এবং ডাক্তার স্বস্তি প্রকাশ করেছেন। আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করতে করতে আমি আনন্দ চিত্তে আশিকানে রসূলদের সাথে মাদানী কাফিলায় আরো সামনে রওয়ানা হয়ে গেলাম।

زوجہ بیمار ہے قرض کا بار ہے
آئو سب غم مٹیں، قافلے میں چلو
کالا یرقان ہے کیوں پریشان ہے
پائے گا صحتیں، قافلے میں چلو

জাওযা বীমার হায় করজ কা বার হায়,
আ-ও ছব গম মিঠে কাফিলে মে চলো।
কালা ইরকান হায় কিউ পেরিশান হায়
পায়েগা ছিহ্যাতে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

জাহান্নাম থেকে দূরে

হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, নবীগণের সারদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুগন্ধি বিতরণকারী বাণী, "যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে একদিন রোযা রাখবে, আল্লাহ তাআলা তাকে জাহান্নাম থেকে সত্তর বছরের দূরত্বে রাখবেন।"

(সহীহ বোখারী শরীফ, খন্ড-২য়, পৃ-২৬৫, হাদীস নং-২৮৪০)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেখানে রোযা রাখার অগণিত ফযীলত রয়েছে, সেখানে কোন বিশুদ্ধ কারণ ছাড়া রমযানুল মুবারকের রোযা না রাখার ব্যাপারে কঠোর শাস্তির হুমকিও এসেছে। রমযান শরীফের একটা রোযা, যে কোন শরীয়তসম্মত ওযর ছাড়াই জেনে বুঝে ছেড়ে দেয়, তবে যদি সারা বছরও রোযা রাখে তবুও এ-ই ছেড়ে দেয়া একটা রোযার ফযীলত পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

একটা রোযা না রাখার ক্ষতি

হযরত সায়্যিদুনা আবূ হোরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, রসুলগণের সরদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি রমযানের এক দিনের রোযা শরীয়তের অনুমতি ও রোগাক্রান্ত হওয়া ছাড়া ভেঙ্গেছে (অর্থাৎ রাখেনি) তাহলে, সমগ্র মহাকাল যাবৎ রোযা রাখলেও সেটার 'কাযা' সম্পন্ন হবে না। যদিও পরবর্তীতে রেখেও নেয়।"

(সহীহ বোখারী, খন্ড-১ম, পৃ-৬৩৮, হাদীস নং-১৯৩৪)

(অর্থাৎ ওই ফযীলত, যা রমযানুল মুবারকে রোযা রাখার বিনিময়ে নির্ধারিত ছিলো, এখন সেটা কোন মতেই পেতে পারে না। আমাদের কখনোই অলসতার শিকার হয়ে রমযানের রোযার মতো মহান নে'মত ছেড়ে দেয়া উচিত হবে না। যেসব লোক রোযা রেখে কোন বিশুদ্ধ বাধ্যবাধকতা ছাড়াই ভঙ্গ করে বসে, তারা যেনো আল্লাহর কহর ও গযবকে ভয় করে। যেমন

উপুড় করে লটকানো মানুষ

হযরত সায়্যিদুনা আবু উমামা বাহেলী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ বলেন, আমি সারকারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে এ কথা ইরশাদ করতে শুনেছি, "আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। তখন স্বপ্নে দুজন লোক আমার নিকট আসলো। আর আমাকে এক দুর্গম পাহাড়ের উপর নিয়ে গেলো। আমি যখন পাহাড়ের মাঝামাঝি পৌঁছলাম, তখন শুনতে পেলাম খুব ভয়ঙ্কর আওয়াজ আসছে।" আমি বললাম, "এ কেমন আওয়াজ?" তখন আমাকে বলা হলো, "এটা জাহান্নামীদের আওয়াজ।" তারপর আমাকে আরো সামনে নিয়ে যাওয়া হলো। তখন আমি এমন কিছু লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, যাদেরকে তাদের পায়ের রগদ্বারা গোড়ালীতে বেঁধে উপুড় করে লটকানো হয়েছে, আর ওইসব লোকের চিবুকগুলো চিরে ফেলা হয়েছে। ফলে সেগুলো থেকে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিলো। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম-এসব কারা?

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

তদুত্তরে, আমাকে বলা হলো, "এসব লোক রোযা ভঙ্গ করতো-এরই পূর্বে যখন রোযার ইফতার করা হালাল।" (অর্থাৎ ইফতারের পূর্বে রোযা ভঙ্গ করে ফেলত) (সহীহ ইবনে হাব্বান, খন্ড-৯ম, পৃ-২৮৬, হাদীস-৭৪৪৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রমযানের রোযা শরীয়তসম্মত অনুমতি ছাড়া, না রাখা কবীরা গুনাহ্ (মহাপাপ, যা তওবা ছাড়া ক্ষমা হয় না)। আর রোযা রেখে শরীয়ত সম্মত অপারগতা ছাড়া ভঙ্গ করাও জঘন্য গুনাহ। সময় হবার পূর্বে ইফতার করার অর্থ হচ্ছে রোযাতো রেখে নিয়েছে, কিন্তু সূর্য অস্ত যাবার পূর্বে জেনে বুঝে কোন বিশুদ্ধ অপারগতা ছাড়াই ভঙ্গ করে ফেললো। এ হাদীসে পাকে যে আযাবের কথা বর্ণিত হয়েছে, তা রোযা রেখে ভঙ্গ করে ফেলার ব্যাপারে। আর যে ব্যক্তি কোন শরীয়ত সম্মত ওযর ছাড়া রমযানের রোযা ছেড়ে দেয়, তারও এ শাস্তির হুমকিতে ভীত হওয়া চাই। আল্লাহ তাআলার আপন প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ওসীলায় আমাদেরকে কহর ও গযব (ক্রোধ) থেকে রক্ষা করুন! আমীন বিজাহিন্নাবিয়্যিল আমিন صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

তিনজন হতভাগা

হযরত সায়্যিদুনা জাবির ইবনে আবদুল্লাহ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, তাজেদারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান ইরশাদ হচ্ছে, "যে ব্যক্তি রমযান মাস পেয়েছে এবং সেটার রোযা রাখেনি, সেই ব্যক্তি হতভাগা। যে ব্যক্তি আপন মাতাপিতাকে কিংবা উভয়ের একজনকে পেয়েছে কিন্তু তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করেনি, সেও হতভাগা, আর যার নিকট আমার নাম উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করেনি, সেও হতভাগা।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৪০, হাদীস নং-৪৭৭৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

নাক মাটিতে মিশে যাক

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, "ওই ব্যক্তির নাক ধুলায় মলিন হোক, যার নিকট আমার নাম নেয়া হয়েছে, কিন্তু সে আমার উপর দুরূদ পড়েনি এবং ওই ব্যক্তির নাক ধুলায় মলিন হোক, যে রমযানের মাস পেয়েছে, তারপর তার মাগফিরাত হওয়ার পূর্বে সেটা অতিবাহিত হয়ে গেছে। আর ওই ব্যক্তির নাক ধুলোয় মলিন হোক, যার নিকট তার পিতামাতা বার্ধক্যে পৌঁছেছে এবং তার পিতামাতা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করায়নি। (অর্থাৎ বুড়ো মাতাপিতার খিদমত করে জান্নাত অর্জন করতে পারেনি।) (মুসনাদে আহমদ, খন্ড-৩য়, পৃ-৬৯, হাদীস নং-৭৪৫৫)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

রোযার তিনটা স্তর রয়েছে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রোযার জন্য প্রকাশ্য পূর্বশর্ত যদিও এটাই যে, রোযাদার ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকবে, তবুও রোযার জন্য কিছু অভ্যন্তরীন নিয়মাবলীও রয়েছে। যেগুলো জানা জরুরী, যাতে প্রকৃত অর্থে আমরা রোযার বরকতসমূহ লাভ করতে পারি। যেমন ১.সাধারণ লোকদের রোযা, ২. বিশেষ লোকদের রোযা এবং ৩. বিশেষতম লোকদের রোযা।

১. সাধারণ লোকদের রোযা

'সওম' বা রোযার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বিরত থাকা। সুতরাং শরীয়তের পরিভাষায় সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকাকে রোযা বলে। এটাই হচ্ছে সাধারণ মানুষের রোযা।

২. বিশেষ লোকদের রোযা

পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকার সাথে সাথে শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা হচ্ছে বিশেষ লোকদের রোযা।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

৩. বিশেষতম লোকদের রোযা

নিজেদেরকে সমস্ত বিষয় থেকে বিরত রেখে শুধুমাত্র আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করা। এটাই হচ্ছে বিশেষতম লোকদের রোযা।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রয়োজন হচ্ছে-পানাহার ইত্যাদি থেকে "বিরত থাকার" সাথে সাথে নিজের শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গকেও রোযার আওতাভুক্ত করা।

হযরত দাতা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ এর বাণী

হযরত সায়্যিদুনা দাতা গঞ্জে বখ্শ আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ বলেন, রোযার বাস্তবতা হচ্ছে-'বিরত থাকা'। আর বিরত থাকারও অনেক পূর্বশর্ত রয়েছে। যেমন, পাকস্থলীকে পানাহার থেকে বিরত রাখা, চোখকে প্রবৃত্তির দৃষ্টি থেকে বিরত রাখা, কানকে গীবত শোনা থেকে, জিহ্বাকে অনর্থক কথাবার্তা ও ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী কথাবার্তা বলা থেকে এবং শরীরকে আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশের বিরোধীতা থেকে বিরত রাখা হচ্ছে রোযা। যখন বান্দা এসব পূর্বশর্তের অনুসরণ করবে, তখনই সে প্রকৃতপক্ষে রোযাদার হবে। (কাশফুল মাহজুব, পৃ-৩৫৩, ৩৫৮)

আফসোস! শত আফসোস! আমাদের অনেক ইসলামী ভাই রোযার নিয়মাবলীর একেবারে ধার ধারে না। তারা শুধু ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকাকেই বড় বাহাদুরী মনে করে। রোযা রেখে এমন অনেক কাজ করে বসে, যেগুলো শরীয়াত বিরোধী। এভাবে ফিকহ শাস্ত্র অনুসারে রোযাতো হয়ে যাবে, কিন্তু এমন রোযা রাখলে আত্মার অবস্থার পরিবর্তন ও শান্তি অর্জিত হতে পারে না।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রোযা রেখেও গুনাহ! তওবা!! তওবা!!!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহর ওয়াস্তে শোচনীয় অবস্থার জন্য ভীত হোন! গভীরভাবে চিন্তা করুন, যে রোযাদার এ মাসে দিনের বেলায় পানাহার ছেড়ে দেয়, অথচ এ পানাহার রমযান শরীফের মাসটির পূর্ববর্তী দিনটিতেও করা

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

একেবারে বৈধ ছিলো; কিন্তু রমযান মাসে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। তারপর নিজেই চিন্তা করে নিন যে, যে সব জিনিষ রমযান শরীফের পূর্বে হালাল ছিলো, তা যখন এ বরকতময় মাসের পবিত্র দিন গুলোতে হারাম করা হয়েছে, তখন যেসব বস্তু রমযান মুবারকের পূর্বেও হারাম ছিলো, যেমন-মিথ্যা, গীবত, চোগলখোরী, ঝগড়া-বিবাদ, গালি-গালাজ, দাড়ি মুন্ডানো, মাতাপিতাকে কষ্ট দেয়া, শরীয়তের অনুমতি ব্যতীত মানুষের মনে কষ্ট দেয়া ইত্যাদি এই রমযান মাসে কেন আরো কঠোরভাবে হারাম হবে না? অর্থাৎ রোযাদার যখন রমযান শরীফের মাসে হালাল ও পবিত্র খাদ্য ও পানীয় ছেড়ে দেয়, তখন সে মিথ্যা, চুগলখোরী, গালি-গালাজ, দাড়ি মুন্ডানো ইত্যাদি হারাম কাজ কেন ছাড়বে না? এখন বলুন! যে ব্যক্তি পাক ও হালাল খাদ্য-পানীয় ছেড়ে দেয়, কিন্তু হারাম ও নাপাক কথাবার্তা ছাড়ে না, যেমন-মিথ্যা, গীবত, চোগলখোরী, ওয়াদাভঙ্গ করা, গানবাদ্য শোনা, কুদৃষ্টি দেয়া, গালি-গালাজ করা, ঝগড়া-বিবাদ করা, দাড়ি মুন্ডানো ইত্যাদি পূর্বের ন্যায় অব্যাহত রাখে, সে কি ধরণের রোযাদার?

আল্লাহ তাআলার কিছুর প্রয়োজন নেই

মনে রাখবেন, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আলীশান ফরমান, "যে ব্যক্তি খারাপ কথা বলা ও তদনুযায়ী কাজ কর্ম পরিহার করবে না, তার ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকার কোন প্রয়োজন আল্লাহর কাছে নেই।" (সহীহ বোখারী, খন্ড-১ম, পৃ-৬২৮, হাদীস নং-১৯০৩) অন্য এক স্থানে ইরশাদ করেছেন, "শুধু পানাহার থেকে বিরত থাকার নাম রোযা নয়, বরং রোযা হচ্ছে, অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা।" (হাকিম কৃত মুস্তাদরাক, খন্ড-২য়, পৃ-৬৭, হাদীস নং-১৬১১)

আমি রোযাদার

রোযাদারের উচিত হচ্ছে- সে রোযা পালনকালে যেখানে পানাহার ছেড়ে দেয়, সেখানে মিথ্যা, ধোঁকা, প্রতারণা, ঝগড়া-বিবাদ ও গালি-গালাজ, ইত্যাদির গুনাহও ছেড়ে দেবে। এক জায়গায় হুযুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, "তোমাদের সাথে যদি কেউ ঝগড়া করে গালি দেয়, তবে তোমরা তাকে বলে দাও, "আমি রোযাদার।" (আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, খন্ড-১ম, পৃ-৮৭, হাদীস নং-১)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

রোযার ইফতার তোকে দিয়েই করবো!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকাল তো মামলাই উল্টা নজরে পড়ছে বরং এখনতো বাস্তবিক অবস্থা এমন হয়ে গেছে যে, যখন কেউ কারো সাথে ঝগড়া করে বসে, তখন গর্জে ওঠে এমনি বলে ফেলে, "চুপ হয়ে যা! নতুবা মনে রাখিশ! আমি রোযাদার। আর এ রোযার ইফতার তোকে দিয়েই করবো।" অর্থাৎ তোকে খেয়ে ফেলবো। আল্লাহর পানাহ! তওবা!! তওবা!!! এ ধরণের কথা কখনো মুখ থেকে বের না হওয়া চাই; বরং বিনয়ই প্রকাশ করা চাই। এসব বিপদ থেকে আমরা শুধু তখনই বাঁচতে পারবো, যখন নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নিয়মিতভাবে রোযা পালনের চেষ্টা করাবো।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গের রোযার সংজ্ঞা

সুতরাং এখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রোযা অর্থাৎ দেহের সমস্ত অঙ্গকে গুনাহ্ থেকে রক্ষা করা' এটা শুধু রোযার জন্য নির্দিষ্ট নয়, বরং গোটা জীবনই ওইসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গুনাহ্ থেকে বিরত রাখা জরুরী। আর এটা তখনই সম্ভব, যখন আমাদের অন্তরগুলোতে আল্লাহর ভয় পাকাপোক্ত হয়ে যাবে। আহ! কিয়ামতের ওই বেহুঁশকারী দৃশ্য স্মরণ করুন, যখন চতুর্দিকে নফসী নফসী' এর অবস্থা হবে, সূর্য-আগুন বর্ষণ করবে, জিহ্বাগুলো পিপাসার তীব্রতার কারণে মুখ থেকে বের হয়ে পড়বে, স্ত্রী স্বামী থেকে, মা তার কলিজার টুকরা সন্তান থেকে, পিতা আপন পুত্র, আপন চোখের মণি থেকে পালাবে, অপরাধী-পাপীদেরকে ধরে ধরে নিয়ে যাওয়া হবে, তাদের মুখের উপর মোহর চেপে দেয়া হবে এবং তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাদের গুনাহসমুহের তালিকা শুনাতে থাকবে, যা কুরআন পাকের সূরা 'ইয়াসীন'-এ এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓى اَفْوَاهِهِمْ وَ تُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ وَ تَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٦٥﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ
আজ আমি তাদের মুখগুলোর উপর মোহর করে দেবো। আর তাদের হাতগুলো আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পাগুলো তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে। (পারা-২৩, ইয়াসিন, আয়াত-৬৫)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

হায়! দূর্বল ও অক্ষম মানুষ! কিয়ামতের ওই কঠিন সময় সম্পর্কে নিজের হৃদয়কে সতর্ক করুন। সর্বদা নিজের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে গুনাহের কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টায় অব্যাহত রাখুন। এখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রোযার বিস্তারিত বর্ণনা পেশ করা হচ্ছে-

চোখের রোযা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! চোখের রোযা এভাবে রাখতে হবে যে, চোখ যখনই দৃষ্টিপাত করবে তখন শুধু বৈধ বিষয়াদির প্রতি করবে। চোখ দ্বারা মসজিদ দেখুন! কুরআন মজীদ দেখুন! আউলিয়া কিরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تعالٰی এর মাযারগুলোর যিয়ারত করুন! সম্মানিত ওলিগণ (আল্লাহ তাঁদের উপর রহমত বর্ষণ করুন) ও নেকবান্দাদের দীদার করুন! (আল্লাহ দেখালে) কাবা-ই-মুআয্‌যামার زَادَہَا اللّٰہُ شَرَفًا وَّ تَعْظِیْمًا আলোকময় পরিবেশ দেখুন! মক্কা মুকাররমার زَادَہَا اللّٰہُ شَرَفًا وَّ تَعْظِیْمًا সুবাসিত গলিগুলো ও সেখানকার উপত্যকা এবং পাহাড়গুলো দেখুন! সোনালী জালিগুলোর আলোর ছড়াছড়ি দেখুন! জান্নাতের প্রিয় বাগানের বাহার দেখুন! খুশবুদার মদীনার ঘরবাড়ী ও দেয়ালগুলো দেখুন! সবুজ সবুজ গম্বুজ ও মিনারগুলো দেখুন! প্রিয় মদীনার ময়দান ও বাগান দেখুন! হুযুর মুফতীয়ে আযমে হিন্দ সায়্যিদুনা মোস্তফা রযা খান رَحْمَةُ اللّٰه تَعَالٰی عَلَيْهِ আল্লাহ তাআলার মহান দরবারে আরয করেন ঃ-

کچھ ایسا کر دے مِرے کردگار آنکھوں میں
ہمیشہ نقش رہے رُوئے یار آنکھوں میں
انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں
کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں

কুছ এয়সা করদে মেরে কিরদিগার আঁখো মে,
হামীশাহ্ নকশ রহে রুয়ে ইয়ার আঁখো মে।
উনহী না দেখা তো কিছ্ কাম কী হায় ইয়েহ আখেঁ?
কেহ্ দেখ্নে কী হায় সারী বাহার আখোঁ মে।

(ছামানে বখশিশ শরীফ)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার উপর দুরূদে পাক অধিক হারে পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।"

প্রিয় রোযাদাররা! চোখের রোযা রাখুন! অবশ্যই রাখুন! বরং রোযাতো চব্বিশ ঘন্টা, ত্রিশ দিন ও বার মাসই রাখা চাই। আল্লাহর প্রদত্ত পবিত্র চোখগুলো দিয়ে কখনোই ফিল্ম দেখবেন না, নাটক দেখবেন না, না-মুহরিম নারী (পরনারী)দের দিকে তাকাবেন না। যৌন প্রবৃত্তি সহকারে 'আমরাদ' অর্থাৎ দাড়ি গজায়নি এমন বালকদের দিকে তাকাবেন না। কারো বিবস্ত্র লজ্জাস্থানের দিকে দেখবেন না। আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন করে দেয় এমন খেলাধুলা ও তামাশা, যেমন-প্রতিযোগীতা, বানরের নাচ ইত্যাদি দেখবেন না। (সেগুলোকে নাচানো ও নাচ দেখা উভয়ই অবৈধ)। ক্রিকেট , কাবাডী, ফুটবল, হকি, তাস, দাবা, ভিডিও গেমস, টেবিল-টেনিস, ইত্যাদি খেলা দেখবেন না। (যখন দেখারই অনুমতি নেই তখন খেলার কিভাবে অনুমতি থাকবে?)

তাছাড়া, ওগুলোর মধ্যে কিছু খেলাতো এমনই রয়েছে, যা যৎসামান্য কাপড় কিংবা হাফ পেন্ট পরে খেলা হয়। যার ফলে হাঁটু, বরং (আল্লাহর পানাহ্!) রান পর্যন্ত খোলা থাকে। বস্তুতঃ এভাবে অপরের সামনে রান ও হাঁটু খোলা রাখা গুনাহ্! অন্য কাউকে এমতাবস্থায় দেখাও গুনাহ্! কারো ঘরে বিনা অনুমতিতে উঁকি মেরে দেখা, কারো চিঠি (উভয় পক্ষের অনুমতি ব্যতীত) দেখবেন না। কারো ডায়েরীর লিখা অনুমতি ছাড়া দেখবেন না। আর মনে রাখবেন! হাদীসে পাকে বর্ণিত হয়েছে, "যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের চিঠি বিনা অনুমতিতে দেখে, সে যেনো আগুনই দেখে।" (হাকিম কৃত মুস্তাদরাক, খন্ড-৫ম, পৃ-৩৮৪, হাদীস নং-৭৭৭৯)

اٹھے نہ آنکھ کبھی بھی گناہ کی جانب
عطا کرم سے ہو ایسی ہمیں حیا یا ربّ
کسی کی خامیاں دیکھیں نہ میری آنکھیں اور
سنیں نہ کان بھی عیبوں کا تذکرہ یا ربّ
دکھا دے ایک جھلک سبز سبز گنبد کی
بس ان کے جلووں میں آ جائے پھر قضا یا ربّ

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।"

উঠে না আঁখ কভী ভী গুনাহ কি জানিব,
আতা করম ছে হো এইছি হামে হায়া ইয়া রব!
কেছি কি খামিয়া দেখে না মেরি আঁখে আওর,
সুনে না কান ভী আয়বু কা তাযকিরা ইয়া রব!
দেখাদে এক ঝলক ছবজ ছবজ গুম্বদ কি,
বস্ উনকে জালওয়ো মে আ-যায়ে ফের কাযা ইয়া রব!

কানের রোযা

কানের রোযা হচ্ছে, শুধু আর শুধু বৈধ কথাবার্তা শুনবেন। যেমন কান দ্বারা তিলাওয়াত ও না'তগুলো শুনবেন। সুন্নতে ভরা বয়ান শুনবেন। আযান ও ইকামত শুনবেন ও জবাব দিবেন। কিরাত শুনবেন। ভালো ভালো কথা শুনবেন। গান-বাজনাদি, অনর্থক কিংবা অশ্লীল গল্প শুনবেন না। কারো গীবত (পরনিন্দা) চুগলখোরী শুনবেন না। কারো দোষচর্চা কখনো শুনবেন না। দু'জন লোক পৃথক হয়ে গোপনে আলাপ করছে, সেগুলো কান লাগিয়ে শুনবেন না। হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী হচ্ছে, যে ব্যক্তি কোন দলের কথা কান লাগিয়ে শুনে এবং ঐ দল তা অপছন্দ করে তবে কিয়ামতের দিনে তার কানে গলিত গরম শিশা ঢেলে দেয়া হবে। (আল মুজামিল কবীর, খন্ড-১১, পৃ-১৯৮)

سنیں نہ فُحش کلامی نہ غیبت و چغلی   تری پسند کی باتیں فقط سنا یا ربّ
اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر   کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا ربّ
رسولِ پاک اگر مسکراتے آجائیں   تو گورِ تیرہ میں ہو جائے چاندنا یا ربّ

সুনে না ফাহশ কালামী না গীবত ও চুগলী
তেরি পছন্দ কি বা-তে ফকত শুনা ইয়া রব!
আন্ধিরে কবর কা দিল ছে নেহি নিকালতা ডর
করোগা কিয়া জো তু নারাজ হো গেয়া ইয়া রব!
রসুলে পাক আগর মছকুরাতে আ-যায়ে
তো গোরে তীরা মে হোযায়ে চান্দনা ইয়া রব!

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে অন্যায় করল।”

জিহ্বার রোযা

জিহ্বার রোযা হচ্ছে জিহ্বা শুধু ভালো ও বৈধ কথা বার্তার জন্যই নড়াচাড়া করবে। যেমন-জিহ্বা দ্বারা কুরআন তিলাওয়াত করুন। যিকর ও দুরূদ পড়ুন, না'ত শরীফ পড়ুন, দরস দিন, সুন্নতে ভরা বয়ান করুন! নেকীর দা'ওয়াত দিন! ভালো ভালো ও প্রিয় প্রিয় ধর্মীয় কথাবার্তা বলুন! খবরদার! গালি-গালাজ, মিথ্যা, গীবত, চোগলখোরী, অনর্থক বক বক ইত্যাদি দ্বারা যেনো মুখ নাপাক না হয়। চামচ যদি আবর্জ্জনায় ফেলে দেয়া হয়, তাহলে দু/এক গ্লাস পানি দ্বারা ধুয়ে নিলে পবিত্র হয়ে যাবে; কিন্তু জিহ্বা অশ্লীলতা দ্বারা নাপাক হয়ে গেলে সাত-সমুদ্রের পানি দ্বারাও পবিত্র করতে পারবে না।

জিহ্বাকে হেফাজত না করার ক্ষতি

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان কে একদিন রোযা রাখার নির্দেশ দিলেন, আর ইরশাদ করলেন, “যতক্ষণ আমি তোমাদেরকে অনুমতি না দেই, ততক্ষণ পর্যন্ত ইফতার করবে না।” সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان রোযা রাখলেন যখন সন্ধ্যা হলো, তখন সমস্ত সম্মানিত সাহাবী একেকজন করে মহান বরকতময় দরবারে হাযির হয়ে আরয করতে থাকেন, “হে আল্লাহর রসূল صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমি রোযা রেখেছি। এখন আমাকে ইফতার করার অনুমতি দিন!” হুযুর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে অনুমতি দিতেন।

একজন সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ হাযির হয়ে আরয করলেন, “ইয়া নবীয়াল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমার পরিবারে দু'জন যুবতী কন্যাও রয়েছে, যারা রোযা রেখেছে এবং আপনার صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মহান দরবারে আসতে লজ্জাবোধ করছে। তাদেরকে ইফতার করার অনুমতি দিন, যাতে তারাও ইফতার করতে পারে। আল্লাহর মাহবুব অদৃশ্যের সংবাদদাতা নবী হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর দিক থেকে নূরানী চেহারা ফিরিয়ে নিলেন। সাহাবী দ্বিতীয়বার আরয করলেন। হুযুর পুনরায় চেহারায়ে আনওয়ার ফিরিয়ে নিলেন।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়ে নিজেদের মজলিশ সমূহকে সজ্জিত করো, যেহেতু তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ করাটা কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য নূর হবে।"

অতঃপর সাহাবী তৃতীয়বার যখন কথাটার পুনরাবৃত্তি করলেন, তখন অদৃশ্যের সংবাদদাতা রসূল হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন, "ওই কন্যাদ্বয় রোযা রাখেনি। তারা কেমন রোযাদার? তারা সারা দিন মানুষের গোশ্‌ত খেয়েছে। যাও! তাদের দুজনকে নির্দেশ দাও, তারা যদি রোযা রাখে তবে যেনো বমি করে দেয়।" ওই সাহাবী رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ তাদের নিকট গেলেন এবং তাদেরকে শাহে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী শুনালেন। তারা উভয়ে বমি করলো। বমি হতে রক্ত ও মাংসের টুকরা বের হলো।

ওই সাহাবী رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ হুযুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় দরবারে ফিরে আসলেন এবং সে অবস্থা আরয করলেন। মাদানী আকা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন, "ওই সত্তার শপথ! যাঁর কুদরতের মুঠোয় আমার প্রাণ, যদি এতটুকু এদের পেটের মধ্যে থেকে যেতো, তাহলে তারা উভয়কে আগুন গ্রাস করতো।" (কেননা তারা গীবত করেছিলো।)

(আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, খন্ড-৩য়, পৃ-৩২৮, হাদীস নং-১৫)

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, যখন হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ওই সাহাবী رضی اللہ تعالیٰ عنہ থেকে চেহারা মুবারক ফিরিয়ে দিলেন, তখন তিনি সামনে আসলেন এবং আরয করলেন, "হে আল্লাহর রসূল صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! তারা উভয়ে মারা গেছে।" কিংবা বললেন, "তারা উভয়ে মুমূর্ষ অবস্থায়।" তখন হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন, "তাঁদের দুজনকে আমার নিকট নিয়ে আস!

তারা উভয়ে হাযির হলো। সরকারে আলী ওয়াকার হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একটা পাত্র আনালেন। আর তাদের একজনকে নির্দেশ দিয়ে ইরশাদ করলেন, "এর মধ্যে বমি করো!" সে রক্ত ও পুঁজ বমি করলো, শেষ পর্যন্ত পাত্রটি ভরে গেলো।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

তারপর হুযুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অপর জনকে নির্দেশ দিলেন। তুমিও এর মধ্যে বমি করো।" সেও এভাবে বমি করলো। আল্লাহর মাহবুব হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন, "এরা উভয়ে আল্লাহর হালাল কৃত বস্ত গুলো (অর্থাৎ খাদ্য ও পানীয় ইত্যাদি) থেকে রোযা (বিরত) ছিল, কিন্তু যেসব কাজকে আল্লাহ রোযা ছাড়া অন্য সময়েও হারাম করেছেন ওইসব হারাম বস্তু দ্বারা রোযা ভঙ্গ করে ফেলেছে। ফলে এমনি হয়েছে যে, এক জন অপর জনের সাথে বসে, উভয়ে মিলে মানুষের গোস্ত খেতে আরম্ভ করেছে।" (অর্থাৎ লোকজনের গীবতে লিপ্ত হয়েছে।) (আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, খন্ড-২য়, পৃ-৯৫, হাদীস নং-০৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হুযুর মুস্তফা ﷺ এর ইলমে গায়েব (অদৃশ্য জ্ঞান)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ ঘটনা থেকে সুস্পষ্ট হলো যে, আল্লাহর দানক্রমে আমাদের প্রিয় আকা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন গোলামদের (উম্মত) সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে জানেন। এ কারণেই তো ওই কন্যা দুটি সম্পর্কে মসজিদ শরীফে বসে বসে অদৃশ্যের সংবাদগুলো বলে দিলেন। এ ঘটনা থেকে একথাও জানা গেলো যে, গীবত ও অন্যান্য গুনাহ্ সম্পন্ন করলে সরাসরি সেটার প্রভাব রোযার উপরও পড়তে পারে। যার কারণে রোযার কষ্ট বৃথা যেতে পারে। যে কোন অবস্থায়, রোযা হোক কিংবা না-ই হোক উভয় অবস্থায় জিহ্বাকে আয়ত্বে রাখতে হবে। যদি এই তিন মূলনীতিকে সামনে রাখা হয়, তবে اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ বড় উপকার হবে। (১) মন্দ কথা বলা সর্বাবস্থায়ই মন্দ, (২) অনর্থক কথার চেয়ে চুপ থাকা উত্তম এবং (৩) ভাল কথা নিশ্চুপ থাকা অপেক্ষা উত্তম। এক পাঞ্জাবী কবি অতি প্রিয় কথাই বলেছেন।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

مِری زباں پہ قفلِ مدینہ لگ جائے　　فُضُول گوئی سے بچتا رہوں سدا یاربّ
کریں نہ تنگ خیالات بد کبھی کر دے　　شُعُور و فکر کو پاکیزگی عطا یاربّ
بَوقتِ نَزع سلامت رہے مِرا ایماں　　مجھے نصیب ہو کلِمہ ہے التِجاء یارب

মেরি যবান পে কুফ্‌লে মদীনা লাগ যায়ে,
ফুযুলে গুয়ি ছে বাঁচতা রহো ছাদা ইয়া রব!
করে না তঙ্গ খিয়ালাতে বদ কভী করদে,
শুউর ও ফিকির কো পাকিজগী আতা ইয়া রব!
বাওয়াক্তে নাজআ সালামত রহে মেরা ঈমান
মুঝে নসীব হো কালিমা হায় ইলতিজা ইয়া রব!

দু'হাতের রোযা

হাতের রোযা হচ্ছে- যখনই হাত ওঠবে, তখন যেন সৎকার্যাদির জন্য ওঠে। যেমন হাতে কুরআন মজীদ স্পর্শ করবেন। সৎ লোকদের সাথে করমর্দন (মুসাফাহ) করবেন। হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: এর বাণী হচ্ছে, "আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পরস্পর ভালবাসাপোষণকারী যখন একত্রিত হয়, মুসাফাহা করে এবং নবী صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করে, তাহলে তাদের পৃথক হওয়ার পূর্বেই তাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গুনাহ্ সমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।" (মুসনাদে আবি ইয়ালা, খন্ড-৩য়, পৃষ্ঠা-৯৫, হাদীস নং-২৯৫১)

সম্ভব হলে কোন এতিমের মাথায় স্নেহভরে হাত বুঝিয়ে দেবেন। ফলে, হাতের নিচে যতো চুল আছে প্রত্যেক চুলের পরিবর্তে একেকটা নেকী পাওয়া যাবে। (ছেলে কিংবা মেয়ে) তখন পর্যন্ত এতিম থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না-বালেগ থাকে, যখনই বালেগ হয়ে যায়, তখন থেকে এতিম থাকবে না। ছেলে ১২ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে বালেগ আর মেয়ে নয় বছর থেকে ১৫ বছরের মধ্যে বালেগা হয়।)

খবরদার! কারো উপর যেনো জুলুমবশতঃ হাত না ওঠে। ঘুষ লেনদেন করার জন্য হাত উঠাবেন না। কারো মাল চুরি করবেন না, তাস খেলবেন না, কোন পর নারীর

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার উপর দুরূদে পাক অধিক হারে পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।"

সাথে করমর্দন করবেন না। (বরং কামভাবের আশংকা থাকলে 'আমরাদ' (দাড়ি গজায়নি এমন বালক) এর সাথে হাত মিলাবেন না। তারা যাতে মনে কষ্ট না পায়, সেভাবে সুকৌশলে তাদের থেকে পাশ কাটিয়ে চলবেন।)

ہمیشہ ہاتھ بھلائی کے واسطے اٹھیں   بچانا ظلم و ستم سے مجھے سدا یا ربّ
کہیں کا مجھ کو گناہوں نے اب نہیں چھوڑا   عذابِ نار سے بہرِ نبی بچا یا ربّ
الٰہی ایک بھی نیکی نہیں ہے نامے میں   فقط ہے تیری ہی رحمت کا آسرا یا ربّ

হামীশা হাত ভালায়ি কে ওয়াসেতে উঠে
বাঁচানা যুলমো ছিতমছে মুঝে ছাদা ইয়া রব!
কহি কা মুঝকো গুনাহো নে আব নেহি ছোড়া
আযাবে নার ছে বাহরে নবী বাঁচা ইয়া রব!
ইলাহী একভী নেকী নেহি হায় নামে মে
ফকত হায় তেরিহি রহমত কা আছেরা ইয়া রব!

পায়ের রোযা

পায়ের রোযা হচ্ছে-পা ওঠালে শুধু নেক কাজের জন্যই ওঠাবেন। যেমন পা চালালে মসজিদের দিকে চালাবেন। আউলিয়া কিরামের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تعالیٰ মাযারগুলোর দিকে চালাবেন। সুন্নাতে ভরা ইজতিমার দিকে চালাবেন। নেকীর দাওয়াত দেয়ার জন্য মাদানী কাফিলাগুলোতে সফর করার জন্য চালাবেন। নেক লোকদের সঙ্গের দিকে চলবেন। কারো সাহায্যের জন্য যাবেন।

আহা! সম্ভব হলে মক্কায়ে মুকার্‌রামা زَادَہَا اللّٰہُ شَرَفًا وَّ تَعۡظِیۡمًا ও মদীনা মুনাওয়ারার زَادَہَا اللّٰہُ شَرَفًا وَّ تَعۡظِیۡمًا দিকে যাবেন। মিনা, আরাফাত ও মুযদালিফার দিকে যাবেন। তাওয়াফ ও সাঈতে চলবেন। কখনো সিনেমা হলের দিকে যাবেন না। দাবা, লুডু, তাস, ক্রিকেট, ফুটবল, ভিডিও গেমস ও টেবিল-টেনিস ইত্যাদি খেলাধুলার দিকে যাবেন না। আহা! পা যদি কখনো এমনিভাবেও চলতো যে, ব্যস, মুখে মদীনা-ই-মদীনা হবে, আর সফরও হবে মদীনার দিকে।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

رہیں بھلائی کی راہوں میں گامزن ہر دم   کریں نہ رُخ مِرے پاؤں گناہ کا یارب
مدینے جائیں پھر آئیں دوبارہ پھر جائیں   اِسی میں عمر گزر جائے یاخدا یارب
بقیعِ پاک میں مدفن نصیب ہو جائے   برائے غوث ورضا مرشدی ضیا یارب

রহে ভালায়ি কি রাহো মে গামজন হারদম,
করে না রুখ মেরে পা-ও গুনাহ কা ইয়া রব!
মদীনে যায়ে ফের আ-য়ে দো-বারা ফের যায়ে,
ইছি মে উমর গুজার যায়ে ইয়া খোদা ইয়া রব!
বকীয়ে পাক মে মাদফন নসীব হো যায়ে,
বরায়ে গউছো রযা মুর্শিদি যিয়া ইয়া রব।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বাস্তবিকই রোযার বরকত সেই সময়ই পাওয়া যাবে যখন আমরা শরীরের সমস্ত অংশের রোযা পালন করবো। অন্যথায় ক্ষুধা ও তৃষ্ণা ছাড়া অন্য কিছু অর্জন হবে না।

যেমন হযরত আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত যে হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ইরশাদ হচ্ছে, "অনেক রোযাদার এরকম আছে যে, তাদেরকে তাদের রোযা ক্ষুধা তৃষ্ণা ছাড়া অন্য কিছুই দেয়না এবং অনেক দাঁড়ানো (তাহাজ্জুদ গুজার) ব্যক্তি এমন যে, তাকে তার এই জাগরণ দাঁড়ানো ছাড়া অন্যকিছুই দেয় না। (সুনানে ইবনে মাজা, খন্ড-২য়, পৃ-৩২০, হাদীস নং-১৬৯০)

অর্থাৎ কিছু কিছু লোক আছে যারা রোযা রাখে কিন্তু নিজ অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে যেহেতু মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে না তাই তারা রোযার নূরানিয়্যাত ও তার মূল স্বাদ থেকে বঞ্চিত থাকে। সাথে সাথে যে সমস্ত লোক শুধু শুধু গল্প গুজব করে রাত অতিবাহিত করে, তাদের সময় নষ্ট ও আখিরাতের ক্ষতি ছাড়া কিছুই হয় না।

K.E.S.C তে চাকুরী হয়ে গেল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রোযার জ্যোতি ও রূহানী শক্তি পাওয়া ও মাদানী যেহেন বানানোর জন্য তবলীগে কুরআন ও সুন্নতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সংযুক্ত হোন এবং সুন্নতের

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

তরবিয়্যতের মাদানী কাফিলাতে আশিকানে রসূলদের সাথে সুন্নতে ভরপুর সফরের সৌভাগ্য অর্জন করুন।

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশ, সুন্নতে ভরপুর ইজতিমা সমূহ এবং মাদানী কাফিলা সমূহের অসংখ্য মাদানী বাহার ও বরকত রয়েছে তা শুনুন! যেমন আউরঙ্গী টাউন (বাবুল মদীনা করাচীর) এক যিম্মাদার ইসলামী ভাই মাদানী পরিবেশে আসার ও রুজীর সন্ধানের ধারা ঠিক করতে পারার ঘটনা এভাবে বয়ান করেছে। ১৯.৬.০৩ তারিখে এক ভাই দাওয়াত দেওয়াতে তিনি দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নতে ভরপুর ইজতিমার প্রতি আগ্রহী হলেও তা স্থায়ী হয়নি। বেকারত্বের কারণে পেরেশান ছিল।

"এক ইসলামী ভাই এর "ইনফিরদী কৌশিশ" এর ফলে মাদানী কাফিলা কোর্সের জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর আন্তর্জাতিক মারকাজ ফয়যানে মদীনায় ভর্তি হয়ে গেলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আশিকানে রসূলদের সংস্পর্শের বরকতে আমি গুনাহগারের উপর মাদানী রং ধরে গেল এবং বাঁচার পথ শিখিয়ে দিল। মাদানী কাফিলা কোর্স সম্পূর্ণ করার ২য় বা ৩য় দিন কোন এক ইসলামী ভাই বললেন যে কে.ই.এস.সি এর কাজের লোকের প্রয়োজন।

আমি দরখাস্ত জমা দিয়েছি আপনিও দরখাস্ত জমা দিন। আমি বললাম আজকাল দরখাস্তে চাকুরী কোথায় হচ্ছে? সুপারিশ বরং আত্মীয়তার কারণেই চাকুরী পাওয়া যায়। আমার কাছে তো এর কিছুই নেই। অবশেষে তার জোরাজুরিতে আমি দরখাস্ত জমা দিলাম। প্রথমে লিখিত পরীক্ষা হল। এরপর মৌখিক পরীক্ষা এরপর মেডিকেল টেষ্ট হল। অসংখ্য প্রভাববিস্তারকারীর দরখাস্ত থাকা সত্ত্বেও আমি সব জায়গায় উত্তীর্ণ হলাম। ফাইনাল ইন্টারভিউর দিন আমার স্ত্রী জোর দিয়ে বলল যে প্যান্টশার্ট পরে যান।

কিন্তু اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমি আশিকানে রসূলদের সংস্পর্শের বরকতে ইংরেজী পোশাক বাদ দিয়েছিলাম। এজন্য সাদা পায়জামা পাঞ্জাবী পরে (ইন্টারভিউর জন্য) পৌঁছে গেলাম। অফিসার আমার মাদানী লেবাস দেখে

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

আমাকে কিছু ইসলাম সম্পর্কীত প্রশ্ন করলেন। যেগুলোর উত্তর আমি খুব সহজভাবেই দিয়ে দিলাম। কেননা اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমি এগুলো সব মাদানী কাফিলা কোর্সেই শিখেছিলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ কোন সুপারিশ ও ঘুষ ছাড়া আমার চাকুরী হয়ে গেল। আমার স্ত্রী মাদানী কাফিলা কোর্স ও মাদানী পরিবেশের বরকত দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রেমিক হয়ে গেল। এই বর্ণনা দেয়া অবস্থায় اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমি দা'ওয়াতে ইসলামীর এলাকায়ী মুশাওওয়ারাত এর খাদিম নিগরান হিসেবে নিজের এলাকায় সুন্নতের ঢংকা বাজাচ্ছি এবং মাদানী ইনআমাত ও মাদানী কাফিলার ঢংকা বাজানোর চেষ্টা চালাচ্ছি।

نوکری چاہئے 'آیئے آیئے   قافلے میں چلیں قافلے میں چلیں
تنگدستی مٹے 'دور آفت ہٹے   لینے کو برکتیں' قافلے میں چلیں

নওকরি চাহিয়ে, আয়ে আয়ে   কাফিলে মে চলে, কাফিলে মে চলো।
তঙ্গদস্তি মিঠে, দাওরে আফত হঠে   লেনে কো বরকতে কাফিলে মে চলো।

রোযার নিয়ত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রোযার জন্যও এমনিভাবে নিয়্যত করা পূর্বশর্ত যেভাবে নামায ও যাকাত ইত্যাদির জন্য পূর্বশর্ত। সুতরাং যদি কোন ইসলামী ভাই কিংবা বোন রোযার নিয়্যত ছাড়া সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত একেবারে পানাহার বর্জন করে থাকে, তবে তাদের রোযা হবে না। (রদ্দুল মুহতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৩১)

রমযান শরীফের রোযা হোক কিংবা নফল অথবা নির্দিষ্ট কোন মান্নতের রোযা অর্থাৎ আল্লাহর জন্য কোন নির্দিষ্ট দিনের রোযার মান্নত করে, যেমন নিজের কানে শুনতে পায় এমন আওয়াজে বলে, "আমার উপর এ বছর আল্লাহ তাআলার জন্য রবিউন নূর (রবিউল আউয়াল) শরীফের প্রত্যেক সোমবারের রোযা ওয়াজিব।" তখন এটা 'নির্ধারিত মান্নত' হলো। আর এ মান্নত পূরণ করা ওয়াজিব হয়ে গেলো। এ তিন ধরণের রোযার জন্য সূর্যাস্ত থেকে পরদিন 'শরীয়তসম্মত অর্ধ দিবস' (যাকে দ্বাহওয়ায়ে কুবরা বলা হয়) এর পূর্ব পর্যন্ত সময়-সীমার মধ্যে নিয়ত করে নিলে রোযা হয়ে যাবে।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

শরীয়তসম্মত অর্ধ দিবস সম্পর্কে জানার পদ্ধতি

হয়তো আপনার মনে এ প্রশ্ন জাগতে পারে যে, 'শরীয়ত সম্মত অর্ধ দিবস' এই সময় কোনটি? এর জবাব হচ্ছে, যদি 'শরীয়ত সম্মত অর্ধ দিবস' সম্পর্কে জানতে চান, তবে ওই দিন সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়টুকুর পরিমাণ ঠিক করে নিন। আর ওই পূর্ণ সময়-সীমাকে সমান দু'ভাগ করে নিন। প্রথমার্ধ শেষ হতেই 'শরীয়ত সম্মত অর্ধ দিবস' এর সময় শুরু হলো। যেমন-আজ সুবহে সাদিক হয়েছে ঠিক পাঁচটার সময়। আর সূর্যাস্ত হলো ঠিক ছয়টার সময়। সুতরাং উভয়ের মধ্যকার সময় হলো সর্বমোট ১৩ ঘন্টা। এটাকে দু'ভাগ করুন। তাহলে উভয় অংশে হয় সাড়ে ছয় ঘন্টা। এখন সুবহে সাদিকের ৫ টার পরবর্তী প্রাথমিক সাড়ে ছয় ঘন্টা যোগ করুন। তখন এভাবে ওই দিনের সাড়ে এগারটার সময় 'শরীয়ত সম্মত অর্ধ দিবস' শুরু হয়ে গেলো। সুতরাং এখন ওই তিন ধরনের রোযার নিয়্যত বিশুদ্ধ হতে পারে না। (রদ্দুল মুহতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৪১)

উপরোল্লেখিত তিন ধরণের রোযা ব্যতীত ওই অন্যান্য যত ধরণের রোযা হবে ওই সবের জন্য অপরিহার্য হচ্ছে- অর্থাৎ সূর্যাস্তের পর থেকে শুরু করে সুবহে সাদিক পর্যন্ত সময়-সীমায় নিয়্যত করে নিবেন। যদি সুবহে সাদিক হয়ে যায়, তখন তার নিয়্যত হবে না। যেমন রমযানের কাযা রোযা, কাফ্ফারার রোযা, নফল রোযার কাযা, (নফল রোযা আরম্ভ করলে ওয়াজিব হয়ে যায়।) এমনকি শরীয়ত সম্মত কোন ওযর ছাড়া ভঙ্গ করা গুনাহ্। যদি যে কোন ভাবে তা ভেঙ্গে যায় চাই ওযরের কারণে ভঙ্গ হোক, চাই বিনা ওযরে হোক, যে কোন অবস্থায়ই সেটার কাযা করে দেয়া ওয়াজিব।

'অনির্ধারিত মান্নতের রোযা' (অর্থাৎ আল্লাহর জন্য রোযার মান্নত করলো, কিন্তু দিন নির্ধারণ করেনি।) তবে তা পূরণ করাও ওয়াজিব। আর আল্লাহ তাআলার জন্য কৃত প্রতিটি বৈধ মান্নত পূরণ করা ওয়াজিব। যখন এ কথা মুখ থেকে এতটুকু আওয়াজে বলে থাকে, যা নিজে শুনতে পায়। যেমন এভাবে বললো, "আল্লাহর জন্য আমি একটি রোযা রাখব।" এখন যেহেতু এতে দিন

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

নির্ধারণ করেন নি, কোন দিন রাখবেন, সেহেতু জীবনে যখনই মান্নতের নিয়্যত দ্বারা রোযা রেখে নেবেন, মান্নত পূরণ হয়ে যাবে।

মান্নতের জন্য মুখে বলা পূর্বশর্ত। এটাও পূর্বশর্ত যে, কমপক্ষে এতটুকু আওয়াজে বলবেন যেন নিজে শুনতে পান। মান্নতের শব্দাবলী এতটুকু আওয়াজেতো বলেছেন যে, নিজে শুনতে পান, কিন্তু বধিরতা কিংবা কোন ধরনের শোরগোল ইত্যাদির কারণে শুনতে পাননি, তবুও মান্নত বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। তা পূরণ করাও ওয়াজিব। এসব রোযার নিয়্যত রাতেই করে নেয়া জরুরী। (রদ্দুল মুহতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৪৪)

রোযার নিয়্যতের বিশটি মাদানী ফুল

১. রমযানের রোযা ও 'নির্ধারিত মান্নত ও নফল রোযার জন্য নিয়্যতের সময়সীমা হচ্ছে-সূর্যাস্তের পর থেকে পরদিন 'দ্বাহওয়ায়ে কুবরা' অর্থাৎ 'শরীয়ত সম্মত অর্ধ দিবস' এর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত। এ পূর্ণ-সময়ের মধ্যে আপনি যখনই নিয়্যত করে নেবেন, এ রোযাগুলো বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। (রদ্দুল মুহতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৩২)

২. 'নিয়্যত' মনের ইচ্ছার নাম। মুখে বলা পূর্বশর্ত নয়। কিন্তু মুখে বলা মুস্তাহাব। যদি রাতে রমযানের রোযার নিয়্যত করবেন, তাহলে এভাবে বলবেন ঃ

نَوَيْتُ اَنْ اَصُوْمَ غَدًا لِلّٰهِ تَعَالٰى مِنْ فَرْضِ رَمَضَان

অর্থাৎ-আমি নিয়্যত করলাম, আল্লাহ তাআলার জন্য কাল এ রমযানের ফরয রোযা রাখবো।

৩. যদি দিনের বেলায় নিয়্যত করেন তাহলে এভাবে বলবেন ঃ

نَوَيْتُ اَنْ اَصُوْمَ هٰذَا الْيَوْمَ لِلّٰهِ تَعَالٰى مِنْ فَرْضِ رَمَضَان

অর্থাৎ-আমি আল্লাহ তা'আলার জন্য আজ রমযানের ফরয রোযা রাখার নিয়্যত করলাম। (রদ্দুল মুহতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৩২)

৪. আরবীতে নিয়্যতের বাক্যগুলো দ্বারা নিয়্যত করলে তা নিয়্যত বলে তখনই গণ্য হবে, যখন সেগুলোর অর্থও জানা থাকে। আর একথাও স্মরণ রাখবেন যে, মুখে নিয়্যত করা চাই, যে কোন ভাষায় হোক, এটা তখনই কাজে আসবে,

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

যখন অন্তরেও নিয়্যত উপস্থিত থাকে। (রদ্দুল মুহতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৩২)

৫. নিয়্যত নিজের মাতৃভাষায়ও করা যেতে পারে। আরবী কিংবা অন্য কোন ভাষায় নিয়্যত করার সময় অন্তরে ইচ্ছা থাকতে হবে। অন্যথায় খামখেয়ালীবশতঃ শুধু মুখে বাক্যগুলো বললে নিয়্যত বিশুদ্ধ হবে না। হ্যাঁ মনে করুন! যদি মুখে নিয়্যতের বাক্যগুলো বললেন কিন্তু পরবর্তীতে নিয়্যতের জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অন্তরেও নিয়্যত করে নিয়েছেন, তাহলে এখন নিয়্যত শুদ্ধ হলো।

(রদ্দুল মুহতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৩২)

৬. যদি দিনের বেলায় নিয়্যত করলেন, তবে জরুরী হচ্ছে এ নিয়্যত করবে যে, 'আমি ভোর থেকে রোযাদার'। যদি এভাবে নিয়্যত করেন, 'আমি এখন থেকে রোযাদার, ভোর থেকে নয় তাহলে রোযা হবে না।"

(আল জাওহারাতুন্নাইয়েরাহ, খন্ড-১ম, পৃ-১৭৫)

৭. দিনের বেলায় কৃত ওই নিয়্যতই বিশুদ্ধ, যাতে এটা থাকে যে, "সুবহে সাদিক থেকে নিয়্যত করার সময় পর্যন্ত রোযা ভঙ্গ করে এমন কোন কাজ পাওয়া না যায়।" অবশ্যই যদি সুবহে সাদিকের পর ভুলবশতঃ পানাহার করে বসেছে কিংবা স্ত্রী সহবাস করে ফেলেছে, তবুও নিয়্যত বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। কারণ, ভুলবশতঃ যদি কেউ তৃপ্তি সহকারে পানাহারও করে, তবুও রোযা ভঙ্গ হয় না।

(রদ্দুল মুহতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৬৭)

৮. আপনি যদি এভাবে নিয়্যত করে নেন, "আগামীকাল কোথাও দাওয়াত থাকলে রোযা রাখবো না। অন্যথায় রোযা রাখবো।" এ নিয়্যতও বিশুদ্ধ নয়। মোটকথা এমতাবস্থায় আপনি রোযাদার হলেন না। (আলমগীরী, খন্ড-১ম, পৃ-১৯৫)

৯. মাহে রমযানের দিনে রোযার নিয়্যত করলেন না, এমনও না যে, আপনি রোযাদার না, যদিও জানা আছে যে, এটা বরকতময় রমযানের মাস। তাহলে রোযা হবে না। (আলমগীরী, খন্ড-১ম, পৃ-১৯৫)

১০. সূর্যাস্তের পর থেকে আরম্ভ করে রাতের কোন এক সময়ে নিয়্যত করলেন। এরপর আবার রাতের বেলায় পানাহার করলেন, তাহলে নিয়্যত ভঙ্গ হয়নি। ওই

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

প্রথম নিয়্যতই যথেষ্ট, নতুনভাবে নিয়্যত করা জরুরী না।

(আল জাওহারাতুল নাইয়েরাহ, খন্ড-১ম, পৃ-১৭৫)

১১. আপনি রাতে রোযার নিয়্যত তো করে নিলেন, অতঃপর রাতেই পাকাপাকি ইচ্ছা করে নিলেন যে, রোযা রাখবেন না, তাহলে আপনার পূর্ববর্তী নিয়্যত ভঙ্গ হয়ে গেছে। যদি নতুনভাবে নিয়্যত না করেন, আর দিনভর রোযাদারদের মতো ক্ষুধার্ত পিপাসার্ত রয়ে গেলেন, তবুও রোযা হবে না।

(রদ্দুল মুহতার সম্বলিত দুররে মুখতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৪৫)

১২. নামাযের মধ্যভাগে কথা বলার নিয়্যত (বা ইচ্ছা) করলেন, কিন্তু কথাবার্তা বলেন নি, তাহলে নামায ভঙ্গ হয়নি। এভাবে রোযা পালনকালে রোযা ভঙ্গ করার শুধু নিয়্যত করে নিলে রোযা ভঙ্গ হয়না, যতক্ষণ না রোযা ভঙ্গকারী কোন কাজ করে নেবেন। (আল জাওহারাতুন্নাইয়েরা, খন্ড-১ম, পৃ-১৭৫)

অর্থাৎ শুধু এ নিয়্যত করে নিয়েছেন, 'ব্যাস! এক্ষুনি আমি রোযা ভঙ্গ করে নিচ্ছি। তাহলে এভাবে ততক্ষণ পর্যন্ত রোযা ভঙ্গ হবে না, যতক্ষণ না কণ্ঠনালী ভেদ করে কোন জিনিস নিচের দিকে নামানো হয়, কিংবা না এমন কোন কাজ করবে, যার কারণে রোযা ভেঙ্গে যায়।

১৩. সাহারী খাওয়াও নিয়্যতের শামিল, চাই রমযানের রোযার জন্য হোক, চাই অন্য কোন রোযার জন্য হোক। অবশ্য, সাহারী খাওয়ার সময় যদি এ ইচ্ছা থাকে যে, ভোরে রোযা রাখবে না, তবে এ সাহারী খাওয়া নিয়্যত নয়।

(আল জাওহারাতুন নাইয়েরাহ, খন্ড-১ম, পৃ-১৭৬)

১৪. রমযানুল মুবারকের প্রতিটি রোযার জন্য নতুন করে নিয়্যত করা জরুরী। প্রথম তারিখে কিংবা অন্য কোন তারিখে যদি পূর্ণ রমযান মাসের রোযার নিয়্যতও করে নেয়া হয়, তবুও এ নিয়্যত শুধু ওই এক দিনের জন্য নিয়্যত হিসেবে গণ্য হবে; অবশিষ্ট দিন গুলোর জন্য হবে না।

(আল-জাওয়াহারাতুন নাইয়েরাহ, খন্ড-১ম, পৃ-১৬৭)

১৫. রমযান, 'নির্ধারিত মান্নত' এবং নফল রোযা পালন ব্যতীত অবশিষ্ট

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

রোযাগুলো, যেমন, রমযানের রোযার কাযা, অনির্ধারিত মান্নত ও নফল রোযার কাযা (অর্থাৎ নফলী রোযা রেখে ভঙ্গ করে ফেললে সেটার কাযা) আর নির্ধারিত মান্নতের রোযার কাযা ও কাফ্ফারার রোযা এবং হজ্জে 'তামাত্তু' এর রোযা-এ সব ক্ষেত্রে সুবহে সাদিকের আলো চমকিত হবার সময় কিংবা রাতে নিয়্যত করা জরুরী। আর এটাও জরুরী যে, যেই রোযা রাখবে বিশেষ করে ওই রোযারই নিয়্যত করবে। যদি ওই রোযাগুলোর নিয়্যত দিনের বেলায় (অর্থাৎ সুবহে সাদিক থেকে আরম্ভ করে 'দ্বাহওয়া-ই- কুবরার' পূর্বক্ষণ পর্যন্ত) করে নেয়, তবে নফল হলো। তবুও সেগুলো পূরণ করা জরুরী। ভঙ্গ করলে কাযা ওয়াজিব হবে। যদিও একথা আপনার জানা থাকে যে, আপনার যেই রোযা রাখার ইচ্ছা ছিলো এটা ওই রোযা নয়, বরং নফলই। (দুররে মুখতার সম্বলিত রদ্দুল মুহতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৪৪)

১৬. আপনি এটা মনে করে রোযা রাখলেন যে, আপনার দায়িত্বে রোযার কাযা রয়েছে, এখন রেখে দেয়ার পর জানতে পারলেন যে, ধারণা ভুল ছিলো। যদি তাৎক্ষণিকভাবে ভঙ্গ করে নেন, তবে কোন ক্ষতি নেই। অবশ্য উত্তম হচ্ছে পূর্ণ করে নেয়া, যদি জানতে পারার পর তাৎক্ষণিকভাবে ভঙ্গ না করেন, তবে এখন রোযা অপরিহার্য হয়ে গেলো। সেটা ভঙ্গ করতে পারবেন না। যদি ভঙ্গ করেন তবে কাযা ওয়াজিব হবে। (রদ্দুল মুহতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৪৬)

....

* হজ্জ তিন প্রকার ঃ (১) ক্বিরান, (২) তামাত্তু, (৩) ইফরাদ। হজ্জে কিরান ও তামাত্তু করার পর শোকরিয়া স্বরূপ হজ্জের কোরবানী করা ওয়াজিব; কিন্তু ইফরাদকারীর জন্য মুস্তাহাব। যদি ক্বিরান ও তামাত্তুকারী খুব বেশী মিসকীন ও অভাবী হয়, কিন্তু কিরান বা তামাত্তুর নিয়্যত করে নিয়েছে, এখন তার নিকট কোরবানীর উপযোগী পশুও নেই, টাকাও নেই এবং এমন কোন সামগ্রীও নেই, যা বিক্রি করে কোরবানীর ব্যবস্থা করতে পারে, এমতাবস্থায় কোরবানীর পরিবর্তে দশটা রোযা রাখা ওয়াজিব হবে, তিনটা রোযা হজ্জের মাসগুলোতে, অর্থাৎ ১ম সাওয়াল-ই-মুকাররাম থেকে ৯ই যিলহজ্জ পর্যন্ত ইহরাম বাঁধার পর ওই হজ্জে যখনই চায়, রেখে দেবে। ধারাবাহিকভাবে রাখা জরুরী নয়। মাঝখানে বাদ দিয়েও রাখতে পারে। এতে ৭, ৮, ও ৯ ই যিলহজ্জ রাখা ভালো। তারপর ১৩ই যিলহজ্জের পর অবশিষ্ট ৭টা রোযা যখনই চায় রাখতে পারে। ঘরে ফিরে গিয়ে রাখাই উত্তম।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

১৭. রাতে আপনি কাযা রোযার নিয়্যত করলেন। এখন ভোর আরম্ভ হয়ে যাবার পর সেটাকে নফল রোযা হিসেবে রাখতে চাইলে রাখতে পারবেন না। (রদ্দুল মুহতার সম্বলিত দুররে মুখতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৪৫)

১৮. নামাযের মধ্যভাগেও যদি রোযার নিয়্যত করেন; তবে এ নিয়্যত বিশুদ্ধ। (দুররে মুখতার , রদ্দুল মুহতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৪৫)

১৯. কয়েকটা রোযা কাযা হয়ে গেলে নিয়্যতের মধ্যে এটা থাকা চাই' এ রমযানের প্রথম রোযার কাযা, দ্বিতীয় রোযার কাযা।' আর যদি কিছু এ বছরের কাযা হয়ে যায়, কিছু পূর্ববর্তী বছরের বাকী থাকে, তবে এ নিয়্যত এভাবে হওয়া চাই' এ রমযানের কাযা, ওই রমযানের কাযা।' আর যদি দিন নির্ধারণ না করেন, তবুও বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। (আলমগীরী, খন্ড-১ম, পৃ-১৯৬)

২০. আল্লাহর আশ্রয়! আপনি রমযানের রোযা ইচ্ছাকৃতভাবে (অর্থাৎ জেনে বুঝে) ভেঙ্গে ফেলেছেন। এমতাবস্থায় আপনার উপর ওই রোযার কাযা এবং (যদি কাফ্ফারার শর্তাবলী পাওয়া যায়) কাফ্ফারার ষাটটা (৬০) রোযাও। এখন আপনি একষট্টিটা (৬১) রোযা রেখে দিলেন। কাযার দিন নির্দিষ্ট করলেন না। এমতাবস্থায় কাযা ও কাফ্ফারার উভয়টি সম্পন্ন হয়ে যাবে। (আলমগীরী, খন্ড-১ম, পৃ-১৯৬)

দাড়িওয়ালী মেয়ে

রোযা ও অন্যান্য আমলের নিয়্যত শিখার উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি করার জন্য তবলীগে কুরআন ও সুন্নতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সুন্নতের প্রশিক্ষণের মাদানী কাফিলায় আশিকানে রসূলগণের সাথে সুন্নতে ভরা সফর করুন এবং উভয় জগতের বরকত লাভ করুন। আপনাদের উৎসাহের জন্য অত্যন্ত চমৎকার ও সুগন্ধময় মাদানী বাহার পেশ করছি।

যেমন- নিচুড়লাইন বাবুল মদীনা করাচীর এক ইসলামী ভাই এর বয়ানের সারমর্ম এই যে, একবার আশিকানে রসূলদের তিন দিনের মাদানী কাফিলায় প্রায় ২৬ বছরের এক ইসলামী ভাইও সফরে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি দু'আতে অত্যন্ত অস্থির হয়ে কান্নাকাটি করছিলেন। এর কারণ জানতে চাইলে বলেন, আমার একটি

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

মাত্র মাদানী মুন্নী (মেয়ে) আছে যার মুখমন্ডলে দাড়ি গজাতে শুরু করেছে, এজন্য আমি অত্যন্ত চিন্তিত। এক্সরে বা টেষ্টের মাধ্যমে এর কারণ ধরা পড়ছেনা এবং কোন চিকিৎসা কাজে আসছেনা। তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মাদানী কাফিলার অংশগ্রহণকারীরা তার মাদানী মুন্নীর (মেয়ের) জন্য দু'আ করেন। সফর সম্পূর্ণ হওয়ার পর যখন দ্বিতীয় দিন সেই দুঃখী ইসলামী ভাই এর সাক্ষাত হল তখন তিনি আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে এই সুসংবাদ শুনালেন যে, বাচ্চার মা বলল যে, আপনি মাদানী কাফিলায় সফর করার ২য় দিনই اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ আশ্চর্যজনকভাবে মেয়ের দাড়ি এমনভাবে অদৃশ্য হয়ে গেল যে যেন আগে কখনো ছিলইনা।

ہو گا لُطفِ خدا، آؤ بھائی دُعا   مل کے سارے کریں، قافلے میں چلو
غم سے روتے ہوئے، جان کھوتے ہوئے   مرحبا! ہنس پڑیں، قافلے میں چلو

হোগা লুতফে খোদা, আ-ও ভাঈ দুআ, মিলকে ছারে করে কাফিলে মে চলো,
গমছে রোতে হুয়ি, জান খেতে হুয়ে, মারহাবা! হাছ পড়ে! কাফিলে মে চলো।

দুধপানকারী শিশুদের জন্য ১৬টি মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! মাদানী কাফিলার কি বাহার রয়েছে। বাচ্চাদের বিভিন্ন রোগ থেকে বাঁচানোর জন্য প্রথমেই যে সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা নেয়া হয় তা যথেষ্ট। এই মর্মে এখানে ১৬টি মাদানী ফুল দেখুন।

(১)ছেলে বা মেয়ে জন্ম হওয়ার সাথে সাথে দ্রুত یَا بَرُّ সাতবার (প্রথমে ও শেষে একবার করে দুরূদ শরীফ) পড়ে যদি বাচ্চাকে ফুঁক দেয়া হয় তাহলে اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ বালিগ হওয়া পর্যন্ত বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে।

(২)জন্ম হওয়ার পর বাচ্চাকে প্রথমে নিমপাতার সাথে লবণ মিশিয়ে গরম পানি দিয়ে গোসল দিন, এরপর শুধু পানি দ্বারা গোসল দিন। তাহলে اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ বাচ্চা ঘা, বিচি, ফোড়া ইত্যাদি চর্মরোগ থেকে মুক্ত থাকবে।

(৩)লবণ মিশ্রিত পানি দিয়ে কিছুদিন বাচ্চাদের গোসল করাতে থাকুন যা বাচ্চাদের সুস্থতার জন্য অত্যন্ত উপকারী।

(৪)গোসলের পর সরিষার তেল মালিশ করা বাচ্চাদের সুস্বাস্থ্যের জন্য উত্তম।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

(৫) বাচ্চাদের প্রত্যেকদিন দুধ পান করানোর পূর্বে দৈনিক ২/৩ বার এক আঙ্গুল মধু মুখে দেয়া যথেষ্ট উপকারী।

(৬) দোলনায় দোল দেওয়ার সময় বা বিছানায় শোয়ার সময় অথবা কোলে নিয়ে খেলাধুলার সময় সর্বদা বাচ্চার মাথা উপরের দিকে রাখুন। মাথা নিচু ও পা উচু হতে দিবেন না, তা ক্ষতিকর।

(৭) বাচ্চাকে জন্ম হওয়ার পর বেশি গরম আলোকিত স্থানে রাখলে বাচ্চার দৃষ্টি শক্তি দূর্বল হয়ে যায়।

(৮) যখন শিশুর দাঁতের মাড়ি শক্ত হয়ে যায় এবং দাঁত বের হবার উপক্রম হয় তখন দাঁতে মোরগের চর্বি লাগিয়ে দিন।

(৯) দৈনিক ২/১ বার মাড়িতে মধু লাগান এবং বাচ্চার মাথা, গর্দানে তেল মালিশ করা উপকারী।

(১০) যখন দুধ ছাড়ানোর সময় আসবে এবং বাচ্চা খাবার খেতে শুরু করে তবে খুব সাবধান! তাকে কোন শক্ত কিছু চিবাতে দিবেন না। খুব নরম ও দ্রুত হজম হয় এমন খাবার খাওয়ান।

(১১) গরু ছাগলের দুধ পান করাতে থাকুন।

(১২) চাহিদা মোতাবেক এই বয়সে বাচ্চাদের ভাল খাবার দিন, যাতে এই বয়সে শরীরে শক্তি বৃদ্ধি হয়। বাচ্চা যদি জীবিত থাকে তবে তা اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ সারা জীবন কাজে আসবে।

(১৩) বাচ্চাদের বারবার খাবার না দেয়া উচিত। যতক্ষণ প্রথম খাবার হজম না হয় দ্বিতীয়বার খাবার কখনো দিবেন না।

(১৪) টক, মিষ্টি ও ঝালের অভ্যাস থেকে বাচ্চাদের রক্ষা করা খুব খুব প্রয়োজন এই জিনিষগুলো স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।

(১৫) বাচ্চাকে শুকনো ও তরতাজা ফল খাওয়ানো খুবই ভাল।

(১৬) যত ছোট বয়সে খতনা করা যায় তত উত্তম। কষ্টও কম হয় এবং আঘাত দ্রুত শুকিয়ে যায়।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

গর্ভবর্তী মা ও বাচ্চার হিফাজতের রূহানী ব্যবস্থাপনা

لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ এটা কোন একটি কাগজে ৫৫ বার লিখে বা লিখিয়ে নিয়ে প্রয়োজন মত তাবিজের ন্যায় ভাঁজ করে মোম বা প্লাষ্টিক দিয়ে জাম করে কাপড়, রেক্সিন বা চামড়া দিয়ে সেলাই করে গর্ভবর্তী মহিলারা গলায় ঝুলাবে বা বাহুতে বাঁধবে اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ গর্ভও ঠিক থাকবে এবং বাচ্চাও বিপদাপদ থেকে মুক্ত থাকবে। যদি لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ ৫৫ বার (শুরু ও শেষে একবার দুরূদ শরীফ) পড়ে পানিতে ফুঁক দিয়ে রেখে দিন এবং বাচ্চা ভূমিষ্ট হওয়ার সাথে সাথে বাচ্চার মুখে লাগিয়ে দিন তবে اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ বাচ্চা মেধাবী হবে এবং রোগ মুক্ত থাকবে। যদি তা পড়ে যাইতুন শরীফের তেলে ফুঁক দিয়ে বাচ্চার শরীরে হালকাভাবে মালিশ করে দেয়া যায় তাহলে তা খুবই উপকারী হয়। اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ কীট পতঙ্গ ও অন্যান্য বিষাক্ত, পোকা মাকড় বাচ্চা থেকে দূরে থাকবে। এইভাবে পড়া যাইতুন তৈল বড়দের শারীরিক ব্যথার মালিশের জন্য কাজে আসে।

সাহারী খাওয়া সুন্নত

আল্লাহ তাআলার কোটি কোটি অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদেরকে রোযার মতো মহান নে'মত দান করেছেন। আর সাথে সাথে শক্তি অর্জনের জন্য সাহারীর শুধু অনুমতি দেন নি, বরং এতে আমাদের জন্য সাওয়াব রেখে দিয়েছেন। আমাদের প্রিয় আকা, মাদানী ওয়ালে মোস্তফা হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যদিও আমাদের মতো পানাহারের মুখাপেক্ষী নন, তবুও আমাদের প্রিয় আকা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমরা গোলামদের খাতিরে সাহারী করতেন, যাতে প্রিয় গোলামগণ তাদের দয়ালু মুনিব, সৃষ্টিকুলের বাদশাহ হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত মনে করে সাহারী করে নেয়। অনুরূপভাবে তারা দিনের বেলায় রোযা পালনে শক্তির সাথে সাথে সুন্নতের উপর আমল করার সাওয়াবও পেয়ে যায়।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

কোন কোন ইসলামী ভাইকে দেখা যায় যে, কখনো কখনো তাঁরা সাহারী করেন না। তখন সকালে নানা ধরনের কথা রচনা করে আর এভাবে বলে বেড়াতে শোনা যায়, "আমরা তো সাহারী ছাড়াই রোযা রেখে ফেলেছি।" মক্কী-মাদানী আকা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আশিকরা! সাহারী ছাড়া রোযা রাখার মধ্যে গর্বের কিছুই নেই, যার উপর গর্ব করা হচ্ছে বরং সাহারীর সুন্নত হাতছাড়া হয়ে যাবার জন্য লজ্জিত হওয়া চাই। আফসোস করা চাই। কারণ, তাজদারে রিসালাত হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এক মহা সুন্নত হাতছাড়া হয়ে গেছে।

হাজার বছরের ইবাদত অপেক্ষাও উত্তম

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ শরফুদ্দীন ওরফে বাবা বুলবুল শাহ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, "আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আমাকে তাঁর রহমত দ্বারা এতো বেশি শক্তি দান করেছেন যে, আমি পানাহার এবং কোন আসবাবপত্র ছাড়াই জীবন যাপন করতে পারি। কিন্তু যেহেতু এসব বিষয় বর্জন করা মদীনার সুলতান, রহমতে আলামিয়ান হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নত নয়, সেহেতু আমি এগুলো থেকে বিরত থাকিনা। আমার নিকট সুন্নতের অনুসরণ হাজার বছরের ইবাদত অপেক্ষা উত্তম।"

মোট কথা সমস্ত কর্মের সৌন্দর্য মাহবুবে রব্বে যুল জালাল صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নতের অনুসরণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

ঘুমানোর পর সাহারীর অনুমতি ছিলো না

প্রাথমিক অবস্থায় রাতে ঘুম থেকে ওঠে সাহারী করার অনুমতি ছিলো না। রোযা পালনকারীর জন্য সূর্যাস্তের পর শুধু ওই সময় পর্যন্ত পানাহার করার অনুমতি ছিলো, যতক্ষণ পর্যন্ত সে ঘুমিয়ে না পড়ে। যদি ঘুমিয়ে পড়ে তবে পুনরায় জাগ্রত হয়ে পানাহার করা নিষিদ্ধ ছিলো। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আপন প্রিয় বান্দাদের উপর মহা অনুগ্রহ করেছেন-সাহারীর অনুমতি দান করেছেন। তার কারণ এটা এমনই ছিলো, যেমন 'কানযুল ঈমান' শরীফের তফসীর 'খাযাইনুল ইরফানে'

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “আমার উপর দুরূদে পাক অধিক হারে পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।”

হযরত সদরুল আফাযিল মওলানা সায়্যিদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উল্লেখ করেছেন ঃ

সাহারীর অনুমতির ঘটনা

হযরত সায়্যিদুনা সারমাহ্ ইবনে কায়স رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا খেটে খাওয়া (পরিশ্রমী) লোক ছিলেন। একদিন রোযা পালনকালে আপন জমিতে সারাদিন কাজ করে সন্ধ্যায় ঘরে আসলেন। তার সম্মানিতা স্ত্রী رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا এর নিকট খাবার চাইলেন তখন তার স্ত্রী রান্নার কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলেন।

তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। চোখে ঘুম এসে গেলো। খাবার তৈরী করে যখন তাঁকে জাগ্রত করলেন, তখন তিনি আহার করতে অস্বীকার করলেন। কেননা, তখনকার সময় (সূর্যাস্তের পর) ঘুমিয়ে পড়ে এমন লোকের জন্য পানাহার নিষিদ্ধ ছিল। তাই তিনি পানাহার ছাড়াই পরদিনও রোযা রেখে দিলেন। ফলে তিনি দূর্বল হয়ে বেহুশ হয়ে পড়লেন। সুতরাং তাঁর প্রসঙ্গে এ আয়াত শরীফ অবর্তীণ হলো ঃ

وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۠ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ ۚ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ এবং আহার করো ও পান করো, যতক্ষণ না তোমাদের জন্য প্রকাশ পেয়ে যায় সাদা রেখা কালো রেখা থেকে ফজর হয়ে। অতঃপর রাত আসা পর্যন্ত রোযা পূরণ করো। (পারা-২, সূরা-বাকারা, আয়াত-১৮৭)

এ পবিত্র আয়াতে রাতকে কালো রেখা ও সোবহে সাদিককে সাদা রেখার সাথে উপমা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের জন্য রমযানুল মুবারকের রাতগুলোতে পানাহার করা মুবাহ্। (অর্থাৎ বৈধ সাব্যস্ত হলো।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ থেকে একথাও জানা গেলো যে, ফজরের আযানের সাথে রোযার সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ ফযরের আযান চলাকালে পানাহার করার কোন বৈধতাই নেই। আযান হোক কিংবা না-ই হোক, আপনার কানে, আওয়াজ আসুক

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।"

কিংবা না-ই আসুক! সোবহে সাদিক শুরু হতেই আপনার পানাহার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে হবে।

সাহারীর ফযীলত সম্পর্কে ৯টা বরকতময় হাদীস

১. "সাহারী খাও! কারণ সাহারীতে বরকত রয়েছে।"

(সহীহ বোখারী, পৃ-৬৩৩, হাদীস নং-১৯২৩)

২. "আমাদের ও কিতাবী সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, সাহারী খাওয়া।" (আল ইহসান বিতরতীবে সহীহ মুসলিম, খন্ড-১ম, পৃ-৫৫২, হাদীস নং-১০৯৬)

৩. "আল্লাহ ও তাঁর ফিরিশতাগণ সাহারী আহারকারীদের উপর রহমত নাযিল করেন।" (সহীহ ইবনে হাব্বান, খন্ড-৫ম, পৃ-১৯৪, হাদীস নং-৩৪৫৮)

৪. নবী করীম, রঊফুর রহীম হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের সাথে যখন কোন সাহাবী رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে সাহারী খাওয়ার জন্য ডাকতেন, তখন ইরশাদ করতেন, "এসো! বরকতের খাবার খেয়ে যাও!"

(সুনানে আবু দাউদ, খন্ড-২য়, পৃ-৪৪২, হাদীস নং-২৩৪৪)

৫. "রোযা রাখার জন্য সাহারী খেয়ে শক্তি অর্জন করো, আর দিনে (অর্থাৎ দুপুরে) আরাম (অর্থাৎ দুপুরে বিশ্রাম) করে রাতে ইবাদত করার জন্য শক্তি অর্জন কর!" (সুনানে ইবনে মাজাহ, ২য় খন্ড, পৃ-৩২১, হাদীস নং-১৬৯৩)

৬. "সাহারী বরকতের বস্তু, যা আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে দান করেছেন। এটা কখনো ছাড়বে না।" (নাসায়ী আস্‌সুনানুল কুবরা, খন্ড-২য়, পৃ-৭৯, হাদীস নং-২৪৭২)

৭. "তিনজন লোক যতটুকু খেয়ে নেবে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তাদের কোন হিসাব নিকাশ হবে না। এ শর্তে যে, খাদ্য যদি হালাল হয়। তারা হলো, "১. রোযাদার, ২. সাহারী আহারকারী ও ৩. মুজাহিদ, যে আল্লাহর পথে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা-রক্ষীর কাজ করে।" (আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, খন্ড-২য়, পৃ-৯০, হাদীস নং-০৯)

৮. "সাহারী হচ্ছে সম্পূর্ণটাই বরকত। সুতরাং তোমরা তা বর্জন করো না। চাই এমনই অবস্থা হয় যে, তোমরা এক ঢোক পানি পান করে নেবে। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ও তাঁর ফিরিশতাগণ সাহারী আহারকারীদের উপর রহমত প্রেরণ করেন।" (মুসনাদে ইমাম আহমদ, খন্ড-৪র্থ, পৃ-৮৮, হাদীস নং-১১৩৯৬)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে অন্যায় করল।"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রহমতে কাওনাঈন, নানা-ই-হাসনাঈন হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এসব বাণী থেকে আমরা এ শিক্ষা পাই যে, সাহারী আমাদের জন্য একটা বড় নে'মত, যা দ্বারা অগণিত দৈহিক ও আত্মিক উপকার পাওয়া যায়। এ কারণে হুযুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেটাকে বরকতময় খাবার বলেছেন। যেমন-

৯. হযরত সায়্যিদুনা ইরবাদ্ব ইবনে সারিয়াহ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ বর্ণনা করেছেন, একবার রমযানুল মুবারকে আল্লাহর রসূল হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে নিজের সাথে সাহারী খাওয়ার জন্য ডাকলেন। আর ইরশাদ করলেন, "এসো! মুবারক খাবারের জন্য।"(সুনানে আবু দাউদ, খন্ড ২য়, পৃ-৪৪২, হাদীস নং-২৩৪৪)

রোযার জন্য কি সাহারী পূর্বশর্ত?

কারো মনে যেন এ ভুল ধারণা না আসে যে, সাহারী রোযার জন্য পূর্বশর্ত। বাস্তবে এমন নয়, বরং সাহারী ছাড়াও রোযা শুদ্ধ হবে। কিন্তু জেনে বুঝে সাহারী না করা উচিত নয়। কারণ, এটা একটা মহান সুন্নত থেকে বঞ্চিত হওয়া। এটাও যেনো মনে থাকে যে, সাহারীতে প্রচুর পরিমাণে খাওয়া জরুরী নয়। কয়েকটা খেজুর ও পানিই যদি সাহারীর নিয়্যতে খেয়ে নেয়া হয় তবেও যথেষ্ট বরং খেজুর ও পানি দ্বারা সাহারী করা তো সুন্নতই।

খেজুর ও পানি দ্বারা সাহারী খাওয়া সুন্নত

যেমন, হযরত সায়্যিদুনা আনাস ইবনে মালিক رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন, তাজেদারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহারীর সময় আমাকে ইরশাদ করতেন, "আমি রোযা রাখতে চাই, আমাকে কিছু আহার করাও।" সুতরাং আমি কিছু খেজুর এবং একটা পাত্রে পানি পেশ করতাম।" (নাসাঈকৃত আস্‌সুনানুল কোবরা, খন্ড-২য়, পৃ-৮০, হাদীস নং-২৪৭৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

খেজুর হচ্ছে সর্বোত্তম সাহারী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো যে, রোযাদারের জন্য একেতো সাহারী করা সুন্নত দ্বিতীয়তঃ খেজুর ও পানি দিয়ে সাহারী করা সুন্নত; বরং খেজুর দিয়ে সাহারী করার জন্য তো আমাদের আক্বা ও মওলা, মদীনে ওয়ালে মুস্তফা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের উৎসাহিত করেছেন। যেমন সায়্যিদুনা সা-ইব ইবনে ইয়াযীদ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, তাজদারে মদীনা, সুরুরে কলবো সীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, نِعْمَ السَّحُوْرُ التَّمْرُ (অর্থাৎ খেজুর হচ্ছে সর্বোত্তম সাহারী।)"

(আত্তারহীব ওয়াত্তারহীব, খন্ড-২য়, পৃ-৯০, হাদীস নং-১২)

অন্যত্র ইরশাদ করেছেন, "نِعْمَ السَّحُوْرُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ (অর্থাৎ খেজুর হচ্ছে মু'মিনের সর্বোত্তম সাহারী।)" (সুনানে আবু দাঊদ, খন্ড-২য়, পৃ-৪৪৩, হাদীস নং-২৩৪৫)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! খেজুর ও পানি একত্রে খাওয়াও সাহারীর জন্য পূর্বশর্ত নয়। সামান্য পানিও যদি সাহারীর নিয়্যতে পান করা হয়, তবে তা দ্বারাও সাহারীর সুন্নত পালন হয়ে যাবে।

সাহারীর সময় কখন হয়?

আরবী ভাষায় প্রসিদ্ধ কিতাব 'কামূস' (অভিধান) এর মধ্যে 'সাহার' সম্পর্কে লিখা হয়েছে, "সাহার" ওই খাবারকে বলে, যা ভোর বেলায় খাওয়া হয়।" হানাফী মাযহাবের মহান পেশাওয়া হযরত মওলানা মোল্লা আলী কারী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন, "কারো কারো মতে সাহারীর সময় অর্ধরাত থেকে শুরু হয়।"

(মিরকাতুল মাফাতীহ, শরহে মিশকাতিল মাসাবীহ, খন্ড-৪র্থ, পৃ-৪৭৭)

সাহারী দেরীতে খাওয়া উত্তম

যেমন হাদীসে মুবারকে ইরশাদ হয়েছে, হযরত সায়্যিদুনা ইয়া'লা ইবনে মুর্‌রাহ্ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, প্রিয় সারকার, মদীনার তাজদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, "তিনটি জিনিসকে

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন ঃ ১. ইফতারে তাড়াতাড়ি করা, ২. সাহারীতে দেরী করা ৩. নামাযে দাঁড়ানোর সময় হাতের উপর হাত রাখা।"

(আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, খন্ড-২য়, পৃ-৯১, হাদীস নং-০৪)

'সাহারীতে দেরী' বলতে কোন সময়টিকে বুঝায়?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাহারীতে দেরী করা মুস্তাহাব। দেরীতে সাহারী করলে বেশি সাওয়াব পাওয়া যায়। এখানে মনে এ প্রশ্নও জাগতে পারে যে, 'দেরী' বলতে কোন সময়ের কথা বুঝায়। হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তফসীরে নঈমীতে লিখেছেন, "এটা দ্বারা রাতের ষষ্ঠ অংশ বুঝায়।" তার পরও মনে প্রশ্ন থেকে যায়- "রাতের ষষ্ঠ অংশ কীভাবে বুঝা যায়?" এর জবাব হচ্ছে, 'সূর্যাস্ত থেকে সুবহে সাদিক পর্যন্ত সময়সীমাকে রাত বলে।' যেমন, কোন দিন সন্ধ্যা সাতটার সময় সূর্য অস্ত গেলো। তারপর চারটার সময় সোবহে সাদিক হলো।

এভাবে সূর্যাস্ত থেকে শুরু করে যে নয় ঘন্টার বিরতি অতিবাহিত হলো সেটাকেই রাত বলে। এখন রাতের এ ৯ ঘন্টাকে সমান ছয়ভাগে ভাগ করুন! প্রতিটি ভাগ দেড় ঘন্টারই হয়ে থাকে। এখন রাতে শেষ দেড় ঘন্টা (রাত আড়াইটা থেকে ৪টা পর্যন্ত) এর মধ্যে সুবহে সাদিকের পূর্বে যখনই সাহারী করবেন, তা-ই দেরীতে সাহারী করা হলো। সাহারী ও ইফতারের সময় সাধারণতঃ প্রত্যেকদিন পরিবর্তিত হতেই থাকে। বর্ণিত নিয়মানুসারে যখনই চান রাতের ষষ্ঠ অংশ বের করতে পারেন। যদি রাতে সাহরী করে নেন, আর রোযার নিয়্যতও করে ফেলে থাকেন, বরং সাধারণ লোকের পরিভাষায় 'রোযাবন্ধ'ও করে ফেলে থাকেন, তবুও রাতের বাকী অংশ সুবহে সাদিক শেষ হওয়া পর্যন্ত যখনই চান পানাহার করতে পারেন। নতুনভাবে নিয়্যত করার দরকার নেই।

ফজরের আযান নামাযের জন্যই, সেহরী খাওয়া বন্ধ করার জন্য নয়

সাহারীতে এতো বিলম্বও করবেন না যে, সোবহে সাদিক হয়ে গেলো কিনা সন্দেহ হয়ে যায়। যেমন, কেউ কেউ সুবহে সাদিকের পর ফজরের আযান হচ্ছে,

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

এদিকে সে কিন্তু পানাহার করতেই থাকে। যদি আহার না করে, তবে পানি পান করে হলেও অবশ্যই তখন সেহরী খাওয়া শেষ করে থাকে। আহা! বেচারাগণ এভাবে সেহরী খাওয়া তো করে, কিন্তু রোযাকে এভাবে তারা একেবারে খোলা অবস্থায়ই ছেড়ে দেয়। বস্তুতঃ এভাবে হবেই না। সারা দিন ক্ষুধা-পিপাসা ছাড়া কিছুই তার হস্তগত হয় না। সেহরী খাওয়ার শেষ সময়ের সম্পর্ক আযানের সাথে নয়, সুবহে সাদিকের আগেভাগেই পানাহার বন্ধ করা জরুরী।

যেমন, ইতোপূর্বে উল্লেখিত পবিত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় গত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মুসলমানকে 'সুস্থ বিবেক' দান করুন! আর সঠিক সময়ের জ্ঞান অর্জন করে রোযা-নামায ইত্যাদি ইবাদত বিশুদ্ধভাবে পালন করার তওফীক দান করুন। আমীন! বিজাহিন্নাবিয়্যিল আমিন صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

পানাহার বন্ধ করে দিন

আজকাল ইলমে দ্বীন থেকে দূরে থাকার কারণে সাধারণ মানুষের নিকট এ নিয়ম প্রচলিত আছে যে, তারা আযান বা সাইরেন এর উপর সাহারী ও ইফতারের সময় ঠিক করে। বরং কিছু লোক এমন আছে যারা ফজরের আযান দেয়া অবস্থায় সেহরী খাওয়া শেষ করে। এই সাধারণ ভুলকে দূর করার জন্য কতইনা উত্তম হত যে, যদি রমযানুল মোবারক মাসে প্রত্যেকদিন সুবহে সাদিকের ৩ মিনিট পূর্বে প্রত্যেক মসজিদে উঁচু আওয়াজে এইভাবে ৩ বার ঘোষণা করে দেয়া। "রোযাদারগণ! আজ সাহারীর শেষ সময় (যেমন) ৪টা ১২ মিনিটে। সময় শেষ হয়ে এসেছে। দ্রুত পানাহার বন্ধ করে দিন। অবশ্যই আযানের জন্য অপেক্ষা করবেন না। (সাহারী খাওয়ার সময় শেষ হয়ে গেলে) আযান ফযরের নামাযের জন্য দেয়া হবে।" প্রত্যেকেই এই কথা বুঝা দরকার যে ফযরের আযান অবশ্যই অবশ্যই সুবহে সাদিকের পরই হতে হবে। এবং তা সেহরী খাওয়া বন্ধ করার জন্য নয়। বরং শুধুমাত্র ফযরের নামাযের জন্যই দেয়া হয়ে থাকে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।”

মাদানী কাফিলার নিয়্যত করার সাথে সাথেই সমস্যার সমাধান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! তবলীগে কোরআন ও সুন্নতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা’ওয়াতে ইসলামীর সুন্নতে প্রশিক্ষণের মাদানী কাফিলায় আশিকানে রসূলদের সাথে সুন্নতে ভরপুর সফর করতে থাকুন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ দুনিয়া আখিরাতের অসংখ্য কল্যাণ লাভ হবে। আপনাদের আগ্রহ সৃষ্টির জন্য মাদানী বাহারের একটি ফুল আপনাদের কাছে উপস্থাপন করছি।

যেমন লান্ডি, বাবুল মদীনা করাচীর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা নিজস্বভাবে উপস্থাপন করছি। “আমার বড় ভাই এর বিবাহের দিন নিকটবর্তী হচ্ছে, খরচের ব্যবস্থা ছিল না। আমি অত্যন্ত চিন্তিত ও বিচলিত হয়ে গেলাম। ঋণ নেয়ার জন্যও মন চাইছে না। যদি শোধ করতে দেরী হয় তাহলে আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয় মাদানী সংগঠন দা’ওয়াতে ইসলামীর বদনাম হবে।

একদিন খুব চিন্তিত অবস্থায় যোহরের নামায আদায় করলাম এবং মনে মনে নিয়্যত করলাম, যদি টাকার ব্যবস্থা হয় তবে মাদানী কাফিলায় সফর করার সৌভাগ্য অর্জন করব। নামায শেষ করার পর এখনো নামাযীদের সাথে মোলাকাত, মোসাফাহা ও ইনফিরাদী কৌশিশেই ব্যস্ত ছিলাম, ইতোমধ্যে ইমাম সাহেব যিনি আমার জ্যাঠা হন এবং আমার এই পেরেশানী সম্পর্কেও অবগত। তিনি আমাকে ডাকলেন এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ চাওয়া ব্যতীত তিনি নিজে নিজে আমাকে টাকা দেওয়ার ওয়াদা করলেন। আমি ২য় দিনই মাদানী কাফিলার মুসাফির হয়ে গেলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ মাদানী কাফিলায় সফরের নিয়্যতের বরকতে আমার চিন্তা দূর হয়ে গেল। বিয়ের তারিখ সন্নিকটে হতেই আমি কর্জের মধ্যে ছিলাম কিন্তু اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ বড় ভাইজানের বিবাহও হয়ে গেল এবং কর্জও শোধ হয়ে গেল।

قلب بھی شاد ہو، گھر بھی آباد ہو شادیاں بھی رچیں، قافلے میں چلو
قرض اتر جائے گا، زخم بھر جائیگا سب بلائیں ٹلیں، قافلے میں چلو

কলবভী শাদ হো, ঘরভী আবাদ হো, শাদীয়াভী রচে কাফিলো মে চলো,
করজ উতর যায়েগা যখম ভর যায়েগা, ছব বালায়ে ঠলে কাফিলে মে চলো।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! ছোট ভাই এর মাদানী কাফিলা সফরের নিয়্যতের বরকতে কর্জ আদায় করার ব্যবস্থা, টাকার ব্যবস্থা ও বড় ভাই এর বিবাহের কাজ সম্পন্ন হয়ে গেল।

কর্জ থেকে মুক্তি পাওয়ার আমল

প্রত্যেক নামাযের পর শুরুতে ও শেষে ১ বার ১ বার দুরূদ শরীফ সহ সাতবার সূরায়ে কুরাইশ পড়ে দু'আ করুন। পাহাড় সমান কর্জ হলেও اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ আদায় হয়ে যাবে। এই আমল উদ্দেশ্য সফল হওয়া পর্যন্ত জারী রাখুন।

কর্জ পরিশোধের অযীফা

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِىْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! আমাকে হালাল রিযিক দিয়ে হারাম থেকে বাঁচাও। আর তোমার দয়া আর মেহেরবানীতে তুমি ছাড়া অন্য কারো কাছে অমুখাপেক্ষী বানাও।"

উল্লেখিত দু'আ উদ্দেশ্য সফল হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক নামাযের পর ১১ বার করে এবং সকালে ১০০ বার ও সন্ধ্যায় ১০০ বার (শুরুতে ও শেষে একবার করে দুরূদ শরীফসহ) দৈনিক পাঠ করুন। বর্ণিত রয়েছে যে, এক দরিদ্র গোলাম হযরত আলী মুরতাজা শেরে খোদা رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর দরবারে আরয করলেন, "আমি নিজেকে আযাদ করার যে চুক্তি করেছি সে মত টাকা দিতে অপারগ। আপনি আমাকে সাহায্য করুন। তিনি رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ ইরশাদ করলেন, "আমি তোমাকে কিছু কালিমা শিখাব যা হুযুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে শিখিয়েছেন। যদি তোমার উপর সীর পাহাড় সমান কর্জ থাকে তবুও আল্লাহ তাআলা তোমার পক্ষ থেকে আদায় করে দিবেন। তুমি এটা বল ঃ-

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِىْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! আমাকে হালাল রিযিক দিয়ে হারাম থেকে বাঁচাও। আর তোমার দয়া ও মেহেরবানীতে তুমি ছাড়া অন্য কারো কাছে অমুখাপেক্ষী বানাও।" (জামে তিরমিযী, ৫ম-খন্ড, পৃ-৩২৯, হাদীস নং-৩৫৭৪)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

মাদানী আবেদন ঃ এই আমল শুরু করার পূর্বে হুযুর গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ইছালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে কমপক্ষে **১১** টাকা নজর নিয়াজ (ফাতিহা) দিন, আর কাজ হয়ে গেলে কমপক্ষে **২৫** টাকার নজর নিয়াজ হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ইছালে সাওয়াব উপলক্ষ্যে বণ্টন করে দিন। (উল্লেখিত টাকার পরিমাণ রিসালা, কিতাবও বণ্টন করা যেতে পারে।)

সকাল ও সন্ধ্যার পরিচয়

অর্ধরাতের পর থেকে সূর্যের প্রথম আলো চমকানো পর্যন্ত সকাল। আর যোহরের সময় থেকে আরম্ভ করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়কে সন্ধ্যা বলা হয়। **মাদানী পরামর্শঃ** পেরেশানগ্রস্থ ইসলামী ভাইদের উচিত যে দা'ওয়াতে ইসলামীর সুন্নত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফিলায় আশিকানে রসূলদের সাথে সুন্নতে ভরপুর সফর করে সেখানে দু'আ করা। আর যদি নিজে অপারগ যেমন যদি ইসলামী বোন হয়, তাহলে ঘর থেকে অন্য কাউকে সফরে পাঠিয়ে দেয়া।

ইফতারের বর্ণনা

যখন সূর্যাস্তের বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে যায়, তখন ইফতার করতে দেরী করা উচিত নয়; না সাইরেনের অপেক্ষা করবেন, না আযানের। তাৎক্ষণিকভাবে কোন কিছু পানাহার করে নেবেন। কিন্তু খেজুর অথবা খোরমা অথবা পানি দ্বারা ইফতার করা সুন্নত। খেজুর খেয়ে অথবা পানি পান করার পর এই দু'আটি পড়বেন। *

ইফতারের দু'আ

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ لَكَ صُمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ তাআলা! নিশ্চয় আমি রোযা রেখেছি, আমি তোমারই উপর ঈমান এনেছি, তোমারই উপর ভরসা করছি এবং তোমারই রিযক দ্বারা ইফতার করেছি। (আলমগীরী, খন্ড-১ম, পৃ-২০০)

ইফতারের জন্য আযান শর্ত নয়

ইফতারের জন্য আযান শর্ত নয়। না হলে ঐ সমস্ত এলাকায় রোযা

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

কেমনে খুলবে যেখানে মসজিদ নেই বা আযানের শব্দ আসে না। মূলত: মাগরিবের আযান দেয়া হয় মাগরিবের নামাযের জন্য। যেখানে মসজিদ আছে সেখানে-ই এ নিয়ম চালু করা যাবে। যখনই সূর্যাস্তের ব্যাপারে সন্দেহ হয় তখন উঁচু আওয়াজে বলার পর এইভাবে তিন বার ঘোষণা করে দেয়া যায় যে, "রোযাদারগণ! ইফতার করে নিন।"

ইফতারের এগারটি ফযীলত

১. হযরত সায়্যিদুনা সাহল ইবনে সা'দ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, আরব ও অনারবের সুলতান, রহমতে আলামিয়ান হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَيْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, "মানুষ সব সময় মঙ্গল সহকারে থাকবে যতদিন তারা ইফতারে তাড়াতাড়ি করবে।" (সহীহ বুখারী, খন্ড-১ম, পৃ-৬৪৫, হাদীস নং-৬৯৫৭)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই সূর্যাস্ত সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়, তখনই দেরী না করে খেজুর অথবা পানি ইত্যাদি দ্বারা ইফতার করে নিন এবং দু'আও ইফতার করেই করুন, যাতে ইফতারে কোন রকম দেরী না হয়।

২. তাজেদারে মদীনা, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَيْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, "আমার উম্মত আমার সুন্নতের উপর থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ইফতারের সময় আকাশে তারকা উদিত হবার জন্য অপেক্ষা করবে না।"

(আল ইহসান বিতরতীবে সহীহ ইবনে হাব্বান, খন্ড-৫ম, পৃ-২০৯, হাদীস নং-৩৫০১)

৩. হযরত সায়্যিদুনা আবূ হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, প্রিয় আকা তাজদারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَيْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, "আমার বান্দাদের মধ্যে বেশি প্রিয় হচ্ছে সে-ই, যে ইফতারে তাড়াতাড়ি করে।" (তিরমিযী, খন্ড-২য়, পৃ-১৬৪, হাদীস নং-৭০০)

ম...দীনা

(*) ইফতারের দু'আ সাধারণতঃ ইফতারের পূর্বে পড়ার প্রচলন আছে, কিন্তু ইমামে আহলে সুন্নত মওলানা শাহ আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیہ তার ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যাহ্, খন্ড-৩য়, পৃ-৬০১ তাঁর গবেষণালব্ধ মাসআলা এটাই পেশ করেছেন যে, দু'আ ইফতারের পরে পড়া হবে।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “আমার উপর দুরূদে পাক অধিক হারে পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।”

سُبۡحٰنَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ প্রিয় হতে চাইলে ইফতারের সময় কোন প্রকারের ব্যস্ততা রাখবেন না। ব্যাস! তাৎক্ষণিকভাবে ইফতার করে নিন!

৪. হযরত সায়্যিদুনা আনাস ইবনে মালেক رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنۡهُ বলেন, “আল্লাহর মাহবূব হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এভাবে দেখিনি যে, তিনি صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইফতারের পূর্বে মাগরিবের নামায আদায় করেছেন বরং এক ঢোক পানি হলেও (যথাসময়ে) পান করে নিয়েছেন। অথচ ইফতার করে নিতেন।) (আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, খন্ড-২য়, পৃ-৯১, হাদীস নং-৯১)

৫. হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنۡهُ থেকে বর্ণিত, তাজদারে মদীনা, সুরুরে কলবো সীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, “এ দ্বীন ততদিন বিজয়ী থাকবে, যতদিন পর্যন্ত লোকেরা ইফতার তাড়াতাড়ি করতে থাকবে। কারণ, ইহুদী ও খৃষ্টানরাই দেরীতে (ইফতার) করে থাকে।” (সুনানে আবু দাউদ, খন্ড-২য়, পৃ-৪৪৬, হাদীস নং-২৩৫৩)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ পবিত্র হাদীসেও ইফতার তাড়াতাড়ি করার প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করা হয়েছে। ইফতারে দেরী করা যেহেতু ইহুদী ও খৃষ্টানদের কাজ, সেহেতু তাদের মতো কাজ করা থেকে বিরত থাকা উচিত।

৬. হযরত সায়্যিদুনা যায়দ ইবনে খালিদ জুহানী رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنۡهُ থেকে বর্ণিত, তাজদারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন,

مَنۡ جَهَّزَ غَازِيًا اَوۡ حَاجًّا اَوۡ خَلَفَهٗ فِیۡ اَهۡلِهٖ اَوۡ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهٗ مِثۡلُ اَجۡرِهٖ مِنۡ غَيۡرِ اَنۡ يَّنۡقُصَ مِنۡ اُجُوۡرِهِمۡ شَیۡءٌ

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি কোন ধর্মীয় যোদ্ধা কিংবা হাজীকে সামগ্রী (পাথেয়) যোগান দিয়েছে, কিংবা তার পেছনে তার পরিবার-পরিজনের দেখাশুনা করেছে, অথবা কোন রোযাদারকে ইফতার করিয়েছে, সেও তার সমপরিমাণ সাওয়াব পাবে-তাদের সাওয়াবে কোনরূপ কম করা হবে না। (নাসায়ীকৃত আস্‌সুনানুল কুবরা, খন্ড-২য়, পৃ-২৫৬, হাদীস নং-৩৩৩০)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

سُبْحٰنَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ! কতোই প্রিয় সুসংবাদ! গাযী (ধর্মীয় যোদ্ধা) কে জিহাদের সামগ্রী যোগান দাতাকে গাযীরই মতো, হজ্জ যাত্রীকে আর্থিক সাহায্য করার জন্য হজ্জের আর ইফতারের ব্যবস্থাকারীকে রোযাদারের মতো সাওয়াব দেয়া হবে। দয়ার উপর দয়া হচ্ছে এ যে, ওইসব লোকের সাওয়াবের মধ্যেও কোনরূপ কম করা হবে না। এটাতো আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ। তবে উল্লেখ্য যে, হজ্জ ও ওমরার জন্য ভিক্ষা করা হারাম। এ ভিক্ষাকারীকে ভিক্ষা দেয়াও গুনাহ্।

ইফতার করানোর মহা ফযীলত

৭. হযরত সায়্যিদুনা সালমান ফারসী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, মক্কা-মদীনার সুলতান, রহমতে আলামিয়ান হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি হালাল খাদ্য কিংবা পানীয় দ্বারা (কোন মুসলমান) কে রোযার ইফতার করালো, ফিরিশতাগণ মাহে রমযানের সময়গুলোতে তার জন্য ইস্তিগফার করেন। আর (হযরত) জিব্রাঈল عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام শবে ক্বদরে তার জন্য ইস্তিগফার করেন।"

(তাবরানী আল-মু'জামূল কবীর, খন্ড-৬ষ্ঠ, পৃ-২৬২, হাদীস নং-৬১৬২)

سُبْحٰنَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ! কোরবান হোন আল্লাহর রহমতের উপর! কোন ইসলামী ভাই মাহে রমযানে যদি কোন রোযাদার ইসলামী ভাইকে এক আধটা খেজুর দ্বারা এক ঢোক পানি দ্বারা ইফতার করান, তবে তার জন্য আল্লাহ তাআলার নিষ্পাপ ফিরিশতাগণ রমযানুল মুবারকের সময়গুলোতে আর ফিরিশতাদের সারদার হযরত সায়্যিদুনা জিব্রাঈল عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام শবে কদরে মাগফিরাতের দু'আ করেন। (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলারই অনুগ্রহের জন্য)।

জিব্রাইল কর্তৃক মুসাফাহার নমুনা

৮. অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, যে ব্যক্তি হালাল উপার্জন থেকে রমযানে রোযার ইফতার করায়, রমযানের সমস্ত রাতে ফিরিশতাগণ তার উপর দুরূদ (রহমত) প্রেরণ করেন, আর শবে ক্বদরে জিব্রাঈল عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام তার সাথে মোসাফাহা

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে অন্যায় করল।"

করেন। বস্তুতঃ যার সাথে হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام মোসাফাহা করেন, তার চোখ দুটি আল্লাহ তাআলার ভয়ে অশ্রুসিক্ত হয়ে যায় এবং তার হৃদয় গলে যায়। (কানযুল উম্মাল, খন্ড-৮ম, পৃ-২১৫, হাদীস নং-২৩৬৫৩)

রোযাদারকে পানি পান করানোর ফযীলত

৯. অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, "যে ব্যক্তি রোযাদারকে পানি পান করাবে, আল্লাহ তাআলা তাকে আমার 'হাওয' থেকে পান করাবেন। ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করা পর্যন্ত কখনো পিপাসার্ত হবে না।"

(সহীহ ইবনে খুযাইমা, খন্ড-৩য়, পৃ-১৯২, হাদীস নং-১৮৮৭)

১০. হযরত সায়্যিদুনা সালমান ইবনে আমের رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, তাজদারে মদীনা, হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ রোযার ইফতার করে, তবে সে যেনো খেজুর কিংবা খোরমা দিয়ে ইফতার করে। কারণ, তা হচ্ছে বরকত। আর তা না হলে পানি দ্বারা করবে, তাতো পবিত্রকারী।" (জামে তিরমিযী, খন্ড-২য়, পৃ-১৬২, হাদীস নং-৬৯৫)

এ হাদীসে পাকে এ উৎসাহ দেয়া হয়েছে যে, সম্ভব হলে খেজুর কিংবা খোরমা দিয়ে যেনো ইফতার করা হয়। কারণ, এটা সুন্নত। আর যদি খেজুর পাওয়া না যায়, তবে যেনো পানি দিয়ে ইফতার করে নেয়া হয়। এটাও পবিত্রকারী।

১১. হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, "শাহানশাহে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নামাযের পূর্বে তাজা-ভেজা খেজুর সমূহ দ্বারা ইফতার করতেন। এটা না থাকলে কয়েকটা খোরমা দিয়ে আর তাও না থাকলে কয়েক (গ্লাস) পানি দ্বারা ইফতার করে নিতেন।

(সুনানে আবু দাউদ, খন্ড-২য়, পৃ-৪৪৭, হাদীস নং-২৩৫৬)

এ হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে যে, আমাদের প্রিয় আকা হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রথমতঃ ভেজা-তাজা খেজুর দিয়ে ইফতার করতে পছন্দ করতেন, যদি তা না থাকতো তবে শুকনা খেজুর (খোরমা) দিয়ে, তাও না

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়ে নিজেদের মজলিশ সমূহকে সজ্জিত করো, যেহেতু তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ করাটা কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য নূর হবে।"

থাকলে পানি দিয়ে ইফতার করতেন। সুতরাং আমাদের প্রচেষ্টাও এটাই থাকা উচিত। আমরাও ইফতারের জন্য মিষ্ট মিষ্ট খেজুর পাওয়া গেলে, যা প্রিয় আকা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় সুন্নত, তা দিয়ে; এটা পাওয়া না গেলে, খোরমা দিয়ে, আর তাও পাওয়া না গেলে পানি দ্বারা ইফতার করে নেবো!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বরকতময় হাদীস সমুহে সাহারী ও ইফতারের ক্ষেত্রে খেজুর ব্যবহারের প্রতি যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। খেজুর খাওয়া, খেজুর ভিজিয়ে সেটার পানি পান করা, তা দ্বারা চিকিৎসাপত্র নির্ণয় করা-এ সবই সুন্নত। মোটকথা, এতে অসংখ্য বরকত রয়েছে। এতে অগণিত রোগের চিকিৎসা রয়েছে। যেমন

খেজুরের ২৫ টি মাদানী ফুল

১. চিকিৎসকদের চিকিৎসক আল্লাহর হাবীব হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিশুদ্ধ বাণী, "উন্নতমানের 'আজওয়াহ' (মদীনা মুনাওয়ারার সর্বাপেক্ষা মূল্যবান খেজুরের নাম) এর মধ্যে প্রতিটি রোগের আরোগ্য রয়েছে।" আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী হানাফী رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর বর্ণনা অনুসারে, "সাতদিন যাবত প্রতিদিন সাতটি করে 'আজওয়াহ' খেজুর খেলে 'কুষ্ঠরোগ' (সাদারোগ) দূরীভূত হয়।" (ওমদাতুল কারী, খন্ড-১৪, পৃ-৪৪৬, হাদীস নং-৫৭৬৮)

২. প্রিয় আকা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জান্নাত রূপী বাণী হচ্ছে, "আজওয়া খেজুর জান্নাত থেকে।" এটা বিষ-আক্রান্তকে আরোগ্য দান করে।"(তিরমিযী শরীফ, খন্ড-৪র্থ, পৃ-১৭, হাদীস নং-২০৭৩) বোখারী শরীফের বর্ণনানুসারে, যে ব্যক্তি সকালে ৭টা 'আজওয়া' খেজুর খেয়ে নেয়, ওই দিন যাদু এবং বিষ তাকে ক্ষতি করতে পারবে না।"

(সহীহ বোখারী, খন্ড-৩য়, পৃ-৫৪০, হাদীস নং-৫৪৪৫)

৩. সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, খেজুর খেলে 'কুলাজ' রোগ (কুলাজকে ইংরেজীতে **APPENDIX** বলা হয়) হয় না।" (কানযুল ওম্মাল, খন্ড-১০ম,পৃ-৬২, হাদীস নং-২৪১৯১)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

৪. চিকিৎসকদের মহাচিকিৎসক আল্লাহর হাবীব হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শেফারূপী বাণী হচ্ছে, "সকালে নাস্তা রূপে খেজুর খাও! এর ফলে পেটের ক্রিমি মরে যায়।" (জামেউস সগীর, পৃ-৩৯৮, হাদীস নং-৬৩৯৪)

৫. হযরত সায়্যিদুনা রবীই ইবনে হাসীম رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন, "আমার মতে গর্ভবতী নারীর জন্য খেজুর অপেক্ষা, আর অন্যান্য রোগীর মধু অপেক্ষা উত্তম অন্য কোন বস্তুর মধ্যে শেফা (আরোগ্য) নেই।" (দুররে মানসুর, খন্ড-৫ম, পৃ-৫০৫)

৬. সায়্যিদী মুহাম্মদ আহমদ যাহবী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, "গর্ভবর্তীকে খেজুর আহার করানো হলে اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ পুত্রসন্তান প্রসব করবে, যে সুশ্রী, ধৈর্য এবং পরম স্বভাবের হবে।"

৭. যে ব্যক্তি উপবাসের কারণে দুর্বল হয়ে গেছে, তার জন্য খেজুর অত্যন্ত উপকারী, কেননা, এটার মধ্যে খাদ্যপ্রাণ (খাদ্যের উপাদান) ভরপুর। তা আহার করলে তাড়াতাড়ি শক্তি ফিরে আসে। সুতরাং খেজুর দ্বারা ইফতার করার মধ্যে এ রহস্যও রয়েছে।

৮. রোযায় তাৎক্ষণিকভাবে বরফের ঠান্ডা পানি পান করে নিলে গ্যাস সৃষ্টি হয়ে পাকস্থলী ও কলিজা ফুলে যাবার আশংকা বেশি থাকে। খেজুর খেয়ে ঠান্ডা পানি পান করলে ক্ষতির আশংকা মুক্ত হওয়া যায়। অবশ্য, খুব বেশি ঠান্ডা পানি পান করা যে কোন সময়েই ক্ষতিকর।

৯. খেজুর ও সষা, অনুরূপভাবে খেজুর ও তরমুজ একসাথে খাওয়া সুন্নত। এতে ও হিকমতের মাদানী ফুল রয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমাদের পালনের জন্য এ সুন্নতটাই যথেষ্ট। চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের অভিমত হচ্ছে, "এতে জৈবিকগত ও দৈহিকগত দূর্বলতা দূর হয়ে যায়। মাখনের সাথে খেজুর খাওয়াও সুন্নত। (সুনানে ইবনে মাজাহ খন্ড-৪,পৃ-৪১, হাদীন নং-৩৩৩৪) এক সাথে পুরানা ও তাজা খেজুর আহার করাও সুন্নত। 'ইবনে মাজাহ' শরীফে আছে-যখন শয়তান কাউকে এমন করতে দেখে তখন এ বলে (আফসোস করে) "পুরানার সাথে নতুন খেজুর খেয়ে মানুষ মজবুত দেহ বিশিষ্ট হয়ে গেলো।" (সুনানে ইবনে মাজাহ শরীফ, খন্ড-৪র্থ, পৃ-৪০, হাদীস নং-৩৩৩০)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।”

১০. খেজুর খেলে পুরানো ‘কোষ্টকাঠিন্য’ দূর হয়ে যায়।

১১. হৃদরোগ এবং যকৃত মুত্রথলী, প্লীহা ও অন্ত্রের রোগ-ব্যাধির জন্য খেজুর উপকারী। এটা কফ বের করে দেয়। মুখের শুষ্কতা দূর করে। যৌন শক্তি বৃদ্ধি করে এবং প্রস্রাব সহজে বের হতে সাহায্য করে।

১২. হৃদরোগ ও চক্ষুর কালো ছানি রোগের জন্য খেজুরকে দানা সহকারে পিষে খেলে উপকার পাওয়া যায়।

১৩. খেজুরকে ভিজিয়ে সেটার পানি পান করে নিলে, কলিজার রোগ-ব্যাধি দূর হয়ে যায়। আমাশয় রোগের জন্যও এ পানি উপকারী। (রাতে ভিজিয়ে ভোরের নাস্তায় ওই পানি পান করবেন, কিন্তু ভেজানোর জন্য ফ্রিজের মধ্যে রাখবেন না।)

১৪. খেজুরকে দুধের সাথে গরম করে খাওয়া সর্বোত্তম শক্তিশালী খাদ্য। এ খাদ্য রোগের পরবর্তী দূর্বলতা দূর করার জন্য সীমাহীন উপকারী।

১৫. খেজুর আহার করলে আঘাত তাড়াতাড়ি পূর্ণ হয়ে যায়।

১৬. প্লীহা রোগীর জন্য খেজুর উত্তম ঔষধ।

১৭. তাজা-পাকা খেজুর ‘হলদে’ (যা বমির সাথে তিক্ত পানি বের হয়) ‘এসিডিটী’ শেষ করে।

১৮. খেজুরের বিচিগুলোকে আগুনে পুড়ে সেগুলো দিয়ে মাজন তৈরী করে নিন। এটা দাঁতগুলোকে উজ্জ্বল করে এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর করে।

১৯. খেজুরের পোড়া বিচির ছাই লাগালে আঘাতের রক্ত বন্ধ হয়ে যায় এবং আঘাত তাড়াতাড়ি ভরে ওঠে।

২০. খেজুর বিচিকে আগুনে ফেলে ধোঁয়া নিলে অর্শ্বরোগের ক্ষতগুলো শুকে যায়।

২১. খেজুর গাছের শিকড়গুলো কিংবা পাতাগুলোর পোড়া ছাই দ্বারা মাজন তৈরী করে দাঁত মাজলে দাঁতের ব্যথা দূর হয়। শিকড় ও পাতাগুলো সিদ্ধ করে তা দ্বারা কুলি করলেও দাঁতের ব্যথা দূর হয়।

২২. যে ব্যক্তির খেজুর খেলে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া SIDE EFFECT দেখা দেয়, সে আনারের রস কিংবা পোস্তা-দানা অথবা কালো মরিচের সাথে খেলে, اِنْ شَآءَاللّٰہعَزَّوَجَلَّ ! উপকার পাওয়া যাবে।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।”

২৩. আধ-পাকা ও পুরানা খেজুর একসাথে খেলে ক্ষতি করে। অনুরূপভাবে, খেজুরের সাথে আঙ্গুর কিংবা কিসমিস বা মুনাক্কা মিলিয়ে খাওয়া, খেজুর ও ডুমুর ফল একসাথে খাওয়া, রোগ উপশম হবার সাথে সাথেই দূর্বলতার সময় বেশী খেজুর খাওয়া এবং চোখের রোগে খেজুর খাওয়া ক্ষতিকর। একই সময়ে পাঁচ তোলা (অর্থাৎ-প্রায় ৬০ গ্রাম) অপেক্ষা বেশী খেজুর খাবেন না।

পুরানা খেজুর খাওয়ার সময় ছিড়ে ভিতরে দেখে নেয়া সুন্নত। কেননা, তাতে কখনো কখনো ছোট ছোট লাল বর্ণের পোকা থাকে। সুতরাং পরিস্কার করে খাবেন। যেই খেজুরের ভিতর পোকা হওয়ার সম্ভাবনা হয় তা পরিস্কার ছাড়া খাওয়া মাকরূহ। (আউনুল মাবুদ, খন্ড-১০ম, পৃ-২৪৬) বিক্রেতা খেজুরকে উজ্জল করার জন্য বেশীরভাগ সময় সরিষার তেল লাগায়। সুতরাং উত্তম হচ্ছে খেজুরকে কয়েক মিনিট পানিয়ে চুবিয়ে রাখা। যাতে মাছির আবর্জনা ও ধুলি-বালি আলাদা হয়ে যায়। গাছ-পাকা খেজুর বেশী উপকারী।

২৫. মদীনা মুনাওয়ারার খেজুরের বিচি এদিক-সেদিক ফেলবেন না। কোন আদব সম্পন্ন জায়গায় অথবা সমুদ্রে ফেলবেন কিংবা বপন করে দেবেন। অথবা যাঁতাকল দিয়ে ছোট ছোট টুকরো করে ডিব্বায় ভরে রেখে দেবেন এবং সুপারীর স্থলে ব্যবহার করে সেগুলোর বরকত লুফে নিবেন। ‘মদীনা মুনাওয়ারা ’ হয়ে আসা যে কোন জিনিস চাই তা দুনিয়ার যে কোন ভূখন্ডের হোক না কেন, মদীনা পাকের আকাশের নিচে প্রবেশ করতেই সেটা মদীনার হয়ে যায়। সুতরাং আশেকগণ সেটার প্রতি আদব করেন।

ইফতারের সময় দু‘আ কবুল হয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রোযাদার কতোই সৌভাগ্যবান হয় যে, সে সব সময় আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করতে থাকে। এমনকি যখন ইফতারের সময় আসে তখন সে যে কোন দু‘আই করুক, আল্লাহ তাআলা তাঁর অনুগ্রহ ও বদান্যতায় তা কবুল করে নেন। যেমন সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস رضی اللہ تعالیٰ عنہما থেকে বর্ণিত, রহমাতুল্লিল আলামীন, সায়্যিদুল মুরসালীন

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হৃদয়গ্রাহী বাণী,

اِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهٖ لَدَعْوَةً مَّا تُرَدُّ

অর্থ ঃ নিশ্চয় রোযাদারের জন্য ইফতারের সময় এমন একটি দু'আ থাকে, যা ফিরিয়ে দেয়া হয় না (আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, খন্ড-২, পৃ-৫৩, হাদীস নং -২৯)

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, তাজেদারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান বাণী, "তিন ব্যক্তির দুআ ফিরিয়ে দেয়া হয় না ঃ- ১. রোযাদারের, (ইফতারের সময়), ২. ন্যায় বিচারক বাদশাহের এবং ৩. মযলুমের। এ তিন জনের দু'আ আল্লাহ তাআলা মেঘ থেকে ও অনেক উচুঁ তুলে নেন এবং আসমানের দরজা তার জন্য খুলে দেয়া হয় এবং আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, "আমি আমার সম্মানের শপথ করছি! আমি অবশ্যই তোমার সাহায্য করবো, যদিও কিছু দেরিতে হয়।"

(সুনানে ইবনে মাজাহ, খন্ড-২য়, পৃ-৩৪৯, হাদীস নং-১৭৫২)

আমরা পানাহারে লিপ্ত থেকে যাই

প্রিয় রোযাদার! আপনাকে ধন্যবাদ! আপনার জন্য এ সুসংবাদ রয়েছে যে, ইফতারের সময় যে দু'আই করেন কবুল হবার মর্যাদা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। কিন্তু আফসোস! আজকাল আমাদের অবস্থা কিছুটা এমনই আশ্চর্যজনক হয়ে গেছে যে, দোয়ার সময় দোয়া করবেন না। ইফতারের সময় আমাদের 'নফস' বড়ই পরীক্ষায় পড়ে যায়। কেননা, সাধারণতঃ ইফতারের সময় আমাদের সামনে নানা প্রকার ফলমূল, কাবাব, সামুসা, পেয়াজু-বুট ইত্যাদির সাথে সাথে, গরমের মৌসুম হলে তো ঠান্ডা ঠান্ডা শরবতের গ্লাস মওজুদ থাকে। ক্ষুধা-পিপাসার তীব্রতার কারণে আমরা ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত তো হয়ে থাকি। ব্যাস! সূর্য অস্ত যেতেই খাদ্য ও শরবতের উপর এমনিভাবে ঝাপিয়ে পড়ি যে, দু'আর কথাও মনে থাকে না; দু'আ দু'আই থেকে যায়।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

আমাদের অগণিত ইসলামী ভাই ইফতারের সময় পানাহারে এতো বেশি মগ্ন হয়ে যায় যে, তাঁরা মাগরিবের নামাযও পুরোপুরি পান না; বরং আল্লাহ থেকে পানাহ! কেউ কেউ তো এতো বেশি অলসতা করে যে, ঘরে ইফতার করে সেখানেই জামা'আত ছাড়া নামায পড়ে নেয়। তওবা! তওবা!! ওহে জান্নাত প্রার্থীরা! এতটুকু অলসতা করবেন না! জামাআত সহকারে নামায পড়ার কঠিন তাকীদ এসেছে শরীয়তে। আর সর্বদা মনে রাখবেন! কোন শরীয়তসম্মত বাধ্যবাধকতা ছাড়া মসজিদে নামাযের জামা'আত ছেড়ে দেয়া গুনাহ্।

ইফতারের সতর্কতা সমুহ

উত্তম হচ্ছে এই যে, ১টি বা অর্ধেক খেজুর দ্বারা ইফতার করে দ্রুত মুখ পরিস্কার করে নিবেন এবং জামাআতে শরীক হবেন। আজকাল মানুষ মসজিদে ফলমুল খেয়ে মুখ ভালভাবে পরিস্কার না করে দ্রুত জামাআতে শরীক হয়ে যায়। অথচ খাবারের সামান্য অংশ কিংবা স্বাদ মুখে না থাকা চাই। যেহেতু হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী, "কিরামান কাতেবীনের (তথা আমল লিপিবদ্ধকারী দুজন সম্মানিত ফিরিস্তা) নিকট এর চেয়ে কোন কঠিন কিছু নেই যে তারা যার নিকট নির্দিষ্ট থাকে তিনি এমন অবস্থায় নামায পড়তে দেখেন যে, তার দাঁতের ভিতর কিছু (খাদ্য দ্রব্য) থেকে যায়।"

(তাবরানী কবীর, খন্ড-৪র্থ, পৃ-১৭৭, হাদীস নং-৪০৬১)

আমার আকা আলা হযরত رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন, অনেক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে যে, বান্দা যখন নামাযে দাঁড়ায় ফিরিস্তা, তার মুখের সাথে নিজের মুখ রাখে, বান্দা যা পড়ে তা তার মুখ থেকে ফিরিস্তার মুখে প্রবেশ করে, সে সময় যদি কোন খাদ্য দ্রব্য তার মুখে থাকে তাহলে তাতে ফিরিস্তার এত কষ্ট হয় যে, যা অন্য কোন কিছুতে এত কষ্ট হয় না।

হুজুরে আকরাম নূরে মুজাস্সাম, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, "যখন তোমাদের মধ্যে কেউ রাতে নামাযের জন্য দাঁড়ায় তাহলে সে যেন মিসওয়াক করে নেয়। কেননা সে যখন নিজ নামাযে কিরাত পড়ে তখন

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

ফিরিস্তা তার মুখ ঐ বান্দার মুখের সাথে রাখে এবং যা ঐ বান্দার মুখ থেকে বের হয় তা ঐ ফিরিস্তার মুখে প্রবেশ করে।" (কানযুল উম্মাল, খন্ড-৯ম, পৃ-৩১৯)

এবং ইমাম তাবরানী কবীরের মধ্যে হযরত আবু আইয়ুব আনসারী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ থেকে বর্ণনা করেন দুই ফিরিস্তার নিকট এর চেয়ে বেশি কঠিন কোন বস্তু নাই যে তারা নিজ সাথীকে নামায পড়তে দেখে, যে অবস্থায় তার দাঁতের ভিতর খাদ্যের অংশ থাকে।" (ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যাহ, খন্ড-১ম, পৃ-৬২৪, ৬২৫)

মসজিদে ইফতারকারীদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুখ পরিস্কার করতে কষ্টকর হয় যে, ভালভাবে পরিস্কার করতে গেলে জামাআত শেষ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এজন্য পরামর্শ রইলো যে শুধুমাত্র এক বা অর্ধেক খেজুর খেয়ে পানি পান করে নিন। পানি মুখের ভিতর ভালভাবে ঘুরিয়ে কুলি করে নিবেন। যাতে খেজুরের মিষ্টি স্বাদ ও অংশ দাঁত থেকে ছুটে পানির সাথে পেটের ভিতর চলে যায়। প্রয়োজন হলে দাঁতে খিলালও করে নিবেন। যদি মুখ পরিস্কার করার সুযোগ না থাকে তখন সহজ ব্যবস্থা হল শুধু পানি দিয়ে ইফতার করে নিন। ঐ সমস্ত রোযাদার আমার নিকট খুব প্রিয়, যারা রকমারী ইফতারীর থালা ফেলে সূর্য ডোবার পূর্বে মসজিদের প্রথম কাতারে খেজুর পানি নিয়ে বসে যায়। এভাবে ইফতার দ্রুত শেষ হয়। মুখ পরিস্কার করাও সহজ এবং প্রথম কাতারে প্রথম তাকবীরের সাথে জামাআতের সাথে নামায আদায় করাও নছীব হয়।

ইফতারের দু'আ

এক-আধটা খেজুর ইত্যাদি দিয়ে রোযার ইফতার করে নিন! তারপর দু'আ অবশ্যই করে নেবেন। কমপক্ষে এক/দুইটি দু'আ মাসূরা পড়ে নিন। তাজেদারে মদীনা, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বিভিন্ন সময় যেসব পৃথক পৃথক দু'আ করেছেন, তন্মধ্যে কমপক্ষে একটা দু'আ তো মুখস্থ করে নেয়া চাই। আর সেটা পড়ে নেয়া চাই। ইফতারের পরবর্তী একটা প্রসিদ্ধ দু'আ (পূর্ববর্তী পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে অন্য একটা বর্ণনা দেখুন!

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

যেমন আবূ দাউদ শরীফের বর্ণনায় এসেছে, সরকারে নামদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইফতারের সময় এ দু'আ পড়তেন ঃ-

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ

"হে আল্লাহ! তোমারই জন্য আমি রোযা রাখলাম এবং তোমারই প্রদত্ত রিযকের উপর ইফতার করলাম।" (সুনানে আবু দাউদ, খন্ড-২য়, পৃ-৪৪৭, হাদীস নং-২৩৫৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উপরোল্লেখিত বরকতময় হাদীসে ইরশাদ হয়েছে যে, ইফতারের সময় দু'আ প্রত্যাখ্যাত হয় না। কোন কোন সময় দু'আ কবূল হওয়াও তা প্রকাশ পাবার উপর প্রভাব ফেলে। এ ভিত্তিতে আমাদের ইসলামী ভাইদের মনে একথা আসে যে, দু'আ শেষ পর্যন্ত কবুল হয় না কেন? হাদীসে মুবারকে তো দু'আ কবুল হবার সুসংবাদ এসেছে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রকাশ্যতঃ বিলম্বের কারণে ভয় করবেন না। মহামহিম আল্লাহর কল্যাণের রহস্য আমরা বুঝতে পারি না। দেখুন! হযরত মুসা عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর দু'আর ৪০ বছর পর ফিরআউন নিমজ্জিত হয়। হযরত সায়্যিদুনা ইয়াকুব عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام আপন পরম স্নেহের পুত্র সায়্যিদুনা ইউসুফ عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে হারানোর কারণে অস্থির হয়ে দু'আ করতে থাকেন। এমনকি কাঁদতে কাঁদতে চোখের জ্যোতি পর্যন্ত চলে গিয়েছিলো। দীর্ঘ আশি বছর পর হযরত সায়্যিদুনা ইউসুফ عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর সাথে সাক্ষাত হয়েছিলো।

সায়্যিদী আলা হযরত رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সম্মানিত পিতা ইসলামী দর্শন শাস্ত্রের ইমাম সায়্যিদুনা নকী আলী খান رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ 'আহসানুল বিআ লি আদাবিদ্দুআ' নামক কিতাবের ৭ম পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন ঃ

দু'আর তিনটি উপকারিতা

তাজেদারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, বান্দার দু'আর তিনটা অবস্থার যে কোন একটা অবশ্যই হয় ঃ ১. তার গুনাহ ক্ষমা

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

করা হয়, ২. তার উপকার করে এবং ৩. তার জন্য আখিরাতে কল্যাণ সঞ্চয় করা হয়। সুতরাং বান্দা যখন আখিরাতে তার দু'আ গুলোর সাওয়াব দেখবে, যেগুলো দুনিয়ায় প্রতিদান পেয়েছিল, তখন এ কামনাই করবে, 'আহা! দুনিয়ায় যদি আমার কোন দু'আরই প্রতিদান দেয়া না হতো, আর সবই এখানকার (অর্থাৎ আখিরাতের) জন্য থেকে যেতো!" (আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, খন্ড-২য়, পৃ-৩১৫)

দু'আর মধ্যে পাঁচটা সৌভাগ্য

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! দু'আ বিনষ্ট তো হয়ই না। দুনিয়ায় সেটার প্রকাশ যদি নাও পায়, তবুও আখিরাতে সাওয়াব ও প্রতিদান তো পাওয়া যাবেই। সুতরাং দু'আর মধ্যে অলসতা করা উচিত নয়।

পাঁচটি মাদানী ফুল

১. প্রথম উপকার হচ্ছে-আল্লাহর নির্দেশ পালন করা হয়। তাঁর নির্দেশ হচ্ছে, "আমার নিকট দু'আ প্রার্থনা করতেই থাকো। যেমন, কুরআন পাকে ইরশাদ হয়েছে,

اُدْعُوْنِيْۤ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ط

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ
"আমার নিকট চাও! আমি কবুল করবো। (পারা-২৪, মুমিন, আয়াত-৬০)

২. দু'আ প্রার্থনা করা সুন্নত। কারণ, আমাদের প্রিয় আকা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বেশির ভাগ সময় দু'আ করতেন। তাই দু'আ করার মধ্যে 'সুন্নাতকে জীবিত করার সৌভাগ্যও লাভ হবে।

৩. দু'আ করার মধ্যে রসূল পাক হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্যও পাওয়া যায়। কারণ, হুযুর হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন গোলামদেরকে দু'আ করার তাকীদ দিতে থাকেন।

৪. দু'আ-প্রার্থনা ইবাদতপরায়ণ লোকদের দলভুক্ত হয়ে যায়। কারণ, দু'আ নিজেই একটি ইবাদত বরং ইবাদতের মগজই। যেমন, আমাদের প্রিয় আকা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান বাণী ঃ

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ

অর্থ ঃ দু'আ হচ্ছে ইবাদতের মগজ। (তিরমিযী শরীফ, খন্ড-৫ম, পৃ-২৪৩, হাদীস নং-৩৩৮২)

৫. দু'আ প্রার্থনা করলে হয়তো তার গুনাহ্ ক্ষমা হয়, কিংবা দুনিয়াতেই তার সমস্যাদির সমাধান তারপর ওই দু'আ তার জন্য আখিরাতে ভান্ডার হয়ে যায়।

জানিনা কোন গুনাহ্ হয়ে গেলো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! দু'আ-প্রার্থনা করার মধ্যে আল্লাহ রব্বুল ইয্যাত এবং তার প্রিয় হাবীব, নবূয়তের চান্দ হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্যও রয়েছে, দু'আ-প্রার্থনা করা সুন্নতও। দু'আ প্রার্থনা করলে ইবাদতের সাওয়াবও পাওয়া যায়। তাছাড়া, দুনিয়া ও আখিরাতের বহু উপকারও অর্জিত হয়। কোন কোন লোককে দেখা গেছে যে, তারা দু'আ কবুল হবার জন্য খুব তাড়াহুড়া করে; বরং আল্লাহর পানাহ! একথা বলে যে, 'আমরা তো এত দীর্ঘদিন যাবৎ দু'আ করে আসছি, বুযুর্গদের দ্বারাও দু'আ করালাম, কোন পীর ফকীর বাদ নিলাম না? এসব ওযীফাও পড়ি, ওইসব দৈনন্দিন ওযীফাদি পড়ি, অমুক অমুক মাযারেও গেলাম, কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমার চাহিদা পূরণই করেন না।' বরং কেউ কেউ একথাও বলে বেড়াতে শুনা যায়, "জানিনা এমন কোন্ গুনাহ্ হয়ে গেলো, যার শাস্তি পাওয়া যাচ্ছে?"

নামায না পড়া যেনো কোন ভুলই নয়

এ ধরণের অদ্ভুদ কথা বার্তা যারা বলে তাদেরকে যদি বলেন, "ভাই! আপনি সম্ভবতঃ নামায পড়েন?" তখন জবাব পাওয়া যায়, "জী, না।" আপনি শুনলেন তো! মুখে তো অনায়াসে বের হয়ে যাচ্ছে, "আমার দ্বারা এমন কোন গুনাহ সম্পন্ন হয়েছে, যার শাস্তি আমি পাচ্ছি?" আর নামাযের ক্ষেত্রে তার অলসতা তো তার নজরেই পড়ছে না। আল্লাহর পানাহ! নামায না পড়া যেনো তার দৃষ্টিতে কোন গুনাহই না। আরে! নিজের ছোট্ট দেহটিরপ্রতি যদি সামান্য দৃষ্টিই দিতো! দেখুন না! মাথার চুল ইংরেজী, খৃষ্টানদের মতো, মাথাও খোলা, লেবাসও ইংরেজী, চেহারা হুযুর মুস্তফা হযরত

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।”

মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শত্রু তথা অগ্নিপূজারীদের মতো; অর্থাৎ তাজদারে রিসালাত, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান সুন্নত দাড়ি মুবারক চেহারায় নেই।

জীবন যাপনের রীতিনীতি ইসলামের শত্রুদের মতোই। নামায পর্যন্ত পড়ে না; অথচ নামায না পড়া জঘন্য গুনাহ্। দাড়ি মুন্ডানো হারাম। তদুপরি, দিনভর মিথ্যা, গীবত, চোগলখোরী, ওয়াদা খেলাফী, মন্দ ধারণা, কুদৃষ্টি, পিতামাতার নাফরমানী, গালি-গালাজ, ফিল্ম-ড্রামা, গান-বাদ্য ইত্যাদি, জানিনা আরো কতো ধরণের গুনাহ করা হচ্ছে! কিন্তু এসব গুনাহ্ সাহেবের নজরেই পড়ছে না। এতো বেশি গুনাহ্ করা সত্ত্বেও শয়তান উদাসীন করে ছাড়ে। মুখে এসব অভিযোগপূর্ণ কথা উচ্চারিত হয়।

যেই বন্ধুর কথা আমরা মানি না, তিনি কি আমাদের কথা শুনবেন?

একটু চিন্তা করুন না! আপনার কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু আপনাকে কোন কাজের জন্য কয়েকবার বললো; কিন্তু আপনি তার কাজটি করে দিলেন না। আর যদি আপনার কোন কাজ ওই বন্ধুর মাধ্যমে করাতে হয়, তাহলে একথা সুস্পষ্ট যে, আপনি প্রথমেই চিন্তা করবেন যে, ‘আমি তো তার কাজ একটাও করিনি, এখন সে আমার কাজটি কেন করবে?’ যদি আপনি সাহস করে অনুরোধ করতে পারবেন। আর সে বাস্তবিকই আপনার কাজ করেনি, তবুও আপনি অভিযোগ করতে পারবেন না। কারণ, আপনিও তো আপনার বন্ধুর কোন কাজ করেন নি।

এখন ঠান্ডা মাথায় ও স্থিরভাবে চিন্তা করুন! আল্লাহ্ তাআলা কতো কাজ করতে বলেছেন! কতো বিধান জারী করেছেন! কিন্তু আপনি নিজে তাঁর কোন্ কোন্ বিধান পালন করছেন? চিন্তা করলে বুঝা যাবে তাঁর কতো বিধান পালনে কতো ত্রুটি হয়েছে! আশাকরি, এ কথা বুঝে এসে গেছে যে, নিজে তো আপন মহামহিম প্রতিপালকের নির্দেশাবলী পালন করবেন না, আর তিনি যদি কোন কথা (অর্থাৎ দু‘আ) এর প্রভাব প্রকাশ না করেন, তখন অভিযোগ নিয়ে বসে যান! দেখুন না! আপনি যদি আপনার কোন অন্তরঙ্গ বন্ধুর কোন কথা বারংবার প্রত্যাখ্যান করেন,

তাহলে হতে পারে যে, তিনি আপনার বন্ধুত্বেরই ইতি টানবে; কিন্তু আল্লাহ তাআলা বান্দাদের উপর কি পরিমাণ দয়াবান! লাখো বার তাঁর মহান নির্দেশের অমান্য করছে, তবুও তিনি আপন বান্দাদের তালিকা থেকে বাদ দেন না। তিনি দয়া ও করুণা করেই থাকেন।

একটু চিন্তা করুন! যে সব বান্দা উপকারের কথা ভুলে গিয়ে অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করছে, যদি তিনিও শাস্তি স্বরূপ নিজের উপকারাদি তাদের দিক থেকে বন্ধ করে দেন, তাহলে তাদের কি পরিণতি হবে? নিশ্চয় তাঁর দান ছাড়া এক কদমও উঠানো সম্ভব না। আরে! তিনি যদি আপন মহান নে'মত বাতাসকে, যা একেবারে বিনামূল্যে দান করছেন, যদি কয়েকটা মিনিটের জন্য বন্ধ করে রাখেন, তখন তো লাশের স্তুপ পড়ে যাবে!!!

যে ব্যক্তি তাড়াতাড়ি পেতে চায় তার দু'আ কবুল হয় না

(দু'আর নিয়মাবলীর মধ্যে এটাও রয়েছে যে) দু'আ কবুল হবার ক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি চাইবে না। হাদীস শরীফে রয়েছে-আল্লাহ তা'আলা তিনজনের দু'আ কবুল করেন না ঃ ১. যে ব্যক্তি গুনাহের দু'আ করে। ২. যে ব্যক্তি এমন কিছু চায়, যা দ্বারা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হয় এবং ৩. যে ব্যক্তি কবুল হওয়ার ক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি চায়। যেমন বলে 'আমি দু'আ করছি, কিন্তু কবুল হচ্ছে না।'

(আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, খন্ড-২য়, পৃ-৩১৪, হাদীস নং-০৯)

এ হাদীসে পাকে বলা হয়েছে যে, না জায়িয কাজের দু'আ না করা চাই। কারণ, তা কবুল হয় না। তাছাড়া, কোন নিকটাত্মীয়ের হক বিনষ্ট হচ্ছে এমন কিছুর জন্যও প্রার্থনা না করা চাই, আর দু'আ কবূল হওয়ারও তাড়াতাড়ি করা উচিত নয়। অন্যথায় দু'আ কবূল করা হবে না।

'আহসানুল বিআ লিআদাবিদদুআয়' এর উপর আলা হযরত মওলানা শাহ আহমদ রেযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হাশিয়া পার্শ্ব ও পাদটীকায় লিখেছেন। এক জায়গায় দু'আ কবূল হবার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়াকারীদেরকে তিনি নিজের বিশেষ ও অতীব জ্ঞানগত ভঙ্গিতে বুঝিয়েছেন। যেমন আমার আকা আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন,

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।”

অফিসারদের নিকট তো বারংবার গিয়ে ধাক্কা খাও, কিন্তু......

‘সগানে দুনিয়া* (অর্থাৎ পার্থিব অফিসারদের করুণা) প্রার্থীদেরকে অর্থাৎ তাদের নিকট থেকে সার্থোদ্বারে ইচ্ছুকগণ একে একে তিন তিন বছর পর্যন্ত আশাবাদী হয়ে অতিবাহিত করে থাকে। সকাল-সন্ধ্যা তাদের কাছে ছুটাছুটি করে। আর তারা (অফিসারগণ) ফিরে তাকাইনা কথাও বলতে দেয়না বরং তিরস্কার করে, বিরক্ত হয়, নাক-ভ্রু কুচকায়, তবুও হতাশ হয় না, নিজ পকেটের টাকা খরচ করে, নিজ ঘর থেকে খাবার খায়ে, পরিশ্রমও নিষ্ফল হয় ও তদসংক্রান্ত সব কষ্ট মাথা পেতে নেয়। এভাবে সেখানে অফিসারদের নিকট ধাক্কা খেতে খেতে) বছরের পর বছর অতিবাহিত করে অথচ এখনো যেনো প্রথম দিনই! কিন্তু এরা (পার্থিব অফিসারদের নিকট ধাক্কা খোরগণ) না হতাশ হয়, না অফিসারদের পিছন ছাড়ে। আর ‘আহকামূল হাকিমীন’ (শাসকদের শাসক), আকরামুল আকরামীন (সর্বাপেক্ষা বেশি সম্মানের মালিক) থেকে দূরে সরে যায়।

কেউ কেউ তো এমনভাবে সীমা অতিক্রম করে ফেলে (অর্থাৎ আয়ত্বের বাইরে চলে যায়) যে, আমল ও দু‘আ সমূহের প্রভাবের প্রতি অবিশ্বাসী, বরং আল্লাহ তাআলার বদান্যতায় প্রতিশ্রুতির প্রতি নির্ভরহীনতা, আল্লাহর পানাহ! এমন লোকদেরকে বলা যায়, “ওহে নির্লজ্জ লোকেরা! নিজের বগলের ঘ্রাণ নাও! যদি তোমাদের সম মর্যাদাবান কোন বন্ধু তোমাকে হাজারো বার কোন কাজের জন্য বলে, আর তুমি তার একটা কাজও করলে না, তাহলে তুমি নিজের কাজ করতে তাকে বলতে চাও তবে প্রথমে তো তুমি লজ্জাবোধ করবে, (আর চিন্তা করবে যে,)

....

(*) ‘সাগান’ শব্দটি ‘সাগ’ এর বহুবছন। ‘সাগ’ ফার্সিতে কুকুরকে বলে। যেহেতু আল্লাহ ওয়ালাগণ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تعالىٰ ক্ষমতাসীনদের নিকট থেকে দূরে থাকেন, কেননা, এ স্তরের লোকেরা সাধারণতঃ যুলুম-অত্যাচার ও গর্ব-অহংকার থেকে বাঁচতে পারে না। ক্ষমতার নেশায় জানিনা এসব শাসক নিজেদেরকে কি মনে করে বসে? সেহেতু আলা হযরত رَحْمَةُ اللّٰه تَعَالٰى عَلَيهِ তাদেরকে ‘সাগানে দুনিয়া’ (দুনিয়ার কুকুর) বলে সম্বোধন করেছেন।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে অন্যায় করল।”

‘আমিতো তার কোন কথাই রাখিনি, এখন কোন মুখে তাকে আমার কাজের জন্য বলবো?’ আর যদি কোন বড় উদ্দেশ্যই থাকে, তাকে বলেও ফেলো, আর সে যদি তোমার কাজ না করে, তবে তুমি সেটাকে মোটেই অভিযোগের বিষয় বলে মনে করবে না।’ কারণ তো নিজেই বুঝতে পারছো যে, আমি (তার কাজ) কবে করেছিলাম, যার ভিত্তিতে সে আমার কাজও করে দিতো।

এখন যাচাই করো! তোমরা নিঃশর্ত মালিক এর কতগুলো বিধান পালন করছো? তাঁর নির্দেশ পালন না করা আর নিজের দরখাস্তের যে কোন অবস্থাতেই মঞ্জুরী চাওয়া কতোই নির্লজ্জতা!!!

ওহে নির্বোধ! তারপর পার্থক্য দেখ! নিজের মাথা থেকে পা পর্যন্ত গভীরভাবে দৃষ্টি কর। একেকটি রন্দ্রে কতো হাজার কতো লক্ষ বরং অগণিত নে’মত রয়েছে? তুমি ঘুমিয়ে থাক, আর তাঁর নিষ্পাপ বান্দাগণ (ফিরিশতারা) তোমাকে রক্ষার জন্য পাহারা দিচ্ছেন! তুমি গুনাহ করছ! আর (এতদসত্ত্বেও) মাথা থেকে পা পর্যন্ত সুস্থতা ও আরাম! বালা-মুসিবত থেকে নিরাপত্তা, আহারের হজম, দেহের অতিরিক্ত জিনিষের (অর্থাৎ শরীরের ভিতরকার আবর্জনা) অপসারণ, রক্ত সঞ্চালন, অঙ্গ প্রত্যঙ্গে শক্তি, চোখে জ্যোতি, হিসাববিহীন দয়া, প্রার্থনা ছাড়াই তোমার উপর নেমে আসছে। তারপরও যদি তোমার কোন ইচ্ছা পূরণ না হয়, তবে কোন মুখে অভিযোগ করছ? তুমি কি জান? তোমার মঙ্গল কিসের মধ্যে? তুমি কি জান? কেমন কঠিন বিপদ আসার ছিলো? কিন্তু ওই (তোমার দৃষ্টিতে কবুল হয়নি এমন) দুআ কেন দূরীভূত করেছে? তুমি কি জান? ওই দু‘আর পরিবর্তে তোমার জন্য কেমন সাওয়াব জমা হচ্ছে? তাঁর প্রতিশ্রুতি সত্য।

আর কবুল হবার এ তিনটি ধরণ রয়েছে, যে গুলোর মধ্যে প্রতিটির পরবর্তী সেটার পূর্ববর্তী অপেক্ষা উত্তম। হ্যাঁ! বিশ্বাস না হলে নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ! তুমি মরেছিলে! অভিশপ্ত শয়তান তোমাকে তার মতো করে নিয়েছে। আল্লাহরই পানাহ্! তাঁরই পবিত্রতা এবং তিনি মহান।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে অন্যায় করল।"

ওহে অধম মাটি! ওহে নাপাক পানি! নিজের মুখটি দেখ! আরও মহা মর্যাদায় গভীরভাবে চিন্তা কর! তিনি তাঁর দরবারে হাযির হবার, আপন পাক ও মহান নাম নেয়ার, তাঁর দিকে মুখ করার এবং তাঁকে ডাকার জন্য তোমাকে অনুমতি দিচ্ছেন! লাখো ইচ্ছা এ মহা অনুগ্রহের উপর কুরবান (উৎসর্গ)

ওহে ধৈর্যহীন! একটু ভিক্ষা চাওয়া শিখে নাও! এ উচ্চ-মর্যাদাশীল আস্তানার মাটির উপর লুটিয়ে পড়! আর জড়িয়ে থাক! এক নজরে তাকিয়ে থাক! হয়তো এক্ষুণি দিচ্ছেন! বরং আহ্বান করার ও তাঁর দরবারে মুনাজাত করার তৃপ্তিতে

এমনিভাবে ডুবে যাও যেনো ইচ্ছা-আকাঙ্খা কিছু স্মরণ না থাকে! নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস কর! এ দরজা থেকে কখনো বঞ্চিত হয়ে ফিরবে না! যে ব্যক্তি দাতার দরজার কড়া নাড়া দেয়, সেটা খুলে যায়। আর শক্তি-সামর্থ্য মহামহিম আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে।

দু'আ কবুলে বিলম্ব হওয়া তো দয়াই

হযরত সায়্যিদুনা মওলানা নকী আলী খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, "ওহে প্রিয়! তোমার প্রতিপালক বলেন,

اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ আমি দু'আ কবুল করি আহ্বানকারীর যখন সে আমাকে আহ্বান করে। (সূরা-বাকারা, আয়াত-১৮৬, পারা-২)

فَلَنِعْمَ الْمُجِيْبُوْنَ ۝٧٥

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ আমি কতোই উত্তম কবুলকারী। (সূরা-ছফ্‌ফাত, আয়াত-৭৫, পারা-২৩)

اُدْعُوْنِىْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ؕ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ আমার নিকট দু'আ প্রার্থনা করো! আমি কবুল করবো! (পারা-২৪, সূরা মু'মিন, আয়াত-৬০)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়ে নিজেদের মজলিশ সমূহকে সজ্জিত করো, যেহেতু তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ করাটা কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য নূর হবে।"

তাই নিশ্চিতভাবে বুঝে নাও যে, তিনি তোমাকে তাঁর দরজা থেকে বঞ্চিত করবেন না এবং আপন প্রতিশ্রুতি পূরণ করবেন। তিনি আপন হাবীব صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করেন,

وَ اَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴿١٠﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ এবং ভিক্ষুককে তিরস্কার করো না।

(পারা-৩০, সূরা-ওয়াদ্ দোহা, আয়াত-১০)

সুতরাং আল্লাহ তাআলা কীভাবে তোমাকে আপন বদান্যতার দস্তরখানা থেকে দূরে সরিয়ে দেবেন? বরং তিনি তোমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখেন। কারণ, তোমার দুআ কবুল করার বেলায় বিলম্ব করেন। আল্লাহ তাআলার জন্য সমস্ত প্রশংসা-সর্বাবস্থায়। (আহসানুল বিআ, পৃ-৩৩)

"ইরকুন্নিছা" নামক পায়ের ব্যথা সেরে গেল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ কুরআন ও সুন্নত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী ক্বাফিলার আশিকানে রসূলদের সাথে সুন্নতে পরিপূর্ণ সফর করে সেখানে দু'আকারীদের সমস্যাদীর সমাধানের অনেক ঘটনা শুনতে পাওয়া যায়। এক ইসলামী ভাই এর বয়ান নিজস্ব ভাষায় বলার সৌভাগ্য অর্জন করছি।

আমাদের মাদানী কাফিলা টিট্টা শহরে অবস্থান করছিল। সফরকারী ইসলামী ভাইদের মধ্যে একজন 'ইরকুন্নিছা' নামক পায়ের প্রচন্ড ব্যথায় ভোগ ছিল। বেচারা ব্যথার যন্ত্রণায় অসহ্য হয়ে ছটফট করত। একবার ব্যথার যন্ত্রণায় সারারাত ঘুমাতে পারলনা। মাদানী কাফিলার শেষ দিন আমীরে কাফিলা বললেন, আসুন আমরা সবাই তার জন্য দু'আ করি। অতএব দু'আ শুরু হল। ঐ ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ দু'আ করা অবস্থায় ব্যথা কমতে শুরু করল। কিছুক্ষণের মধ্যে 'ইরকুন্নিছা' নামক ব্যথা সম্পূর্ণভাবে চলে গেল। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ সেই কাফিলার পর থেকে আজকের বর্ণনা পর্যন্ত অনেক দিন অতিবাহিত হয়েছে কিন্তু আমি আর ২য় বার ইরকুন্নিছা নামক ব্যথার ভোগান্তির শিকার হইনি।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ এই ঘটনা বর্ণনার সময় আমার এলাকায়ী মাদানী কাফিলা যিম্মাদার হিসাবে মাদানী কাফিলার খিদমত করার সুযোগ মিলেছে।

گرہو عِرقُ النسا' یا عارِضہ کوئی سا پاؤگے صِحّتیں' قافلے میں چلو

دُور بیماریاں' اور پریشانیاں ہوں گی بس چل پڑیں' قافلے میں چلو

গরহু ইরকুন নিছা ইয়া আরেযী কোয়ী ছা
পাও গিয়ে সিহ্যাতি কাফিলে মে চলো।
দূর বিমারিয়া, আওর পেরিশানিয়া,
হোগী বস ছল পড়ি কাফিলে মে ছলো।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেনতো! মাদানী কাফিলার বরকতে ইরকুন্নিছার মত কষ্টদায়ক রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া গেল। ইরকুন্নিছার পরিচয় হল এই রোগে গরুর হাটু থেকে পায়ের টাখনু পর্যন্ত মারাত্মক ব্যথা অনুভব হয়। তা এক বছরের কমে আরোগ্য হয় না।

'ইরকুন্নিছার ২টি রূহানী চিকিৎসা'

(১) ব্যথার স্থানের উপর হাত রেখে শুরুতে ও শেষে দুরূদ শরীফ পড়ে সূরা ফাতিহা ১ বার ও ৭ বার নিম্নোক্ত দুআটি পড়ে ফুঁক দিবেন।

اَللّٰھُمَّ اذْھِبْ عَنِّیْ سُوْءَ مَا اَجِدُ

হে আল্লাহ! আমার থেকে রোগটি দূর করে দিন। যদি অন্য কেউ ফুঁক দেয় তবে عَنِّیْ এর স্থলে عَنْہُ বলবে। (সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত)

(২) یَامُحْیِیُ সাতবার পড়ে গ্যাস হোক বা পেটে পিঠে কষ্ট হোক, কিংবা কোন অঙ্গ নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে তবে এর উপর ফুঁক মেরে দিন। اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ ফলপ্রসু হবে। (চিকিৎসার সময়কালঃ ভাল হওয়া পর্যন্ত)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

রোযা ভঙ্গকারী ১৪ টি কারণ

১. পানাহার ও স্ত্রী সহবাস করলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায়; যদি রোযাদার হবার কথা স্মরণ থাকে। (রদ্দুল মুহতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৬৫)

২. হুক্কা, সিগারেট, চুরুট ইত্যাদি পান করলেও রোযা ভেঙ্গে যায়, যদিও নিজের ধারণায় কণ্ঠনালী পর্যন্ত ধোঁয়া পৌছেনি। (বাহারে শরীআত, খন্ড-৫ম, পৃ-১১৭)

৩. পান কিংবা নিছক তামাক খেলেও রোযা ভেঙ্গে যায়। যদিও আপনি সেটার পিক বারংবার ফেলে দিয়ে থাকেন। কারণ, কণ্ঠনালীতে সেগুলোর হালকা অংশ অবশ্যই পৌছে থাকে। (প্রাগুক্ত)

৪. চিনি ইত্যাদি, এমন জিনিষ, যা মুখে রাখলে গলে যায়, মুখে রাখলো আর থুথু গিলে ফেললো এমতাবস্থায় রোযা ভেঙ্গে গেল। (প্রাগুক্ত)

৫. দাঁতগুলোর মধ্যভাগে কোন জিনিষ ছোলা বুটের সমান কিংবা তদপেক্ষা বেশি ছিল। তা খেয়ে ফেললো। কিংবা কম ছিলো; কিন্তু মুখ থেকে বের করে পুনরায় খেয়ে ফেললো। এমতাবস্থায় রোযা ভেঙ্গে যাবে।(দুররে মুখতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৯৪)

৬. দাঁত থেকে রক্ত বের হয়ে তা কণ্ঠনালীর নিচে নেমে গেলো। আর রক্ত থুথু অপেক্ষা বেশি কিংবা সমান অথবা কম ছিলো, কিন্তু সেটার স্বাদ কণ্ঠে অনুভুত হলো। এমতাবস্থায় রোযা ভেঙ্গে যাবে এবং যদি কম ছিলো আর স্বাদও কণ্ঠে অনুভুত হয়নি, তাহলে এমতাবস্থায় রোযা ভাঙ্গবে না।

(দুররে মুখতার, রদ্দুল মুখতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৬৮)

৭. রোযার কথা স্মরণ থাকা সত্ত্বেও 'ঢুস' (*) নিলো, কিংবা নাকের ছিদ্র দিয়ে ঔষধ প্রবেশ করালো, তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। (আলমগীরী, খন্ড-১ম, পৃ-২০৪)

৮. কুল্লী করছিলো। অনিচ্ছা সত্ত্বেও পানি কণ্ঠনালী বেয়ে নিচে নেমে গেলো। কিংবা নাকে পানি দিলো; কিন্তু তা মগজে পৌঁছে গেলো। তাহলে রোযা ভেঙ্গে

....

(*) অর্থাৎ কোন ঔষধের ফিতা কিংবা সিরিঞ্জ পায়খানার রাস্তায় প্রবেশ করালো, আর তা সেখানে স্থায়ীও হলো।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

যাবে। কিন্তু যদি রোযাদার হবার কথা ভুলে গিয়ে থাকে, তবে রোযা ভাঙ্গবে না। যদিও তা ইচ্ছাকৃত হয়। অনুরূপভাবে রোযাদারের দিকে কেউ কোন কিছু নিক্ষেপ করলো, আর তা তার কণ্ঠে পৌঁছে গেলো। তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে।

(আল জাওয়াতুন নাইয়ারাহ, খন্ড-১ম, পৃ-১৭৮)

৯. ঘুমন্ত অবস্থায় পানি পান করলে, কিছু খেয়ে ফেললো, অথবা মুখ খোলা ছিলো; পানির ফোঁটা কিংবা বৃষ্টি অথবা শিলাবৃষ্টি কণ্ঠে চলে গেলো, তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। (আল-জাওহারাতুন নাইয়ারাহ, খন্ড-১ম, পৃ-১৭৮)

১০. অন্য কারো থুথু গিলে ফেললো। কিংবা নিজেরই থুথু হাতে নেয়ার পর গিলে ফেললো, তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। (আমলগীরী, খন্ড-১ম, পৃ-২০৩)

১১. যতক্ষণ পর্যন্ত থুথু কিংবা কফ মুখের ভিতর মওজুদ থাকে। তা গিলে ফেললে রোযা ভঙ্গ হয় না। বারংবার থুথু ফেলতে থাকা জরুরী নয়।

১২. মুখে রঙ্গিন সূতা ইত্যাদি রাখার ফলে থুথু রঙ্গিন হয়ে গেলো। তারপর ওই রঙ্গিন থুথু গিলে ফেললে রোযা ভেঙ্গে যাবে। (আলমগীরী, খন্ড-১ম, পৃ-২০৩)

১৩. চোখের পানি মুখের ভিতর চলে গেলে আর সেটা গিলে ফেললেন। যদি এক/দু' ফোটা হয় তবে রোযা ভাঙ্গবে না। আর যদি বেশি হয়। যারফলে সেটার লবণাক্ততা মুখে অনুভুত হয়। তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। ঘামেরও একই বিধান। (আলমগীরী, খন্ড-১ম, পৃ-২০৩)

১৪. মলদ্বার বের হয়ে গেলো। এমতাবস্থায় বিধান হচ্ছে, তখন খুব ভাল করে কোন কাপড় ইত্যাদি দিয়ে তা মুছে ফেলার পর দাঁড়াবে যাতে সিক্ততা বাকী না থাকে। আর যদি কিছু পানি অবশিষ্ট ছিলো, আর দাঁড়িয়ে গেলো, যার কারণে পানি ভিতরে চলে গেলো, তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। এ কারণে সম্মানিত ফকীহগণ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰی বলেন, "রোযাদার পানি ব্যবহারের সময় নিবে না।'

(আলমগীরী, খন্ড-১ম, পৃ-২০৪)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

রোযা পালনকালে বমি হলে!

কখনো যদি রোযার সময় বমি হয়, তখন লোকেরা চিন্তিত হয়ে যায়, আবার কেউ কেউ মনে করে যে, রোযা পালন কালে এমনিতে নিজে নিজে বমি হয়ে গেলেও রোযা ভেঙ্গে যায়। অথচ তেমন নয়। যেমন সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رضی الله تعالیٰ عنه থেকে বর্ণিত, হুযুর পূরনুর হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান বাণী, "যার মাহে রমযানে আপনা আপনি বমি এসে যায়, তার রোযা ভাঙ্গে না। আর যে ব্যক্তি জেনে বুঝে, (সেচ্ছায়) বমি করে তার রোযা ভেঙ্গে যায়।"(কানযুল উম্মাল, খন্ড-৮ম, পৃ-২৩০, হাদীস নং-২৩৮১৪)

অন্যত্র ইরশাদ করেছেন, "যার আপনা আপনি বমি এসেছে তার উপর কাযা নেই। আর যে জেনে বুঝে বমি করেছে সে কাযা করবে।"

(তিরমিযী, খন্ড-২য়, পৃ-১৭৩, হাদীস নং-৭২০)

বমি সম্পর্কে সাতটা নিয়মাবলী

১. রোযা অবস্থায় যদি নিজে নিজে কয়েকবার বমি এসে যায়। (চাই বালতি ভরে হোক)-এর কারণে রোযা ভাঙ্গে না। (দুররে মুখতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৯২)

২. যদি রোযার কথা স্মরণ থাকা সত্ত্বেও স্বেচ্ছায় (জেনে বুঝে) বমি করলো, আর যদি তা মুখ ভর্তি করে আসে, (মুখ ভর্তির সংজ্ঞা সামনে আসছে), তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। (প্রাগুক্ত)

৩. ইচ্ছাকৃতভাবে মুখভর্তি বমি হওয়ার ক্ষেত্রে ঐ সময় রোযা ভেঙ্গে যাবে যখন বমির সাথে খানা অথবা পানি বা হলুদ ধরনের তিক্ত ঝাঁঝালো পানি অথবা রক্ত আসে।

৪. যদি বমিতে শুধু কফ বের হয়, তাহলে রোযা ভাঙ্গবে না।

(দুররে মুখতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৯৪)

৫. ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলো; কিন্তু সামান্য বমি আসলো, মুখ ভর্তি হয়ে আসেনি, তাহলে রোযা ভাঙ্গবে না। (দুররে মুখতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৯৩)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

৬. মুখভর্তি অপেক্ষা কম বমি হলে মুখ থেকে ফিরে গেলো। কিংবা নিজেই ফিরিয়ে দিয়েছে। এমতাবস্থায়ও রোযা ভাঙ্গবে না। (প্রাগুক্ত)

৭. বিনা ইচ্ছায় মুখভর্তি বমি হয়ে গেলো রোযা ভাঙ্গবে না। অবশ্য, যদি তা থেকে একটা বুটের সমানও গিলে ফেলা হয়, তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। আর এক বুটের পরিমাণের চেয়ে কম হলে রোযা ভাঙ্গবে না। (দুররে মুখতার, খন্ড-২য়, পৃ-৩৯২)

মুখভর্তি বমির সংজ্ঞা

মুখভর্তি বমির অর্থ হচ্ছে-সেটা অনায়াসে চলে আসে, যা চেপে রাখা যায় না। (আলমগীরী, খন্ড-১ম, পৃ-২০৪)

অযুবস্থায় বমির পাঁচটি শরয়ী বিধান

১. ওযু অবস্থায় (জেনে বুঝে করুক কিংবা নিজে নিজে হয়ে যাক উভয় অবস্থায়) যদি মুখভর্তি বমি আসে, আর তাতে খাদ্য, পানীয় কিংবা হলদে বর্ণের তিক্ত পানি আসে তবে ওযু ভেঙ্গে যাবে। (বাহারে শরীআত, খন্ড-২য়, পৃ-২৬)

২. যদি মুখভর্তি কফ-বমি হয, তবে ওযু ভাঙ্গবে না। (প্রাগুক্ত)

৩. প্রবাহমান রক্ত বমি হলে ওযু ভেঙ্গে যাবে।

৪. প্রবাহমান রক্তবমি তখনই ওযু ভেঙ্গে ফেলবে, যখন রক্ত থুথু অপেক্ষা বেশি হয়। (রদ্দে মুহতার, খন্ড-১ম, পৃ-২৬৭) অর্থাৎ রক্তের কারণে বমি লাল হয়ে যায়। তখন রক্ত বেশি বলে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় ওযু ভেঙ্গে যায়। আর যদি থুথু বেশি হয় রক্ত কম হয়, তবে ওযু ভাঙ্গবে না। রক্ত কম হওয়ার চিহ্ন হচ্ছে-পূর্ণ বমি, যাতে থুথু থাকে, তা হলদে বর্ণের হবে।

৫. যদি বমিতে জমাট বাঁধা রক্ত বের হয়, আর তা পরিমাণে মুখভর্তি থেকে কম হয়, তবে ওযু ভাঙ্গবে না। (বাহারে শরীয়ত, খন্ড-২য়, পৃ-২৬)

প্রয়োজনীয় হিদায়াত

মুখভর্তি বমি, (কফ ব্যতীত) একেবারে প্রস্রাবের মতোই নাপাক। এর কোন ছিটা কাপড় কিংবা শরীরের উপর না পড়া চাই। এ ব্যাপারে সতর্কতা

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

অবলম্বন করুন! আজকাল লোকেরা এ ক্ষেত্রে বড়ই অসতর্কতা দেখায়। কাপড়ে ছিটা পড়ুক তাতে কোন পরোয়াই করে না। আর মুখ ইত্যাদির উপর যেই নাপাক বমি লেগে যায় তাও নির্দ্বিধায় নিজের কাপড় দ্বারা মুছে নেয়। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে প্রত্যেক প্রকারের অপবিত্রতা থেকে রক্ষা করুন!

ভুলবশতঃ পানাহার করলে রোযা ভাঙ্গে না

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, তাজেদারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, "যে রোযাদার ভুলবশতঃ পানাহার করেছে, সে যেন তার রোযা পূর্ণ করে। কারণ, তাকে আল্লাহ তাআলা পানাহার করিয়েছে। (সহীহ বোখারী, খন্ড-১ম, পৃ-৬৩৬, হাদীস নং-১৯৩৩)

রোযা ভঙ্গ হয় না এমন জিনিসের ব্যাপারে ২১ নিয়মাবলী

১. ভুলবশতঃ আহার করলে, পান করলে কিংবা স্ত্রী-সহবাস করলে রোযা ভাঙ্গে না, চাই ওই রোযা ফরয হোক কিংবা নফল।

(আদ-দুররুল মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৬৫)

২. কোন রোযাদারকে এসব কাজে করতে দেখলে স্মরণ করিয়ে দেয়া ওয়াজিব। যদি আপনি স্মরণ করিয়ে না দেন তবে গুনাহগার হবেন।

হাঁ, যদি রোযাদার খুবই দুর্বল হয়, কিন্তু স্মরণ করিয়ে দিলে পানাহার ছেড়ে দেবে, যার ফলে তার দূর্বলতা এতোই বেড়ে যাবে যে, তার জন্য রোযা রাখা কঠিন হয়ে যাবে, আর পানাহার করে নিলে রোযাও ভালোমতে পূর্ণ করে নেবে এবং অন্যান্য ইবাদতও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে পারবে, (যেহেতু সে ভুলে পানাহার করছে, এ কারণে তার রোযাও পূর্ণ হয়ে যাবে।) এমতাবস্থায়, স্মরণ করিয়ে না দেয়াই উত্তম।

কোন কোন মাশাইখ কিরাম رَحِمَہُمُ اللّٰہُ تعالیٰ বলেন, "যুবককে দেখলে স্মরণ করিয়ে দেবেন, আর বৃদ্ধকে দেখলে স্মরণ করিয়ে না দিলেও ক্ষতি নেই।" কারণ, যুবক বেশিরভাগই শক্তি শালী হয়ে থাকে। আর বুড়ো হয় বেশিরভাগ দুর্বল। সুতরাং বিধান হচ্ছে এ যে, যৌবন ও বার্ধক্যের কোন কথা এখানে নেই,

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

বরং সক্ষম হওয়া ও দুর্বলতাই এখানে বিবেচ্য। অতএব যুবকও যদি এ পরিমাণ দূর্বল হয়,তবে স্মরণ করিয়ে না দেয়ার মধ্যে কোন ক্ষতি নেই। আর বয়স্ক অথচ যদি শক্তিশালী হয় তবে স্মরণ করিয়ে দেয়া ওয়াজিব।

(রদ্দুল মুহতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৬৫)

৩. রোযার কথা মনে থাকা সত্ত্বেও যদি মাছি কিংবা ধুলিবালি কিংবা ধোঁয়া কণ্ঠনালী দিয়ে ভিতরে চলে যায়, তাহলে রোযা ভঙ্গ হয় না, চাই ধুলি আটার হোক, যা চাক্কি পেষণ কিংবা আটা মেশিনে নেয়ার সময় উড়ে থাকে, চাই ফসলের ধুলি হোক, চাই বাতাসে মাটি উড়ে আসুক, কিংবা পশুর খুর ও পা থেকে আসুক।

(আদ দুররুল মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, খন্ড-০৩, পৃ-৩৬৬)

৪. অনুরূপভাবে, বাস কিংবা গাড়ির ধোঁয়া অথবা সেগুলোর কারণে ধুলি ওড়ে কণ্ঠনালীতে পৌঁছে, যদিও রোযাদার হবার কথা স্মরণ ছিলো, তবুও রোযা ভাঙ্গবে না।

৫. যদি এমন হয় যে, বাতি জ্বলছে, আর সেটার ধোঁয়া নাকে প্রবেশ করেছে, তবু রোযা ভাঙ্গবে না। হাঁ, যদি লোবান কিংবা আগর বাতি জ্বলতে থাকে আর রোযার কথা মনে থাকা সত্ত্বেও মুখ সেটার নিকটে নিয়ে গিয়ে নাক দ্বারা ধোঁয়া টানে, তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। (রদ্দুল মুখতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৬৬)

৬. শিঙ্গা লাগালো (*) কিংবা তেল অথবা সুরমা লাগালো, তাহলে রোযা ভাঙ্গবে না; যদিও তেল কিংবা সুরমার স্বাদ কণ্ঠনালীতে অনুভুত হয়, এমনকি যদি থুথুর মধ্যে সুরমার রঙও দেখা যায়, তবুও রোযা ভাঙ্গবে না।

(আল-জাওহারাতুন্ নাইয়ারাহ, খন্ড-১ম, পৃ-১৭৯)

৭. গোসল করলে পানির শীতলতা, ঠান্ডা ভিতরে অনুভুত হলেও রোযা ভাঙ্গবে না। (আলমগীরী, খন্ড-১ম, পৃ-২৩০)

....

* এটা ব্যথার চিকিৎসার একটা বিশেষ পদ্ধতি, যাতে ছিদ্র শিং ব্যথাগ্রস্ত স্থানে রেখে মুখ দিয়ে শরীরের দুষিত রক্ত টেনে বের করা হয়।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

৮. কুলি করে পানি ফেলে দিলো। শুধু কিছুটা আর্দ্রতা মুখে অবশিষ্ট রয়ে গেলো, থুথুর সাথে তা গিলে ফেলল, রোযা ভাঙ্গবে না। (রদ্দুল মুহতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৬৭)

৯. ঔষধ দাঁতে কাটলো, কণ্ঠনালীতে সেটার স্বাদ অনুভুত হলেও রোযা ভাঙ্গবে না। (প্রাগুক্ত)

১০. কানে পানি ঢুকে গেলে, রোযা ভঙ্গ হয় না, বরং খোদ্ পানি ঢাললেও রোযা ভাঙ্গবে না। (আদ দুররুল মুখতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৬৭)

১১. খড়কুটা দ্বারা কান চুলকালো, ফলে ওই খড়কুটার ময়লা লেগে গেলো, আর ওই খড়কুটাটি পুনরায় কানে দিলো। সে কয়েকবার এমন করলেও রোযা ভাঙ্গবে না। (প্রাগুক্ত)

১২. দাঁত কিংবা মুখে হালকা এমন কোন জিনিষ অজানাবশতঃ রয়ে গেলো, যা থুথুর সাথে নিজে নিজেই নিচে নেমে যায়। বাস্তবেও তা নেমে গেছে। তবুও রোযা ভাঙ্গবে না। (প্রাগুক্ত)

১৩. দাঁত থেকে রক্ত বের হয়ে কণ্ঠনালী পর্যন্ত গেলে, কিন্তু কণ্ঠনালী অতিক্রম করে নিচে নামেনি। এমতাবস্থায় রোযা ভাঙ্গেনি।

(ফতহুল কদীর, খন্ড-২য়, পৃ-২৫৭)

১৪. মাছি কণ্ঠনালীতে চলে গেলে রোযা ভাঙ্গবে না। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে গিলে ফেললে রোযা ভেঙ্গে যাবে। (আলমগীরী, খন্ড-১ম, পৃ-২০৩)

১৫. ভুল করে খাবার খাচ্ছিলো। মনে হতেই লোকমা ফেলে দিলে কিংবা পানি পান করছিলো, স্মরণ হতেই মুখের পানি ফেলে দিলো। তাহলে রোযা ভাঙ্গবে না। কিন্তু যদি মুখের ভিতরের লোকমা কিংবা পানি স্মরণ হওয়া সত্ত্বেও গিলে ফেলে তবে রোযা ভেঙ্গে যাবে। (প্রাগুক্ত)

১৬. সুবহে সাদিকের পূর্বে আহার কিংবা পান করছিলো, আর ভোর হতেই (অর্থাৎ সাহারীর সময়সীমা শেষ হতেই) মুখের ভিতরের সবকিছু ফেলে দিল, তাহলে রোযা ভাঙ্গবে না, আর যদি গিলে ফেলে তবে ভেঙ্গে যাবে।

(আলমগীরী, খন্ড-১ম, পৃ-২০৩)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

১৭. গীবত করলে রোযা ভাঙ্গবে না। (আদ দুররুল মুখতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৬২) যদিও গীবত জঘন্য কবীরা গুনাহ্। কুরআন মজীদে গীবত সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে, 'তা মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার মতোই।' আর হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে, 'গীবত যেনা থেকেও জঘন্যতর।' (আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৩১, হাদীস নং-২৬) অবশ্য, গীবতের কারণে রোযার নূরানিয়্যাত শেষ হয়ে যায়।

(বাহারে শরীয়ত, খন্ড-৫ম, পৃ-৬১১)

১৮. 'জানাবত' (অর্থাৎ গোসল ফরয হবার) অবস্থায় কারো ভোর হলো, বরং গোটা দিনই 'জুনুব' (অর্থাৎ গোসল বিহীন) রয়ে গেলো, তবুও রোযা ভাঙ্গেনি। (আদ দুররুল মুখতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৭২) কিন্তু এত দীর্ঘক্ষণ যাবত ইচ্ছাকৃতভাবে (অর্থাৎ জেনে বুঝে) গোসল না করা, যাতে নামায কাযা হয়ে যায়, গুনাহ ও হারাম। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, "যে ঘরে 'জুনুবী' থাকে সে ঘরে রহমতের ফিরিশতা আসে না।" (বাহারে শরীয়ত, খন্ড-৫ম, পৃ-১১৬)

১৯. সরিষা কিংবা সরিষার সমান কোন জিনিষ চিবালে, আর থুথুর সাথে কণ্ঠনালী দিয়ে নিচে নেমে গেলে, তাহলে রোযা ভাঙ্গবে না। কিন্তু যদি সেটার স্বাদ কণ্ঠনালীতে অনুভূত হয়, তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে।

(ফতহুল কাদীর, খন্ড-২য়, পৃ-২৫৯)

২০. থুথু কিংবা কফ মুখে আসলে সেটা গিলে ফেললো, রোযা ভাঙ্গবে না।

(রদ্দুল মুহতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৭৩)

২১. অনুরূপভাবে নাকে শ্লেষ্মা জমা হয়ে রইলো। তা নিঃশ্বাসের মাধ্যমে টেনে গিলে ফেললেও রোযা ভাঙ্গবে না। (রদ্দুল মুহতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৭৩)

রোযার মাকরূহ সমূহ

এখন রোযার মাকরূহ সমূহ বর্ণনা করা হচ্ছে, যে সব কাজ করলে রোযা বিশুদ্ধ হয়ে যায়, কিন্তু সেটার নূরানিয়্যাত চলে যায়। نبی (নবী) শব্দের তিন হরফ অনুসারে প্রথমে তিনটি হাদীস শরীফ দেখুন, তারপর ফিকহ শাস্ত্রের বিধানাবলী আরয করা হবে।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

১. হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, তাজদারে মদীনা, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি (রোযা রেখে) খারাপ কথা ও খারাপ কাজ পরিহার করেনি, তার পানাহার ছেড়ে দেওয়া আল্লাহ তাআলার কাছে কোন প্রয়োজন নেই। (সহীহ বোখারী, খন্ড-১ম, পৃ-৬২৮, হাদীস নং-১৯০৩)

২. হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, "তাজেদারে মদীনা সুরুরে কলবো সীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ ফরমান, "রোযা হচ্ছে ঢাল, যতক্ষণ না সেটাকে ছিদ্র করে না দাও।" আরয করা হলে, "কোন জিনিষ দিয়ে ছিদ্র করা হয়?" ইরশাদ ফরমালেন, "মিথ্যা কিংবা গীবত দ্বারা।" (আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, খন্ড-২য়, পৃ-৯৪, হাদীস নং-০৩)

৩. হযরত সায়্যিদুনা আমের ইবনে রবীআহ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, "আমি অনেকবার সরকারে ওয়ালা তাবার হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে রোযা পালনকালে মিসওয়াক করতে দেখেছি।" (তিরমিযী, খন্ড-২য়, পৃ-১৭৬, হাদীস নং- ৭২৫)

রোযার মাকরূহ সমূহের ১২টি নিয়মাবলী

১. মিথ্যা, চোগলখোরী, গীবত, কুদৃষ্টি, গালিগালাজ করা, শরীয়তের অনুমতি ব্যতীত কারো মনে কষ্ট দেয়া ও দাড়ি মুন্ডানো ইত্যাদি কাজ এমনিতেতো অবৈধ ও হারাম বা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ, রোযায় আরো বেশি হারাম। সেগুলোর কারণে রোযা মাকরূহ হয়ে যায়।

২. রোযাদারের জন্য কোন জিনিষকে বিনা কারণে স্বাদ গ্রহণ করা ও চিবুনো মাকরূহ। স্বাদ গ্রহণের জন্য ওযর হচ্ছে, যেমন কোন নারীর স্বামী বদ-মেযাজী তরকারী ইত্যাদিতে লবণ কমবেশি হলে রাগ করবে। এ কারণে স্বাদ গ্রহণে ক্ষতি নেই। চিবুনোর জন্য ওযর হচ্ছে, এতোই ছোট শিশু আছে যে রুটি চিবুতে পারে না; এমন কোন নরম খাদ্যও নেই যা তাকে খাওয়ানো যাবে; না আছে কোন ঋতুস্রাব (**) কিংবা নিফাসসম্পন্না নারী অথবা এমন কেউ নেই, যে তা চিবিয়ে দেবে, তাহলে শিশুকে খাওয়ানোর জন্য রুটি ইত্যাদি চিবুনো মাকরূহ নয়।

(আদ দুররে মুখতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৯৫)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

** ঋতুস্রাব ও প্রসবোত্তরকালীন রক্তক্ষরণকালে (হায়য ও নিফাসসম্পন্না) নারীর জন্য রোযা, নামায ও তিলাওয়াত না-জায়িয ও গুনাহ্। নামায তার জন্য মাফ; কিন্তু পাক হয়ে যাবার পর রোযার কাযা আদায় করতে হবে।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বণ করবে। যদি কণ্ঠনালী দিয়ে কিছু নিচে নেমে যায় তবে রোযা ভেঙ্গে যাবে।

স্বাদ গ্রহণ কাকে বলে?

স্বাদ গ্রহণের অর্থও তা নয়, যা আজকাল সাধারণ পরিভাষায় বলা হয়। অর্থাৎ আজকাল বলতে শোনা যায়, 'কোন জিনিষের স্বাদ বুঝার জন্য তা থেকে কিছুটা খেয়ে নেয়া যাবে।' এমন করা হলে মাকরূহ কিভাবে? বরং রোযাই ভেঙ্গে যাবে; এবং কাফ্ফারার শর্তাবলী পাওয়া গেলে কাফ্ফারাও অপরিহার্য হয়ে যাবে। স্বাদ নেয়ার অর্থ হচ্ছে-শুধু জিহ্বায় রেখে স্বাদ বুঝে নেবেন। আর সাথে সাথে তা থুথুর সাথে ফেলে দেবেন, তা থেকে যেন কণ্ঠনালী দিয়ে কিছু নিচে যেতে না পারে।

৩. যদি কোন জিনিষ কিনলো আর সেটার স্বাদ দেখা জরুরী। কারণ, স্বাদ না দেখলে লোকসানের সম্ভাবনা থাকে। এমতাবস্থায় স্বাদ পরীক্ষা করতে ক্ষতি নেই, অন্যথায় মাকরূহ। (দুররে মুখতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৯৫)

৪. স্ত্রীকে চুমু দেয়া ও আলিঙ্গন করা এবং স্পর্শ করা মাকরূহ নয়; অবশ্য যদি এ আশঙ্কা থাকে যে, বীর্যপাত হয়ে যাবে, কিংবা সহবাসে লিপ্ত হয়ে যাবে তাহলে করা যাবে না। আর দুধের বোঁটা ও জিহ্বা শোষণ করা রোযার মধ্যে নিঃশর্তভাবে মাকরূহ। অনুরূপভাবে 'মুবাশারাতে ফাহিশাহ (অর্থাৎ বিবস্ত্রাবস্থায় স্বামী-স্ত্রী পরস্পর যৌনাঙ্গ লাগানো মাকরূহ)*। (রদ্দুল মুহতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৯৬)

৫. গোলাপ কিংবা মুশক ইত্যাদির ঘ্রাণ নেয়া, দাড়ি ও গোঁফে তেল লাগানো ও সুরমা লাগানো মাকরূহ নয়। (আদ দুররুল মুখতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৯৭)

** বিবাহ শাদীর নিয়্যত সম্পর্কিত বিষয় সমূহ জানার জন্য ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যাহ, খন্ড-২৩, পৃ-৩৮৫-৩৮৬ তে ৪১, ৪২ নম্বর মাসআলা অধ্যয়ন করুন।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার উপর দুরূদে পাক অধিক হারে পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।"

৬. রোযা রাখা অবস্থায় যে কোন ধরণের আতরের ঘ্রাণ নেয়া যেতে পারে। আর কাপড়েও ব্যবহার করা যাবে। (রদ্দুল মুহতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৯৭)

৭. রোযা পালনকালে মিসওয়াক করা মাকরূহ নয় বরং অন্যান্য দিনগুলোতে যেমন সুন্নত তেমনি রোযায়ও সুন্নত। মিসওয়াকও শুষ্ক হোক কিংবা ভেজা, যদিও পানি দ্বারা নরম করে নেয়া হয়, সূর্য পশ্চিম দিকে হেলার পূর্বে করুক কিংবা পরে করুক, কোন সময় বা কোন অবস্থাতেই মাকরূহ নয়। (রদ্দুল মুহতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৯৯)

৮. বেশির ভাগ মানুষের মধ্যে এ কথা প্রসিদ্ধ যে, রোযাদারের জন্য দুপুরের পর মিসওয়াক করা মাকরূহ। এটা আমাদের হানাফী মাযহাবের মাসআলা বিরোধী কথা। (প্রাগুক্ত)

৯. যদি মিসওয়াক চিবুলে আঁশ ছুটে যায়, স্বাদ অনুভুত হয়, এমন মিসওয়াক রোযা পালনকালে ব্যবহার করা উচিত নয়।

(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যাহ্ সংশোধিত, খন্ড-১০,. পৃ-৫১১)

যদি মিসওয়াকের কোন আঁশ কিংবা কোন অংশ কণ্ঠনালীর নিচে নেমে যায়, তবে রোযা ভেঙ্গে যাবে।

১০. ওযু ও গোসল ব্যতীত ঠান্ডা পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে কুল্লি করা কিংবা নাকে পানি দেয়া অথবা ঠান্ডার খাতিরে গোসল করা বরং শরীরের উপর ভেজা কাপড় জড়ানো মাকরূহ নয়। অবশ্য পেরেশানীভাব প্রকাশের জন্য ভেজা কাপড় জড়ানো মাকরূহ, ইবাদত পালনে মনকে সঙ্কুচিত করা ভালো কথা নয়। (রদ্দুল মুহতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৯৯)

১১. কোন কোন ইসলামী ভাই বারংবার থুথু ফেলতে থাকে। হয়তো সে মনে করে যে, রোযা পালনকালে থুথু গিলে ফেলা উচিত নয়। মূলতঃ এমন নয়। অবশ্য, মুখে থুথু একত্রিত করে গিলে ফেলা-এটাতো রোযা ছাড়া অন্য সময়েও অপছন্দনীয় কাজ। আর রোযা পালনকালে মাকরূহ। (বাহারে শরীয়ত, খন্ড-৫ম, পৃ-১২৯)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।"

১২. রমযানুল মুবারকের দিনগুলোতে এমন কোন কাজ করা জায়িয নয়, যার কারণে এমন দূর্বলতা এসে যায় যে, রোযা ভেঙ্গে গেছে এমন ধারণা জন্মে যায়। সুতরাং রুটি তৈরীকারীর উচিত হচ্ছে, দুপুর পর্যন্ত রুটি পাকাবে, তারপর বিশ্রাম নেবে। (দুররুল মুখতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৪০০)

এ বিধান রাজমিস্ত্রি, মজদুর ও অন্যান্য পরিশ্রমী লোকদের জন্যও। বেশি দূর্বলতার সম্ভাবনা হলে কাজের পরিমাণ কমিয়ে নিন, যাতে রোযা সম্পন্ন করতে পারেন।

আসমান থেকে কাগজের টুকরা পড়ল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রোযার শরয়ী বিধান সমূহ শিক্ষা নেয়ার প্রেরণা জাগানোর জন্য তবলীগে কুরআন ও সুন্নতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীতে আশিকানে রসূলদের সাথে সুন্নতে ভরপুর সফর করাকে নিজের অভ্যাসে গড়ে তুলুন। একবার সফর করে অভিজ্ঞতা অর্জন করুন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ আপনার সেই সমস্ত দ্বীনি উপকার অর্জন হবে যা দেখে আপনি আশ্চর্য হবেন। আপনাদের আগ্রহ সৃষ্টির জন্য মাদানী কাফিলার একটি বাহার আপনাদের শুনাচ্ছি। যেমন কাসবা কালুনী বাবুল মদীনা, করাচীর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা এই যে, আমাদের বংশে অনেক মেয়ে সন্তান ছিল। চাচার ঘরে ৭ মেয়ে, বড় ভাইয়ের ঘরে ৯ মেয়ে, আমার বিবাহ হল আমারও কন্যা সন্তান জন্ম নিল। সবাই চিন্তা করতে লাগল।

বর্তমান কালের সাধারণ খেয়াল মত সকলে বুঝে নিল যে, কেউ যাদু করে বংশ বিস্তারের পথ বন্ধ করে দিয়েছে। আমি মান্নত করলাম যে আমার যদি ছেলে হয় তাহলে আমি ৩০ দিন মাদানী কাফিলায় সফর করব। আমার বাচ্চার মা একবার স্বপ্নে দেখল যে, আসমান থেকে কোন কাগজের টুকরা তার কাছে এসে পড়ল। তা উঠিয়ে দেখল সেখানে লেখা "বেলাল"।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ ৩০ দিন মাদানী কাফিলার বরকতে আমার ঘরে মাদানী মুন্না (ছেলে) জন্ম হল। তাও আবার ১টি নয় পরপর দুটি মাদানী মুন্নার (ছেলের) জন্ম হল। আল্লাহ তাআলার দয়া আর মেহেরবানী দেখুন। ৩০ দিনের মাদানী

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে অন্যায় করল।”

কাফিলার বরকত শুধু আমার কাছে সীমাবদ্ধ ছিল না। আমাদের বংশে যাদের ছেলে ছিল না। তাদের প্রত্যেকের ছেলে সন্তান জন্ম নিল।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এই বর্ণনা দেয়ার সময় আমি এলাকার মাদানী কাফিলার যিম্মাদার হিসাবে মাদানী ফুল সংগ্রহের চেষ্টা করে যাচ্ছি।

آ کے تم با ادب، دیکھ لو فضلِ ربّ — مَدَنی مُنّے ملیں، قافلے میں چلو
کھوٹی قسمت کھری، گود ہو گی ہری — مُنّا مُنّی ملیں، قافلے میں چلو

আকে তুম বাআদব , দেখলো ফজলো রব, মাদানী মুন্নে মিলে কাফিলে মে চলো,
খুটি কিসমত খরি গৌদ হোগি হরি, মুন্না মুন্নি মিলে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহর দরবারে চাওয়ার পর উদ্দেশ্য পূর্ণ না হওয়া ও পুরস্কার !

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো মাদানী কাফিলার বরকতে কিভাবে মনের আশা পূর্ণ হয়। আশার শুকনো বাগান তরতাজা হয়ে যায়। কিন্তু একথাও মনে রাখতে হবে যে, প্রত্যেকের মনের আশা পূর্ণ হতে হবে এটা জরুরী নয়। বারবার এরকম হয় যে বান্দা যা চায় তা তার জন্য কল্যাণকর নয় তাই তার দু‘আ পূর্ণ করা হয় না। তার মুখে চাওয়ার পর সেটা না পাওয়াটাই তার জন্য পুরস্কার। যেমন-কেউ ছেলের জন্য দু‘আ করল, কিন্তু মাদানী মুন্নী (মেয়ে) হল এবং এটাই তার জন্য উত্তম। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

عَسٰۤى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ؕ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ সম্ভবতঃ কোন বিষয় তোমাদের পছন্দনীয় হবে অথচ তা তোমাদের পক্ষে অকল্যাণকর হয়।

(পারা-২, বাকারা, আয়াত-২১৬)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার উপর দুরূদে পাক অধিক হারে পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।"

কন্যা সন্তানের ফযীলত

মনে রাখবেন! কন্যা সন্তানের ফযীলত কোন অংশে কম নয়। এই ব্যাপারে ৩টি হাদীসে রসূল صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শুনুন।

(১) যে ব্যক্তি নিজের তিনজন কন্যা সন্তানের লালন পালন করবে সে জান্নাতে যাবে এবং তাকে এমন মুজাহিদের সাওয়াব দান করবে, যে মুজাহিদ জিহাদ অবস্থায় রোযা রাখে ও নামায কায়েম করে।

(আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, খন্ড-৩য়, পৃ-৪৬, হাদীস নং-২৬ দারুল কুতবিল ইলমিয়্যাহ্ বৈরত)

(২) যার তিনজন কন্যা বা তিনজন বোন থাকবে এবং সে তাদের সাথে সদাচারণ করে, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(জামে তিরমিযী, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৬৬, হাদীস নং-১৯১৯, দারুল ফিকর, বৈরুত)

(৩) যে ব্যক্তি তিন জন কন্যা বা বোনকে এভাবে লালন-পালন করে যে তাদেরকে শিষ্টাচার (আদব) শিখায় এবং তাদের উপর দয়া করে এমনকি আল্লাহ তাআলা তাদের অমুখাপেক্ষী করে দেয় (অর্থাৎ তারা সাবালেগা হয়ে যায় বা তাদের বিবাহ শাদী হয়ে যায় বা তারা মাল-সম্পদের মালিক হয়ে যায়)। (লুমআত এর পাদটিকা,৪র্থ খন্ড, পৃঃ ১৩২) তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে দেয়। নবী করীম হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই ইরশাদ শুনে সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন। যদি কোন ব্যক্তি দুটি কন্যা সন্তান লালন পালন করে? তখন নবী করীম হযরত মুহাম্মদ (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ইরশাদ করলেন যে, তার জন্যও একই পরিমাণে প্রতিদান ও সাওয়াব রয়েছে। এমনকি সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان বলেন, যদি ১ জনের কথা জিজ্ঞাসা করতেন তখনও নবী করীম হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একই কথা বলতেন।

(ঈমাম বগভীর কৃত শরহুস সুন্নত, খন্ড-৬ষ্ঠ, পৃ-৪৫২, হাদীস নং-৩৩৫১)

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়শা ছিদ্দিকা رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا ইরশাদ করেন, আমার নিকট এক মহিলা তার দুই মেয়েকে নিয়ে ভিক্ষার জন্য আসল (এমন কিছু ওযর রয়েছে যখন ভিক্ষা করা বৈধ। ঐ মহিলা رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا সে অবস্থায় পৌঁছেছে।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

তাই তার জন্য ভিক্ষা করা জায়েয ছিল) (মিরাতুল মানাযিহ, ৬ষ্ঠ খন্ড,পৃ-৫৪৫) তখন একটি খেজুর ছাড়া আমার কাছে আর কিছু ছিল না। সেই একটি খেজুরই আমি তাকে দিয়ে দিলাম। তখন ঐ মহিলা সে একটি খেজুরকে (দুভাগ করে) নিজে না খেয়ে দু' মেয়ের মধ্যে বন্টন করে দিল এবং মেয়েদের সাথে চলে গেল।

এরপর যখন রসূল صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার ঘরে তশরীফ আনলেন আমি এই ঘটনা হুজুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে বললাম। তখন নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন, "যে ব্যক্তিকে কন্যা প্রদানের মাধ্যমে পরীক্ষায় ফেলা হয় এবং তিনি তাদের (কন্যাদের) সাথে ভাল আচরণ করেন তাহলে ঐ কন্যারা তার জন্য জাহান্নামের আগুনের মধ্যখানে ঢাল হয়ে যাবে।" (সহীহ মুসলিম, পৃ-৪১৪, হাদীস নং-২৬২৯, দারে ইবনে হাযম, বৈরুত)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশ ও সুন্নতে ভরপুর ইজতিমা সমূহে কেন রহমত নাযিল হবে না, ঐ আশিকানে রসূলদের মধ্যে জানিনা কত আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تعالٰی রয়েছেন।

আমার আকা, আলা হযরত رَحْمَةُ اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, জামাআতে বরকত আছে এবং মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ দু'আ কবুলের কাছাকাছি। (অর্থাৎ মুসলমানদের জামাআতে দু'আ করাটা কবুল হওয়ার নিকটবর্তী।) ওলামায়ে কিরাম বলেন, যেখানে ৪০ জন নেককার মুসলমান একত্রিত হয় তাদের মধ্যে অবশ্যই একজন আল্লাহর ওলী থাকেন। (ফতায়ায়ে রযবীয়্যাহ সংশোধিত, খন্ড-২৪, পৃ-১৮৪, তাইছির শরহে জামে সগীর, হাদীস নং-৭১৪ এর ব্যাখ্যায় উদ্ধৃত, খন্ড-১ম, পৃ-৩১২, তাবয়া দারুল হাদিস মিশর হতে প্রকাশিত)

ধরে নিলাম যদিও বা দু'আ কবুল হওয়ার কোন লক্ষণ দেখা না যায় তবুও অভিযোগের কোন শব্দ যেন মুখে আনা না হয়। আমাদের মঙ্গল কোথায় আছে তা আমাদের চেয়ে অবশ্যই অবশ্যই আল্লাহ তাআলা বেশি জানেন।

আমাদের অবশ্যই সবসময় তার কৃতজ্ঞ বান্দা হিসাবে থাকা উচিত। তিনি যদি ছেলে দান করে তাতেও শোকর, মেয়ে দিলেও শোকর, উভয়টি দিলেও শোকর, না দিলেও শোকর সদা সর্বদা কৃতজ্ঞতা আর কৃতজ্ঞতা এবং শোকর আদায় করাই উচিত। মহান আল্লাহ তাআলার ইরশাদ হচ্ছে ঃ-

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ ﴿۴۹﴾ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّ اِنَاثًا ۚ وَ يَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ﴿۵۰﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ আল্লাহরই জন্য আসমানসমূহ ও যমীনের রাজত্ব। তিনি সৃষ্টি করেন যা ইচ্ছা। যাকে চান কন্যা সন্তান সমূহ দান করেন এবং যাকে চান পুত্র সন্তান সমূহ দান করেন। অথবা উভয়ই যুক্তভাবে প্রদান করেন– পুত্র ও কন্যা সন্তান। যাকে চান বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয় তিনি জ্ঞানময়, শক্তিমান।

(সূরা-শূয়ারা, আয়াত-৪৯-৫০, পারা-২৫)

সদরুল আফাযিল, হযরত আল্লামা মওলানা মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, তিনি মালিক, নিজের অনুগ্রহকে যেভাবে চান, বণ্টন করেন। যে যা চায় দান করেন। নবীগণের মধ্যে এই সব অবস্থা আমরা দেখতে পাই। হযরত সায়্যিদুনা লুত عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام ও হযরত সায়্যিদুনা শোয়াইব عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর শুধুমাত্র কন্যা সন্তানই ছিল, কোন ছেলে ছিল না। হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর শুধুমাত্র ছেলে সন্তান ছিল মেয়ে ছিল না। হযরত সায়্যিদুনা সায়্যিদুল আম্বিয়া হাবিবে খোদা মুহাম্মদে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আল্লাহ তা'আলা ৪ জন শাহযাদা ও ৪ জন শাহযাদী দিয়েছেন এবং হযরত সায়্যিদুনা ইয়াহইয়া عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام ও হযরত ঈসা عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে কোন সন্তানই দেননি।

(খাযাইনুল ইরফান, পৃ-৭৭৭)

রোযা না রাখার ওযরসমূহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখন ওইসব অপরাগতার কথা বর্ণনা করা হচ্ছে, যেগুলোর কারণে রমযানুল মুবারকে রোযা না রাখার অনুমতি রয়েছে। কিন্তু একথা

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

মনে রাখতে হবে যে, অপারগতার কারণে রোযা মাফ নয়। ওই অপারগতা দূরীভূত হয়ে যাবার পর সেটার কাযা রাখা ফরয। অবশ্য, এ কাযার কারণে গুনাহ্ হবে না। যেমন, 'বাহারে শরীয়ত' এ 'দুররে মুখতার' এর বরাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সফর, গর্ভ, সন্তানকে স্তনের দুধ পান করানো, রোগ, বার্ধক্য, প্রাণ-নাশের ভয়, জোর-যবরদস্তি, পাগল হয়ে যাওয়া ও জিহাদ এ সবই রোযা না রাখার ওযর। এসব ওযরের কারণে যদি কেউ রোযা না রাখে, তবে সে গুনাহগার নয়।

যদি কেউ প্রাণে মেরে ফেলার কিংবা কোন অঙ্গ কেটে ফেলার অথবা মারাত্মকভাবে প্রহারের বাস্তবিক পক্ষেই হুমকি দিয়ে বলে, "রোযা ভেঙ্গে ফেল।" আর রোযাদারও জানে যে, একথা যে বলছে সে যা বলছে তাই করে ছাড়বে, এমতাবস্থায় রোযা ভাঙ্গা কিংবা না রাখা গুনাহ্ নয়। 'জোর-যবরদস্তি মানে এটাই।' (দুররুল মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৪০২)

সফরের সংজ্ঞা

সফরের মধ্যেও রোযা না রাখার অনুমতি রয়েছে। সফরের পরিমাণও জেনে নিন! সায়্যিদী ও মুরশিদী ইমামে আহলে সুন্নাত আ'লা হযরত মওলানা শাহ আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর গবেষণা অনুসারে শরীয়ত সম্মত **সফরের পরিমাণ হচ্ছে-সাতান্ন মাইল তিন ফরলঙ্গ (অর্থাৎ প্রায় ৯২ কিলোমিটার)**। যে কেউ এতটুকু দূরত্বে সফর করার উদ্দেশ্যে আপন শহর কিংবা গ্রামের বসতি থেকে দূরে যায়, সে তখন শরীয়তের দৃষ্টিতে মুসাফির। তার জন্য রোযা কাযা করার অনুমতি রয়েছে। আর নামাযেও কসর করবে। মুসাফির যদি রোযা রাখতে চায় তবে রাখতে পারবে; কিন্তু চার রাকআত বিশিষ্ট ফরয নামাযে কসর করা তার জন্য ওয়াজিব। কসর না করলে গুনাহগার হবে। অজ্ঞতাবশতঃ যদি পূর্ণ (চার) রাকআত পড়ে নেয়, তবে ওই নামাযকে পুনরায় পড়া ওয়াজিব।

(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যাহ্ সংশোধিত, খন্ড-৮ম, পৃ-২৭০)

অর্থাৎ জানা না থাকার কারণে আজ পর্যন্ত যতো নামাযই সফরে পূর্ণভাবে আদায় করেছে সেগুলোর হিসাব করে চার রাকআত ফরয কসরের নিয়্যতে দু দু রাকআত করে পুনরায় পড়তে হবে।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

হাঁ, মুসাফির মুকীম ইমামের পেছনে ফরয চার রাকআত পূর্ণ পড়তে হয়। সুন্নতসমূহ ও বিতরের নামায পুনরায় পড়ার প্রয়োজন নেই। কসর শুধু যোহর, আসর ও ইশার ফরয রাকআতগুলোতেই করতে হয়। অর্থাৎ এগুলোতে চার ফরযের স্থানে দু' রাকআত সম্পন্ন করা হবে। অবশিষ্ট সুন্নতসমুহ এবং বিতরের রাকআতগুলো পুরোপুরিই পড়তে হবে। অন্য কোন শহর কিংবা গ্রাম ইত্যাদিতে পৌঁছার পর যতক্ষণ ১৫ দিন থেকে কম সময়ের জন্য অবস্থান করার নিয়্যত করে নেয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে 'মুসাফির'ই বলা হবে এবং তার জন্য মুসাফিরের বিধানাবলী প্রযোজ্য হবে। আর যদি মুসাফির সেখানে পৌঁছে ১৫ দিন কিংবা আরো বেশি সময় অবস্থান করার নিয়্যত করে নেয়, তাহলে এখন মুসাফিরের বিধানাবলী শেষ হয়ে যাবে এবং তাকে 'মুকীম' বলা হবে। এখন তার রোযাও রাখতে হবে, নামাযেও কসর করবে না।

সামান্য অসুস্থতা কোন অপারগতা নয়

যদি কোন ধরনের অসুখ হয় এবং যদি এ অবস্থায় তার রোযা রাখলে রোগ বৃদ্ধি পাওয়ার বা দেরীতে সুস্থতা লাভ করার প্রবল ধারণা হয় তবে তার জন্য রোযা না রেখে পরবর্তীতে তা কাজা করার অনুমতি রয়েছে। (এর বিস্তারিত বর্ণনা সামনে আসছে) কিন্তু আজকাল দেখা যায় মানুষ সামান্য সর্দি, জ্বর, মাথা ব্যাথার কারণে রোযা ছেড়ে দেয় অথবা আল্লাহরই পানাহ রোযা রেখে ভেঙ্গে ফেলে, এ রকম কখনো না হওয়া চাই, যদি কেউ কোন বিশুদ্ধ শরয়ী কারণ ছাড়া রোযা রাখা ছেড়ে দেয়, যদি ও সে পরবর্তীতে সারাজীবনও রোযা রাখে তবুও ঐ একটি রোযার ফযীলত কখনো পাবে না।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেহেতু 'রোযা না রাখার ওযরসমূহ' এর বিস্তারিত বর্ণনা সামনে করা হবে, সেহেতু আরবী (كرم) করম শব্দটির তিনটি হরফের ভিত্তিতে তিনটি বরকতময় হাদীস বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ

(*) সফর সম্পর্কিত বিধানাবলী বিস্তারিত জানার জন্য 'বাহারে শরীয়ত ঃ খন্ড-৪র্থ, 'মুসাফিরের নামাযের বর্ণনা' শীর্ষক অধ্যায়টি পাঠ করুন।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

সফরে ইচ্ছা হলে, রোযা রাখো, নতুবা ছেড়ে দাও

(১) উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়িশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهَا বর্ণনা করেছেন, "হযরত সায়্যিদুনা হামযা ইবনে আমর আসলামী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ বেশি রোযা রাখতেন। তিনি মদীনার তাজেদার, হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে জিজ্ঞাসা করে আরয করলেন, "আমি কি সফরে রোযা রাখবো?" হুযুর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন, "ইচ্ছা হলে রাখো, আর ইচ্ছা না হলে রেখোনা।" (সহীহ বোখারী, খন্ড-১ম, পৃ-৬৪০, হাদীস নং-১৯৪৩)

(২) হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ বলেন, "১৬ রমযানুল মুবারক সারওয়ারে কাইনাত হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে আমরা জিহাদে গেলাম। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ রোযা রেখেছিলেন, আর কেউ কেউ রাখেননি। তখন রোযাদারগণ যারা রোযা রাখেনি তাদের প্রতি দোষারোপ করেনি এবং যারা রোযাদার না তারাও রোযাদারদের বিরূদ্ধে দোষারূপ করেন নি, একে অপরের বিরুধিতা করেন নি।" (মুসলিম শরীফ, খন্ড-১ম, পৃ-৫৬৪, হাদীস নং-১১১৬)

(৩) হযরত সায়্যিদুনা আনাস ইবনে মালিক কাবী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ থেকে বর্ণিত, মদীনার তাজদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, "আল্লাহ তা'আলা মুসাফির থেকে অর্ধেক নামায ক্ষমা করে দিয়েছেন। (অর্থাৎ চার রাকআত বিশিষ্ট ফরয নামায দুরাকআত পড়বে।) আর মুসাফির ও স্তন্যদাত্রী এবং গর্ভবতীর রোযা ক্ষমা করে দিয়েছেন।

(অর্থাৎ ঃ তখন রোযা না রাখার অনুমতি দিয়েছেন। পরবর্তীতে সে পরিমাণ রোযা কাযা আদায় করবে।) (তিরমিযী, খন্ড-২য়, পৃ-১৭০, হাদীস-১৭৫)

(কিন্তু ওই অপারগতা শেষ হয়ে যাবার পর প্রতিটি রোযার পরিবর্তে একটি করে রোযা কাযা করতে হবে।)

রোযা না রাখার অনুমতি সম্বলিত ৩৩টি বিধান

১. মুসাফিরের জন্য রোযা রাখা ও না রাখার মধ্যে নিজের স্বাধীনতা রয়েছে।

(রদ্দুল মুহতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৪০৩)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।”

২. যদি স্বয়ং ওই মুসাফিরের জন্য এবং তার সফরসঙ্গীদের জন্য রোযা ক্ষতিকর না হয়, তবে সফরে রোযা রাখা উত্তম। আর উভয়ের কিংবা তাদের কোন একজনের জন্য ক্ষতিকারক হয়, তাহলে রোযা না রাখা উত্তম। (দুররুল মুখতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৪০৫)

৩. মুসাফির ‘দ্বাহওয়ায়ে কুবরা* এর পূর্বক্ষণে মুকীম হিসেবে অবস্থান করলো, এখনো পর্যন্ত কিছুই খায়নি, এমতাবস্থায় রোযার নিয়্যত করে নেয়া ওয়াজিব। (আল-জাওয়াহারাতুন নাইয়েরাহ, খন্ড-১ম, পৃ-১৮৬) যেমন, আপনার ঘর বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ শহর চট্টগ্রামে। আপনি ঢাকা থেকে চট্টগ্রামের দিকে রওনা হলেন। সকাল দশটার সময় পৌঁছে গেলেন। আর সোবহে সাদিক থেকে রাস্তায় কোন কিছু পানাহার করেননি। এমতাবস্থায় রোযার নিয়্যত করে নিন।

৪. দিনে যদি সফর করেন, তবে ওই দিনের রোযা না রাখার জন্য আজকের সফর ওযর নয়। অবশ্য, যদি সফরের মধ্যভাগে ভঙ্গ করেন তবে কাফ্‌ফারা অপরিহার্য হবে না, কিন্তু গুনাহ্ অবশ্যই হবে। (রদ্দুল মুহতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৪১৬) আর রোযা কাযা করা ফরয হবে।

৫. যদি সফর শুরু করার পূর্বে ভেঙ্গে ফেলে, তারপর সফর করে, তাহলে (যদি কাফ্‌ফারার শর্তাবলী পাওয়া যায়, তবে) কাফ্‌ফারাও অপরিহার্য হবে। (প্রাগুক্ত)

৬. যদি দিনের বেলায় সফর শুরু করে, (সফরের মধ্যভাগে রোযা না ভাঙ্গে) আর ঘরে কিছু জিনিষ ভুলে ফেলে যাওয়ায়, সেটা নেয়ার জন্য ফিরে আসে, এখানে এসে যদি রোযা ভেঙ্গে ফেলে, তবে (শর্তাবলী পাওয়া গেলে) কাফ্‌ফারাও ওয়াজিব হবে। যদি সফরের মাঝখানে ভেঙ্গে ফেলতো তবে শুধু কাযা ফরয হতো। যেমন, ৪ নং নিয়মাবলীতে উল্লেখ করা হয়েছে। (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, খন্ড-০১, পৃ-২০৭)

৭. কাউকে রোযা ভেঙ্গে ফেলতে বাধ্য করা হয়েছে, তাহলে রোযাতো ভাঙ্গতে পারে, কিন্তু ধৈর্যধারণ করলে সাওয়াব পাবে। (রদ্দুল মুহতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৪০২)

---

*দ্বাহওয়ায়ে কুবরা এর সংজ্ঞা রোজার নিয়্যতের বর্ণনার মধ্যে পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

৮. সাপ দংশন করেছে। আর প্রাণ বিপজ্জনক অবস্থায় পৌঁছেছে। এমতাবস্থায় রোযা ভাঙ্গতে পারবে। (রদ্দুল মুহতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৪০২)

৯. যেসব লোক এসব অপারগতার কারণে রোযা ভেঙ্গে ফেলে, তাদের উপর সেগুলোর কাযা দেয়া ফরয। আর এসব কাযা রোযার মধ্যে তারতীব ফরয নয়। যদি ওই রোযাগুলো কাযা করার পূর্বে নফল রোযা রাখে তাহলে সেগুলো নফলই হবে। কিন্তু বিধান হচ্ছে অপারগতা (ওযর) দূরীভূত হবার পর পরবর্তী রমযানুল মুবারক আসার পূর্বেই কাযা রোযা রেখে নেয়া। হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে, "যার উপর বিগত রমযানুল মুবারকের রোযা বাকী থেকে যায়, আর সে তা পালন না করে, তার এ রমযানুল মুবারকের রোযা কবুল হবে না।" (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, খন্ড-৩য়, পৃ-৪১৫) যদি সময় অতিবাহিত হতে থাকে, কিন্তু কাযা রোযা রাখেনি, শেষ পর্যন্ত পরবর্তী রমযান শরীফ এসে গেছে, এমতাবস্থায় কাযা রোযা রাখার পরিবর্তে প্রথমে এ রমযানুল মুবারকের রোযা রাখবে। এমনকি রোগী নয় এমন লোক ও মুসাফির কাযার নিয়্যত করলো, তবুও তা কাযা হলো না, বরং তা ওই রমযান শরীফের রোযাই হলো। (দুররে মুখতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৪০৫)

১০. গর্ভবর্তী কিংবা স্তনের দুধ পান করায় এমন নারী, নিজের কিংবা শিশুর প্রাণ নাশের সম্ভাবনা থাকে, তবে রোযা রাখবে না। যদি মা গর্ভবতী হোক কিংবা দুধ পানকারীনী মা যদিও রমজানুল মুবারকের মধ্যে দুধপান করানোর চাকুরী করুক।

(দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৪০৩)

১১. ক্ষুধা কিংবা পিপাসা এতোই তীব্র হলো যে, প্রাণ নাশের ভয় নিশ্চিত হয়ে গেছে, কিংবা বিবেকশক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবার আশংকা করা হয়, তাহলে রোযা রাখবে না। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৪০২)

১২. রোগীর রোগ বেড়ে যাওয়ার বা রোগ আরোগ্য হবার, অথবা সুস্থ লোক রোগী হয়ে পড়ার অধিকাংশ ধারণা হয়ে যায়, তবে সেদিনের রোযা না রাখার অনুমতি রয়েছে। (তবে পরবর্তীতে কাযা রেখে নেবে।) (দুররে মুখতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৪০৩)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।”

১৩. এসব অবস্থায় ‘অধিকাংশ ধারণার’ শর্তারোপ করা হয়েছে, নিছক সন্দেহ যথেষ্ট নয়। ‘অধিকাংশ ধারণার তিনটি ধরণ রয়েছে ঃ ১. যদি তার প্রকাশ্য চিহ্ন পাওয়া যায়, ২. যদি ওই লোকটির নিজস্ব অভিজ্ঞতা থাকে এবং ৩. কোন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মুসলমান ফাসিক নয় এমন চিকিৎসক তাকে বলে আর যদি এমন হয় যে, কোন চিহ্ন নেই, অভিজ্ঞতাও নেই, আর না এ ধরণের চিকিৎসক তাকে বলেছে, বরং কোন কাফির কিংবা ফাসিক চিকিৎসকের কথায় রোযা ভেঙ্গে ফেলেছে তাহলে (শর্তাবলী পাওয়া গেলে) কাযার সাথে কাফ্ফারাও অপরিহার্য হবে। (রদ্দে মুখতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৪০৪)

১৪. হায়েয কিংবা নিফাসের (যথাক্রমে মাসিক ঋতুস্রাব ও প্রসবোত্তর রক্তক্ষরণ) অবস্থায় নামায ও রোযা পালন করা হারাম। কুরআনের তিলাওয়াত কিংবা কুরআনে পাকের পবিত্র আয়াত অথবা সেগুলোর তরজমা স্পর্শ করা সবই হারাম।

(বাহারে শরীয়ত, খন্ড-২য়, পৃ-৮৮ ও ৮৯)

১৫. ‘হায়েয’ ও ‘নিফাস’ সম্পন্ন নারীর জন্য স্বাধীনতা রয়েছে গোপনে খাবে কিংবা প্রকাশ্যে। রোযাদারের মতো থাকা তার জন্য জরুরী নয়।

(আল জাওহারাতুন নাইয়ারাহ, খন্ড-১ম, পৃ-১৮৬)

১৬. কিন্তু গোপনে খাওয়া উত্তম। বিশেষ করে হায়যসম্পন্নার জন্য।

(বাহারে শরীয়ত, খন্ড-৫ম, পৃ-১৩৫)

১৭. ‘শায়খে ফানী’ অর্থাৎ ওই বয়োবৃদ্ধ লোক, যার বয়স এতোই ভারী হয়েছে যে, এখন ওই বেচারা দিন দিন দূর্বলই হতে চলেছে, যখন সে একেবারেই রোযা রাখতে অক্ষম হয়ে যায়, অর্থাৎ না এখন রোযা রাখতে পারছে, না ভবিষ্যতে রোযা রাখার শক্তি আসার আশা আছে, এমতাবস্থায় তার জন্য রোযা না রাখার অনুমতি রয়েছে। সুতরাং প্রতিটি রোযার পরিবর্তে (ফিদিয়া স্বরূপ) এক ‘সদকায়ে ফিতর’* পরিমাণ মিসকিনকে দিয়ে দেবে। (দুররে মুখতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৪১০)

---

* ‘সাদকায়ে ফিতর’ হচ্ছে সোয়া দুই সের অর্থাৎ প্রায় দুই কিলো পঞ্চাশ গ্রামের সমান আটা, অথবা তার মূল্য পরিমাণ টাকা।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

১৮. যদি এমন বয়স্ক হয় যে গরম অবস্থায় রোযা রাখতে অপারগ, তাহলে রাখবে না। কিন্তু শীতে রাখা ফরয। (রদ্দুল মুহতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৪৭২)

১৯. যদি ফিদিয়া দেয়ার পর রোযা রাখার শক্তি এসে যায়, তবে প্রদত্ত ফিদিয়া নফল সদকা হয়ে গেলো, কিন্তু ওই রোযাগুলোর কাযা রেখে নেবেন।

(আলমগীরী, খন্ড-১ম, পৃ-২০৭)

২০. এ স্বাধীনতা রয়েছে যে, চাই রমযানের শুরুতে পুরো রমযানের ফিদিয়া এক সাথে দিয়ে দিক কিংবা শেষ ভাগে দিক। (আলমগীরী, খন্ড-১ম, পৃ-২০৭)

২১. ফিদিয়া দেয়ার সময় এটা জরুরী নয় যে, যতোটা ফিদিয়া হবে ততোটা মিসকিনকে আলাদা আলাদাভাবে দেবে, বরং একই মিসকিনকে কয়েকদিনের ফিদিয়াও দেয়া যাবে। (দুররে মুখতার, খন্ড-৩য়, পৃ- ৪১০)

২২. নফল রোযা ইচ্ছাকৃতভাবে শুরু করার পর পূর্ণ করা ওয়াজিব হয়ে যায়। ভেঙ্গে ফেললে কাযা ওয়াজিব হবে। (রদ্দুল মুহতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৪১১)

২৩. যদি আপনি এ ধারণা করে রোযা রাখলেন যে, আপনার দায়িত্বে কোন কাযা রোযা রয়ে গেছে, কিন্তু রোযা শুরু করার পর জানতে পারলেন যে, আপনার উপর কোন প্রকারের কোন রোযা কাযা নেই। এখন যদি তাৎক্ষণিকভাবে ভেঙ্গে ফেলেন, তবে কোন কিছুই নেই। আর যদি একথা জানার পর তাৎক্ষণিকভাবে না ভাঙ্গেন, তবে পরে ভাঙ্গতে পারবেন না। ভাঙ্গলে কাযা ওয়াজিব হবে।

(দুররে মুখতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৪১১)

২৪. নফল রোযা ইচ্ছাকৃত ভাবে ভাঙ্গেনি, বরং অনিচ্ছাকৃত ভাবে ভেঙ্গে গেছে। যেমন- রোযা পালন কালে মহিলাদের হায়েয এসে গেলো, তবু ও কাযা ওয়াজীব। (দুররে মুখতার, খন্ড-৩, পৃঃ-৪১২)

২৫. ঈদুল ফিতরের একদিন কিংবা ঈদুল আযহার চারদিন, অর্থাৎ ১০, ১১, ১২ ও ১৩ ই যিলহাজ্জ থেকে কোন একটি দিনের নফল রোযা রাখলে, এ রোযাটি পূর্ণ করা ওয়াজিব নয় কেননা এ পাঁচ দিনে রোযা রাখা হারাম ভঙ্গ করলে কাযা ওয়াজিব হবে না; বরং সেটা ভেঙ্গে ফেলাই ওয়াজিব। যদি এ দিনগুলোতে রোযা

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

রাখার মান্নত মানেন, তাহলে মান্নত পূরণ করা ওয়াজিব। কিন্তু ওই দিনগুলোতে নয়, বরং অন্যান্য দিনে। (রদ্দুল মুহতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৪১২)

২৬. নফল রোযা বিনা ওযরে ভেঙ্গে ফেলা না জায়িয। মেহমানের সাথে যদি না খায় তবে তার খারাপ লাগবে, অনুরূপভাবে, মেহমান না খেলে মেযবান মনে কষ্ট পাবেন। সুতরাং নফল রোযা ভাঙ্গার জন্য এটা একটা ওযর। سُبْحٰنَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ শরীয়তে মুসলমানের সম্মান করার ব্যাপারে কতই গুরুত্ব রয়েছে) এ শর্তে যে, তার পূর্ণ ভরসা আছে যে, সে তা পুনরায় রেখে নেবে। আর দ্বি-প্রহর এর পূর্বে ভাঙ্গতে পারবে, পরে নয়। (আলমগীরী, খন্ড-১ম, পৃ-২০৮)

২৭. দা'ওয়াতের কারণে "দ্বাহওয়ায়ে কুবরা" এর পূর্বে রোযা ভেঙ্গে ফেলা যাবে যখন মেযবান শুধুমাত্র তার উপস্থিতিতে রাজী না হন বরং তার না খাওয়ার কারণে নারাজ হন। তবে শর্ত হচ্ছে তার পূর্ণ ভরসা আছে যে, সে তা পুনরায় রেখে নেবে, এমতাবস্থায় রোযা ভাঙ্গতে পারবে এবং এটার কাযা আদায় করবে। কিন্তু যদি দা'ওয়াতকারী তার শুধুমাত্র উপস্থিতিতে রাজী হয়ে যান এবং তার না খাওয়াতে নারাজ না হন তবে রোযা ভঙ্গ করার অনুমতি নেই।

(ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, খন্ড-১ম, পৃ-২০৮, কুয়েটা)

২৮. নফল রোযা সূর্য পশ্চিম দিকে হেলার পর মাতাপিতা নারায হলে ভাঙ্গতে পারে। এমতাবস্থায় আসরের পূর্ব পর্যন্ত ভাঙ্গতে পারে, আসরের পরে পারবে না। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৪১৪)

২৯. নারী তার স্বামীর অনুমতি ছাড়া নফল, মান্নত ও শপথের কাফ্ফারার রোযা রাখবে না। রেখে নিলে স্বামী ভাঙ্গিয়ে দিতে পারে। কিন্তু ভাঙ্গলে কাযা ওয়াজিব হবে। আর সেটার কাযা করার সময়ও স্বামীর অনুমতির দরকার হবে।

কিংবা স্বামী ও তার মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে গেলে, অর্থাৎ তালাকে বাইন* দিয়ে দিলে,

....

* (তালাকে বাইন ওই তালাককে বলে, যার কারণে স্ত্রী বিবাহ বন্ধন থেকে বেরিয়ে যায়। এখন স্ত্রী পুনরায় স্বামীকে গ্রহণ করতে পারে না। এখন স্বামী তার স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করতে পারবে না।)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

কিংবা মৃত্যু হয়ে গেলে, অথবা রোযা রাখলে স্বামীর কোন ক্ষতি না হলে, যেমন সে সফরে গেলে কিংবা অসুস্থ থাকলে, অথবা ইহরাম অবস্থায় থাকলে, এসব অবস্থায় অনুমতি ছাড়াও ক্বাযা রাখতে পারবে; এমনকি সে নিষেধ করলেও স্ত্রী রেখে দিতে পারবে। অবশ্য ওই দিনগুলোতে নফল রোযা স্বামীর অনুমতি ছাড়া রাখতে পারে না। (রদ্দে মুখতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৪১৫)

৩০. রমযানুল মুবারক ও রমযানুল মুবারকের কাযার জন্য স্বামীর অনুমতির কোন প্রয়োজন নেই, বরং সে নিষেধ করলেও রাখবে।

(দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৪১৫)

৩১. আপনি যদি কারো কর্মচারী হোন, কিংবা তার নিকট শ্রমিক হিসেবে কাজ করছেন, তাহলে তার অনুমতি ছাড়া নফল রোযা রাখতে পারেন না। কেননা, রোযার কারণে কাজে অলসতা আসবে। অবশ্য, রোযা রাখা সত্ত্বেও যদি আপনি নিয়ম-মাফিক কাজ করতে পারেন, তার কাজে কোনরূপ ত্রুটি না হয়, তাহলে নফল রোযার জন্য অনুমতির দরকার নেই। (রদ্দুল মুহতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৪১৬)

৩২. নফল রোযার জন্য মেয়ে পিতা থেকে, মা পুত্র থেকে এবং বোন ভাই থেকে অনুমতি নেয়ার দরকার নেই। (রদ্দুল মুহতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৪১৬)

৩৩. মাতা-পিতা যদি মেয়ে নফল রোযা রাখতে নিষেধ করে এ কারণে যে, তার রোগের আশঙ্কা আছে, তবে মাতাপিতার কথা মানবে।

(রদ্দুল মুখতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৪১৬)

কাযা সম্পর্কে ১২টি নিয়মাবলী

(এখন ওইসব বিষয় সম্পর্কে বর্ণনা করা হচ্ছে, যে কাজ করলে শুধু কাযা অপরিহার্য হয়। কাযা করার পদ্ধতি হচ্ছে প্রতিটি রোযার পরিবর্তে রমযানুল মুবারকের পর কাযার নিয়্যতে একটি করে রোযা রাখা।)

১. এটা ধারণা ছিলো যে, সেহরীর সময় শেষ হয়নি। তাই পানাহার করেছে, স্ত্রী সহবাস করেছে। পরে জানতে পারলো যে, তখন সেহরীর সময় শেষ হয়ে

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার উপর দুরূদে পাক অধিক হারে পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।"

গিয়েছিল। এমতাবস্থায় রোযা হয়নি, এ রোযার কাযা করা জরুরী। অর্থাৎ ওই রোযার পরিবর্তে একটা রোযা রাখতে হবে। (রদ্দুল মুখতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৮০)

২. খানা খাওয়ার জন্য কঠোরভাবে বাধ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ শরীয়ত সম্মত বাধ্যবাধকতা (কেউ হত্যা কিংবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে ফেলার হুমকি দিয়ে বললো, "রোযা ভেঙ্গে ফেল।" যদি রোযাদার নিশ্চিতভাবে মনে করে যে, সে যা বলছে তা করেই ছাড়বে। তাহলে শরীয়তসম্মত বাধ্য করণ পাওয়া গেলো। এমতাবস্থায় রোযা ভাঙ্গার অনুমতি রয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে এ রোযার কাযা করে দেয়া অপরিহার্য। এখন যেহেতু বাধ্যবাধকতা রয়েছে, তাই শুধু কাযা ওয়াজিব হবে।

(দুররে মুখতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৪০২)

৩. ভুলবশতঃ পানাহার করেছে কিংবা স্ত্রী সহবাস করেছিলো, অথবা এমনভাবে দৃষ্টি করেছে যে, বীর্যপাত হয়েছে, কিংবা স্বপ্নদোষ হয়েছে, অথবা বমি হয়েছে, এসব অবস্থায় এ ধারণা করল যে, রোযা ভেঙ্গে গেছে, তাই এখন স্বেচ্ছায় পানাহার করে নিল। কাজেই, এখন শুধু কাযা ফরয হবে।

(দুররে মুখতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৭৫)

৪. রোযারত অবস্থায় নাকে ঔষধ দিলে রোযা ভেঙ্গে যায়। এর কাযা অপরিহার্য।

(দুররে মুখতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৭৬)

৫. পাথর, কঙ্কর (এমন) মাটি যা সাধারণত খাওয়া হয়না, তুলা, ঘাস, কাগজ ইত্যাদি এমন জিনিষ আহার করলো, যে গুলোকে মানুষ ঘৃণা করে, এ গুলোর কারণেতো রোযা ভেঙ্গে গেলো, কিন্তু শুধু কাযা করতে হবে।

(দুররে মুখতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৭৭)

৬. বৃষ্টির পানি কিংবা শিলাবৃষ্টি নিজে নিজেই কণ্ঠনালীতে ঢুকে গেলো। তবুও রোযা ভেঙ্গে যাবে এবং কাযা অপরিহার্য হবে। (দুররে মুখতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৭৮)

৭. খুব বেশি ঘাম কিংবা চোখের পানি বের হলে ও তা গিলে ফেললে রোযা ভেঙ্গে যাবে এবং কাযা ওয়াজিব হয়। (প্রাগুক্ত)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।"

৮. ধারণা করলো যে এখনো রাত বাকী আছে তাই সেহেরী খেতে থাকল; পরে জানতে পারল সাহারীর সময় শেষ, তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে এবং কাযা করতে হবে। (রদ্দুল মুখতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৮০)

৯. একইভাবে ধারণা করলো যে সূর্য ডুবে গেছে, পানাহার করে নিল। পরক্ষণে জানতে পারলো যে, সূর্য ডুবেনি। এমতাবস্থায় রোযা ভেঙ্গে যাবে। কাযা করে নিতে হবে। (রদ্দুল মুহতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৮০)

১০. যদি সূর্য অস্তমিত হবার পূর্বেই সাইরেনের আওয়াজ ধ্বনিত হয়ে ওঠে কিংবা মাগরিবের আযান শুরু হয়ে যায়, আর আপনি রোযার ইফতার করে নেন এবং পরে আপনি জানতে পারলেন যে, সাইরেন কিংবা আযান সময়ের পূর্বেই শুরু হয়েছিলো। এতে যদিও আপনার দোষ থাকুক বা নাই থাকুক, তবুও রোযা ভেঙ্গে গেছে, কাযা করতে হবে। (রদ্দুল মুহতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৮৩)

১১. আজকাল যেহেতু উদাসীনতার ছড়াছড়ি, সেহেতু প্রত্যেকের উচিত নিজেই নিজের রোযার হিফাযত করা। সাইরেন, রেডিও টিভির ঘোষণা বরং মসজিদের আযানকেও যথেষ্ট বলে মনে করার পরিবর্তে নিজেই সাহারী ও ইফতারের সময় সঠিকভাবে জেনে নিন।

১২. ওযু করছিলেন। নাকে পানি দিলেন এবং তা মগজ পর্যন্ত ওঠে গেলো কিংবা কণ্ঠনালী দিয়ে নিচে নেমে গেলো। রোযাদার হবার কথাও স্মরণ ছিলো। এমতাবস্থায় রোযা ভেঙ্গে যাবে এবং কাযা অপরিহার্য হবে। হাঁ, তখন যদি রোযাদার হবার কথা স্মরণ না থাকে তবে রোযা ভাঙ্গবে না।

(আলমগীরী, খন্ড-১ম, পৃ-২০২)

কাফ্‌ফারার বিধানাবলী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রমযানুল মুবারকের রোযা রেখে কোন সঠিক অপারগতা ছাড়া জেনে বুঝে ভেঙ্গে ফেললে কোন কোন অবস্থায় কাযা, আর কোন কোন অবস্থায় কাযার সাথে কাফ্‌ফারাও অপরিহার্য হয়ে যায়। এখানে তার বিধানাবলী বর্ণনা করা হবে। তবে এর পূর্বে জেনে নিন কাফ্‌ফারা কি?

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।”

রোযার কাফ্ফারার পদ্ধতি

রোযা ভাঙ্গার কারণে কাফ্ফারা হচ্ছে-সম্ভব হলে একটা বাঁদী (ক্রীতদাসী) কিংবা গোলাম (ক্রীতদাস) আযাদ করবে। তা করতে না পারলে, যেমন-তার নিকট না ক্রীতদাসী বা ক্রীতদাস আছে, না এত সম্পদ আছে যে, ক্রয় করতে পারবে, অথবা অর্থকড়ি তো আছে, কিন্তু দাস-দাসী পাওয়া যাচ্ছে না, যেমন-আজকাল দাস-দাসী পাওয়া যায় না, তাহলে ধারাবাহিকভাবে দু'মাস অর্থাৎ ষাটটি রোযা-রাখবে। তাও যদি সম্ভব না হয়, তবে ষাটজন মিসকীনকে দু'বেলা পেট ভরে খানা খাওয়াবে। এক্ষেত্রে এটা জরুরী যে, যাকে এক বেলা খাবার খাওয়েছে, তাকেই দ্বিতীয় বেলা খাবার খাওয়াবে।

এটাও হতে পারে যে, ষাটজন মিসকীনকে একেকটা সাদকাই ফিতর, অর্থাৎ প্রায় ২ কিলো ৫০ গ্রাম পরিমাণ গম অথবা এর মূল্য প্রদান করবে। একজন মিসকীনকে একত্রে ষাট সদকা-ই-ফিতর দিতে পারবে না। হাঁ, এটা হতে পারে যে, একজন মিসকীনকে ষাট দিন যাবত প্রতিদিন একেকটা সদকা-ই-ফিতর দেবে। রোযাগুলো পালন কালে (কাফ্ফারা আদায়কালীন সময়ে) যদি মাঝখানে একটি রোযাও ছুটে যায়, তবে পুনরায় শুরু থেকে ষাটটা রোযা রাখতে হবে; পূর্বেকার রোযাগুলো হিসাবে ধরা হবে না, যদিও উনষাটটা রেখে থাকে; চাই রোগ ইত্যাদি কোন ওযরের কারণেই ছুটে যাক না কেন? হাঁ, অবশ্য নারীর যদি হায়য এসে যায়, তবে হায়যের কারণে রোযা ছুটে গেলে, সেটাকে বিরতি হিসেবে গণ্য করা হবে না। অর্থাৎ হায়যের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী রোযাগুলো মিলে ষাটটি পূর্ণ হয়ে গেলে কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে। (রদ্দুল মুহতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৯০)

কেউ রাত থেকে রোযার নিয়্যত করেছে, তারপর সকালে কিংবা দিনের কোন সময় বরং ইফতারের এক মুহুর্ত পূর্বে কোন বিশুদ্ধ অপারগতা ব্যতিরেকেই এমন কোন বস্তু দ্বারা, যাকে মানুষ ঘৃণা করে না। (যেমন-খাদ্য, পানি, চা, ফলমূল, বিস্কুট, শরবত, মধু, মিষ্টি ইত্যাদি) ইচ্ছাকৃতভাবে খেয়ে রোযা ভেঙ্গে ফেলেছে, তবে রমযান শরীফের পর ওই রোযার কাযার নিয়্যতে একটা রোযাও রাখতে হবে। এবং সাথে কাফ্ফারাও দিতে হবে, যার পদ্ধতি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়ে নিজেদের মজলিশ সমূহকে সজ্জিত করো, যেহেতু তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ করাটা কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য নূর হবে।"

কাফ্ফারা সম্পর্কে ১১ টি নিয়মাবলী

১. রমযানুল মুবারকে কোন বিবেকবান, বালেগ, মুকীম (অর্থাৎ মুসাফির নয় এমন লোক) রমযানের রোযা আদায় করার নিয়্যতে রোযা রাখলো। আর কোন বিশুদ্ধ অপারগতা ব্যতিরেকে (জেনেবুঝে) স্ত্রী সঙ্গম করলে কিংবা করালে। অথবা অন্য কোন স্বাদের কারণে কিংবা ঔষধ হিসেবে খেলো বা পান করলো। এমতাবস্থায় রোযা ভেঙ্গে যাবে। তার উপর কাযা ও কাফ্ফারা উভয়ই অপরিহার্য হবে। (রদ্দুল মুহতার, খন্ড-০৩, পৃ-৩৮৮)

২. যেখানে রোযা ভাঙ্গলে কাফ্ফারা অপরিহার্য হয়, সেখানে পূর্ব শর্ত হচ্ছে-রাত থেকেই রমযানের রোযার নিয়্যত করে নেয়া। যদি দিনে নিয়্যত করে এবং ভেঙ্গে ফেলে, তাহলে কাফ্ফারা অপরিহার্য নয়, শুধু কাযা যথেষ্ট।

(আল জাওহারাতুন নাইয়ারাহ, খন্ড-১ম, পৃ-১৮০)

৩. মুখ ভরে বমি হলে কিংবা ভুলবশতঃ আহার করলে কিংবা স্ত্রী সহবাস করলে। এসব অবস্থায় তার জানা ছিলো যে, রোযা ভাঙ্গে নি, তবুও সে আহার করে নিয়েছে, এমতাবস্থায় কাফ্ফারা অপরিহার্য নয়। (রদ্দুল মুহতার, খন্ড-০৩, পৃ-৩৭৫)

৪. স্বপ্নদোষ হয়েছে আর জানা ছিলো যে, তার রোযা ভাঙ্গেনি, তারপরেও আহার করে নিয়েছে, তবে কাফ্ফারা অপরিহার্য। (রদ্দুল মুহতার, খন্ড-০৩, পৃ-৩৭৫)

৫. নিজের থুথু ফেলে পুনরায় তা চেঁটে নিলো। কিংবা অপরের থুথু গিলে ফেললে। কিংবা দ্বীনি কোন সম্মানিত (বুযুর্গ) ব্যক্তির থুথু তাবাররুক হিসেবে গিলে ফেললে কাফ্ফারা অপরিহার্য। (আলমগীরী, খন্ড-১ম, পৃ-২০৩) তরমুজের ছিলকা খেয়েছে। তা শুষ্ক হোক কিংবা এমন হয় যে, লোকজন তা খেতে ঘৃণা করে, তাহলে কাফ্ফারা দিতে হবে না, অন্যথায় জরুরী। (আলমগীরী, খন্ড-১ম, পৃ-২০২)

৬. চাউল, কাঁচা ভুট্টা, মশুর কিংবা মুগ ডাল খেয়ে নিয়েছে। এমতাবস্থায় কাফ্ফারা অপরিহার্য নয়। এ বিধান কাঁচা যবেরও। কিন্তু ভুনা হলে কাফ্ফারা অপরিহার্য।

(আলমগীরী, খণ্ড-১ম, পৃ-২০২)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

৭. সাহারীর লোকমা মুখে ছিলো। সোবহে সাদিকের সময় হয়ে গেছে কিংবা ভুলবশতঃ খাচ্ছিলো, লোকমা মুখে ছিলো, হঠাৎ স্মরণ হয়ে গেলো, তারপরেও গিলে ফেলেছে, এ দুটি অবস্থায় কাফ্ফারা ওয়াজিব। আর যদি লোকমা মুখ থেকে বের করে পুনরায় খেয়ে ফেললো, তাহলে শুধু কাযা ওয়াজিব, কাফ্ফারা নয়।

(আলমগীরী, খন্ড-১ম, পৃ-২০৩)

৮. পালাক্রমে জ্বর আসতো। আজ পালার দিন ছিলো। তাই জ্বর আসবে ধারণা করে ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ভেঙ্গে ফেললো। তাহলে এমতাবস্থায় কাফ্ফারা থেকে অব্যাহতি মিলবে। (অর্থাৎ ঃ কাফ্ফারার প্রয়োজন নেই।) অনুরূপভাবে, নারীর নির্ধারিত তারিখে হায়য (ঋতুস্রাব) হতো। আজ ঋতুস্রাবের দিন ছিলো। সুতরাং স্বেচ্ছায় রোযা ভেঙ্গে ফেললো; কিন্তু হায়য আসেনি। তাহলে, কাফ্ফারা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। (অর্থাৎ কাফ্ফারার প্রয়োজন নেই।)

(দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৯১)

৯. যদি দুটি রোযা ভাঙ্গে তবে দুটির জন্য দুটি কাফ্ফারা দেবে, যদিও প্রথমটির কাফ্ফারা এখনো আদায় করেনি। (রদ্দুল মুহতার, খন্ড-০৩, পৃ-৩৯১) যখন দুইটি দুই রমযানের হয়। আর যদি উভয় রোযা এক রমযানের হয়, প্রথমটার কাফ্ফারা আদায় করা না হয়, তবে একটি কাফ্ফারা উভয় রোযার জন্য যথেষ্ট।

(আল-জাওহারাতুন নাইয়ারাহ, খন্ড-০১, পৃ-১৮২)

১০. কাফ্ফারা অপরিহার্য হবার জন্য এটাও জরুরী যে, রোযা ভাঙ্গার পর এমন কোন কাজ সম্পন্ন হয়নি, যা রোযার পরিপন্থি (রোযা ভঙ্গকারী), কিংবা বিনা ইচ্ছায় এমন কোন কাজ পাওয়া যায়নি, যার কারণে রোযা ভাঙ্গার অনুমতি পাওয়া যেতো, উদাহরণস্বরূপ, ওই দিন নারীর হায়য কিংবা নিফাস এসে গেছে, কিংবা রোযা ভাঙ্গার পর ওই দিনই এমন রোগ হয়েছে, যাতে রোযা না রাখার অনুমতি রয়েছে, তাহলে কাফ্ফারা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে এবং সফরের কারণে অব্যাহতি পাওয়া যাবে না, যেহেতু এটা ইচ্ছাকৃত কাজ।

(আল-জাওহারাতুন নাইয়ারাহ, খন্ড-১ম, পৃ-১৮১)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

১১. যে অবস্থায় রোযা ভাঙ্গলে কাফ্ফারা দেয়া আবশ্যক হয়না, এতে শর্ত যে, একবার এই রকম হয়েছে এবং নাফরমানীর ইচ্ছা করে না, যদি নাফরমানীর ইচ্ছা থাকে তবে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৪৪০)

রোযা নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচাও

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকাল ইসলামী জ্ঞান থেকে মুসলমানরা একেবারে দূরে সরে যাচ্ছে। আর এমন এমন ভুল করছে যে, কখনো কখনো ইবাদতই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আফসোস! বর্তমানে সম্পূর্ণরূপে শুধু আর শুধু পার্থিব জ্ঞান অর্জনের প্রতি মনোনিবেশ করা হচ্ছে।

আহা! এখন সুন্নতগুলো শেখার জন্য, ইবাদতের বিধানাবলীর জ্ঞানার্জনের জন্য কারো কাছে সময় এবং আগ্রহ নেই, বরং যদি কোন দরদী ইসলামী ভাই বুঝানোর চেষ্টা করে সেটাও অপছন্দনীয়। ইবাদতগুলো সম্পর্কেও এ পরিমাণ ভুল কথাবার্তা ভরে গেছে যে, আল্লাহর পানাহ! সাহারী ও ইফতারের সম্পর্কেও লোকেরা নানা ধরণের কথাবার্তা রচনা করে থাকে। এর উপর জেদও করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, সাহারীর শেষ সময় সম্পর্কে কিছু লোক বলে বেড়ায়, 'যতক্ষণ পর্যন্ত ভোর হয়ে ভোরের আলো এতটুকু পরিস্কার হয়ে যায় যে, পিঁপড়া নজরে আসতে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সাহারীর শেষ সময় বাকী থাকে!!!

অনুরূপভাবে, কিছুলোক একথা বুঝে যে, 'যতক্ষণ পর্যন্ত ফযরের আযানের আওয়াজ আসতে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত পানাহার করতে অসুবিধা নেই। যেখানে কয়েকটা আযানের আওয়াজ আসে, সেখানে সর্বশেষ আযানের আওয়াজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত পানাহার করতে থাকবে।' কেমন আজব তামাশার কথা! একটু চিন্তাতো করুন! যদি আপনি এমন জায়গায় থাকেন যেখানে আযানের আওয়াজ আসেনা, তখন আপনি কি করবেন? আল্লাহ তাআলার ইবাদতের আগ্রহ পোষণকারীরা! নিজেদের ইবাদতগুলোকে কয়েকটা মিনিট অলসতার কারণে বরবাদ করবেন না। সেটা পুনরায় গভীরভাবে দেখুন।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।”

এ বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۪ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ ۚ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ : এবং আহার করো ও পান করো, যতক্ষণ না তোমাদের জন্য প্রকাশ পেয়ে যায় সাদা রেখা কালো রেখা থেকে ফজর হয়ে। অতঃপর রাত আসা পর্যন্ত রোযা পূরণ করো।

(পারা-২, সূরা-বাকারা, আয়াত-১৮৭)

প্রকাশ থাকে যে, এ পবিত্র আয়াত না পিঁপড়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, না ফজরের আযানের কথা, বরং সোবহে সাদিক্বের কথা উল্লেখ রয়েছে। অতএব আযানের অপেক্ষা করবেন না। নির্ভরযোগ্য ‘সময় সূচি’ এর মধ্যে সোবহে সাদিক্ব ও সূর্যাস্তের সময় দেখে সেটা অনুযায়ী সাহারী ও ইফতার করবেন।

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! আমাদের মূল শরীয়ত ও সুন্নত মোতাবেক মাহে রমযানুল মুবারকের সম্মান করার, তাতে রোযা রাখার, তারাবীহ সম্পন্ন করার, কালামে পাক তেলাওয়াত ও বেশি পরিমাণে নফল নামায আদায় করার তওফীক দান করুন! আমাদের ইবাদতসমূহ কবুল করুন! আর আপনার অনুগ্রহ ও দয়া দ্বারা আমাদের মাগফিরাত করুন।

আমীন বিজাহিন্নাবিয়্যিল আমিন صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আমি পরিবর্তন হয়ে গেলাম اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ

তাবলীগে কুরআন ও সুন্নতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে ও মাদানী কাফিলা সম্পর্কে কি বলব? উৎসাহ সৃষ্টির জন্য একটি ঘটনা শুনুন!

শালিমার টাউন মারকাযুল আউলিয়া লাহোর এর এক ইসলামী ভাই এর কিছু বর্ণনা এই রকম ছিল। আমি একজন সুস্থ মস্তিস্ক কিন্তু বিকৃত চিন্তার মানুষ

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

ছিলাম। সিনেমা, নাটকে অভ্যস্ত ছিলাম সাথে সাথে যুবতী মেয়েদের সাথে রসিকতা ও বদমাইশী এবং যুবকদের সাথে বন্ধুত্ব (সারারাত পর্যন্ত তাদের সাথে বেপরওয়া চলাফেরা) আমার অভ্যাস ছিল। আমার খারাপ চলাফেরার জন্য আমার বংশের লোকেরা আমার কাছ থেকে সর্বদা দূরে থাকত। আমি ঘরে আসলে ভয় পেত। এমনকি তাদের সন্তানকে আমার থেকে দূরে রাখত। আমার পাপের ভরা অন্ধকার রাত শেষ হয়ে বসন্তের প্রভাত এইভাবে উদিত হল যে একজন দা'ওয়াতে ইসলামীর আশিকে রাসূলের শুভ দৃষ্টি আমার উপর পড়ল। তিনি অত্যন্ত ভালবাসার মাধ্যমে নিজের ইনফিরাদী কৌশিশ করে আমাকে মাদানী কাফিলায় সফর করার জন্য অনুরোধ করেন। তার কথাগুলো আমার মনের মধ্যে গেঁথে গেল এবং আমার মাদানী কাফিলায় সফর করার সৌভাগ্য অর্জন হল।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ মাদানী কাফিলায় আশিকানে রসূলগণের সাহচর্য আমি পাপীর অন্তরে মাদানী পরিবর্তন এনে দিল। গুনাহ্ থেকে তওবার উপহার এবং সুন্নতে ভরপুর মাদানী পোশাকের জযবা পেলাম। মাথায় সবুজ পাগড়ী পরিধান করছি এবং আমার মত গুনাহগার ফালতু লোক সুন্নতের মাদানী ফুল গ্রহণে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। যে সমস্ত প্রিয়জন ও আত্মীয় স্বজনরা আমাকে দেখে দূরে সরে পড়ত اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ তারা এখন আমার সাথে গলা মিলায়। প্রথমে আমি বংশে সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক ছিলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফিলার বরকতে এখন সকলের প্রিয় লোকে পরিণত হয়েছি।

جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا   تُو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا

জব তক বিকে না থে কুয়ি পুছতা না থা
তুনে খরীদ কর মুঝে আনমৌল কর দিয়া।

বেনামাযীর সাথে বসা কেমন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেনতো! অসৎ সঙ্গের দ্বারা কি মারাত্মক ক্ষতি হয়। অসৎ সঙ্গের প্রভাবে বিকৃত মানুষকে মানুষ থুথু দেয়। আর সৎ সঙ্গের কি বরকত রয়েছে যে গুনাহ্ থেকেও বেঁচে থাকে এবং মানুষও

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

ভালবাসে। সর্বদা এমন সঙ্গ নেয়া উচিত। যাতে ইবাদত করার আগ্রহ ও সুন্নতের উপর আমল করার প্রেরণা বৃদ্ধি পায়। বন্ধু এমনই হওয়া চাই যাকে দেখে আল্লাহ তাআলার কথা স্মরণ হয়, তার কথা দ্বারা সৎকাজের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। দুনিয়ার আকর্ষণ কমে যায় ও আখিরাতের প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। সাথী এমন হওয়া চাই যে তার কারণে আল্লাহ তাআলা ও তার প্রিয় রসূল صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা বৃদ্ধি পায়।

বেহায়াপনা চলাফেরাকারী, ফ্যাশন প্রিয় ও বেনামাযীদের সঙ্গ থেকে দূরে থাকা উচিত। বেনামাযীদের ব্যাপারে এক প্রশ্নের উত্তরে আমার আকা আলা হযরত رَحْمَةُ اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন, (বেনামাযীদের) কোমলভাবে মসজিদে না যাওয়ার ব্যাপারে কুরআনে আজিম ও হাদিসে পাকের মধ্যে যে সমস্ত কঠিন কঠিন শাস্তির কথা উল্লেখ আছে তা বার বার শুনিয়ে দেয়া। যার অন্তরে ঈমান আছে তার অবশ্যই উপকার হবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَ ذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۵۵﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ- এবং বুঝাও যেহেতু বুঝানো মুসলমানদেরকে উপকার দেয়।
(সূরা-যারিয়াত, আয়াত-৫৫, পারা-২৭)

আল্লাহ তাআলার কালাম ও তার বিধান স্মরণ করুন, অবশ্যই ঐগুলোর স্মরণ ঈমানদারদের উপকার দেয়। আর যে ব্যক্তি কোনভাবে না মানে এবং সে যদি কাউকে ভয় করে, তাহলে তাকে তার মাধ্যমে ভয়ভীতি দেখিয়ে বা জোর করিয়ে মানাতে বাধ্য করুন। এতে করে যদি সে নিয়ন্ত্রণে না আসে তাহলে তার সাথে সালাম, কথা-বার্তা, মেলা-মেশা বন্ধ করে দিন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَ اِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۶۸﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ- এবং যখনই তোমাকে শয়তান ভুলিয়ে দেবে, অতঃপর স্মরণে আসতেই যালিমদের নিকটে বসোনা! (সূরা-আনআম, আয়াত-৬৮, পারা-৭)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।”

মুসলমানেরই হাতে নষ্ট হতে দেখা যাচ্ছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পারস্পরিক ঘৃণা দূর করার ও ভালবাসা বৃদ্ধির শক্তি ও সামর্থ্য দান করুন। আমীন বিজাহিন্নাবিয়্যিল আমিন صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ই'তিকাফে বৈধ কাজের বিবরণ সম্বলিত ৮টি মাদানী ফুল

১। খানা খাওয়া ও ঘুমান (কিন্তু মসজিদের ফ্লোরের উপর পানাহার করার পরিবর্তে নিজের চাঁদর কিংবা চাটাইর উপর খাবার খান ও শয়ন করুন।)

২। প্রয়োজনে পার্থিব কথাবার্তা বলা। (কিন্তু নীচু আওয়াজে এবং অপ্রয়োজনীয় কথা মোটেই বলবেন না।)

৩। মসজিদে কাপড় পাল্টানো, আতর লাগানো, মাথা কিংবা দাড়িতে তেল লাগানো।

৪। দাড়ির ‘খত’ বানানো, যুলফী ছাঁটা, চিরুনী ব্যবহার করা। কিন্তু এ কাজগুলোতে সতর্কতা অবলম্বন করা চাই যেন কোন চুল মসজিদে না পড়ে, তেল কিংবা খাদ্যবস্তু ইত্যাদি দ্বারা যেন মসজিদের কার্পেট ও দেয়াল ময়লাযুক্ত না হয়। এর সহজ পন্থা হচ্ছে এসব করার সময় নিজের চাঁদর বিছিয়ে নেবেন।

৫। মসজিদে পারিশ্রমিক না নিয়ে কোন রোগী দেখা, ঔষধ বলে দেয়া বরং ব্যবহার বিধি লিখে দেয়া যায়।

৬। কোরআন মজীদ কিংবা ইলমে দ্বীন পড়া ও পড়ানো কিংবা সুন্নতসমূহ ও দু‘আসমূহ শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেয়া।

৭। নিজের কিংবা পরিবার-পরিজনের প্রয়োজনে মসজিদে বেচাকেনা করা ইতিকাফকারীর জন্য জায়েয। কিন্তু ব্যবসার কোন জিনিষ মসজিদে আনতে পারবেনা। অবশ্য যদি অল্প জিনিষ হয়, যা মসজিদের জায়গা জুড়ে থাকেনা, তাহলে আনতে পারে। বেচাকেনাও শুধু প্রয়োজনের তাগিদে হওয়া চাই। সম্পদ আহরণ করার উদ্দেশ্যে হলে জায়েয নেই চাই ওই মাল মসজিদের বাইরে থাকুক। (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৪০)

৮। কাপড় ও থালা ইত্যাদি মসজিদের ভিতর ধোয়া জায়েয এ শর্তে যে, যদি

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে অন্যায় করল।”

মসজিদের ফ্লোর ও কার্পেটের উপর সেটার কোন ছিটকা না পড়ে। এর পদ্ধতি হচ্ছে কোন বড় পাত্র ইত্যাদিতে ধোয়া। এ সব কাজ ব্যতীত ওই সব কাজ, যেগুলো ইতিকাফের জন্য নিষিদ্ধ কিংবা ইতিকাফ ভঙ্গকারী নয়, আর মূলতঃ জায়েযও ওই সব কাজই ইতিকাফকারীর জন্য জায়েয। কিন্তু অশোভনীয় কাজ থেকে বিরত থাকবেন।

এখন ইতিকাফকারীর জন্য কিছু কাজ করার অনুমতি সম্বলিত বরকতময় হাদিস পেশ করা হচ্ছে

ই’তিকাফকারী মসজিদ থেকে মাথা বের করতে পারবে

১। উম্মুল মু’মিনীন সায়্যিদাতুনা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا বলেন, যখন মদীনার তাজেদার, হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ই’তিকাফে থাকতেন, (তখন মসজিদের ভিতর থেকেই) আপন পবিত্রতম মাথা আমার (হুজুরার) দিকে বের করে দিতেন। আর আমি হুযুর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মাথা মুবারকের চুল মুবারক আঁচড়িয়ে দিতাম। আর হুযুর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ঘরে শৌচকর্মের প্রয়োজন ব্যতীত অন্য কিছুর জন্য তাশরীফ আনতেন না। (সহীহ বোখারী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৬৬৫, হাদিস নং ২০২৯)

বের হলে চলন্ত অবস্থায় রোগীর অবস্থা জানতে পারে

২। উম্মুল মুমিনীন সায়্যিদাতুনা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا বলেন, “তাজেদারে রিসালাত হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم “ই’তিকাফরত অবস্থায় রোগীর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দাঁড়িয়ে কিংবা পথ থেকে না সরে বরং চলতে চলতে তার অবস্থা জিজ্ঞাসা করে নিতেন।”

(সুনানে আবু দাউদ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৯২, হাদিস নং ২৪৭২)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ বরকতময় হাদীস থেকে একথা প্রতীয়মান হয় যে, শাহানশাহে নুবুওয়ত হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم শরীয়তগত কিংবা স্বভাবগত প্রয়োজনে মসজিদ থেকে বাইরে তাশরীফ নিয়ে যেতেন।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়ে নিজেদের মজলিশ সমূহকে সজ্জিত করো, যেহেতু তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ করাটা কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য নূর হবে।"

আর হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোন রোগীর পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করলে হুযুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার অবস্থা জানার জন্য পথ থেকে সরতেন না, রোগীর নিকট থামতেন না, বরং পথ চলতে চলতে তার শারীরিক অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করে নিতেন। কোন ই'তিকাফকারী ইসলামী ভাই যখন কোন শরীয়তসম্মত ওযরের কারণে মসজিদের সীমানা থেকে বের হয় তখন অতিরিক্ত এক মুহূর্তও দেরী করা উচিত হবেনা। অবশ্য, পথ চলতে চলতে কোন কথা বলে ফেললে কিংবা হাঁটতে হাঁটতে কোন রোগীর অবস্থাদি জিজ্ঞাসা করে নিলে, তবে তা জায়েয। কিন্তু এ উদ্দেশ্যে যদি রাস্তায় থেমে যায়, কিংবা রাস্তা পরিবর্তন করে তবে ই'তিকাফ ভেঙ্গে যাবে।

ইসলামী বোনদের ই'তিকাফ

উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا বলেন, "তাজেদারে মাদীনা, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রমযানুল মুবারকের আখেরী দশ দিনের ই'তিকাফ করতেন এ পর্যন্ত যে, আল্লাহ তাআলা হুযুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে প্রকাশ্য ওফাত দান করেছেন। হুযুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পর হুযুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র বিবিগণ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُنَّ ই'তিকাফ করতেন।" (সহীহ বোখারী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৬৬৪, হাদিস নং ২০২৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ইসলামী বোনেরাও ই'তিকাফ করবেন

আমাদের ইসলামী বোনদেরও ই'তিকাফের সৌভাগ্য লাভ করা চাই। অনুরূপভাবে, যেসব লজ্জাশীল ইসলামী বোনেরা রয়েছেন, তাঁরাতো তাঁদের ঘরেও পর্দানশীন হয়ে থাকেন। কেননা, অলি গলি ও বাজারগুলোতে বেপর্দা ঘোরাফেরা করা বেহায়া নারীদের কাজ। সুতরাং লজ্জাশীল ইসলামী বোনদের জন্য ই'তিকাফ করা হয়তো বেশী মুশকিলের ব্যাপারই না; যদিও সামান্য কষ্ট হয়, তবে ক্ষতি কি? রমযানুল মুবারকের মাস প্রতিদিন কোথায় আসে?

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

তারপর মাত্র দশটি দিনের কথা। ইসলামী বোনদের যেহেতু মসজিদে বায়ত (বিস্তারিত বর্ণনা সামনে আসছে) এর মধ্যেই যা খুবই সংকীর্ণ জায়গা হয়, ই'তিকাফ করতে হয়, সুতরাং এভাবে কবরের স্মরণও উজ্জীবিত হয়ে যায়। কারণ, বৌ-বেটী ও ছোট ছোট শিশুদের কোলাহল ব্যতীত দশদিন কোণায় অবস্থান করা কষ্টকর অনুভুত হলে, কবরে জানিনা হাজার হাজার বছর কিভাবে অতিবাহিত হবে। যদি আপনি দশদিন রমযানুল মুবারকে আপন ঘরে ই'তিকাফরত অবস্থায় অতিবাহিত করেন, তবে আশ্চর্যের কি আছে যদি আল্লাহ তাআলার বরকতে ও আপন রহমতে আপনার কবর ও মাদীনা মুনাওয়ারা এর মধ্যবর্তী সমস্ত পর্দা তুলে দেন। প্রত্যেক ইসলামী বোনের নিজ জীবনে কমপক্ষে একবার হলেও ই'তিকাফের সৌভাগ্য অর্জন করা চাই।

ইসলামী বোনদের ১২ টি মাদানী ফুল

১। ইসলামী বোনেরা মসজিদে ইতিকাফ করবেন না। মসজিদে বায়ত এর মধ্যে করবেন। মসজিদে বায়ত ওই স্থানকে বলে, যেখানে মহিলা আপন ঘরে নামাযের জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে নেয়। ইসলামী বোনদের জন্য এটা মুস্তাহাবও যে, ঘরে নামায পড়ার জন্য জায়গা নির্ধারণ করে নেবেন। আর ওই জায়গা পবিত্র রাখবেন। উত্তম হচ্ছে, ওই জায়গাকে উচুঁ করে নেবেন। বরং ইসলামী ভাইদেরও উচিত হচ্ছে নফলসমূহ পড়ার জন্য ঘরে কোন জায়গা নির্ধারণ করে নেয়া। নফল নামায ঘরে পড়া উত্তম। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৪২৯)

২। যদি ইসলামী বোনেরা নামাযের জন্য কোন জায়গা নির্ধারিত করে না রাখে, তবে ঘরে ই'তিকাফ করতে পারবেনা। অবশ্য, যদি তখন, অর্থাৎ যখন ই'তিকাফের ইচ্ছা করছে, কোন স্থানকে নামাযের জন্য নির্দিষ্ট করে নেয়, তবে ওই জায়গায় ই'তিকাফ করতে পারে। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৪২৯)

৩। অন্য কারো ঘরে গিয়ে ইসলামী বোন ই'তিকাফ করতে পারবে না।

৪। স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর জন্য ই'তিকাফ করা জায়িয নেই।

(রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৪২৯)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

৫। যদি স্ত্রী স্বামীর অনুমতি নিয়ে ই'তিকাফ শুরু করে। পরক্ষণে স্বামী নিষেধ করতে চায়। তখন আর নিষেধ করতে পারবেনা। যদি তবুও নিষেধ করে, তবে স্ত্রীর জন্য তা পালন করা ওয়াজিব বা অপরিহার্য নয়। (আলমগীরী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২১১)

৬। ইসলামী বোনদের ই'তিকাফের জন্য এটাও জরুরী যে, সে হায়েয (মাসিক ঋতুস্রাব) ও নিফাস (সন্তান প্রসবোত্তর রক্তক্ষরণ)* থেকে পবিত্র হবে। কারণ ওই দিনগুলোতে নামায, রোযা ও তিলাওয়াত করা হারাম। (ফিকহের কিতাবাদি)

প্রসূতী নারীর সন্তান প্রসবের পর যেই রক্তক্ষরণ হয়ে সেটাকে নিফাস বলে। এর সর্বোচ্চ সময়সীমা ৪০ দিন, ৪০ রাত। ৪০ দিন-রাতের পরও যদি রক্ত বন্ধ না হয়, তাহলে তা স্ত্রীরোগ। গোসল করে নামায, রোযা শুরু করে দেবেন। ইসলামী বোনদের মধ্যে এটা ভুল ধারণা যে, সে ৪০ দিন পর্যন্ত গোসল করেইনা। এমনও না করা চাই যদি এক দিনে বন্ধ হয়ে যায়, বরং বাচ্চা হবার পর তাৎক্ষণিকভাবে বা এক দিনে বন্ধ হয়ে যায়, তবে গোসল করে নামায রোযা শুরু করে দেবেন। আর হায়েয এর সময়সীমা কমপক্ষে ৩দিন -রাত, সর্বোচ্চ সময়সীমা ১০ দিন-রাত। তিন দিন-রাতের পর যখনই রক্ত বন্ধ হয়, তখন তাৎক্ষণিকভাবে গোসল করে নেবেন ও নামায ইত্যাদি শুরু করে দেবেন। (এখানে স্বামীসম্পন্না নারীদের জন্য কিছু বিস্তারিত বিররণ রয়েছে। তারা তা বাহারে শরীয়তের ২য় খন্ড থেকে অবশ্যই পড়ে নেবেন।) আর ১০ দিন-রাতের পরও যদি রক্তক্ষরণ অব্যাহত থাকে, তবে তা স্ত্রীরোগ। দশ দিন রাত পূর্ণ হতেই নামায রোযা শুরু করে দেবেন।

৭। সুন্নাত ই'তিকাফ শুরু করার আগে এটা দেখে নেয়া উচিত যে, ওই দিনগুলোতে মাসিক ঋতুস্রাবের দিনগুলো আসছে কিনা যদি তারিখগুলো রমযানের শেষ দশ দিনের মধ্যে হয়, তবে ই'তিকাফ শুরুই করবেন না। অবশ্য, তারিখগুলো আসার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত নফল ই'তিকাফ করে নিতে পারেন।

৮। সুন্নাত ই'তিকাফের মধ্যভাগে মাসিক ঋতুস্রাব শুরু হয়ে গেলে তাৎক্ষণিকভাবে ইতিকাফ ভেঙ্গে যাবে। (বাদাইউস সানা-ই, খন্ড-২য়, পৃঃ ২৮৭, দারু ইহইয়াউত তারাসিল, করাচী, বৈরুত) এমতাবস্থায় যেদিন ই'তিকাফ ছেড়ে দিয়েছে, শুধু ওই দিনের কাযা তার উপর ওয়াজিব হবে। (রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৫০০ পৃষ্ঠা দারুল মা'রিফাত, বৈরুত)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

মাসিক ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র হবার পর যে কোনদিন রোযা রেখে ই'তিকাফ করে নেবেন। যদি রমযান শরীফের দিন বাকী থাকে, তবে রমযানুল মুবারকেও কাযা করতে পারেন। এমতাবস্থায় রমযানুল মুবারকের রোযা যথেষ্ট হবে। কিন্তু যদি পাক হওয়ার আগেই রমযানুল মুবারক শেষ হয়ে যায়, তবে রমযানুল মুবারকের পর অন্য যে কোন দিন কাযা করে নেবেন। কিন্তু ঈদুল ফিতর ও জিলহজ্জের ১০, ১১, ১২, ১৩, তারিখ ছাড়া। কারণ এই ৫দিন রোজা রাখা মাকরুহ তাহরিমী।

(রদ্দুল মুহতার সম্বলিত দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৯১)

কাযা করার পদ্ধতি এই যে, সূর্য ডুবার সময় (বরং সতর্কতার জন্য কয়েক মিনিট পূর্বে) কাযা ই'তিকাফের নিয়্যতে এতেকাফের স্থানে বসবে এবং এখন যে দিন আসবে তার সূর্যাস্ত পর্যন্ত ই'তিকাফ করবে, এতে রোযা শর্ত।

৯। শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া ই'তিকাফের স্থান থেকে বের হওয়া জায়িয নেই। ঐ স্থান থেকে উঠে ঘরের অন্য স্থানেও যেতে পারবে না। যদি যায় তবে ই'তিকাফ ভেঙ্গে যাবে।

১০। ইসলামী বোনদের জন্যও ই'তিকাফের জায়গা থেকে সবার ওইসব বিধানই প্রযোজ্য, যেগুলো ইসলামী ভাইদের জন্য প্রযোজ্য, অর্থাৎ যেসব প্রয়োজনে ইসলামী ভাইদের জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়া জায়িয, ওই সব প্রয়োজনেই ইসলামী বোনেরাও আপন জায়গা থেকে বের হওয়া জায়িয।

১১। ইসলামী বোনেরা ই'তিকাফ পালনকালে আপন জায়গায় বসে সেলাই ইত্যাদির কাজও করতে পারবেন, ঘরের কাজের জন্য অন্য কাউকেও বলতে পারবেন; কিন্তু নিজে উঠে যাবেন না।

১২। উত্তম হচ্ছে ই'তিকাফের সময় পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে তিলাওয়াত, যিকির, দুরুদ, তাসবীহ, দ্বীনী কিতাবাদির পর্যালোচনা, সুন্নতে ভরপুর বয়ানের ক্যাসেট শুনা এবং অন্যান্য ইবাদতে ব্যস্ত থাকা। অন্য কোন কাজে বেশী সময় ব্যয় না করা।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

ইতিকাফ কাযা করার পদ্ধতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা রমাযানুল মুবারকের শেষ দশ দিনের ইতিকাফ করবেন। আর কোন কারণে ভেঙ্গে গেলে দশ দিনের কাযা করা জরুরী নয়; বরং আপনার দায়িত্বে শুধু ওই এক দিনের কাযা বর্তাবে, যেদিন আপনার ইতিকাফ ভেঙ্গে গেছে। যদি মাহে রমাযান শরীফের দিন তখনো বাকী থাকে, তবে রমযান শরীফের রোযা এ কাযা ইতিকাফের জন্যও যথেষ্ট। যদি রমযান শরীফ অতিবাহিত হয়ে যায়, তবে এর পরে কোন একদিন ইতিকাফ করে নিন তাতে রোযাও রাখতে হবে। কিন্তু ঈদুল ফিতর ও যিলহজ্জের ১০ম থেকে ১৩ তম তারিখ পর্যন্ত দিনগুলো ব্যতীত। কেননা এ পাঁচ দিনের রোযা রাখা মকরুহে তাহরীমী। কাযা করার পদ্ধতি হল, কোন দিন সূর্য ডোবার সময় (বরং এতে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন এভাবে করা যায় যে, সূর্য অস্ত যাওয়ার কিছু সময় আগে) কাযা ই'তিকাফের নিয়্যত সহকারে মসজিদে প্রবেশ করবে। এখন সামনে যেদিন আসবে তার সূর্যাস্ত পর্যন্ত ই'তিকাফরত থাকবে। এতে রোযা রাখা শর্ত।

ইতিকাফের ফিদিয়া

যদি কাযা করার সুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও কাযা না করে, আর মৃত্যুর সময় এসে পড়ে, তবে ওয়ারিশদেরকে ওসীয়ত করা ওয়াজিব, যাতে তারা ইতিকাফের পরিবর্তে ফিদিয়া আদায় করে। যদি ওসিয়ত না করে এবং ওয়ারিশের ফিদিয়ার আদায়ের অনুমতি না দেয় তখনও ফিদিয়া আদায় করা জায়েয। (আল ফাতাওয়ায়ে হিন্দীয়া, খন্ড-১ম, পৃ-২১৩, কোয়েটা) ফিদিয়া আদায় করা বেশী কঠিন না। ইতিকাফের ফিদিয়ার নিয়্যতে কোন যাকাতের উপযোগীকে সদকা-ই-ফিতরের পরিমাণে (অর্থাৎ প্রায় দু' কে.জি. ৫০ গ্রাম) গম কিংবা এর মূল্য পরিশোধ করবে।

ই'তিকাফ ভঙ্গ করার তওবা

যদি ইতিকাফ কোন বাধ্যবাধকতার কারণে ভেঙ্গে থাকে, কিংবা ভুল করে ভাঙ্গে, তবে গুনাহ্ নেই। আর যদি জেনে বুঝে কোন বিশুদ্ধ কারণ ছাড়াই ভেঙ্গে

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।”

ছিলো, তাহলে সেটা গুনাহ্। তাই কাযার সাথে সাথে তওবাও করে নেবেন। আর তবুও যদি কোন গুনাহ সংঘটিত হয়ে যায়, সেটার তওবা করা ওয়াজিব। তওবা দ্রুত করা চাই। কেননা, জীবনের কোন ভরসা নেই। উভয় গালের উপর কয়েকবার চড় মেরে নেয়ার নাম তওবা নয়, বরং ওই বিশেষ গুনাহের নাম নিয়ে তার জন্য লজ্জিত হয়ে কান্নাকাটি করে আল্লাহ তাআলার মহান দরবারে ক্ষমা চাইবেন। আগামীতে ওই গুনাহ্ না করার প্রতিজ্ঞা করে নিবেন। তওবার জন্য এ শর্তও রয়েছে যে, ওই গুনাহের প্রতি অন্তরে ঘৃণাও থাকবে।

প্রসিদ্ধ ব্যান্ড পার্টির মালিকের তওবা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে এসে অসংখ্য বিপথগামী মানুষ সঠিক পথে এসে নামায ও সুন্নতের অনুসারী হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে একটি অত্যন্ত সুগন্ধিযুক্ত মাদানী বাহার শুনুন- মন্দ সুর শহর ইউ পি ভারত এর এক যুবক নিজ শহরের সবচেয়ে বড় ব্যান্ড পার্টির ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত ছিল। দা’ওয়াতে ইসলামীর এক মুবাল্লিগের ইনফিরাদী কৌশিশে সে রমযানুল মুবারকের শেষ দশদিন (১৪২৬ হি:) আশিকানে রসূলদের সাথে ইতিকাফ করল। তরবিয়্যাতী হালকা সমূহে পাপের ধ্বংসলীলা সম্পর্কে বয়ান শুনে তার অন্তরে খুব প্রভাব পড়ল।

আশিকানে রসূলদের সংস্পর্শের মাধ্যমে পরিবর্তন আসল; তিনি আগের গুনাহ্ থেকে তওবা করলেন, দাড়ি রেখে দিলেন, আশিকানে রসূলদের সাথে ৩০ দিনের মাদানী কাফিলায় সফরে যাওয়ার নিয়্যত করলেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ তিনি ব্যান্ড বাজনার মত হারাম রোজগার করা থেকে বিরত রইলেন।

چوٹ کھا جائے گا اِک نہ اِک روز دل   مَدَنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف
فضلِ ربّ سے ھدایت بھی جائیگی مل   مَدَنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف

চোট খা যায়েগা ইক না ইক রোজ দিল,   মাদানী মাহুল মে করলো তুম ই’তিকাফ
ফযলে রব ছে হেদায়ত ভী যায়েগী মিল,   মাদানী মাহুল মে করলো তুম ই’তিকাফ

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

ইতিকাফকারীদের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র

১. একাগ্রতা লাভ ও মাল সামগ্রীর হিফাযতের জন্য যদি পর্দা টাঙ্গানোর দরকার হয় তবে প্রয়োজনীয় কাপড় (সবুজ হলে উত্তম) বাক্স কিংবা পেটি, ২. কানযুল ঈমান শরীফ, ৩. সুঁই সূতা, ৪. কাঁচি, ৫. তাসবীহ, ৬. মিসওয়াক, ৭. সুরমা ও শলা, ৮. তেলের শিশি, ৯. চিরুনী, ১০. আয়না, ১১. আতর, ১২. দু'জোড়া কাপড়, ১৩. লুঙ্গি, ১৪. আমামা শরীফ, ১৫. গ্লাস, ১৬. প্লেট, ১৭. পেয়ালা (মাটির হলে ভালো), ১৮. কাপ, ১৯. ফ্লাস্ক , ২০. দস্তরখানা, ২১. দাঁতের খিলাল, ২২. তোয়ালে, ২৩. (গোসল করার জন্য সতর্কতা স্বরূপ) বালতি ও মগ, ২৪. হাত রুমাল, ২৫. চাকু, ২৬. কলম, ২৭. অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলার বদ অভ্যাস ত্যাগ করার জন্য লিখে কথাবার্তা বলার কুফলে মদীনার প্যাড, ২৮. পাঠ-পর্যালোচনার জন্য ফয়যানে সুন্নত। আর প্রয়োজনানুসারে দ্বীনী কিতাবাদি, ২৯. মাদানী ইনআমাত এর রিসালা, ৩০. ডায়েরী, ৩১. ইস্তিঞ্জাস্থল শুকানোর জন্য প্রয়োজন হলে দর্জির মূল্যহীন কাপড়ের টুকরো, ৩২. ঘুমানোর জন্য চাটাই, ৩৩. প্রয়োজন হলে বালিশ, ৩৪. ব্যবহারের জন্য চাঁদর কিংবা কম্বল, ৩৫. পর্দার মধ্যে পর্দা করার জন্য চাঁদর, ৩৬. মাথা ব্যাথা, সর্দি ও জ্বর ইত্যাদির জন্য টেবলেট।

মাদানী পরামর্শ

নিজের জিনিষের উপর কোন চিহ্ন (যেমন ◆❖ ইত্যাদি) লাগিয়ে দেবেন, যাতে অন্যদের সাথে মিশে গেলে খোজ করতে সহজ হয়। চাদর ইত্যাদির উপর নাম, বরং কোন হরফও লিখবেন না, বেয়াদবী হতে পারে।

ইতিকাফের ৫০ টি মাদানী ফুল

১। রমাযানুল মুবারকের বিশ তারিখ সূর্যাস্তের পূর্বেই ইতিকাফের নিয়্যতে মসজিদে প্রবেশ করবেন। যদি সূর্যাস্তের পর এক মুহূর্তও দেরীতে মসজিদে প্রবেশ করে তবে রমাযানুল মুবারকের শেষ দশ দিনের ইতিকাফের সুন্নত আদায় হবেনা।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

২। যদি সূর্যাস্তের আগেই মসজিদে ইতিকাফের নিয়্যতে প্রবেশ করলো, তারপর ফিনা-ই-মসজিদে, যেমন মসজিদের এরিয়ার অভ্যন্তরে অবস্থিত ওযূ খানা কিংবা ইস্তিঞ্জাখানায় চলে গেলো, এমন সময় ২০ ই রমাযানের সূর্য অস্তমিত হয়ে গেলো। এমতাবস্থায় সমস্যা নেই। এ কারনে ইতিকাফ ভাঙ্গবে না।

৩। ইস্তিঞ্জাখানায় যাবার সময় হাঁটতে হাঁটতে সালাম ও জবাব, কথাবার্তা বলার অনুমতি আছে, কিন্তু এ জন্য যদি এক মুহূর্ত থেমে যায়, তাহলে ইতিকাফ ভেঙ্গে যাবে। অবশ্য, ইস্তিঞ্জাখানা যদি মসজিদের সীমানার ভিতর হয়, তবে থামলে ক্ষতি নেই।

৪। যদি ইস্তিঞ্জাখানায় (শৌচাগার) যায়, কিন্তু কেউ প্রথম থেকে ভিতর গিয়ে থাকে, তবে মসজিদে ফিরে এসে অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই, বরং সেখানেই অপেক্ষা করতে পারবে।

৫। প্রস্রাব করার পর মসজিদের বাইরেই প্রয়োজন হলে 'ইস্তেবরা'ও* করতে পারে।

....

(প্রস্রাব করার পর যার এ সন্দেহ হয় যে, দু/এক ফোঁটা অবশিষ্ট রয়ে গেছে, কিংবা পুনরায় বের হবে, তার জন্য 'ইস্তিবরা' অর্থাৎ ঃ প্রস্রাব করার পর এমন কাজ করা, যাতে কোন ফোঁটা সজোরে পা নাড়লে, ডান পা বাম পায়ের উপর কিংবা বাম পা ডান পায়ের উপর রেখে চাপ দিলে, উপর থেকে নিচের দিকে নামলে এবং নিচের দিক থেকে উপরের দিকে উঠলে, কাঁশি দিলে কিংবা বাম করটের উপর শয়ন করলেও 'ইস্তিবরা' হয়ে থাকে। (বাহারে শরীআত, খন্ড-২য়, পৃ-১১৫) ইস্তিবরা করার সময় প্রয়োজনানুসারে ঢিলা বাম হাতে নিয়ে পুরুষাঙ্গের ছিদ্রের মুখে রাখবে। ইস্তিবরাকারী প্রস্রাবকারীর মতই। সুতরাং তখন সালাম-কালাম ইত্যাদি করবে না। ইস্তিবরা করার সময় কিবলার দিকে মুখ করা কিংবা পিঠ ফেরানো তেমনি হারাম, যেমন প্রস্রাব কিংবা পায়খানা করার সময় হারাম।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার উপর দুরূদে পাক অধিক হারে পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।"

৬. যদি মসজিদের বাইরে নির্মিত শৌচাগার অপরিচ্ছন্ন হবার কারণে তা ব্যবহার করতে ইচ্ছা না হয়, তাহলে শৌচকর্ম সম্পাদনের জন্য নিজ ঘরে গেলে কোন ক্ষতি নেই। (রদ্দুল মুহতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৪৩৫)

৭. মসজিদের চার দেয়াল থেকে বাইরে গেলো। সেখানে যদি কোন ঋণদাতা দেরি করায়, তবে ইতিকাফ ভেঙ্গে যাবে।

৮. খাবার খাওয়ার সময় নিজের দস্তরখানা অবশ্যই বিছাবে। মসজিদের ফ্লোর বা কার্পেট যেন অপরিচ্ছন্ন না হয়।

৯. মসজিদের দেয়ালগুলো কিংবা ফ্লোর ইত্যাদির উপর কখনো অপরিচ্ছন্ন কিংবা চর্বি ময়লা ইত্যাদি লাগাবে না। থুথু ফেলবে না। অনুরূপভাবে, কান কিংবা নাক থেকে ময়লা-আবর্জনা বের করে সেগুলোতে লাগাবে না। বরং ফিনায়ে মসজিদের দেওয়ালেও বা বিছানায়ও পানের পিক ইত্যাদি ফেলবেন না। মসজিদ পরিস্কারে অংশগ্রহণ করুন। ই'তিকাফকারী হলে একটি থলে বা প্যাকেটে রেখে দিন এবং চুলের গোছা, ময়লা ইত্যাদি খুঁজে নিয়ে তাতে রেখে দিন। আপনাদের উৎসাহের জন্য একটি হাদীসে পাক পেশ করছি।

মাদিনার তাজেদার, উভয় জগতের সরদার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঃ "যে ব্যক্তি মসজিদ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু বের করে ফেলবে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করবেন। (সুনানে ইবনে মাজা, খন্ড-১ম, পৃ-৪১৯, হাদীস নং-৭০৭, দারুল মারিফাত বৈরুত হতে প্রকাশিত)

১০. মসজিদের কার্পেটের সুতা ও চাটাইয়ের ছোট ছোট অংশ বের করা থেকে বিরত থাকবেন। (সর্বত্র এ কথার প্রতি খেয়াল রাখবেন।)

১১. মসজিদে ভিক্ষাকারীকে টাকা পয়সা ইত্যাদি কখনো দেবেন না। কারণ, মসজিদে ভিক্ষা করা হারাম। তাকে দেয়ারও অনুমতি নেই। মুজাদ্দিদে আযম আলা হযরত رَحْمَةُ اللّٰه تَعَالٰى عَلَيۡهِ বলেন, "মসজিদে ভিক্ষুককে যদি কেউ এক পয়সাও দেয়, তবে তার উচিত হবে এর কাফ্ফারা হিসেবে সত্তর পয়সা অতিরিক্ত সদকা করা। (এ সদকা মসজিদের ভিক্ষুককে দেবেন না।)

(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যাহ্, খন্ড-১৬, পৃ-৪১৮)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।”

১২. শুধু এক পা মসজিদ থেকে বের করলে কোন ক্ষতি নেই।

১৩. উভয় হাত মাথা সহকারেও যদি মসজিদ থেকে বের করে দেয় তবে কোন ক্ষতি নেই।

১৪. খামখেয়ালীবশতঃ মসজিদ থেকে বের হয়ে গেলো। আর স্মরণ আসতেই তাৎক্ষণিকভাবে মসজিদের ভিতর চলে আসলেও ইতিকাফ ভেঙ্গে যাবে।

১৫. এমন কোন রোগ হয়ে গেলো, যার চিকিৎসা মসজিদ থেকে বের হওয়া ছাড়া সম্ভব নয়, তাহলে চিকিৎসার জন্য তো বাইরে যেতে পারবে, কিন্তু ইতিকাফ ভেঙ্গে যাবে। অবশ্য ইতিকাফ ভাঙ্গার জন্য গুনাহ্ হবে না, কিন্তু একদিনের কাযা দায়িত্বে থেকে যাবে।

১৬. পানাহারের কাজ সমাধার জন্য পানি আনার কেউ নেই। এমতাবস্থায় পানি আনার জন্য বাইরে যেতে পারবে, কিন্তু পানাহার করবে মসজিদের ভিতর।

১৭. আল্লাহর পানাহ! কোন হতভাগা যদি কুফরী বাক্য বলার কারণে মুরতাদ্দ হয়ে যায়, তবে ইতিকাফ ভেঙ্গে যাবে। এখন নতুনভাবে ঈমান এনে, অর্থাৎ কুফরী উক্তি থেকে তওবা করবে, কলেমা পড়বে, নতুনভাবে বাইআত ও বিবাহ করবে। ওই ইতিকাফের কাযা নেই। কেননা, মুরতাদ্দ হয়ে গেলে পূর্ববর্তী সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যায়।

১৮. ইতিকাফকারী, আল্লাহর পানাহ! কোন নেশা সৃষ্টিকারী বস্তু আহার করলো, অথবা দাড়ির মতো পবিত্র ও সম্মানিত সুন্নত মুন্ডন করে ফেললো, যদিও এ দুটি কাজই বাস্তবিকপক্ষে হারাম, মসিজদেতো আরো জঘন্য গুনাহ্, তবে ইতিকাফ ভাঙ্গবে না।

১৯. ইতিকাফকারীর জন্য মসজিদের ভিতর দাড়ির খত বানানো, কিংবা যুলফী ছাটা, অথবা মাথা ও দাড়িতে তেল লাগানোর মধ্যে কোন ক্ষতি নেই। তখন কাপড় ইত্যাদি বিছিয়ে পূর্ণ সতর্কতার সাথে এ কাজগুলো করতে হবে। মসজিদের ফ্লোরগুলো যেন তৈলাক্ত না হয় এবং চুল ইত্যাদিও তাতে না পড়ে।

২০. ইতিকাফকারী দ্বীনি মাসআলা কিতাবাদি পড়তে পারে।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়ে নিজেদের মজলিশ সমূহকে সজ্জিত করো, যেহেতু তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ করাটা কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য নূর হবে।"

২১. রাতের বেলায় যতক্ষণ পর্যন্ত মসজিদে বাতি জ্বালানোর প্রচলিত নিয়ম আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত অনায়াসে দ্বীনি কিতাবাদির পাঠ-পর্যালোচনা করতে পারবে। অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ব্যবহার করার জন্য পরিচালনা কমিটির সাথে কথা বলে নেবেন।

২২. পত্র-পত্রিকাগুলো যেহেতু প্রাণীর ফটো ও ফিল্ম-সিনেমার বিজ্ঞাপনে সাধারণতঃ ভরপুর থাকে, সেহেতু মসজিদে ওগুলো পাঠ-পর্যালোচনা করা থেকে বিরত থাকুন।

২৩. কোন ব্যক্তি এসে নিজের কিংবা অন্য কোন ইসলামী ভাইয়ের জুতো চুরি করে পালাতে লাগলো। তখন তাকে ধরার জন্য মসজিদ থেকে বের হতে পারবে না। বাইরে গেলে ইতিকাফ ভেঙ্গে যাবে।

২৪. মসজিদ যদি কয়েক তলাবিশিষ্ট হয়, আর সিঁড়িগুলোও মসজিদের সীমানার ভিতর থেকে নির্মিত হয়ে থাকে, তবে নির্দ্বিধায় উপরের সমস্ত তলা, বরং ছাদের উপরও যেতে পারে। অবশ্য, বিনা প্রয়োজনে মসজিদের ছাদের উপর আরোহণ করা মাকরূহ ও বেয়াদবী।

২৫. মসজিদে টেপরেকর্ডারের মাধ্যমে বয়ান কিংবা নাত শরীফ ইত্যাদি শুনতে চাইলে নিজের টেপরেকর্ডারে নিজের ব্যাটারী লাগিয়ে নিন।

যদি মসজিদের বিদ্যুৎ দিয়ে চালাতে চান তবে ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে কথা বলে নেবেন। ** (সহজ পন্থা হলো- যতটুকু বিদ্যুৎ আপনি ব্যবহার করেছেন সেটার অনুমান করে অতিরিক্ত কিছু টাকা ব্যবস্থাপনা কমিটিকে দিয়ে দেবেন।) আর এ সতর্কতাও অবলম্বন করবেন যেন অন্য কারো ইবাদত কিংবা বিশ্রামের ব্যাঘাত না হয়।

২৬. যদি মসজিদের ছাদ ইত্যাদি পড়ে যায়, কিংবা কেউ জোর-জবরদস্তি করে মসজিদ থেকে বের করে দেয়, তবে তাৎক্ষণিকভাবে অন্য মসজিদে ইতিকাফকারী চলে যাবে। এতে ইতিকাফ বিশুদ্ধ হয়ে যাবে।

২৭. ইতিকাফ পালনকালে যথাসম্ভব সময়কে নফলসমূহ, তিলাওয়াতে কুরআন, যিকর ও দুরূদ, ইসলামী কিতাবাদির পর্যালোচনা, সুন্নত সমূহ ও দু'আ ইত্যাদি শিক্ষার মধ্যে অতিবাহিত করবেন।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

২৮. ইতিকাফের জন্য মসজিদে পর্দা লাগালে একেবারে কম জায়গা ঘিরে লাগাবেন, যাতে নামাযীদের জন্য বিরক্তির কারণ না হয়। আমার আকা আলা হযরত رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন, যদি মসজিদে এমন জিনিস রাখা হয় যাতে নামাযীর জায়গার প্রতিবন্ধক হয় তাহলে কঠোরভাবে নিষেধ।

(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যাহ্, খন্ড-৭ম, পৃ-৯৭)

২৯. মসজিদকে প্রত্যেক ধরণের ময়লা ও আবর্জনা ইত্যাদি থেকে রক্ষা করবেন।

৩০. মসজিদে শোরগোল, হাসি-তামাশা ইত্যাদি কখনো করবেন না।

৩১. আপনি ঘর থেকে মসজিদে গেলেন নেকীসমুহ অর্জন করার জন্য; কিন্তু কখনো যেন এমন না হয় যে, গুনাহের বোঝা নিয়ে ফিরছেন। অতএব খবরদার! মসজিদে কখনোই বিনা প্রয়োজনে কোন শব্দ মুখ থেকে যেনো বের না হয়। মুখের উপর মদীনার মজবুত তালা (কুফলে মদীনা) লাগিয়ে দিন।

৩২. ইতিকাফকারী ইসলামী ভাইদের মসজিদের মধ্যে জরুরী জিনিসপত্র আগেভাগেই জোগাড় করে নেয়া চাই, যাতে পরে কারো নিকট থেকে চাওয়ার প্রয়োজন না হয়। অন্য লোকের নিকট থেকে জিনিসপত্র চাইতে থাকার অভ্যাসও ভালো না। কোন কোন সম্মানিত সাহাবী رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہُ তো কারো নিকট থেকে চাওয়া থেকে 'এতো বেশি বিরত থাকতেন যে, যদি তাঁদের চাবুক হাত থেকে পড়ে যেতো, তবে তাঁরা ঘোড়ার উপর বসা থাকা সত্ত্বেও কাউকে একথা বলতেন না, "ভাই! আমার চাবুকটা একটু তুলে দিন!" বরং ঘোড়া থেকে নিজে নেমেই তা তুলে নিতেন।

৩৩. অন্যলোক উপস্থিত থাকলে তিলাওয়াতের আওয়াজ এতো নিচু রাখবেন যেন তার কান পর্যন্ত আওয়াজ না পৌঁছে।

৩৪. আপনার সাথে ইতিকাফকারী ইসলামী ভাইদের সঙ্গ সম্পর্কিত হক্ব এর প্রতি বিশেষভাবে যত্নবান হবেন। অন্যান্য ইতিকাফকারীদের সেবাকে নিজের জন্য সৌভাগ্য মনে করবেন। তাঁদের প্রয়োজন মেটানোর যথাসম্ভব চেষ্টা করবেন। নিষ্ঠা ও ত্যাগ প্রদর্শন করবেন। অন্যকে নিজের উপর প্রাধান্য দেয়ার সাওয়াব

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

অগণিত। যেমনভাবে তাজদারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী হচ্ছে, "যে ব্যক্তি তার প্রয়োজনীয় জিনিস অন্যকে দিয়ে দেয়, আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দেন।" (ইত্তেহাফুস সাদাতুল মুত্তাকীন, খণ্ড-৯ম, পৃ-৭৭৯)

৩৫. আপনি যতো দু'আ ও সুন্নত জানেন, সেগুলো অন্যান্য ইতিকাফকারীকে শেখাতে চেষ্টা করবেন। সাওয়াব লুফে নেয়া এমন সোনালী সুযোগ বারবার পাওয়া যাবে না।

৩৬. ইতিকাফের সময় বেশি করে সুন্নত পালন করার চেষ্টা করবেন। যেমন পানাহারের সময় চাটাই ও মাটির থালা ব্যবহার করা ইত্যাদি।

৩৭. মাদানী ইনআমাত অনুসারে কাজ করে রিসালা পূরণ করুন এবং এর সার্বক্ষণিক অভ্যাস করে ফেলুন।

৩৮. মসজিদের ফ্লোর, কার্পেট ও চাটাইর উপর কখনো ঘুমাবেন না; এতে ঘামের দুর্গন্ধ, মাথার তেল লেগে ময়লা, এমনকি স্বপ্নদোষ হয়ে নাপাক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই নিজের চাটাই অবশ্যই সাথে আনবেন। এতে চাটাইর উপর শোয়ার সুন্নত পালনের সুযোগ পাওয়া যাবে, অপরদিকে মসজিদের কার্পেট ও চাটাই অপবিত্র-অপরিচ্ছন্ন হওয়া থেকে রক্ষা পাবে।

৩৯. যদি নিজের চাটাই আনা সম্ভব না হয়, তবে কমপক্ষে নিজের চাঁদর বিছিয়ে নিন।

৪০. ঘর হোক কিংবা মসজিদ, যেখানেই ঘুমান, পর্দার প্রতি খেয়াল রাখবেন। সম্ভব হলে পায়জামার উপর একটা চাদর লুঙ্গির মতো জড়ানোর এবং অপরটা মাথার দিকে মুড়ে নেয়ার অভ্যাস গড়ে নিন। কারণ, ঘুমের ঘোরে কখনো কখনো কাপড় পরা সত্ত্বেও জঘন্য বে-পর্দা হয়ে যায়।

৪১. কখনো দুজন ইসলামী ভাই এক বালিশে কিংবা এক চাদরের নিচে ঘুমাবেন না।

৪২. অনুরূপভাবে, ফিৎনার জায়গায়, কারো রান কিংবা কোলে মাথা রেখে শোয়া থেকেও বিরত থাকবেন।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

৪৩. যখন ২৯শে রমযানুল মুবারকে ঈদুল ফিতরের চাঁদ উদিত হবার খবর শুনেন, কিংবা ৩০ শে রমযান শরীফের সূর্য অস্ত যায়, তখন মসজিদ থেকে এমনভাবে দৌড়ে যাবেন না, যেন জেলখানা থেকে মুক্তি পেয়েছেন; বরং এমনি হওয়া চাই যে, রমযানুল মুবারক বিদায় হয়ে যাবার খবর পেয়ে মনের দুঃখে হৃদয় নিমজ্জিত হতে চলেছে; আহা! সম্মানিত মাস আমাদের ছেড়ে চলে গেলো। খুব কেঁদে কেঁদে রমযানুল মুবারকে বিদায় জানাবেন।

تم گھر کو نہ کھینچو نہیں جاتا نہیں جاتا   میں چھوڑ کے مسجد کو نہیں اب کہیں جاتا

তুম ঘরকো না খিচু নেহী যাতা নেহী যাতা,
মেই ছোড়কে মসজিদকো নেহী আব কাহী যাতা।

৪৪. ইতিকাফ শেষ হয়ে যাবার সময় খুব কেঁদে কেঁদে নিজের ভুল-ত্রুটি ও অক্ষমতাগুলো এবং মসজিদের প্রতি বেয়াদবী সম্পন্ন হয়ে যাবার জন্য আল্লাহ তাআলার দরবারে ক্ষমা চাইবেন। খুব কেঁদে কেঁদে নিজের ও সমগ্র বিশ্বের ইসলামী ভাইবোনদের ইতিকাফ কবুল হবার ও সমস্ত উম্মতের মাগফিরাতের দু'আ চাইবেন।

৪৫. পরস্পর পরস্পরের হকগুলো ক্ষমা করাবেন।

৪৬. মসজিদের খাদেমদেরকেও খুশি করবেন।

৪৭. মসজিদের ব্যবস্থাপনা কমিটিকে উপহার দিয়ে সন্তুষ্ট করবেন।

৪৮. যতটুকু সম্ভব ঈদুল ফিতরের রাত ইবাদতের মধ্যে অতিবাহিত করবেন। অন্যথায় কমপক্ষে ইশা ও ফজরের নামায জামাআত সহকারে আদায় করবেন। তাহলে, হাদীস শরীফের ইরশাদ অনুসারে, পূর্ণ রাতের ইবাদতের সাওয়াব পাওয়া যাবে।

৪৯. চেষ্টা করে চাঁদ-রাত ওই মসজিদে অতিবাহিত করবেন, যেখানে ইতিকাফ করেছেন। যেমন ইমাম সায়্যিদুনা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী শাফিঈ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেছেন যে, সায়্যিদুনা ইব্রাহীম ইবনে আদহাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, "বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى একথা পছন্দ করতেন যে, ঈদুল ফিতরের রাত

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

মসজিদেই অতিবাহিত হয়, যাতে সেখান থেকেই তাঁদের দিন (অর্থাৎ ঈদের দিন) শুরু হয়। ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰی এর এ আমল উদ্ধৃত করেন, লোকদের সাথে ঈদের নামায আদায় না করা পর্যন্ত, চাঁদ রাতে নিজেদের ঘরে ফিরে আসতেন না ।" (দুররে মনসুর, খন্ড-১ম, পৃ-৪৮৮)

৫০. ঈদের পবিত্র মুহুর্তগুলো বাজারে বাজারে কেনাকাটার মধ্যে অতিবাহিত করা থেকে বিরত থাকুন। অনুরূপভাবে ঈদের সৌভাগ্যময় দিনকেও আল্লাহর পানাহ্, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার বিনোদন কেন্দ্র, সিনেমাহল এবং নাট্যমঞ্চগুলোর স্থানে অতিবাহিত করে আযাবেরও শাস্তির হুমকির দিনে পরিণত করবেন না।

আশিকানে রসূলদের সঙ্গ আমাকে কি থেকে কি বানিয়ে দিল!

যেখানে তবলীগে কুরআন ও সুন্নতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে ইজতিমায়ী (সম্মিলিত) ইতিকাফের আয়োজন করা হয়। সেখানে চাঁদ রাতে মসজিদে অবস্থান করে ঈদের দিন সুন্নত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফিলায় আশিকানে রসূলদের সাথে সফরের ব্যবস্থা করুন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ এর বরকত নিজেই দেখতে পাবেন। যদি মডার্ন বন্ধু বান্ধবের সাথে পাপে ভরপুর পরিবেশে ঈদ উদযাপন করেন তাহলে ই'তিকাফের সকল অর্জন ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। আপনাদের উৎসাহের জন্য ঈদের মাদানী কাফিলার একটি অত্যন্ত বরকতময় মাদানী বাহার আপনাদের সামনে পেশ করছি।

বাবুল মদীনা করাচী লোয়েজ এলাকায় এক যুবক ইসলামী ভাইয়ের কিছু এই রকম বর্ণনা যে, প্রথমে আমিও একজন মডার্ণ ও বেনামাযী ছেলে ছিলাম। জীবনের দিন রাতগুলো অলসতা ও গুনাহের মধ্যে অতিবাহিত হচ্ছিল। ১৪২৩ হিজরীর রমযানুল মুবারক মাসে এক ইসলামী ভাই ইনফিরাদী কৌশিশ এর মাধ্যমে আমাদের এলাকার ফয়যানে রেযা মসজিদে (লায়েজ এলাকা) অনুষ্ঠিত সুন্নতে ভরপুর ইজতিমায়ী ইতিকাফে বসার জন্য বললেন। আমি রাজী হয়ে গেলাম এবং পরিবারের সকলের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে রমযানুল মুবারকের শেষ ১০ দিনে ইতিকাফকারী হয়ে গেলাম।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

ইতিকাফে ১০দিন পর্যন্ত আশিকানে রসূলদের সংস্পর্শের বরকতে খুবই সিক্ত হলাম এবং ইতিকাফে থাকা অবস্থায় সারা জীবন পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার জন্য দৃঢ় নিয়্যত করে নিলাম। অন্যান্য গুনাহের সাথে সাথে দাড়ি মুন্ডানো থেকেও তওবা করলাম। সাথে সাথে পাগড়ী শরীফও মাথায় সাজিয়ে নিলাম। ঈদের ২য় দিন আশিকানে রসূলগণের সাথে ৩ দিনের মাদানী কাফিলায় সুন্নতে ভরপুর সফর করলাম এবং সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীরই একজন হয়ে গেলাম। আল্লাহ তাআলার কাছে এটাই প্রার্থনা, মৃত্যু পর্যন্ত দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশ থেকে আমি যেন দূরে সরে না পড়ি।

এখন আমি ফ্যাশন পাগল নই, মডার্ন যুবকও নই। ইতিকাফের সাথে সাথে মাদানী কাফিলার সফরের সময় আশিকানে রসূলদের নৈকট্য اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমাকে কি থেকে কি বানিয়ে দিল! আমার উপর আল্লাহ তাআলার দয়ার উপর দয়া ছিল যে, আমি যখন এই ঘটনা বর্ণনা করছি তখন আমার নিজ এলাকায় মাদানী ইনআমাতের যিম্মাদার হিসেবে সুন্নতের খিদমতের আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছি।

فضلِ ربّ سے گناہوں کی عادت چھُٹے　　مَدَنی ماحول میں کرلو تم اعتکاف

نیکیوں کا تمھیں خوب جذبہ ملے　　مَدَنی ماحول میں کرلو تم اعتکاف

ফযলে রব ছে গুনাহু কি আদত ছুটে,　　মাদানী মাহুল মে করলো তুম ই'তিকাফ,

নেকিয়ু কা তুমে খুব জযবা মিলে,　　মাদানী মাহুল মে করলো তুম ই'তিকাফ।

নিজের জিনিসপত্র সামলানোর পদ্ধতি

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ কুরআন সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী বিপ্লব সৃষ্টিকারী দা'ওয়াতে ইসলামীর সাথে সম্পৃক্ত হাজারো ইসলামী ভাই দুনিয়ার বিভিন্ন মসজিদে সম্মিলিত ইতিকাফ করে থাকেন। শরীআতের মাসআলা হচ্ছে, যদি অন্য কারো কোন জিনিস ভুলবশতঃ বদলী হয়ে এসে যায়, চাই নিজের জিনিসের সাথে সামঞ্জস্য রাখে এমনও হয়, তবুও সেটা ব্যবহার করা না জায়েজ ও গুনাহ। তাই ইতিকাফকারীগণ (এবং মাদরাসার ছাত্রাবাসে অবস্থানকারী ছাত্রগণ, বরং প্রত্যেকের উচিত) নিজ নিজ জিনিসপত্রের উপর কোন না কোন চিহ্ন লাগিয়ে নেয়, যাতে মিশ্রিত হয়ে গেলে, খুঁজে পাওয়া যায়। পথ-নির্দেশনার জন্য কিছু চিহ্ন পরবর্তী পৃষ্ঠায় পেশ করা হলো।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

(সেন্ডেল ও চাঁদর ইত্যাদির উপর নাম অথবা যে কোন ভাষার বর্ণ, যেমন-A.B ইত্যাদি লিখবেন না; বরং সম্ভব হলে কোম্পানীর নামও মুছে দিন; যাতে পায়ের নিচে আসার কারণে বেআদবী না হয়। প্রত্যেক ভাষার বর্ণমালার আদব করুন) (এই মাসআলার বিস্তারিত ফয়যানে সুন্নতের ফয়যানে বিছমিল্লাহর অধ্যায়ে দেখুন)

ই'তিকাফ অবস্থায় অসুস্থ হওয়ার কারণ

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ সাগে মদীনা عُفِیَ عَنْهُ (লেখক) এর বছরের পর বছর ইতিকাফকারীদের খিদমতে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হয়েছে। ইতিকাফ অবস্থায় কিছু ভাইদেরকে অসুস্থ হতে দেখেছি। এর সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে পনাহারের প্রতি অসতর্কতা থাকা। ঘর থেকে বন্ধু বান্ধবের পক্ষ থেকে ভাল ভাল সুস্বাদু খাবার, সুগন্ধি যুক্ত সুমিষ্ট খাদ্য, বেকারী সামগ্রী কাবাব-সমুচা, পিজা, বেসনের তৈরী পিঠা, টক চাটনি, খিচুড়ী, চটপটি, আলু চপ এবং সাহরীতে তৈরী পরাটা, ফিরনি ইত্যাদি নিয়ে আসে, কিছু কিছু ইতিকাফকারী লোভে পড়ে পরিনাম চিন্তা না করে সামনে যা আসে সেগুলো ভালভাবে না চিবিয়ে দ্রুত গিলে ফেলে। যার ফলে আক্রান্ত হয় গ্যাস, পেটব্যাথা, বদহজম, দস্তা, বমি, শরীরের অলসতা, সর্দি-কাশি, জ্বর, মাথা ও শরীরের ব্যথা সহ বিভিন্ন প্রকারের রোগে। অথচ বেচারা অনেক আশা নিয়ে ইবাদত করার মনমানসিকতার সাথে ই'তিকাফের জন্য ঘর থেকে বের হয়েছে কিন্তু অসতর্কভাবে পানাহার করে অসুস্থ হয়ে গেল। আর মাঝে মধ্যে ঘটনা এতদুর পর্যন্ত গড়ায় যে নামাযের জামাআত শুরু হয়ে গেল অথচ এই বেচারা মাথা ব্যথা ও জ্বরের কারণে মসজিদে লম্বা হয়ে শুয়ে থাকে।

نا سمجھ بیمار کو امرت بھی زہر آمیز ہے　　سچ یہی ہے سو دواء کی اک دواء پرہیز ہے

না ছময বীমার কো আমরাত ভী যাহর আমীয হে,
ছচ ইয়েহি হে ছো দাওয়া কি এক দাওয়া পরহীয হে।

খাবারে সতর্কতার উপকারিতা

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কুরআন ও সুন্নতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা বাবুল মদীনা করাচীতে রমযানুল মুবারকের শেষ ১০ দিনে শত শত নয় বরং হাজার

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

হাজার আশিকানে রসূলগণ ই'তিকাফকারী হয়ে থাকেন। তাদেরকে দেয়া খাবারে অতিরিক্ত ঘি ব্যবহার বন্ধ করা, তেল মসলা জাতীয় দ্রব্য ও অর্ধেক কমিয়ে ফেলা, কাবাব, চমুচা ও বেসনের তৈরী পিঠা নিয়মিত না খাওয়ার আবেদন করায় কিছু না কিছু উপকার হয়েছে এবং এভাবে ই'তিকাফ থাকাকালীন সময় রোগ অনেকাংশে কমে যেতে দেখা গেছে। হায়! এভাবে ইতিকাফকারী সহ যদি মুসলমানদের প্রতিটি ঘরে উল্লেখিত সতর্কতা মেনে চলত!

আমার কাছে মুসলমানদের সুস্বাস্থ্য কাম্য

মুসলমানদের রূহানী শুদ্ধতার সাথে সাথে শারীরিক সুস্থতা ও সফলতার আশা করছি। আহ! আহ! আমার আবেদন মত যদি ইচ্ছার চেয়ে কম খেয়ে এবং অসময়ে এটা ওটা খাওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করে, তাহলে সকল ই'তিকাফকারী সুস্বাস্থ্যের মাধ্যমে ইবাদত বন্দেগী ও ইজতিমায়ী ইতিকাফ শেষে চাঁদ রাতে সাথে সাথে মাদানী কাফিলায় আশিকানে রসূলগণের সাথে সুন্নতে ভরপুর সফর করার সৌভাগ্য অর্জন করবে, যদি আমার আবেদনকৃত খাবার সতর্কতার সাথে সারা জীবন খেতে থাকেন তাহলে اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ আপনার জীবন অত্যন্ত সুন্দর হবে এবং ডাক্তার ও ঔষধ পত্রের খরচ থেকে মুক্তি পাবেন।

দয়া করে ফয়যানে সুন্নতের **খাবারের নিয়মাবলী** সংক্রান্ত অধ্যায় উল্লেখিত খাবারের রুটিন ও ডাক্তারী পরামর্শে ভরপুর আত্তারের চিঠি পড়ে নিন। আপনাদের সুস্থতার মধ্যে আমার এই আশা যে, এইভাবে اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ ইবাদতের আগ্রহ ও স্বাদ বাড়বে এবং সুন্নাতের প্রশিক্ষণের মাদানী কাফিলায় সফর করার আগ্রহও বৃদ্ধি পাবে। আপনি সুস্থ হলে সহজেই নামায, সুন্নত, পিতামাতা, ছেলে-সন্তানের খিদমতের জন্য দৌড়াদৌড়ি করতে পারবেন।

যদি আমার আবেদনের কারণে এই সমস্ত নেক আমলগুলো হয়ে যায় اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ তাহলে আমারও অনেক সাওয়াব মিলবে।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

অত্যাচারীর জন্য আয়ু বৃদ্ধির দু'আ করা কেমন?

নামায ও ফরজ ইবাদত সমূহ থেকে দূরে অবস্থানকারী মুসলমানরা, নিজ মুসলমান ভাই এর উপর অত্যাচারের ষ্টিম রোলার চালনাকারী এবং গুনাহের বাজার গরমকারীদেরকে আল্লাহ তাআলা হিদায়াত নসীব করুন। আহ! এদের সুস্থতাও অনেক সময় গুনাহের মাত্রা বৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গায্‌যালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন, "যে ব্যক্তি জালিম ও ফাসিকদের জন্য দীর্ঘ হায়াতের দু'আ করবে, সে যেন এই কথাকে পছন্দ করছে যে, পৃথিবীতে আল্লাহর তা'আলার নাফরমানী আরো বৃদ্ধি হোক।" (ইমাম গাজ্জালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ রচিত আইয়্যুহাল ওয়ালাদু, ২৬৬, দারুল ফিকর, বৈরুত) তবে হ্যাঁ জালিম ও ফাসিকদের জন্য অত্যাচার ও গুনাহ থেকে মুক্ত থেকে ইবাদত করার জন্য সুস্বাস্থ্য চেয়ে দু'আ করা যাবে। পানাহারের সতর্কতার অন্যান্য বিষয়াদী জানার জন্য ফয়যানে সুন্নতের **ক্ষুধার ফযীলত** অবশ্যই পড়ে নিন।

মুসলমানদের মঙ্গল কামনা করা উত্তম কাজ

হযরত সায়্যিদুনা জারীর বিন আব্দুল্লাহ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বর্ণনা করেন, "আমি হুজুর তাজেদারে রিসালাত হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট এই কথার উপর বায়আত গ্রহণ করেছি যে, নামায প্রতিষ্ঠা করব, যাকাত আদায় করব, সাধারণভাবে সকল মুসলমানের মঙ্গল কামনা করব।"

(সহীহ মুসলিম, পৃ-৪৮, হাদীস নং-৯৭)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ নিজেকে মুসলমানদের মঙ্গলকামনায় অন্তর্ভূক্ত করা ও সাওয়াব অর্জনের পবিত্র আগ্রহের জন্য দু'আর সাথে সাথে সুস্থ থাকার জন্য কিছু মাদানী ফুল উপস্থাপন করছি।

যদি শুধু দুনিয়ার রঙ্গ তামাশার স্বাদ গ্রহণের জন্য সুস্থ থাকার ইচ্ছা থাকে, তাহলে আবেদন হচ্ছে পড়া এখানেই বন্ধ করে দিন। আর যদি সু-স্বাস্থ্য অর্জন করে ইবাদত ও সুন্নতের খিদমত করার নিয়্যত থাকে, তবে সাওয়াব

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

অর্জনের জন্য ভাল ভাল নিয়্যত করে দুরূদ শরীফ পড়ে সামনে অগ্রসর হোন এবং আগ্রহ নিয়ে পাঠ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ তাআলা আমার, আপনার সমস্ত উম্মতের মাগফিরাত দান করুন! আমাদেরকে সুস্থতা ও ক্ষমার সাথে সাথে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে থেকে ইসলামের খিদমতের উপর অটল থাকার সুযোগ দান করুন! আল্লাহ তাআলা আমাদের শারীরিক রোগ দূর করে আমাদেরকে মদীনার প্রেমের রোগী বানিয়ে দিক! আমিন বিজাহিন্নাবিয়্যীল আমিন صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

কাবাব ও চমুচা ভক্ষণকারীরা দৃষ্টিপাত করুন!

বাজার ও দা'ওয়াতে চটপটি কাবাব, চমুচা আহারকারীরা একটু খেয়াল করুন। কাবাব চমুচা বিক্রেতারা অধিকাংশ সময় কিমা (নাড়িভুড়ি) ধৌত করে না। তাদের কথা হল কিমা ধুয়ে দিলে তার স্বাদ কিছুটা পরিবর্তন হয়। বাজারের কিমাতে অধিকাংশ সময় কি কি দেয়া হয়ে থাকে তাও একটু শুনে নিন। গরুর নাড়ীভূড়ির উপরের অংশ ছিলে তার ভিতরের তিলি আল্লাহর পানাহ! মাঝে মধ্যে জমাট রক্ত ঢেলে মেশিনে পিশে ফেলা হয়। কোন কোন সময় কাবাব চমুচা ওয়ালারা প্রয়োজন মত আদা রসুন ইত্যাদিও কিমার সাথে পিশে গুড়া বানিয়ে নেয়।

এখন সেই কিমা ধোয়ার কোন প্রশ্নই আসে না। ঐ কিমাতে মসলা ঢেলে ভুনে তা কাবাব, চমুচা, বানিয়ে বিক্রি করে। হোটেলগুলোতেও এই ধরনের কিমার তরকারী থাকার সম্ভাবনা থাকে। বাজে কাবাব চমুচা বিক্রেতাদের কাছ থেকে পিঠা ইত্যাদি কিনবেন না। কড়াইও একটা, আর তেলও হয় সেই দুর্গন্ধযুক্ত কিমার।

আমি আবার একথা বলছিনা যে, আল্লাহর পানাহ! প্রত্যেক মাংস বিক্রেতা এই রকম করে থাকে। অথবা আল্লাহ না করুন, প্রত্যেক কাবাব চমুচা ওয়ালারা নাপাক কিমাই শুধু ব্যবহার করে থাকে। অবশ্যই নির্ভেজাল মাংসের কিমাও পাওয়া

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।”

যায়। আরজ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এ যে, কিমা বা কাবাব চমুচা নির্ভরযোগ্য মুসলমানের কাছ থেকে কিনতে হবে। আর যে সমস্ত মুসলমান আল্লাহর পানাহ! এরকম ভেজাল করে তাদের তওবা করে নেয়া উচিত।

ডাক্তারের দৃষ্টিতে কাবাব চমুচা

কাবাব, চমুচা, বেসনের নাস্তা, শামী কাবাব, মাছ ও মুরগী ইত্যাদির ভাজা, পুরী খিচুড়ি, পিজ্জা পরটা আমলেট ইত্যাদি আমরা খুব মজা করে খেয়ে থাকি কিন্তু এগুলো আমাদের দৃষ্টিতে ক্ষতিকর নয় মনে হলেও এই নাস্তা, খাবার আমাদের ভিতর কি রকম ধ্বংসাত্মক রোগ সৃষ্টি করে তার সম্পর্কে খুব কম মানুষেরই জানা আছে। ভাজার জন্য যখন তেলকে খুব বেশি গরম করা হয় তখন ডাক্তারী গবেষণা মতে তার ভিতর কিছু ক্ষতিকারক শক্তি সঞ্চার হয়। ভাজার জন্য ফুটন্ত তেলের ভিতর ঢেলে দেয়া জিনিসকেও ছাড়ে না। যার ফলে তেল গরম হয়ে ঠাস ঠাস আওয়াজ তুলে। যা এই কিমা ভাজার অকেজো হওয়ার চিহ্ন। আর এই কারণে খাবারের গুণাগুণ ও ভিটামিন নষ্ট হয়ে যায়।

তৈলাক্ত কাবাবে সৃষ্ট ১৯টি রোগের পরিচয়

(১) শরীরের ওজন বেড়ে যায়, (২) নাড়ীভূড়ির ক্ষতি হয়। (৩) পেট পরিস্কারের (পায়খানা) সমস্যা হয়। (৪) পেট ব্যথা (৫) বমি বমি ভাব (৬) বমি (৭) পানির মত দস্তা রোগ সৃষ্টি হয় (৮) চর্বির বিপরীতে তৈলাক্ত খাবার গ্রহণ করা অত্যন্ত দ্রুততার সাথে রক্তের ক্ষতিকর কোলেস্ট্রেল LDL তৈরী করে। (৯) আর উপকারী কোলেষ্টরল তথা HDL কমিয়ে ফেলে (১০) রক্তে কনার সৃষ্টি হয় (১১) হজম শক্তি নষ্ট হয়ে যায়, (১২) গ্যাস সৃষ্টি হয় (১৩) বেশি গরম তেলে এক ধরনের ‘আইক্রুনিল’ নামে বিষাক্ত জীবাণু তৈরী হয়। যেগুলো নাড়িভুড়িতে জীবানু সৃষ্টি করে, আল্লাহর পানাহ! (১৪) তা ক্যান্সারের কারণও হতে পারে। (১৫) তেলকে বেশিক্ষণ দেরী করে গরম করলে ও এতে খাবার ভুনলে আরো একটি ক্ষতিকর ও বিষাক্ত “ফ্রি রেডিক্লজ” নামের জীবাণু সৃষ্টি হয় যা হৃৎপিন্ডের ভিতরের

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।”

রোগ ব্যাধি (১৬) ক্যান্সার (১৭) জোড়ায় জোড়ায় ব্যথা, (১৮) ব্রেনের রোগ ও (১৯) দ্রুত বৃদ্ধ হওয়ার কারণ হয়ে থাকে।

“ফ্রি রেডিক্লোজ” নামের ক্ষতিকর ও বিষাক্ত রোগ সৃষ্টিকারী আরো কিছু কারণ আছে যেমন: তামাক বা বিড়ি সিগারেট পান করা, বাতাসের স্বল্পতা (যেমন আজকাল ঘরে সব সময় রুম বন্ধ রাখা হয়, এতে রোদও আসে না তাজা বাতাসও আসে না।) *গাড়ীর ধোঁয়া *এক্স-রে, * মাইক্রোফোন * টিভি *কম্পিউটারের আলো রশ্মির তেজস্ক্রীয়তা * আকাশ ভ্রমনের উড়ো জাহাজের ধোঁয়া।

ক্ষতিকর বিষের প্রতিষেধক

আল্লাহ তাআলা এই ক্ষতিকর বিষ তথা ফ্রি রেডিক্লোজ এর প্রতিষেধক বা ধ্বংসকারীও সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং যে সবজি বা ফলের রং, সবুজ, হলুদ বা কমলা রং হয় তা এই ক্ষতিকর বিষকে ধ্বংস করে দেয়। এইভাবে ফল ও সবজীর রং যেই পরিমাণ ঘন হবে তার মধ্যে ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের পরিমাণও বেশি পরিমাণে হয় এবং সে বিষকে বেশি শক্তি দিয়ে ধ্বংস করে।

তেলে ভাজা জিনিস দ্বারা ক্ষতি কম হওয়ার পদ্ধতি

দুটি কথার উপর আমল করলে তৈলাক্ত খাবারের ক্ষতি কম হয়। (১) কাবাব, সমুচা, বেশনের নাস্তা, ডিম, আমলেট, মাছ ইত্যাদি ভাজার জন্য যে কড়াই বা ফ্রাই পেন ব্যবহার করা হয় তা যেন ননষ্টিক (NON STICK) হয়। (২) তেলে ভাজার পর প্রত্যেকটি তেলে ভাজা জিনিসকে সুগন্ধ বিহিন টিস্যু দিয়ে ভালভাবে জড়িয়ে ফেলুন যাতে কিছু তেল চুষে নেয়।

বেঁচে যাওয়া তেল ২য় বার ব্যবহারের পদ্ধতি

অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কথা হল যে, ভাজার জন্য একবার ব্যবহার করার পর তেল ২য়বার গরম করা যাবে না। যদি ২য়বার ব্যবহার করতে হয় তাহলে তার নিয়ম এই যে, তা ছেঁকে ফ্রিজে রেখে দিবে, ছাঁকা ব্যতীত ফ্রিজে রাখা যাবে না।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

ডাক্তারী শাস্ত্র নির্ভূল নয়

তেলে ভাজা খাবারের ক্ষতি সম্পর্কে আমি যা কিছু আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেছি তা আমার নিজস্ব মনগড়া মতামত নয় বরং এটা ডাক্তারী গবেষণা। আর এই সূত্রটি মনে রাখা দরকার যে সম্পূর্ণ ডাক্তারী শাস্ত্রটা ধারণা ভিত্তিক, তা নির্ভূল নয়।

মডেলিং যুবক সুন্নাতের মুবাল্লিগ হয়ে গেল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ক্ষতিকারক বস্তু পানাহারের লোভ সামলানো, পশ্চিমা ফ্যাশন থেকে জান বাঁচানো, সুন্নতকে নিজের করে নেয়া, নিজের হৃদয়কে রসূল صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রেমের শহর বানানোর জন্য কুরআন ও সুন্নত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। আসুন! আপনাদের উৎসাহের জন্য একটি সুন্দর মাদানী বাহার আপনাদের সামনে পেশ করছি। যেমন ইন্তাত্তর শহর M.P আল ভারত এর এক মডার্ন যুবকের ১৪২৬ হিজরীর রমযানুল মুবারকের শেষ ১০ দিন তবলীগে কুরআন ও সুন্নতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে আয়োজিত ইজতিমায়ী ইতিকাফে আশিকানে রসুলদের সাথে ইতিকাফ করার সৌভাগ্য হয়।

তার বর্ণনা হল : দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশ ও আশিকানে রসূলদের সান্নিধ্যের বরকতে আমার অন্তরে মাদানী পরিবর্তন সাধিত হয়। মুখে দাড়ির বাহারের উজ্জলতার চমক এনে দিল এবং সবুজ পাগড়ীতে মাথা সবুজ হয়ে গেল। সেই সাথে ১২ দিনের জন্য সুন্নতের প্রশিক্ষণের লক্ষে মাদানী কাফিলার মুসাফিরও হয়ে গেলাম। একেবারে মাদানী রঙ্গে রঙ্গিন হয়ে গেলাম।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ বর্তমানে দা'ওয়াতে ইসলামীর মুবাল্লিগ হয়ে দা'ওয়াতে ইসলামীর হালকা মুশাওয়ারাতের নিগরান হয়ে মাদানী কাজের সাড়া জাগাচ্ছি।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার উপর দুরূদে পাক অধিক হারে পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।"

گرچہ دل میں ہے فیشن کی اُلفت بھری ' مَدَنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف
عمر آئندہ گزرے گی سنّت بھری مَدَنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف

গরছে দিল মে হে ফ্যাশন উলফত ভরি,
মাদানী মাহুল মে করলো তুম ই'তিকাফ।
উমর আইন্দা গুজরেগি সুন্নত ভরি,
মাদানী মাহুল মে করলো তুম ই'তিকাফ

ইয়া রব্বে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! প্রত্যেক ইসলামী ভাই ও বোনদের ইতিকাফ কবুল করুন এবং এর বরকত দ্বারা সকলকে ধন্য করুন! হে আল্লাহ! আমাদেরকেও ইতিকাফ করার সৌভাগ্য দান করুন! আমিন বিজাহিন্নাবিয়্যীল আমিন صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মসজিদকে ভালবাসার ফযীলত

হযরত আবু সাঈদ খুদরী رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ বর্ণনা করেন, রসূল صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসাপূর্ণ বাণী হচ্ছে, "যে ব্যক্তি মসজিদের সাথে ভালবাসা রাখবে, আল্লাহ তা'আলাও তার সাথে ভালবাসা রাখবেন।"

(তিবরানী আউসত, হাদীস নং-২৩৭৯, বৈরুত)

হযরতুল আল্লামা আব্দুর রউফ মানাবী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেন, "মসজিদের সাথে ভালবাসা রাখার ব্যাপারটা এইভাবে যে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এতে ইতিকাফ, নামায, আল্লাহর জিকির এবং শরয়ী মাসআলা মাসায়েল শিক্ষা নেয়া ও দেয়ার জন্য বসে থাকার অভ্যাস গড়ে তোলা। আর আল্লাহ কর্তৃক ঐ বান্দাকে ভালবাসার অর্থ হচ্ছে এই যে,

আল্লাহ তাআলা তাকে তাঁর রহমতের ছায়ায় আশ্রয় প্রদান করেন এবং তাঁকে তার নিজের হিফাজতে নিয়ে নেন।"

(ফয়জুল কদীর, খন্ড-৬ষ্ঠ, পৃ-১০৭, দারুল ফিকির, বৈরুত)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।”

মসজিদের যিয়ারতের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বর্ণনা করেন যে, রসূল আকরাম হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দয়াময় বাণী হচ্ছে, “নিঃসন্দেহে দুনিয়াতে মসজিদ সমূহ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার ঘর এবং আল্লাহ তা'আলার বদান্যতায় হক হচ্ছে (স্বীয় ঘরের) যিয়ারতকারীদের প্রতি দয়া করা।”

(তাবরানী কবির, খন্ড-১০ম, পৃ-৬১, হাদীস নং-১০৩২৪, বৈরুত)

হযরতুল আল্লামা আব্দুর রাউফ মানাবী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেছেন, “অর্থাৎ মসজিদ সমূহ হচ্ছে সেই সমস্ত স্থান যেগুলোকে আল্লাহ তা'আলা নিজ রহমত বর্ষণের জন্য বাঁছাই করেছেন।

(ফয়জুল কবীর, খন্ড-২য়, পৃ-৫৫২, দারুল ফিকির, বৈরুত)

মসজিদে হাসাহাসির শাস্তি

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, হুজুরে পাক সাহিবে লাওলাক হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শিক্ষণীয় বাণী হচ্ছে,

اَلضَّحِكُ فِی الْمَسْجِدِ ظُلْمَةٌ فِی الْقَبْرِ

অর্থাৎ মসজিদে হাসাহাসি করা কবরে অন্ধকার নিয়ে আসে।

(আল ফিরদাউস বিমাসুরীল খিতাব, খন্ড-২য়, পৃষ্টা-৪৩১, হাদীস নং-৩৮৯১, দারুল ফিকির, বৈরুত)

জাহান্নামের দরজায় নাম

হযরত সায়্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তাআলার মাহবুব, হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শিক্ষণীয় বাণী হচ্ছে,

مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مُتَعَمِّدًا كُتِبَ اسْمُهٗ عَلٰى بَابِ النَّارِ فِيْمَنْ يَدْ خُلُهَا

অর্থাৎ ঃ- “যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে এক ওয়াক্ত নামাযও কাযা করবে, তার নাম জাহান্নামের সেই দরজায় লিখে দেয়া হবে যেই দরজা দিয়ে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।” (হিলয়াতুল আউলিয়া, খন্ড-৭ম, পৃ-২৯৯, হাদীস-১০৫৯০, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

জান্নাত থেকে বঞ্চিত

হযরত সায়্যিদুনা হুযাইফা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, নবীয়ে মোকাররম, নুরে মুজাস্‌সাম, রসূলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম, হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শিক্ষণীয় বাণী হচ্ছে,

لَا یَدۡخُلُ الۡجَنَّۃَ قَتَّاتٌ

অর্থাৎ "চোগল খোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"

(সহীহ বুখারী, পৃ-৫১২, হাদীস নং-৬০৫৬)

তওবার ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর মাহবুব, হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এরশাদ হচ্ছে,

اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنۡبِ کَمَنۡ لَّا ذَنۡبَ لَہٗ

অর্থাৎ গুনাহ্ থেকে তওবাকারী এমন যে, যেমন সে কোন গুনাহই করেনি। (সুনানে ইবনে মাজাহ, পৃ-২৭৩৫, হাদীস নং-৪২৫০)

মিসওয়াকের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা আবু উমামা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, নবীয়ে মুকাররাম, নূরে মুজাস্‌সাম, রসূলে আকরাম, শাহেন শাহে বনী আদম হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বরকতময় বাণী হচ্ছে ঃ-

اَلسِّوَاکُ مُطۡہَرَۃٌ لِّلۡفَمِ مَرۡضَاۃٌ لِّلرَّبِّ

অর্থাৎ মিসওয়াক মুখের পবিত্রতা ও আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ।

(সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস-২৮৯, পৃ-২৪৯৫)

(হাতিমে আসাম رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বলেন,

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

চারজন মিথ্যা দাবীদার

১. আল্লাহ তাআলার ভালবাসার দাবীদার, কিন্তু আল্লাহ তাআলার হারামকৃত কাজগুলো থেকে বিরত থাকে না।

২. রসূল صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসার দাবীদার, কিন্তু গরীবদেরকে মূল্যায়ন করে না।

৩. জান্নাতের প্রার্থী হবার দাবীদার, কিন্তু আল্লাহ তাআলার রাস্তায় খরচ করতে কার্পন্য করে।

৪. জাহান্নামকে ভয় করার দাবীদার, কিন্তু গুনাহের কাজগুলো থেকে বিরত থাকে না।

ছয় জন ব্যক্তির জন্য কল্যাণের দরজা বন্ধ

১. নিজের ইলম বা জ্ঞানানুসারে যে আমল করে না।

২. নে'মতরাজি পেয়ে যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

৩. নেককারদের সঙ্গে বসা সত্ত্বেও যে তাঁদের পদাংক অনুসরণ করে না।

৪. মৃতলোকদের কাফন-দাফনে শরীক হওয়া সত্ত্বেও যে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না।

৫. যে সম্পদ থাকা সত্ত্বেও আখিরাতের জন্য পাথেয় জোগাড় করে না।

৬. অনেক গুনাহ করা সত্ত্বেও যে তওবা করে না।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

দুরূদ শরীফের ফযীলত

একদা কোন এক ভিখারী কাফিরদের নিকট ভিক্ষা চাইলো। তারা ঠাট্টা স্বরূপ হযরত মওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর নিকট পাঠিয়ে দিলো, তিনি সামনে উপস্থিত ছিলেন। ভিক্ষুক হাযির হয়ে ভিক্ষার হাত প্রসারিত করলো। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে তার হাতের তালুতে ফুঁ দিয়ে দিলেন। আর বললেন, "মুষ্টি বন্ধ করে নাও আর যারা তোমাকে পাঠিয়েছে, তাদের সামনে গিয়ে খুলে নাও।" (কাফিরগণ হাসছিলো। কারণ, খালি ফুঁক মারলে কি হয়?) কিন্তু যখন ভিখারী তাদের সামনে গিয়ে মুষ্টি খুললো, তখন দেখা গেলো তা স্বর্ণের দীনারে ভর্তি ছিলো। এ কারামত দেখে কয়েকজন কাফির মুসলমান হয়ে গেলো। (রাহাতুল কুলুব, পৃ-৭২)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! তাজদারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم রমযান শরীফের মুবারক মাস সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন, "এ মাসের প্রথম দশদিন রহমত, দ্বিতীয় দশদিন মাগফিরাত ও তৃতীয় দশদিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি"। (সহীহ ইবনে খুজায়মা, খন্ড-৩য়, পৃ-১৯১, হাদীস নং-১৮৮৭)

বুঝা গেল যে, রমযান মুবারক রহমত, মাগফিরাত ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির মাস। সুতরাং এ রহমত, মাগফিরাত ও দোযখ থেকে মুক্তির পুরস্কারাদির খুশীতে সৌভাগ্যের ঈদের খুশী উদযাপনের সুযোগ আমাদেরকে দেয়া হয়েছে। ঈদুল ফিতরের দিনে খুশী প্রকাশ করা মুস্তাহাব। তাই সুন্নাত পালনের নিয়্যতে আমাদেরও আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ ও বদান্যতার উপর অবশ্যই খুশী প্রকাশ করা চাই। কারণ, আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ ও দয়ার উপর খুশী প্রকাশ করার

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

উৎসাহতো আমাদেরকে খোদ আল্লাহ তাআলার সত্য বাণীই দিচ্ছে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে,

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا ؕ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ- "আপনি বলুন, "আল্লাহ এরই অনুগ্রহ ও তাঁরই রহমত, এর উপর তারা খুশী উদযাপন করুক।" (পারা-১১, সূরা-ইউনুস, আয়াত-৫৮)

আমরা ঈদ কেন উদ্‌যাপন করবো না?

দেখুন না! কোন ছাত্র পরীক্ষায় যখন পাস করে, তখন সে কতোই খুশী হয়? মাহে রমযানুল মুবারকের বরকত ও রহমতসমূহের কথা কিইবা বলবো! এটাতো ওই মহান মাস, যাতে মানব জাতির সফলতা, সংস্কার, উন্নতি ও পরকালীন মুক্তির জন্য একটি 'খোদা প্রদত্ত কানুন' অর্থাৎ কুরআন মজীদ নাযিল হয়েছে। এটা হচ্ছে, ওই মাস, যাতে প্রতিটি মুসলমানের ঈমানের কঠিন পরীক্ষা নেয়া হয়। সুতরাং এক সর্বোত্তম 'জীবন-বিধান' পেয়ে এবং দীর্ঘ এক মাসের কঠিন পরীক্ষায় সফলকাম হয়ে একজন মুসলমানের খুশী হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার।

সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তাআলার দয়ার উপর দয়া হচ্ছে, তিনি মাহে রমযানের সমাপ্তির পরেই ঈদুল ফিতরের মহান নে'মত দ্বারা আমাদেরকে ধন্য করেছেন। এ মহত্ত্বপূর্ণ ঈদের অশেষ ফযীলত রয়েছে। এক দীর্ঘ হাদীস শরীফে, যা হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا বর্ণনা করেছেন, যখন ঈদুল ফিতরের মুবারক রাত আসে, তখন সেটাকে 'লায়লাতুল জায়েযা অর্থাৎ 'পুরস্কারের রাত' বলে আহ্বান করা হয়। যখন ঈদের দিন ভোর হয়, তখন আল্লাহ তায়ালা আপন মাসুম (নিষ্পাপ) ফিরিশতাদেরকে সব শহরে প্রেরণ করেন। ওই ফিরিশতাগণ পৃথিবীতে শুভাগমন করে সব গলি ও রাস্তাগুলোর

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।”

মাথায় মাথায় গিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। আর এ বলে আহ্বান করে, ‘হে উম্মতে মুহাম্মদে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ! ওই দয়াবান প্রতিপালক এর মহান দরবারের দিকে চলো, যিনি খুবই বেশি পরিমাণে দাতা এবং বড় থেকে বড় গুনাহ ক্ষমাকারী।”

তারপর আল্লাহ আপন বান্দাদেরকে এভাবে সম্বোধন করেন, “হে আমার বান্দারা! চাও, কি চাইতে ইচ্ছা হয়! আমার সম্মান ও মহত্ত্বের শপথ! আজকের দিনে এ জমায়েতে (নামাযে ঈদ) তোমাদের আখিরাত সম্পর্কে যা কিছু চাইবে তা পূরণ করবো। আর যা কিছু দুনিয়া সম্পর্কে চাইবে তাতে তোমাদের মঙ্গলের দিক দেখবো। (অর্থাৎ ওই জিনিষ দেব যাতে তোমাদের মঙ্গল রয়েছে।) আমার সম্মানের শপথ! যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আমার (বিধানাবলীর) প্রতি যত্নবান থাকবে, আমিও তোমাদের ভুল-ত্রুটিগুলো গোপন রাখবো। আমার সম্মান ও মহত্ত্বের শপথ! আমি তোমাদেরকে সীমালঙ্গনকারীদের (অর্থাৎ পাপীদের) সাথে অপমানিত করবো না। ব্যাস! তোমাদের ঘরের দিকে ক্ষমাপ্রাপ্ত হিসেবে ফিরে যাও! তোমরা আমাকে সন্তুষ্ট করেছো, আমিও তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেছি।”

(আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, খন্ড-২য়, পৃ-৬০, হাদীস নং-২৩)

পুরস্কার পাবার রাত

سُبْحٰنَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ ! سُبْحٰنَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ ! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলা আমরা গুনাহগারদের উপর কতোই দয়াবান! একেতো রমযানুল মুবারকের গোটা মাসই আমাদের উপর আপন রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করতে থাকেন, তারপর যখনই এ মুবারক মাস আমাদের থেকে বিদায় নেয় এর পরপরই আমাদেরকে ঈদ-মুবারকের খুশী দান করছেন! উপরোল্লেখিত হাদীস মুবারক শাওয়াল-ই-মুকাররমের চাঁদ-রাত অর্থাৎ ঈদুল ফিতরের রাতকে ‘লাইলাতুল জায়েযা’ অর্থাৎ ‘পুরস্কারের রাত’ সাব্যস্ত করা হয়েছে।

এ রাত নেককার লোকদের পুরস্কার পাবার তথা ঈদের বখশিশ পাওয়ার রাত। এ মুবারক রাতের অশেষ ফযীলত রয়েছে।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।”

হৃদয় জীবিত থাকবে

তাজদারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান বাণী হচ্ছে, “যে ব্যক্তি দু’ ঈদের রাতে (অর্থাৎ ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহাব রাত দুটিতে) সাওয়াব লাভের জন্য জাগ্রত থেকে ইবাদত করেছে, ওই দিন তার হৃদয় মরবে না, যেদিন মানুষের হৃদয় মরে যাবে।”

(সুনানে ইবনে মাজাহ, খন্ড-২য়, পৃ-৩৬৫, হাদীস নং-১৭৮২)

জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়

অন্যত্র হযরত সায়্যিদুনা মুআয ইবনে জাবাল رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “যে ব্যক্তি পাঁচটি রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদত করে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। (সে রাতগুলো হচ্ছে) যিলহজ্জের ৮, ৯ ও ১০ তারিখের রাতে (তিন রাত) আর ৪র্থ ঈদুল ফিতরের রাত এবং ৫ম ১৫ ই শাবানুল মুআজ্জমের রাত (অর্থাৎ শবে বরাত।)

(আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, খন্ড-২য়, পৃ-৯৮, হাদীস নং-০২)

সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا এর বর্ণিত দীর্ঘ হাদীসে পাক (যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) এর মধ্যে এ বিষয়বস্তুও রয়েছে যে, ঈদের দিন মাসুম ফিরিশতারা আল্লাহ তাআলার দান সমূহ এবং ক্ষমার ঘোষণা দেন। আর আল্লাহ তাআলা নিজেও অশেষ দান করেন যেনো সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা দেয়া হয়। নিজের দয়া ও বদান্যতায় ঈদের নামাযে অংশগ্রহণকারী মুসলমানদের মাগফিরাত দান করে। তাছাড়া, আল্লাহর তরফ থেকে এটাও বলা হয় যে, দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গলসমূহ থেকে যার যা কিছু দরকার হয়, তা যেনো চেয়ে নেয়। তাকে অবশ্যই দয়া করা হবে। আহা! এমন সব স্থানে যদি আমরা চাইতে জানতাম! কেননা, সাধারণতঃ লোকেরা এসব সুযোগে শুধু দুনিয়ার মঙ্গল, রুজিতে বরকত, আরো জানি না কি কি দুনিয়াবী বিষয়াদি চেয়ে বসে।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “আমার উপর দুরূদে পাক অধিক হারে পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।”

দুনিয়ার মঙ্গলের সাথে সাথে আখিরাতের কল্যাণ বেশি চাওয়া উচিত। দ্বীনের উপর অটলতা, জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ঈমানের উপর হওয়া, তাও মদীনায়ে মুনাওয়ারায় হুযুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র কদমযুগলে, দাফনের স্থান জান্নাতুল বকীতে এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে মদীনার তাজেদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশীও চেয়ে নেয়া চাই।

কোন ভিখারী নিরাশ হয়ে ফিরে না

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একটু মনযোগ দিন! ঈদুল ফিতরের দিন কেমনই গুরুত্বপূর্ণ দিন! এ দিনে আল্লাহ তাআলার রহমত অতিমাত্রায় ঢেউ খেলে। আল্লাহ তাআলার দরবার থেকে কোন ভিখারী খালি হাতে ফিরে না। একদিকে আল্লাহ এর নেক বান্দাগণ আল্লাহ তাআলার অশেষ রহমত ও ক্ষমার উপর খুশী উদযাপন করে, অন্যদিকে মুমিনের উপর আল্লাহ তাআলার এতো বেশী দয়া ও করুনা দেখে মানুষের কঠিন দুশমন শয়তান পেরেশান হয়ে যায়।

শয়তান অস্থির হয়ে যায়

হযরত সায়্যিদুনা ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন, “যখনই ঈদ আসে, তখন শয়তান চিৎকার করে কাঁদতে থাকে। তার অস্থিরতা দেখে সমস্ত শয়তান তার চতুর্পাশে জড়ো হয়ে জিজ্ঞাসা করে, ওহে আমাদের নেতা! আপনি কেন রাগান্বিত ও অস্থির হয়ে পড়েছেন?” সে বলে, “হায় আফসোস! আল্লাহ তাআলা আজকের দিনে উম্মতে মুহাম্মদী صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তাই তোমরা তাদেরকে প্রবৃত্তির কামনা ও তৃপ্তিতে বিভোর করে দাও।

(মুকাশাফাতুল কুলুব, পৃ-৩০৮)

শয়তান কি সফলকাম ?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! ঈদের দিনটি শয়তানের জন্য কতোই কঠিন হয়ে অতিবাহিত হয়? তাই সে তার সন্তানদের হুকুম দিয়ে দেয় যেন তারা মুসলমানদেরকে প্রবৃত্তিগত তৃপ্তি লাভে মশগুল করে দেয়। আফসোস!

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

শত আফসোস! বর্তমান যুগে তো শয়তান তার এ আক্রমণে সফলকাম হতে দেখা যাচ্ছে! আফসোস! শত আফসোস! ঈদের আগমনে উচিততো এটাই ছিলো যে, ইবাদত সমূহ ও নেক কাজগুলো বেশি পরিমাণে করতে থাকবে, আল্লাহ তাআলার শোকর অধিক পরিমাণে করবে। কিন্তু আফসোস! শত আফসোস! এখন মুসলমান সৌভাগ্যময় ঈদের প্রকৃত উদ্দেশ্যই ভুলে বসেছে! হায় আফসোস! এখন তো ঈদ উদযাপনের এই আন্দাজ হয়ে গেলো যে, অনর্থক ধরণের ডিজাইন সম্পন্ন বরং আল্লাহ তাআলার পানাহ! প্রাণীগুলোর ফটো সম্বলিত অদ্ভূত ধরণের পোষাকও পরা হচ্ছে।* (বাহারে শরীয়াত, খন্ড-৩য়, পৃ-১৪১-১৪২)

নাচ-গান ও চিত্ত বিনোদনের মঞ্চগুলো গরম করা হচ্ছে, ঢংয়ের মেলা, নাপাক খেলাধুলা, নাচ-গান ও ফিল্ম-নাটকের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। আর মন খুলে সময় ও সম্পদ উভয়কে সুন্নাত ও শরীয়াতের পরিপন্থী কাজের মধ্যে বরবাদ করা হচ্ছে। আফসোস! শত হাজার আফসোস! আমরা এখন এ মুবারক দিনকে কি পরিমাণ ভুল কাজ সমূহে অতিবাহিত করতে থাকি।

আমার ইসলামী ভাইয়েরা! এসব শরীয়ত - বিরোধী কাজগুলোর কারণে হতে পারে- এ সৌভাগ্যের ঈদ আমাদের জন্য কঠিন শাস্তির হুমকি হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলার ওয়াস্তে নিজেদের অবস্থার প্রতি দয়াবান হোন! ফ্যাশন-পূজা ও অপচয় থেকে বিরত হোন!

একটু দেখুন না! আল্লাহ তাআলা অপব্যয়কারীদেরকে কোরআনে পাকে শয়তানের ভাই সাব্যস্ত করেছেন।

ম..দীনা

* (বাহারে শরীয়াত এ আছে, প্রাণী ও মানুষের ফটো সম্বলিত পোশাক পরে নামায পরা 'মাকরূহ-ই-তাহরীমী'। (অর্থাৎ হারামের কাছাকাছি।) এমন পোশাক কিংবা উপরে অন্য কোন কাপড় পরে নামায পুনরায় পড়া ওয়াজিব। নামায ছাড়াও অন্যান্য সময়ে প্রাণীর ফটো সম্বলিত কাপড় পরা না জায়িয। (বাহারে শরীয়ত থেকে সংক্ষেপিত, খন্ড-৩য়, পৃ-১৩১-১৩২)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।”

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ﴿۲۶﴾ اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ؕ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ﴿۲۷﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ এবং অপব্যয় করো না নিশ্চয় অপব্যয়কারী শয়তানদের ভাই। শয়তান আপন রবের বড় অকৃতজ্ঞ।

(সূরা-বনী ইসরাঈল, আয়াত-২৬-২৭, পারা-১৫)

মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্য

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! অপব্যয়কারীদেরকে কুরআনে পাকে কতো খারাপ বলা হয়েছে? মনে রাখবেন, এসব অপব্যয়কারীদের প্রতি আল্লাহ তাআলা কখনোই খুশী হন না। কাজেই, আমরা কেন এসব কাজ করে আল্লাহকে নারায ও তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মনে দুঃখ দেবো? মনে রাখবেন, মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্য করার যেই বস্তুটি রয়েছে, তা হচ্ছে বিবেক, ব্যবস্থাপনা ও দুরদর্শিতা। সাধারণতঃ পশুর মধ্যে আগামী কালের চিন্তা থাকে না। মানুষ কোন কাজ কার্যকরী কৌশলের আলোকে করে। কিন্তু আফসোস! আজকাল কৌশলের তো নাম-গন্ধও নেই, তদুপরি, এ নশ্বর জগতকে গনীমত মনে করে আখিরাতের জন্য কোন ব্যবস্থাই করা হয় না। আহা! এখনতো মানুষ আপন জীবনের উদ্দেশ্য মনে করছে, সম্পদ উপার্জন করা, খুব মজা করে খাওয়া, তারপর খুব অলসতার নিদ্রায় বিভোর থাকা।

کیا کہوں اَحباب کیا کارِ نُمایاں کر گئے

B.A کیا' نوکر ہوئے' پنشن ملی پھر مَر گئے

কিয়া কেহো আহবাব কিয়া কারে নুমায়া কর গিয়ে,

বি.এ কিয়া, নওকর হোয়ে, পেনশন মিলী ফির মরগিয়ে।

জীবনের উদ্দেশ্য কি?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জীবনের উদ্দেশ্য শুধু বড় বড় ডিগ্রী হাসিল করা, পানাহার করা এবং বিলাসিতা করা নয়। আল্লাহ তাআলা শেষ পর্যন্ত আমাদেরকে

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়ে নিজেদের মজলিশ সমূহকে সজ্জিত করো, যেহেতু তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ করাটা কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য নূর হবে।"

জীবন কেন দান করলেন? আসুন, কুরআন পাকের খিদমতে আরয করি, হে আল্লাহ তাআলার সত্য কিতাব! তুমিই আমাদেরকে বলে দাও, আমাদের জীবন ও মরণের উদ্দেশ্য কি? কুরআনে আযীম থেকে জবাব পাওয়া যাচ্ছে আল্লাহ তাআলার মহান বাণী ঃ

خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ؕ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ- এই মৃত্যু ও জীবনকে এই জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে এটা পরীক্ষা করা যায় যে কে বেশি অনুগত ও নিষ্ঠাবান।

(সূরা-মূলক, আয়াত-২, পারা-২৯)

জন্ম হয়ে গেল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচার প্রচেষ্টা হিসেবে ঈদের সুন্দরতম সময়গুলো আশিকানে রসুলদের সাথে মাদানী কাফিলায় অতিবাহিত করুন। আপনাদের উৎসাহের জন্য একটি সত্য ঘটনা উপস্থাপন করছি। জাহলাম পাঞ্জাম প্রদেশ এর এক ইসলামী ভাই কিছু এরকম বর্ণনা দিয়েছেন যে, বিয়ের প্রায় ৬ মাস পর ঘরে সকলের আশার আলো প্রকাশ পেল। (তথা স্ত্রী গর্ভবতী হল)। ডাক্তার বললেন যে, আপনার স্ত্রীর বিষয়টি খুবই জটিল। রক্তেরও যথেষ্ট স্বল্পতা রয়েছে। সম্ভবত অপারেশন করা প্রয়োজন হতে পারে। আমি ঐ সময় ৩০ দিনের জন্য মাদানী কাফিলার মুসাফির হওয়ার নিয়্যত করে নিলাম এবং কিছুদিন পর আশিকানে রাসুলদের সাথে সফরে রওয়ানা হয়ে গেলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ মাদানী কাফিলার বরকতে এমন দয়া আর মেহেরবানী হয়ে গেল যে, হাসপাতালে যেতেই হয়নি বা কোন ডাক্তারকে দেখাতে হয়নি, ঘরেই সুস্থ স্বাভাবিক ভাবে আমার মাদানী মুন্নার (ছেলের) জন্ম হল।

گھر میں "اُمّید" ہو'اس کی تمہید ہو　　جلد ہی چل پڑیں' قافلے میں چلو

زچّہ کی خیر ہو' بچّہ کی خیر ہو　　اُٹھیئے ہمّت کریں' قافلے میں چلو

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে অন্যায় করল।”

ঘরমে ‘উম্মীদ’ হো, উছকি তামহীদ হো
জলদী চল পড়ে, কাফিলে মে চলো।
ঝাচ্চা কি খায়র হো, বাচ্চা কি খায়র হো,
উঠে হিম্মত করে, কাফিলে মে চলো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالٰى على محمّد

গর্ভ হিফাজতের ২টি রূহানী চিকিৎসা

(১) لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ **১১** বার কোন প্লেট বা কাগজে লিখে ধুয়ে (গর্ভবর্তী) মহিলাকে পান করান। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ গর্ভ নিরাপদে থাকবে। আর যে সমস্ত মহিলার বুকে দুধ নাই বা কম আছে তার জন্যও এই আমল উপকারী। চাইলে একদিনেও পান করাতে পারেন অথবা কয়েকদিন লিখে লিখে পান করান, উভয়টির অনুমতি রয়েছে।

(২) يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ **১১১** বার কোন কাগজে লিখে গর্ভবর্তী মহিলার পেটে বেঁধে দিন এবং সন্তান জন্ম হওয়া পর্যন্ত বেঁধে রাখবেন। (প্রয়োজনে কিছুক্ষণের জন্য খুলে লাগালে কোন সমস্যা নেই) اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ গর্ভও ঠিক থাকবে এবং বাচ্চাও সুস্বাস্থ্য ও নিরাপদে জন্ম গ্রহণ করবে।

ঈদ, নাকি শাস্তি?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অনর্থক কাজ সম্পাদন করে ‘ঈদের দিনকে’ নিজের জন্য কঠিন শাস্তির দিন বানাবেন না। আর স্মরণ রাখুন!

لَيْسَ الْعِيْدُ لِمَنْ لَّبِسَ الْجَدِيْد
اِنَّمَا الْعِيْدُ لِمَنْ خَافَ الْوَعِيْد

অনুবাদ ঃ তার জন্য ঈদ নয়, যে নতুন কাপড় পরেছে,
ঈদতো তার জন্য যে আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করেছে।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

আউলিয়ায়ে কেরামও তো ঈদ উদযাপন করেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরাতো শুধু নতুন নতুন কাপড় পরে ও উন্নত মানের খাবার খাওয়াকেই ঈদ মনে করি। একটু খেয়াল করুন! আমাদের বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰی ওতো ঈদ পালন করে থাকেন। কিন্তু তাঁদের ঈদ পালনের ধরণই অনন্য। তাঁরা দুনিয়াবী মজা গ্রহণ করা থেকে অনেক দূরে থাকেন। সব সময় নফসে আম্মাবার বিরুধীতা করতে থাকেন।

ঈদের আশ্চর্য খাবার

হযরত সায়্যিদুনা যুন্নুন মিসরী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ দীর্ঘ দশ বছর যাবত কোন মজাদার খাদ্য খান নি। নফস চাচ্ছিলো আর তিনি নফসের বিরোধীতাই করছিলেন। একবার ঈদের পবিত্র রাতে নফস প্রস্তাব দিলো, 'আগামী কাল পবিত্র ঈদের দিন। যদি কোন মজাদার খাবার খেয়ে নেয়া হয় তবে তাতে ক্ষতি কি?' এ প্রস্তাব অনুযায়ী তিনি رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ ও নফসকে পরীক্ষায় ফেলার উদ্দেশ্য বললেন, 'আমি প্রথমে দুই রাকাআত নফল নামাযের মধ্যে পুরো কুরআন মজীদ খতম করবো। হে আমার নফস! তুমি যদি আমার এ প্রস্তাবে একমত হও, তবে আগামী কাল মজাদার খাবার পাওয়া যাবে।' তিনি رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ দুই রাকাআত নামায আদায় করলেন। ওই দু' রাকাআতে পুরো কুরআন মজীদ খতম করলেন। তাঁর নফস এ ব্যাপারে তার সাথে একমত হয়ে কাজ করলো। (অর্থাৎ দুই রাকাআত একাগ্রচিত্তে আদায় করা হলো।)

তিনি رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ ঈদের দিন মজাদার খাবার আনালেন। লোকমা তুলে মুখে দিতে চাইলেন। অমনি অস্থির হয়ে তা পুনরায় রেখে দিলেন, খাবার খেলেন না। লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তদুত্তরে, তিনি বললেন, 'যখন আমি লোকমা তুলে মুখের নিকট নিলাম, তখন আমার নফস বললো, 'দেখলে! আমি শেষে দীর্ঘ দশ বছর যাবত লালিত ইচ্ছায় কামিয়াব হয়ে গেলাম।' আমি তখন বললাম, 'যদি তাই হয়, তবে আমি তোমাকে কখনোই সফলকাম হতে

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।”

দেবো না। আর নিশ্চয় নিশ্চয় মজাদার খাবার খাব না।’ সুতরাং তিনি মজাদার খাবার খাওয়ার ইচ্ছা বাদ দিলেন।

ইতিমধ্যে, এক ব্যক্তি মজাদার খাবারের বড় থালা এনে হাযির করলো। আর আরয করলো, ‘এ খাবার আমি নিজের জন্য রাতে তৈরী করেছি। রাতে ঘুমালে আমার সৌভাগ্যের তারকা চমকে উঠলো। রাতে আমার স্বপ্নে রাসুলে করিম রাউফুর রহিম হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাক্ষাত পেয়ে ধন্য হলাম। আমার প্রিয় আকা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে ইরশাদ ফরমালেন, ‘যদি তুমি কাল কিয়ামতের দিনও আমাকে দেখতে চাও, তবে এ খাদ্য যুন্নুন رَحْمَةُ اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নিকট নিয়ে যাও! আর তাকে গিয়ে বলো, হযরত মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন, ‘কিছুক্ষণের জন্য নফসের সাথে সন্ধি করে নিতে! আর কয়েকটা লোকমা এ মজাদার খাবার থেকে খেয়ে নিতে!’

হযরত সায়্যিদুনা যুন্নুন মিসরী رَحْمَةُ اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ রাসূল صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এ সংবাদ শুনে খুশী হন। আর বলতে লাগলেন, ‘আমি অনুগত, আমি নির্দেশ পালনকারী।’ আর মজাদার খাবার খেতে লাগলেন। (তাযকিরাতুল আউলিয়া, পৃ-১১৭)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের গুনাহের ক্ষমা হোক।

رِزق اُس کا ہے کِھلاتے یہ ہیں　　ربّ ہے مُعطِی یہ ہیں قاسِم
پیتے ہم ہیں پِلاتے یہ ہیں　　ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا

রব হে মু’তী ইয়ে হে কাসিম,　রিয্ক উছ কা হে খিলাতে ইয়ে হে।
ঠান্ডা ঠান্ডা মিঠা মিঠা,　পীতে হাম হে পিলাতে ইয়ে হে।

নবী করীম ﷺ খাওয়ান, নবী করীম ﷺ পান করান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেনতো! আল্লাহ তাআলার নেক বান্দারা পবিত্র ঈদের দিনেও নফসের আনুগত্য করা থেকে কি পরিমাণ দূরে থাকেন?

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

নিশ্চয় নিশ্চয় তারা আল্লাহর ইবাদত ও বন্দেগীর মধ্যেই খুশী থাকেন। তাঁদের শান হয় যে, আল্লাহ তাআলা ও রাসুল صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টির খাতিরে দুনিয়ার ভোগ-বিলাস থেকে বিরত থাকেন।

এমন সৌভাগ্যবান লোকদেরকে বিশেষভাবে আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আহার করান। আর একথাও বুঝা গেলো যে, মদীনার তাজদার, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন মাহবুব গোলাম হযরত সায়্যিদুনা যুন্নুন মিসরী رَحْمَةُ اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ এর অবস্থাদি দেখছিলেন। তবেই তো তিনি একজন গোলামকে নির্দেশ দিয়ে হযরতকে বার্তা পাঠালেন। আর নিজ দয়ায় খাবার খাওয়ালেন।

سرکار کھلاتے ہیں سرکار پلاتے ہیں
سُلطان وگدا سب کو سرکار نبھاتے ہیں

ছরকার খিলাতে হে ছরকার পিলাতে হে
সুলতান ও গদা ছবকো সরকার নিবাতে হে।

আত্মাকেও সাজান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ঈদের দিন গোসল করা, নতুন কিংবা পরিচ্ছন্ন পোশাক পরা এবং পাক-সাফ আতর লাগনো সুন্নাত। এসব সুন্নত আমাদের জাহেরী শরীরের পরিচ্ছন্নতার জন্যই। কিন্তু আমাদের এসব পরিস্কার, চমকিত ও নতুন কাপড়গুলো আর গোসলকৃত ও খুশবু লাগানো শরীরের সাথে সাথে আমাদের রূহও, আমাদের উপর আমাদের মাতা-পিতার চেয়েও বেশি মেহেরবান খোদায়ে রহমানের ভালবাসা ও আনুগত্য এবং মদীনার তাজেদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা এবং সুন্নাত দ্বারাও খুব ভালভাবে সাজানো চাই।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

অপবিত্র বস্তুর উপর রূপার পাত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একটু চিন্তা করুনতো! রোযা একটাও রাখেনি; পুরো রমযান মাস আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতার মধ্যে অতিবাহিত করেছে; মসজিদ ও ইবাদত সমূহের মধ্যে অতিবাহিত করার পরিবর্তে সারা রাত হৈ-হুল্লোড়, ক্রিকেট খেলা কিংবা সেটার তামাশা দেখা, টেবিল-টেনিস, ফুটবল খেলা, ভিডিও গেমস খেলা কিংবা নিরুদ্দেশভাবে ঘুরাফেরা করার মধ্যে অতিবাহিত করেছে; নাত শরীফ শোনার পরিবর্তে টেপ রেকর্ডারে ফিল্ম এর গান শুনেছে; এমনিতেতো নিজের দেহ ও আত্মাকে ইংলিশ ফ্যাশনের অনুসারী বানিয়েছে। সুতরাং এগুলোকে এমন মনে করুন যেন এক খন্ড অপবিত্র বস্তু ছিলো, যার উপর রূপার পাত জড়িয়ে দিয়ে প্রদর্শন করা হয়েছে!

ঈদ কার জন্য?

হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসায় বিভোর আশিকগণ! সত্য কথাতো এটাই যে, ঈদ ওই সৌভাগ্যবান মুসলমানদের জন্যই, যারা সম্মানিত মাস রমযানকে রোযা, নামায ও অন্যান্য ইবাদত দ্বারা অতিবাহিত করেছে। এ ঈদ তাদের জন্য আল্লাহর তরফ থেকে পারিশ্রমিক (প্রতিদান) পাওয়ার দিন। আমাদেরতো আল্লাহকে ভয় করা চাই। আহা! সম্মানিত মাসটির প্রতি কর্তব্য যথাযথ আমরা পালন করতে পারলাম না।

সায়্যিদুনা উমর ফারুক رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর ঈদ

ঈদের দিন লোকেরা খলীফার ঘরে হাযির হলেন। কী দেখলেন? তিনি رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ দরজা বন্ধ করে অঝোর নয়নে কাঁদছেন। লোকেরা হতভম্ব হয়ে আরয করলেন, 'ওহে আমীরুল মুমিনীন! رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ আজতো ঈদ, যা খুশী উদযাপনের দিন। খুশীর স্থলে এ কান্নাকাটি কেন করছেন? তিনি চোখের পানি মুছতে মুছতে বললেন, هٰذَا يَوْمُ الْعِيْدِ وَهٰذَا يَوْمُ الْوَعِيْد অর্থাৎ- "হে লোকেরা!

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

এটা ঈদের দিনও, আবার আযাবের হুমকির দিনও।" আজ যার রোযা-নামায কবুল হয়েছে, নিঃসন্দেহে আজ তার জন্য ঈদের দিন। কিন্তু যার নামায রোযা কবুল না করে তার মুখে ছুঁড়ে মারা হয়েছে, তার জন্য আজ আযাবের হুমকির দিন। আর আমি এ ভয়ে কাঁদছি যে, আহা!

اَنَا لَا اَدۡرِیۡ اَمِنَ الۡمَقۡبُوۡلِیۡنَ اَمۡ مِنَ الۡمَطۡرُوۡدِیۡنَ

আমি জানিনা আমি কি গ্রহণযোগ্যদের অন্তর্ভূক্ত, না প্রত্যাখ্যাতদের অন্তর্ভূক্ত।

عید کے دن عمر یہ رو رو کر بولے نیکوں کی عید ہوتی ہے

ঈদকে দিন উমর ইয়ে রোরো কার,
বোলে নেকো কি ঈদ হোতি হে।

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

আমাদের সঠিক উপলব্ধি

আল্লাহু আকবার! ভালবাসার ধারকগণ! খেয়াল করুন! খুব খেয়াল করুন! ওই ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ যাকে জান্নাতের মালিক, তাজদারে রিসালাত, হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নিজের জাহেরী হায়াতেই জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন, কিন্তু আল্লাহ তাআলার ভয় তাঁর উপর কিভাবে চেঁপে বসেছিল যে, শুধু একথা চিন্তা করতে করতে তিনি থরথর করে কাঁপছিলেন যে, 'জানিনা আমার রমযানুল মুবারকের ইবাদতগুলো কবুল হলো কিনা?

سُبۡحٰنَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ! ঈদুল ফিতরের খুশী উদযাপন করা যাঁদের জন্য প্রকৃতপক্ষে শোভা পেতো, যাঁদের বাস্তবিকই অধিকার ছিলো, তাঁদের ভয় ও আতঙ্কের এ অবস্থা! আর আমাদের মতো অকর্মা ও বাচাল লোকদের এ অবস্থা যে, আমরা নেকীর ن (নূন) এর নোকতাহ বা বিন্দু পর্যন্ত পৌঁছতে পারি না, কিন্তু আত্মতৃপ্তির অবস্থা এমনি যে, 'আমাদের মতো নেককার ও পবিত্র লোক হয়তো আজকাল আর নেই।'

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

এ হৃদয়গ্রাহী ঘটনা থেকে ওই অজ্ঞ লোকদের বিশেষভাবে শিক্ষা অর্জন করা চাই, যারা ইবাদতগুলোর উপর গর্ব করে নিজেদেরকে সামাল দিতে পারে না। আর নিজের নেক আমলগুলো, যেমন-নামায, রোযা, হজ্জ, মসজিদে খিদমত, আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির সাহায্য এবং সামাজিক কাজে সফলতা ইত্যাদি ইত্যাদি কার্যাদিকে নিজের ধারণায় 'কীর্তি' মনে করে সর্বত্র বলে ও ঘোষণা দিয়ে বেড়ায়। ঢাকঢোল পেটাতে গিয়ে ক্লান্ত হয় না, বরং নিজেদের নেক কাজগুলোর, আল্লাহর পানাহ! পত্র-পত্রিকায়, বই ম্যাগাজিনে ফটো ছাপাতেও চিন্তা করে না!

আহা! তাদের মন-মানসিকতাকে কীভাবে ঠিক করা যাবে! তাদের মধ্যে গঠনমূলক ও চারিত্রিক চিন্তা কীভাবে তৈরী করা হবে? তাদেরকে এ কথা কীভাবে বুঝানো যাবে যে, এভাবে শরীয়ত-সমর্থিত প্রয়োজন ব্যতীত নিজেদের নেকীগুলোর ঘোষণা রিয়াকারী (লোক-দেখানো) এর শামিল। রিয়াকারী হচ্ছে সরাসরি ধ্বংস। এমন করলে কখনও কখনও শুধু আমলই বরবাদ হয় না, বরং রিয়াকারীর গুনাহও আমলনামায় লিখা হয়। বাকী রইলো নিজের ফটো ছাপানো। তওবা! তওবা! তাতো রিয়াকারীর উপর বুক ফুঁলিয়ে চলার মতোই। কৃতকর্মগুলোর দেখানোর এতো আগ্রহ যে, ফটোর মতো হারাম মাধ্যমকেও বাদ দেয়া হয়নি! হে আল্লাহ! রিয়াকারীর ধ্বংস, 'আমি, আমি' করার মুসীবত তথা আমিত্বের বিপদ থেকে আমাদের মুসলমানদেরকে রক্ষা করুন!

আমীন বিজাহিন্নাবিয়্যিল আমিন صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

শাহজাদার ঈদ

হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ একদা ঈদের দিন তাঁর শাহজাদাকে (ছেলেদেরকে) পুরানা জামা পরতে দেখে কেঁদে ফেললেন। শাহজাদা আরয করলেন, 'প্রিয় আব্বাজান! আপনি কাঁদছেন কেন?' বললেন, 'ওহে আমার প্রিয় সন্তান! আমার আশংকা হচ্ছে, আজ ঈদের দিনে অন্যান্য ছেলেরা তোমাকে এ পোশাকে দেখতে পাবে, তখন তোমার মন ভেঙ্গে যাবে।' পুত্র

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

তার উত্তরে আরয করলেন, 'মনতো তারই ভাঙ্গবে, যে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি, মাতা কিংবা পিতার অবাধ্য হয়েছে। আর আমি আশা করি, আপনার সন্তুষ্টির বদৌলতে আল্লাহ তাআলা আমার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।' একথা শুনে হযরত ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ শাহজাদাকে গলায় লাগালেন এবং তাঁর জন্য দু'আ করলেন। (মুকাশাফাতুল কুলুব, পৃ-৩০৮)

শাহাজাদীদের ঈদ

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ইবনে আব্দুল আযীয رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর দরবারে ঈদের একদিন আগে তাঁর শাহজাদীগণ (মেয়েরা) উপস্থিত হয়ে বললেন, 'বাবাজান! আগামীকাল ঈদের দিন আমরা কোন কাপড় পরবো?' তিনি বললেন, 'এ কাপড়গুলোই, যেগুলো তোমরা পরে আছো! সেগুলো ধুয়ে নাও! কাল পরে নিও! তারা আরয করল, 'না, আব্বাজান! আমাদেরকে আপনি নতুন পোশাক বানিয়ে দিন।' মেয়েরা জেদ ধরে বসলো। তিনি বললেন, 'আমার স্নেহের মেয়েরা! ঈদের দিন হচ্ছে আল্লাহ তাআলার ইবাদত ও তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার দিন। নতুন কাপড় পরা জরুরী না!' তারা আরয করল, 'আব্বাজান! আপনার কথা ঠিক কিন্তু আমাদের বান্ধবীরা বলবে, 'তোমরা আমীরুল মুমিনের কন্যা অথচ পুরানা কাপড় পরে আছো!' একথা বলতে বলতে মেয়েদের চোখ ভরে পানি চলে আসলো। মেয়েদের কথা শুনে আমীরুল মুমিনের হৃদয়ও গলে গেলো। তিনি অর্থমন্ত্রীকে ডেকে বললেন, 'আমাকে আমার এক মাসের বেতন অগ্রিম এনে দাও!' অর্থ সচিব জবাবে বললো! 'হুযুর! আপনি কি নিশ্চিত যে, আপনি আগামী এক মাস জীবিত থাকবেন?'

আমীরুল মুমিনীন জবাবে বললেন, "তোমাকে আল্লাহ তাআলা এর প্রতিদান দিক। তুমি নিঃসন্দেহে উত্তম ও সঠিক কথাই বলেছো।' অর্থ সচিব চলে গেলেন। তিনি মেয়েদেরকে বললেন, 'প্রিয় মেয়েরা! আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর হাবীব صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টির উপর নিজেদের মনের প্রবৃত্তিগুলোকে উৎসর্গ করে দাও।' (মা'দিনে আখলাকু, খন্ড-১ম, পৃ-২৫৭, ২৫৮)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

ঈদ শুধু চমৎকার পোষাক পরার নাম নয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেনতো! উপরোল্লিখিত দুটি ঘটনা থেকে আমরা এ শিক্ষা পেলাম যে, চমৎকার পোশাক পরে নেয়ার নাম ঈদ নয়, তা ছাড়াও ঈদ উদযাপন করা যায়। আল্লাহু আকবার! হযরত সায়্যিদুনা ওমর ইবনে আবদুল আযীয رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ কী পরিমাণ গরীব ও মিসকিন খলীফা ছিলেন! এতো বড়ো রাজ্যের শাসক হওয়া সত্ত্বেও তিনি কোন টাকা-পয়সা জমা করেননি। তাঁর অর্থমন্ত্রীও কী পরিমাণ ধর্মপরায়ণ ছিলেন? তিনি কতোই সুন্দরভাবে অগ্রিম বেতন দিতে অস্বীকার করলেন! এ ঘটনা থেকে আমাদের সকলকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

আর অগ্রিম বেতন কিংবা পারিশ্রমিক নেয়ার পূর্বে খুব ভালোভাবে চিন্তা করে নেয়া উচিত, কখনো আবার এমন হবে কিনা যে, অগ্রিম বেতন কিংবা পারিশ্রমিকরূপী হক পরিশোধ করার পূর্বেই মৃত্যু এসে যাবে কিনা। আর আমাদের মাথার উপর পার্থিব অর্থের অশুভ পরিণতি থেকে যাবে এবং (আল্লাহ না করুন) আমরা আখিরাতে আটকা পড়ে যাবো আর জীবিতও যদি থাকি তাহলে কাজকর্মের যোগ্যতা থাকবে কিনা? প্রকাশ থাকে যে মানুষ কোন ঘটনা বা রোগের কারণে অকেজো হয়ে যেতে পারে। সতর্কতায় ভরপুর মাদানী চিন্তাধারা তৈরীর জন্য মাদানী কাফিলার সফরের সৌভাগ্য অর্জন করুন। মাদানী কাফিলার বরকতের কথা কি বলব? আপনাদের ঈমান তাজা করার জন্য মাদানী কাফিলার একটি সুন্দর বাহার উপস্থাপন করছি।

মরহুম পিতার উপর দয়া

নিস্তার এলাকা বাবুল মদীনা, করাচীর এক ইসলামী ভাই যা কিছু বর্ণনা করেছেন আমি তা নিজের ভাষায় উপস্থাপন করছি। 'আমি আমার মরহুম পিতাকে স্বপ্নে অত্যন্ত দূর্বল অবস্থায় খালি পায়ে কারো সাহায্য নিয়ে চলতে দেখলাম।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

আমার অত্যন্ত আফসোস হল। আমি ঈসালে সাওয়াবের নিয়্যতে প্রতিমাসে ৩ দিন মাদানী কাফিলায় সফরের নিয়্যত করে নিলাম এবং সফর আরম্ভ করে দিলাম। তৃতীয় মাসে সফর থেকে ফিরে আসার পর যখন ঘরে ঘুমালাম তখন আমি স্বপ্নে এই সুন্দর দৃশ্য দেখলাম যে, মরহুম পিতা সবুজ পোশাক পরিধান করে বসে বসে মুচকি হাসছেন। আর তার উপর বৃষ্টির ঝিরি ঝিরি ফোঁটা ঝড়ছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ মাদানী কাফিলায় সফরের গুরুত্ব আমার কাছে খুব পরিস্কার হয়ে গেল এবং এখন আমার দৃঢ় নিয়্যত যে, اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ প্রত্যেক মাসে ৩ দিনের জন্য আশিকানে রসূলগণের সাথে সফর জারী রাখব।

مانگو آکر دُعا، قافلے میں چلو پاؤ گے مُدّعا، قافلے میں چلو
خوب ہوگا ثواب، اور ٹلے گا عذاب از پئے مصطفٰے، قافلے میں چلو
فوتگی ہوگئی، گم گیا ہے کوئی مانگنے کو دعا، قافلے میں چلو

মাঙ্গোঁ আ-কর দুআ কাফিলে মে চলো, পাওগে মুদ্দাআ কাফিলে মে চলো
খৌব হোগা ছাওয়াব আওর টলে গা আযাব, আয পিয়ে মুছতাফা কাফিলে মে চলো।
ফওতগী হোগীয়ি গুম গিয়া হে কোয়ী, মাঙ্গ নে কো দুআ কাফিলে মে চলো

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالىٰ على محمّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেনতো সৎ সন্তানেরা মরহুম পিতার সমবেদনায় মাদানী কাফিলায় সফরের নিয়্যত করার কি সুন্দর সমাধান হল! এবং তাকে মাদানী কাফিলায় সফরের কি মজবুত, বরকতময় ফলাফল দেখেছেন। স্বপ্ন ব্যাখ্যাকারী ওলামায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى ইরশাদ করেন, আলমে বরযখে বা কবর জগতে কোন মিথ্যা নেই। মুর্দাগণ স্বপ্নে উপস্থিত হয়ে কখনো মিথ্যা সংবাদ শুনায় না। তারা আরো বলেন, মৃত ব্যক্তিকে অসুস্থ, দূর্বল বা রাগান্বিত অবস্থায় স্বপ্নে দেখা এটা কবরে তার শাস্তি ভোগ করার নিদর্শন। আর সাদা বা সবুজ পোশাকে দেখা শান্তিতে থাকার নির্দশন।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

স্বপ্ন থেকে কি অকাট্য জ্ঞান অর্জন হয়?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভাল স্বপ্ন নিঃসন্দেহে ভাল হয়ে থাকে। মনে রাখবেন! নবীগণের স্বপ্ন ওহী হিসাবে গণ্য হয়। নবী ব্যতীত অন্য কারো স্বপ্নের এই অবস্থান নেই, আর অন্যান্যদের স্বপ্ন দলীল নয়। যেমন- আপনি স্বপ্নে দেখলেন, রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পক্ষ থেকে এই সুসংবাদ শুনলেন যে, 'আপনি জান্নাতী' এর দ্বারা অবশ্যই জান্নাতী হওয়ার উদ্দেশ্য নেয়া যাবে না। কেননা এটা স্বপ্নের ব্যাপার। নিঃসন্দেহে আল্লাহর হাবীব হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে যে ব্যক্তি স্বপ্নে দেখেছেন সে সত্যিই দেখেছেন, যেহেতু শয়তান নবী صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আকৃতিতে আসতে পারে না।

আর যেই কথাগুলো বলেন না কেন, সেগুলো সব সত্য। তাই আমাদের স্বপ্ন যেহেতু দূর্বল হয় সেজন্য এটা অকাট্যভাবে বলা যাবে না যে, যাই বলা হয়েছে তা স্বপ্নদ্রষ্টা হুবহু ঠিকমত শুনেছেন কিনা। শুনা ও বুঝার ক্ষেত্রে ভুল বুঝাবুঝির যথেষ্ট সুযোগ আছে। এজন্য স্বপ্নে দেয়া নির্দেশ মত কাজ করার ক্ষেত্রে প্রথমে শরীয়াতের বিধি বিধান দেখতে হবে। যদি স্বপ্নের কথা শরীয়াতের বিপরীত না হয় তবে নিঃসন্দেহে তার উপর আমল করা যাবে। আর যদি স্বপ্নে প্রাপ্ত নির্দেশ মোতাবেক আমল করা শরীয়াতের বিরোধী হয় তখন তার উপর আমল করা যাবে না। একথাটি নিম্নলিখিত উদাহরণ দ্বারা বুঝে নিন।

স্বপ্নে শরাব পানের নির্দেশ দিলে বা নিষেধ করলে

আমার আকা, আলা হযরত, ইমামে আহ্লে সুন্নাত, ওলিয়ে নে'মত, আজিমুল বরকত, মাহীয়ে বিদআত, আলিমে শরীয়াত, পীরে তরিকত, হযরতুল আল্লামা মাওলানা, আলহাজ্জ আল হাফিজ আল ক্বারী, আশ শাহ ইমাম আহমদ রেযা খান رَحْمَةُ اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি স্বপ্ন দেখল যে, রাসুলুল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! তাকে আল্লাহর পানাহ মদ পান করার নির্দেশ

দিচ্ছেন। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম জাফর সাদিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর নিকট এই ব্যাপারটি উপস্থাপন করা হলে। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ইরশাদ করলেন, 'রাসুলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তোমাকে মদ পান করতে নিষেধ করেছেন, তুমি উল্টা শুনেছ।" আর এটাও মনে রাখুন যে, এ ব্যাপারে ফাসিক ও মুত্তাকি উভয়ের একই হুকুম। তাই আপনি মুত্তাকীর স্বপ্ন বলে কারো নির্দেশ যেমন শুনতে পারবেন না, তেমনি ফাসিক হওয়ার কারণে কারো স্বপ্নের কথাকে নিঃসন্দেহে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে পারবেন না। বরং নিয়ম হলো উপরে যা বলা হয়েছে তাই।

(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যাহ, নতুন সংস্করণ হতে সংকলিত, খন্ড-৫ম, পৃ-১০০)

হুযুর গাউসে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর ঈদ

আল্লাহর মকবুল বান্দাদের একেকটি কাজ আমাদের জন্য শত শত শিক্ষার মাধ্যম। দেখুন, আমাদের হুযুর সায়্যিদুনা গাউসে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর শান কতোই উচুঁ ও উন্নত! কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি رَحْمَۃُ اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ আমাদের জন্য কোন জিনিষটি পেশ করছেন? শুনুন আর শিক্ষা গ্রহণ করুন!

তিনি বলেন,

خَلْق گوید کہ فَردا روزِ عید اَست   دَراں رَوزے کہ با اِیماں بمیرَم

خُوشی دَر رُوحِ ہر مؤمن پدید اَست   مرا اَدر مُلک خُود آں رَوزِ عید اَست

উচ্চারণ ঃ খালক গোইয়াদ কে ফরদা রৌজে ঈদ আস্ত,
দারা রৌজে কে বা ইমা বেমীরম।
খোশি দর রুহে হার মুমীন পদীদ আস্ত,
মেরা আওর মুলক খোদ আরৌজে ঈদ আস্ত।
অর্থাৎ-লোকেরা বলছে, 'কাল ঈদ, কাল ঈদ।
আর সবাই আনন্দিত,
কিন্তু আমি যেদিন এ দুনিয়া থেকে নিরাপদ ঈমান
সহকারে যেতে পারি, সেদিনই আমার ঈদ হবে।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

سُبْحٰنَ الله عَزَّوَجَلّ! তাকওয়ার কী শান! এতো বড় মর্যাদা যে, সম্মানিত ওলীগণ এর সরদার! আর এ পরিমাণ বিনয়! এসব কিছু বাস্তবিক পক্ষে আমাদের শিক্ষা গ্রহণের জন্যই। আমাদেরকে একথা বলার উদ্দেশ্য যে, 'সাবধান! সাবধান! ঈমানের বেলায় অলসতা করবে না। সব সময় ঈমানের হিফাযাতের চিন্তায় লেগে থাকবে। কখনো যেনো এমন না হয় যে, আমাদের অলসতা ও নির্দেশ অমান্যের কারণে ঈমানের মতো মহা মূল্যবান সম্পদ হাতছাড়া হয়ে যায়।

رضا کا خاتمہ باخیر ہوگا
اگر رحمت تری شامل ہے یا غوث

রেযা কা খাতিমা বিলখাইর হোগা,
আগর রহমত তেরি শামিল হে ইয়া গাউস।

(হাদায়িকে বখশিশ)

একজন ওলীর ঈদ

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ নজীব উদ্দিন মুতাওয়াক্কিল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হযরত শায়খ বাবা ফরীদ উদ্দীন গঞ্জে শকর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ভাই ও খলীফা। তাঁর উপাধি হচ্ছে 'মুতাওয়াক্কিল'। তিনি সত্তর বছর যাবত শহরে থাকেন; কিন্তু উপার্জনের কোন প্রকাশ্য উপায় না থাকা সত্ত্বেও তাঁর পরিবার-পরিজন অত্যন্ত শান্তিতে ও নিশ্চিন্তে জীবন-যাপন করতে থাকেন। তিনি আপন মাওলার স্মরণে এতো বেশি ডুবে থাকতেন যে, এটাও জানতেন না যে, আজ কোন দিন? এটা কোন মাস? আর কোন মুদ্রার মান কত? একবার ঈদের দিন তাঁর ঘরে অনেক মেহমান আসল।

ঘটনাক্রমে ওই দিন তাঁর ঘরে পানাহারের কোন জিনিষ ছিলো না। তিনি ঘরের ছাদের উপর গিয়ে আল্লাহ তাআলার স্মরণে মগ্ন হয়ে গেলেন। আর মনে মনে একথা বলছিলেন, "হে আল্লাহ! আজ ঈদের দিন। আমার ঘরে মেহমান এসেছে।" হঠাৎ এক ব্যক্তি ছাদের উপর আত্মপ্রকাশ করলো। লোকটি খাদ্যভর্তি

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।"

একটা টুকরি পেশ করল। আর বললো, "ওহে নজীব উদ্দীন! তোমার তাওয়াক্কুলের তুমুল আলোচনা ফিরিশতাগণ এর মধ্যে চলছে। আর তোমার এ অবস্থা যে, তুমি খাদ্য প্রার্থনার মধ্যে মশগুল রয়েছো?" তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বললেন, "আল্লাহ তা'আলা খুব ভালভাবে জানেন যে, আমি নিজের জন্য এটা চাইনি, বরং আমার মেহমানদের খাতিরে সেদিকে মনোযোগ দিয়েছিলাম।

হযরত সায়্যিদুনা নজীব উদ্দীন মুতাওয়াক্কিল رَحۡمَۃُ اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیۡہِ কারামত সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত বিনয়ী স্বভাবের ছিলেন। তাঁর বিনয়ের অবস্থা এ ছিলো যে, একদিন এক ফকীর অনেক দূর থেকে তাঁর সাক্ষাতের জন্য আসলো। আর তাঁকে বললো, "আপনি কি নজীব উদ্দীন মুতাওয়াক্কিল (তাওয়াক্কুলকারী)?" তখন তিনি বিনয়ের সুরে বললেন, "ভাই, আমি হলাম নজীব উদ্দীন মুতাআক্কিল (অর্থাৎ বেশি আহারকারী)।" (আখবারুল আখইয়ার, পৃ-৬০)

তাদের উপর আল্লাহ তাআলার রহমতরাজি বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

কারামতের এক শাখা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! আল্লাহ তাআলার নেক বান্দা ও ওলীগণের ঈদ কি ধরণের সাদাসিধে হয়ে থাকে। এ ঘটনা থেকে এ কথাও জানা গেলো যে, আল্লাহ তাআলা আপন বন্ধুদের প্রয়োজন অদৃশ্য ব্যবস্থাপনায় মাধ্যমে মিটিয়ে দেন। এসবই তার দয়ার কারিশমা। প্রয়োজনের সময় খাদ্য, পানীয় ইত্যাদি জীবনের চাহিদাসমূহ হঠাৎ করে হাযির হয়ে যাওয়া বুযুর্গদের কারামত হিসেবে সংগঠিত হয়ে থাকে।

'শরহে আক্বাইদে নাসাফিয়্যাহর' মধ্যে যেখানে কারামতের কয়েকটা উদাহরণের বর্ণনা রয়েছে, সেখানে একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, প্রয়োজনের সময় খাদ্য ও পানীয় হাযির হয়ে যাওয়া কারামতের একটা শাখা। বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَہُمُ اللّٰہُ تعالٰی এর খোদা প্রদত্ত ক্ষমতা ও অলৌকিক ঘটনাবলীর কথা কি বলবো? এরা আল্লাহ

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে অন্যায় করল।"

তাআলার দরবারের এমনসব মকবুল বান্দা যে, তাঁদের মুখ থেকে উচ্চারিত কথা এবং অন্তরে সৃষ্ট ইচ্ছাগুলো পূর্ণ হয়ে যায়।

একজন দানশীলের ঈদ

সায়্যিদুনা আবদুর রহমান ইবনে আমর আল আওযাঈ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বর্ণনা করেন, ঈদুল ফিতরের রাত। দরজায় আওয়াজ দেয়া হলো। দেখলাম, আমার প্রতিবেশী দাঁড়িয়ে আছে। আমি বললাম, "বলো ভাই, কি ভেবে আসলে? সে বললো "আগামী কাল ঈদ। কিন্তু খরচের জন্য কিছুই নেই। যদি আপনি কিছু দান করেন, তবে সসম্মানে আমরা ঈদের দিনটি অতিবাহিত করতে পারতাম।" আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, "আমাদের অমুক প্রতিবেশী এসেছে। তার নিকট ঈদের জন্য একটি পয়সাও নেই। যদি তোমার মত পাই, তবে যে ২৫ দিরহাম আমরা রেখে দিয়েছি, তা প্রতিবেশীকে দিয়ে দেবো। আমাদেরকে আল্লাহ তা'আলা আরো দেবেন।" নেক স্ত্রী বললো, "খুব ভালো।" তাই আমি ওই সব দিরহাম আমার প্রতিবেশীকে দিয়ে দিলাম। সে দু'আ করতে করতে চলে গেলো।

অল্পক্ষণ পর আবার কেউ দরজার কড়ায় নাড়া দিলো। আমি যখনই দরজা খুললাম, তখন এক যুবক আমার পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলো, "আমি আপনার পিতার পলাতক ক্রীতদাস। আমি যা করেছি, তার জন্য খুব অনুতপ্ত হচ্ছি। এ পঁচিশ দীনার আমার রোজগারের। আপনার খিদমতে পেশ করছি, কবুল করে নিন! আপনি আমার মুনিব আর আমি আপনার গোলাম।" আমি ওই দীনার নিয়ে নিলাম আর তাকে আযাদ করে দিলাম। তারপর আমার স্ত্রীকে বললাম, "আল্লাহ তাআলার শান দেখো! তিনি আমাদেরকে ২৫ দিরহামের পরিবর্তে ২৫ দীনার দান করেছেন। (পূর্বেকার যুগে দিরহাম রূপার ও দীনার স্বর্ণের হত)

আল্লাহ তাঁদের উপর দয়া করুন তাদের সদকায় আমাদের ক্ষমা করুন।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়ে নিজেদের মজলিশ সমূহকে সজ্জিত করো, যেহেতু তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ করাটা কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য নূর হবে।”

সালাম তারই উপর, যিনি অসহায়দের সহায়তা করেছেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! আল্লাহ তাআলার শান কতো অনন্য? তিনি ২৫ দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) দাতাকে মুহুর্তের মধ্যে ২৫ দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) দান করেছেন। বুযুর্গানে দ্বীনের ত্যাগও অতি সুন্দর ছিলো। তাঁরা তাদের এই সমস্ত ভোগ-বিলাসের সুযোগকে অন্য মুসলমানদের খাতিরে উৎসর্গ করে দিতেন। তাঁদের, আল্লাহ তাআলা ও তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা ছিলো। তাঁরা জানতেন যে, ইসলাম বিশ্বব্যাপী সমবেদনার পয়গাম নিয়ে এসেছে। আমাদের প্রিয় আকা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হলেন, বিশ্বের জন্য রহমত।

হুযুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রহমত থেকে কেউ বঞ্চিত থাকেনি। আমাদের প্রিয় আকা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দরিদ্র, মিসকিন ও এতিমদের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন। আর সব ধরণের পন্থায় তাদের মন রক্ষা করতেন।

سَلام اُس پر کہ جِس نے بے کسوں کی دستگیری کی
سلام اُس پر کہ جِس نے بادشاہی میں فقیری کی

সালাম উস পার কে জিস নে বে কাছো কি দাসতাগীরী কি
সালাম উস পার কে জিস নে বাদশাহী মে ফকিরী কি

سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! এতো মহান শান যে, “ بعد اَز خُدا بُزُرگ تُوئی قِصّہ مُخْتَصَر (সার কথা হচ্ছে-আল্লাহ তাআলার পর বুযুর্গ হলেন আপনি হে আল্লাহ তাআলার রসুল صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আর বিনয় দেখুন! ‘যার কেউ নেই, তার জন্য হুযুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم। আমার আকা আলা হযরত (رَحْمَةُ الله تَعَالٰى عَلَيهِ) কতই সুন্দর বলেছেন-

کَنزِ ہر بیکس و بے نَوا پر دُرُود   حِرزِ ہر رَفتہ طاقت پہ لاکھوں سلام
مجھ سے بے کَس کی دولت پہ لاکھوں دُرُود   مجھ سے بے بَس کی قوّت پہ لاکھوں سلام
خَلق کے دَاد رَس سب کے فریاد رَس   کہفِ روزِ مُصیبت پہ لاکھوں سلام

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।”

কান্যে হার বে-কস ও বে-নাওয়া পর দুরূদ,
হিরযে হার রফতায়ে তাকত পেহ্ লাখো সালাম।
মুঝ্ ছে বে-কাছ কী দওলত পে্হ লাখোঁ দুরূদ,
মুঝছে বে-বছ কী কুওয়াত পে্হ লাখোঁ সালাম।
খালক কে দাদ রাছ ছবকে ফরইয়াদ রাস্,
কাহ্ফে রোযে মুসীবত পে্হ লাখোঁ সালাম।

শ্রবণশক্তি পুনরায় ফিরে পেল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজের অন্তরে নবীর শান-মান বৃদ্ধি, মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রেমের আলোতে উজ্জ্বল করা এবং সৌভাগ্যপূর্ণ ঈদের প্রকৃত আনন্দ উপলব্ধি করার জন্য আপনি যদি পারেন চাঁদ রাতে তবলীগে কুরআন ও সুন্নতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফিলায় আশিকানে রসূলদের সাথে সুন্নতে ভরা সফর এর সৌভাগ্য অর্জন করুন। বাবুল মদীনা করাচীর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারসংক্ষেপ হচ্ছে; কুয়েটায় অনুষ্ঠিত তাবলীগে কুরআন ও সুন্নতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর তিন দিনের সুন্নতে ভরা ইজতিমা থেকে এক বধির ইসলামী ভাই সুন্নাতের প্রশিক্ষনের জন্য আশিকানে রাসূলদের সাথে তিন দিনের মাদানী কাফিলায় সফর করার সৌভাগ্য অর্জন করে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ সফর চলাকালীন অবস্থাতেই তার শ্রবনশক্তি একজন সুস্থ মানুষের মত হয়ে যায় এবং সাধারণ সুস্থ মানুষের ন্যায় কথাবার্তা শুনতে লাগল।

کان بہرے ہیں گر، رکھو ربّ پر نظر　　ہو گا لُطفِ خدا، قافلے میں چلو
دُنیوی آفتیں، اُخروی شامتیں　　دور ہوں گی ذرا، قافلے میں چلو

কান বহরে হে, রাখখো রব পর নজর, হোগা লুতফে খোদা, কাফিলে মে চলো।
দুনিয়াবী আ-ফতে, উখরাবী শামাতে, দূর হোগী জরা, কাফিলে মে চলো।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব

মাদিনার তাজেদার, উভয় জগতের সরদার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলেন যেন মক্কায়ে মুআয্যমার অলিগলিতে এ ঘোষণা দেয়, 'সদকাই ফিতর ওয়াজিব।' (তিরমিযী, খন্ড-২য়, পৃ-১৫১, হাদীস নং ৬৭৪)

সদকায়ে ফিতর বাজে কথাবার্তাগুলোর কাফ্ফারা

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন, "মাদানী তাজেদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'সদকায়ে ফিতর' নির্ধারণ করেছেন, যাতে অনর্থক কথাবার্তা থেকে রোযাগুলোর পবিত্রতা অর্জিত হয়, অনুরূপভাবে মিসকিনদের খাবারের ব্যবস্থা হয়ে যায়।

(সুনানে আবু দাউদ, খন্ড-২য়, পৃ : ১৫৮, হাদীস নং-১৬০৯)

রোযা ঝুলন্ত থাকে

হযরত সায়্যিদুনা আনাস ইবনে মালিক رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন, "হুযুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত সদকায়ে ফিতর আদায় করা হয় না, ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার রোযা যমীন ও আসমানের মাঝখানে ঝুলতে থাকে।"

(কানযুল ওম্মাল, খন্ড-৮ম, পৃ-২৫৩, হাদীস নং-২৪১২৪)

"ফিতরার" ১৬টি মাদানী ফুল

১. 'সদকায়ে ফিতর' ওইসব মুসলমান, পুরুষ ও নারীর উপর ওয়াজিব, যারা নিসাবের অধিকারী হয়। আর তাদের নিসাবও 'হাজতে আসলিয়্যা' (জীবনের মৌলিক প্রয়োজন) এর অতিরিক্ত হয়। (আলমগীরী, খন্ড-১ম, পৃ-১৯১)

২. যার নিকট সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ কিংবা সাড়ে ৫২ তোলা রূপা কিংবা সাড়ে ৫২ তোলা রূপার মূল্য পরিমাণ টাকা থাকে, (আর এ সবই জীবনের মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়) তাকে 'নিসাবের অধিকারী বলা হয়।" (*)

....

(*) 'নেসাবের অধিকারী,' ধনী, ফক্বির ও হাজতে আসলিয়্যাহ্, ইত্যাদি পরিভাষার বিস্তারিত বিবরণ 'হানাফী ফিক্বহ' এর প্রসিদ্ধ কিতাব 'বাহারে শরীয়ত' ৫ম খন্ডে দেখুন।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।”

৩. ‘সদকায়ে ফিতর’ ওয়াজিব হবার জন্য ‘আকেল (বিবেক সম্পন্ন) ও ‘বালেগ (প্রাপ্ত বয়স্ক)’ পূর্বশর্ত নয়; বরং শিশু কিংবা উন্মাদও যদি নিসাবের মালিক হয়, তবে তাদের সম্পদ থেকে তাদের অভিভাবক পরিশোধ করবেন। (রদ্দুল মুহতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৩১২) সদকায়ে ফিতর এর জন্য নিসাব হচ্ছে যাকাতের নিসাবের সমপরিমাণ যেমনিভাবে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে– সদকায়ে ফিতর এর জন্য সম্পদ বর্ধনশীল হওয়া ও বছর ঘুরে আসা শর্ত নয়। এমনিভাবে যে সমস্ত বস্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত থাকবে (যেমন-ঘরের যে সমস্ত বস্তু দৈনন্দিন কাজে আসেনা) এবং তার মূল্য নিসাব পরিমাণ পৌঁছবে তখন সে সমস্ত বস্তুর কারণে সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হবে। যাকাত ও সদকায়ে ফিতর এর মধ্যকার এই পার্থক্য “কাইফিয়ত” তথা ধরণগত পার্থক্য এর দিক দিয়ে।

(ওয়াকারুল ফাতাওয়ায়, খন্ড-২য়, পৃ-৩৮৫)

৪. নিসাবের মালিক পুরুষের উপর নিজের পক্ষ থেকে, নিজের ছোট শিশুদের তরফ থেকে, আর যদি কোন উন্মাদ (পাগল) সন্তান থাকে (ওই পাগল সন্তানটি বালেগই হোক না কেন) তার পক্ষ থেকেও ‘সদকায়ে ফিতর’ ওয়াজিব। অবশ্য, ওই শিশু কিংবা পাগল যদি নিজেই নিসাবের মালিক হয়, তবে তার সম্পদ থেকে ফিতরা পরিশোধ করবে। (আলমগীরী, খন্ড-১ম, পৃ-১৯২)

৫. পুরুষ নিসাবের মালিকের উপর তার স্ত্রী কিংবা মাতাপিতা অথবা ছোট ভাইবোন ও অন্যান্য নিকটাত্মীয়দের ফিতরা ওয়াজিব নয়।

(আলমগীরী, খন্ড-১ম, পৃ-১৯৩)

৬. পিতা মহোদয় না থাকলে দাদাজান পিতা মহোদয়ের স্থলাভিষিক্ত। অর্থাৎ আপন গরীব ও এতিম পৌত্র-পৌত্রীদের পক্ষ থেকে তাঁর দায়িত্বে ‘সদকায়ে ফিতর’ দেয়া ওয়াজিব। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুখতার, খন্ড-২য়, পৃ-৩১৫)

৭. মায়ের দায়িত্বে তার ছোট শিশুর পক্ষ থেকে ‘সদকায়ে ফিতর’ দেয়া ওয়াজিব নয়। (রদ্দুল মুহতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৩১৫)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

৮. পিতার দায়িত্বে তার বিবেকবান ও বালেগ সন্তানের সদকায়ে ফিতর দেয়া ওয়াজিব নয়। (রদ্দুল মুহতার সম্বলিত দুররে মুখতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৩১৭)

৯. কোন বিশুদ্ধ শরীয়ত সমর্থিত বাধ্যবাধকতার আলোকে রোযা রাখতে পারলোনা কিংবা আল্লাহর পানাহ! কোন হতভাগা কোন বাধ্যবাধকতা ছাড়া রমযানুল মুবারকের রোযা রাখলো না। তার উপরও নিসাবের মালিক হওয়ার অবস্থায় সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব। (রদ্দুল মুহতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৩১৫)

১০. স্ত্রী কিংবা প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান, যাদের খোরপোষ ইত্যাদি যে ব্যক্তির দায়িত্বে রয়েছে, সে যদি তাদের অনুমতি ব্যতিরেকে তাদের ফিতরা পরিশোধ করে তবে ফিতরা আদায় হয়ে যাবে। অবশ্য ভরণপোষণ যদি তার দায়িত্বে না থাকে, উদাহরণ স্বরূপ: প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান বিয়ে করে আলাদা ঘরে বসবাস করে, আর নিজের ব্যয় নিজেই বহন করে, তাহলে তার ভরণপোষণের দায়িত্ব তার নিজের উপরই হয়ে গেলো। সুতরাং এমন সন্তানের পক্ষ থেকে তার অনুমতি ছাড়া ফিতরা দিলে তা আদায় হবে না।

১১. স্ত্রী তার স্বামীর অনুমতি ছাড়া ফিতরা পরিশোধ করে দিল, তাহলে তা আদায় হবে না। (বাহারে শরীয়ত, খন্ড-৫ম, পৃ-৬৯)

১২. ঈদুল ফিতরের সুবহে সাদিক উদয় হবার সময় যে নিসাবের মালিক ছিলো, তার উপর সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব। যদি সুবহে সাদিকের পর নিসাবের মালিক হয়, তাহলে এখন ওয়াজিব নয়। (আলমগীরী, খন্ড-১ম, পৃ-১৯২)

১৩. সদকায়ে ফিতর আদায় করার উত্তম সময় হচ্ছে-ঈদের দিন সুবহে সাদিকের পর থেকে ঈদের নামায আদায় করার পূর্বেই। যদি চাঁদ রাত কিংবা রমযানুল মুবারকের কোন একদিনে, বরং রমযান শরীফের পূর্বেও যদি কেউ আদায় করে দেয়, তবুও ফিতরা আদায় হয়ে যাবে। আর এমন করা একেবারে জায়িয।

(আলমগীরী, খন্ড-১ম, পৃ-১৯২)

১৪. যদি ঈদের দিন অতিবাহিত হয়ে যায়, কিন্তু ফিতরা আদায় করেনি, তবুও ফিতরা থেকে দায়িত্ব মুক্ত হয়নি; বরং সারা জীবনে যখনই পরিশোধ করে, তা আদায় হবে। (আলমগীরী, খন্ড-১ম, পৃ-১৯২)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

১৫. সদকায়ে ফিতর তাকেই দিতে পারবে যাকে যাকাত দেয়া যায়। যাকে যাকাত দেয়া যায় না তাকে ফিতরাও দেয়া যাবে না। (আলমগীরী, খন্ড-১ম, পৃ-১৯৪)

১৬. "সায়্যিদ" বংশীয়দেরকে সদকায়ে ফিতর দেয়া যাবে না।

সদকায়ে ফিতরের পরিমাণ সহজ ভাষায়

একটি সদকায়ে ফিতর এর পরিমাণ দু'সের, তিন ছটাক, আধা তোলা অথবা দুই কিলোগ্রাম ও প্রায় ৫০ গ্রাম) ওজনের গম কিংবা সেটার আটা কিংবা সে পরিমাণ মূল্যের সমপরিমাণ যা বাজারের মূল্যের উপর নির্ভর করে।

কবরে এক হাজার নূর প্রবেশ করবে

বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি ঈদের দিন তিনশ বার سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ পড়ে এবং মৃত মুসলমানদের রূহে ঈসালে সাওয়াব হিসেবে পেশ করে, তবে প্রত্যেক মুসলমানের কবরে একহাজার নূর প্রবেশ করে। আর যখন ওই পাঠকারী নিজে মৃত্যুবরণ করবে, আল্লাহ তাআলা তার কবরেও এক হাজার নূর প্রবেশ করাবেন। (এ আমলটা উভয় ঈদে করা যেতে পারে।) (মুকাশাফাতুল কূলুব, পৃ-৩০৮)

ঈদের নামাযের পূর্বেকার সুন্নত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখন ওই সব বিষয়ের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে, যেগুলো উভয় ঈদে (অর্থাৎ ঃ ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা) সুন্নাত। হযরত সায়্যিদুনা বুরাইদাহ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, তাজেদারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঈদুল ফিতরের দিন কিছু খেয়ে নামাযের জন্য তশরীফ নিয়ে যেতেন। আর ঈদুল আযহার দিন ঐ সময় পর্যন্ত খেতেন না যতক্ষণ না নামায পড়ে নিতেন। (তিরমিযী, খন্ড-২য়, পৃ-৭০হাদীস নং- ৫৪২)

আর বোখারী শরীফের বর্ণনায় হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত আছে যে, "হুযুর صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঈদুল ফিতরের দিন কয়েকটা খেজুর না খেয়ে তশরীফ নিয়ে যেতেন না আর খেজুরের সংখ্যা বিজোড় হতো।" (সহীহ বোখারী শরীফ, খন্ড-১ম, পৃ-৩২৮, হাদীস নং-৯৫৩)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

হযরত সায়্যিদুনা আবু হোরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, "তাজদারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ঈদের দিন নামাযের জন্য এক রাস্তা দিয়ে তশরীফ নিয়ে যেতেন, অন্য রাস্তা দিয়ে ফিরে আসতেন।"

(জামে তিরমিযী, খন্ড-২য়, পৃ-৬৯, হাদীস নং-৫৪১)

ঈদের নামাযের পদ্ধতি (হানাফী)

প্রথমে এভাবে নিয়্যত করে নিন, আমি আল্লাহর ওয়াস্তে কিবলামূখী হয়ে এই ইমামের পিছনে অতিরিক্ত ছয় তকবীরের সাথে ঈদুল ফিতরের অথবা ঈদুল আযহার দুই রাকাআত নামাযের নিয়্যত করছি।" অতঃপর কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে আল্লাহু আকবর বলে স্বাভাবিকভাবে নাভির নিচে হাত বেঁধে নিবেন এবং ছানা পড়বেন। এরপর কান পর্যন্ত হাত উঠাবেন এবং আল্লাহু আকবর বলে হাত না বেঁধে ঝুলিয়ে রাখবেন। অতঃপর কান পর্যন্ত পুনরায় হাত উঠাবেন এবং আল্লাহু আকবর বলে ঝুলিয়ে রাখবেন।

অতঃপর আবার কান পর্যন্ত হাত উঠাবেন এবং আল্লাহু আকবর বলে হাত বেঁধে নিবেন। অর্থাৎ- ১ম তাকবীরের পর হাত বাঁধবেন, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তাকবীরে হাত (না বেঁধে) ঝুলিয়ে রাখবেন এবং ৪র্থ তাকবীরে হাত বেঁধে নিবেন। এটাকে এভাবে স্মরণ রাখবেন, দাঁড়ানো অবস্থায় তাকবীরে পর যেখানে কিছু পড়তে হবে সেখানে হাত বাঁধতে হবে আর যেখানে পড়তে হবে না সেখানে হাত ঝুলিয়ে রাখতে হবে। (দুররে মুখতার, রদ্দে মুহতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৬৬ হতে সংগৃহীত)

অতঃপর ইমাম সাহেব তাআউয়ুজ ও তাসমিয়্যাহ (অর্থাৎ আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ) নিম্নস্বরে পড়বেন এবং সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরাকে (উচ্চ স্বরে) পড়বেন, এরপর রুকু করবেন। দ্বিতীয় রাকাআতে প্রথমে সূরা ফাতিহা এবং অন্য একটি সুরাকে উচ্চস্বরে পড়বেন। অতঃপর তিনবার কান পর্যন্ত হাত উঠাবেন এবং প্রতিবারে "আল্লাহু আকবর" বলবেন। এ সময় হাত বাঁধবেন না বরং ঝুলিয়ে

রাখবেন। এরপর ৪র্থ তাকবীরে হাত উঠানো ছাড়াই আল্লাহু আকবর বলে রুকুতে চলে যাবেন এবং নিয়মানুযায়ী নামাযের বাকী অংশটুকু সম্পন্ন করবেন। প্রত্যেক দুই তাকবীরের মাঝখানে তিনবার "সুবহানাল্লাহ" বলার পরিমাণ সময় নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, খন্ড-১ম, পৃ-১৫০)

ঈদের জামাআত কিছু অংশ পাওয়া না গেলে তবে......?

ইমামের প্রথম রাকাআতের তাকবীর সমূহের পর যদি মুক্তাদী (নামাযে) শরিক হয় তখন ঐ সময়ই (তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া অতিরিক্ত) তিনটি তাকবীর বলবে যদিও ইমাম ক্বিরাআত পড়া শুরু করে দেয়। ইমাম যদিও তিনটির চেয়ে অতিরিক্ত বলে থাকেন তবুও মুক্তাদী তিনটিই বলবে এবং যদি তার তাকবীর বলার পূর্বেই ইমাম রুকুতে চলে যায় তাহলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকবীর না বলে ইমামের সাথে রুকুতে চলে যাবে এবং সেখানেই তাকবীর গুলো বলবে। যদি ইমামকে রুকুতে পাওয়া যায় এবং মুক্তাদীর এই প্রবল ধারণা জন্মে যে তাকবীরগুলো বলার পরও ইমামকে রুকুতে পাওয়া যাবে তাহলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকবীর বলবে এবং তারপর রুকুতে যাবে আর যদি তা না হয় তবে (আল্লাহু আকবর) বলে রুকুতে চলে যাবে এবং সেখানে তাকবীরগুলো পড়বে।

যদি রুকুতে তাকবীরগুলো শেষ করার পূর্বেই ইমাম রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে নেন তখন বাকী তাকবীর সমূহ রহিত হয়ে যাবে। (অর্থাৎ অবশিষ্ট তাকবীর সমূহ এখন আর বলবে না)। আর যদি ইমাম রুকু থেকে উঠার পর মুক্তাদী জামাআতে শরিক হয় তবে এখন আর তাকবীর বলবে না বরং (ইমাম সালাম ফেরানোর পর) যখন অবশিষ্ট নামায পড়বে তখন তা বলবেন। রুকুতে তাকবীর বলার কথা যেখানে বলা হয়েছে সেখানে হাত উঠাবে না আর যদি মুক্তাদী দ্বিতীয় রাকাআতে জামাআতে শরিক হয় তাহলে প্রথম রাকাআতের তাকবীরগুলো এখন বলবে না বরং যখন তার না পাওয়া রাকাআতটি (ইমাম সাহেব সালাম ফেরানোর পর) আদায় করার জন্যে দাঁড়াবে তখন তাকবীরগুলো বলবে। দ্বিতীয় রাকআতের

তাকবীরগুলো যদি ইমামের সাথে পাওয়া যায় তবে ভাল আর তা না হলে এক্ষেত্রে তা-ই প্রযোজ্য হবে যা প্রথম রাকাআতের ক্ষেত্রে বর্ণিত হয়েছে।

(দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৫৫, ৫৬, ৫৭ হতে সংকলিত)

ঈদের জামাআত পাওয়া না গেলে তখন.........?

ইমাম নামায পড়ে নিল আর এমতাবস্থায় কোন ব্যক্তি বাকী রয়ে গেল। চাই সে শুরু থেকেই জামাআতে শরিক হতে না পারুক অথবা অংশগ্রহণ করল কিন্তু কোন কারণে নামায ভেঙ্গে গেল, তাহলে সে অন্য কোন জায়গায় নামায পাওয়া গেলে নামায পড়ে নেবে, **অন্যথায় জামাআত ছাড়া নামায পড়া যাবে না।** তবে উত্তম এটাই যে, সে চার রাকাআত চাশ্তের নামায আদায় করে নেবে।

(দুররে মুখতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৫৮, ৫৯)

ঈদের খুতবার আহকাম

নামাযের পর ইমাম সাহেব দুইটি খুতবা পড়বেন এবং জুমার খুতবায় যে সমস্ত কাজ সুন্নত, ঈদের খুতবায়ও তা সুন্নত। আর যেগুলো মাকরূহ ঈদের খুতবায়ও সেগুলো মাকরূহ। শুধু দুইটি বিষয়ে পার্থক্য রয়েছে, যার মধ্যে একটি হচ্ছে; জুমার খুতবা দেয়ার পূর্বে খতিবের (মিম্বরে) বসা সুন্নত আর ঈদের নামাযে না বসাটা সুন্নত। দ্বিতীয়টি হচ্ছে; ঈদের প্রথম খুতবার পূর্বে ৯ বার এবং দ্বিতীয় খুতবার পূর্বে ৭ বার এবং মিম্বর থেকে অবতরণের পূর্বে ১৪ বার (আল্লাহু আকবর) বলা সুন্নত আর জুমার খুতবাতে এরকম বিধান নেই।

(দুররে মুখতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৫৭, বাহারে শরীআত, খন্ড-৪র্থ, পৃ-১০৯, মদীনাতুল মুর্শিদ বেরেলী শরীফ)

ঈদের ২১টি সুন্নত ও আদব

(১) ক্ষৌরকর্ম (চুল ও শরীরের প্রয়োজনীয় লোম কাটা) সম্পাদন করা (তবে বাবরী কাট সম্পন্ন করবেন, ইংলিশ কাট নয়), (২) নখ কাটা, (৩) গোসল করা, (৪) মিসওয়াক করা, (এটা ওযুর জন্য যে মিসওয়াক করা হয়, তা ব্যতীত) (৫) ভালো কাপড় পরিধান করা, নতুন থাকলে নতুন, নতুবা ধোলাই করা, (৬) খুশবু

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “আমার উপর দুরূদে পাক অধিক হারে পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।”

লাগানো, (৭) আংটি পরা, (যখনই আংটি পরবেন, তখন এ কথার প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখবেন যে, শুধু সাড়ে চার মাশাহ্ (রত্তি) থেকে কম ওজন রূপার একটি আংটি যেন হয়। একটির চেয়ে বেশি যেন না হয় এবং আংটিতে রিংও যেন একটি হয়। একাধিক রিং যাতে না হয়। রিং ছাড়াও যেনো পরা না হয়। রিং এর ওজনের কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ নেই। রূপা কিংবা অন্য কোন ধাতব পদার্থ অথবা বর্ণিত পরিমাণ ওজনের রূপা ইত্যাদি ব্যতীত অন্য কোন ধাতব পদার্থের আংটি কিংবা রিং পুরুষ পরতে পারবে না), (৮) ফজরের নামায মহল্লার মসজিদে পড়া, (৯) ঈদুল ফিতরের নামাযের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পূর্বে কয়েকটা খেজুর খেয়ে নেয়া, তিন, পাঁচ, সাত কিংবা কম বেশি, কিন্তু বিজোড় হওয়া চাই; খেজুর না থাকলে কোন মিষ্টি জাতীয় জিনিস খেয়ে নেবেন। যদি নামাযের পূর্বে কিছুই না খায়, তবে গুনাহ হবে না; কিন্তু ইশা (রাত) পর্যন্ত না খেলে (তিরস্কার) করা যাবে, (১০) ঈদের নামায ঈদগাহে আদায় করা, (১১) ঈদগাহে পায়ে হেটে যাওয়া, (১২) যানবাহনে করে গেলেও ক্ষতি নেই; কিন্তু যে পায়ে হেটে যাবার ক্ষমতা রাখে, তার জন্য পায়ে হেটে যাওয়া উত্তম। আর ফেরার পথে যানবাহনে করে ফিরলেও ক্ষতি নেই, (১৩) ঈদের নামাযের জন্য এক রাস্তা দিয়ে যাওয়া এবং অন্য রাস্তা দিয়ে ফিরে আসা, (১৪) ঈদের নামাযের পূর্বে সদকায়ে ফিতর আদায় করা। (এটাই উত্তম, তবে ঈদের নামাযের পূর্বে দিতে না পারলে পরে দেবেন।) (১৫) আনন্দ প্রকাশ করা, (১৬) বেশি পরিমাণে সদকা দেয়া, (১৭) ঈদগাহে প্রশান্ত মনে, গম্ভীরভাবে ও দৃষ্টিকে নিচু করে যাওয়া, (১৮) ফিরার সময় পরস্পর পরস্পরকে মুবারকবাদ দেয়া, (১৯) ঈদের নামাযের পর করমর্দন ও আলিঙ্গন করা, যেমন- সাধারণতঃ মুসলমানদের মধ্যে এটার প্রচলন রয়েছে, এরূপ করাটা উত্তম কাজ, কারণ এতে খুশী প্রকাশ পায়। (বাহারে শরীয়ত, অংশ-৪, পৃ-৭১)

কিন্তু ‘আমরাদ’ বা সুশ্রী বালকের সাথে গলা মিলানো ফিৎনার উৎসস্থল। ঈদুল আযহার সকল আহকাম ঈদুল ফিতরের মতই। শুধুমাত্র কিছু বিষয়ে পার্থক্য রয়েছে। যেমন ঈদুল আযহাতে মুস্তাহাব হচ্ছে নামাযের পূর্বে কিছু না খাওয়া এবং যদি খেয়েও নেই তবে কোন অসুবিধা নেই।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।"

(২১) ঈদুল ফিতরের নামাযের জন্য যাওয়ার সময় পথে নিম্নস্বরে তাকবীর বলবে আর ঈদুল আযহার নামাযের জন্য যাওয়ার পথে উচ্চস্বরে তাকবীর বলবে। তাকবীর হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ ط اَللّٰهُ اَكْبَرُ ط لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ط اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

অর্থ ঃ আল্লাহ তাআলা সর্বাপেক্ষা মহান, আল্লাহ তাআলা সর্বাপেক্ষা মহান, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই, আল্লাহ তাআলা সর্বাপেক্ষা মহান, আল্লাহ তাআলারই জন্য সমস্ত প্রশংসা। আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নেই।

আমি ঈদের নামাযও পড়তাম না

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রতি বৎসর রমজানুল মুবারক মাসে ইতিকাফের সৌভাগ্য ও রমযানুল মুবারকের বরকত সমূহ অর্জন করুন। ঈদের আনন্দ করার জন্য এবং ঈদের দিনে (আল্লাহর পানাহ আজকালের সংঘঠিত বিভিন্ন প্রকারের গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য) ঈদের দিন সমূহে আশিকানে রসূলগণের সাথে মাদানী কাফিলা সমূহে সুন্নতে ভরপুর সফর করুন। উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টির লক্ষে একটি মাদানী বাহার উপস্থাপন করছি।

বাবুল মদীনা করাচীর মাইনকৌ হঙ্গী রোডের পার্শ্বে স্থায়ী বাসিন্দা। এক ইসলামী ভাই এর বয়ানের সারমর্ম এই যে, "আমি একটি গ্যারেজে কাজ করতাম। যদিওবা মূলত গ্যারেজের কাজ পেশা হিসেবে খারাপ নয়। কিন্তু মানুষ আজকাল গুনাহে ভরপুর অবস্থায় রয়েছে। নোংরা পরিবেশ ও অপবিত্র রোজগার এর কু-প্রভাবের ব্যাপারটা আপনারা দেখুন যে, আমার মত দুর্ভাগা ব্যক্তির পাঁচ ওয়াক্ত নামাযতো অনেক দূরের কথা জুমার নামায ও নয় বরং দুই ঈদের নামায পর্যন্ত পড়ারও তাওফিক হত না। সম্পূর্ণ রাত ভর টিভিতে বিভিন্ন রকমের সিনেমা নাটক দেখতে থাকতাম। এমন কি সব রকমের ছোট বড় মন্দ স্বভাব আমার ভিতর ছিল। আমার সংশোধনের উছিলা ছিল এই যে, মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

সুন্নতে ভরপুর বয়ান "আল্লাহ কা খুফইয়া তদবীর" নামের ক্যাসেটটি শুনা। যা আমার আপাদমস্তক নাড়া দিল। এরপর রমযানুল মুবারকে ইতিকাফের সৌভাগ্য হল এবং আশিকানে রসূলগণের সাথে তিন দিনের মাদানী কাফিলার সফরের সৌভাগ্য অর্জন করলাম।

اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলাম। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ধারাবাহিকতা ঠিক রেখেছি। আল্লাহ তাআলার কোটি কোটি দয়া আর মেহেরবানী যে আমার মত বেনামাযী পাপী লোক যে ঈদের নামাযেও মসজিদ মুখী হতাম না এখন পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে আদায় করছি। সেখানে তবলীগে কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর তানজিমী তারকিব অনুযায়ী একটি মসজিদের যেলী মুশাওয়ারাতের নিগরান হয়ে বে নামাযী লোকদেরকে নামাযী বানানোর চিন্তায় লিপ্ত রয়েছি।

بھائی گر چاہتے ہو نمازیں پڑھوں　　مَدَنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف
نیکیوں میں تمنّا ہے آگے بڑھوں　　مَدَنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف

ভাই গর চাহতে হো নামাযে পড়ে,　　মাদানী মাহুল মে করলো তুম ই'তিকাফ
নেকিও মে তামান্না হে আগে বড়ো,　　মাদানী মাহুল মে করলো তুম ই'তিকাফ

ইয়া রব্বে মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমাদেরকে সৌভাগ্যপূর্ণ ঈদের আনন্দ সুন্নাত মত উদ্‌যাপনের তাওফিক দিন। আমাদেরকে হজ্ব ও দরবারে মদীনার তাজেদার صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দীদার দান করে মাদানী ঈদ বারবার নসীব করুন।

আমীন বিজাহিন্নাবিয়্যীল আমীন صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

تِری جبکہ دید ہو گی جبھی میری عِید ہو گی　　مِرے خواب میں تُو آنا مَدَنی مدینے والے

তেরী জাবকে দীদ হোগী , জভী মেরী ঈদ হোগী
মেরে খাবমে তুম আ-না, মাদানী মাদীনে ওয়ালে

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

আমি গুনাহগারের উপরও দয়ার ছিটাফোটা পড়েছে

কৌরঙ্গী বাবুল মদীনা করাচীর এক ইসলামী ভাই এর বয়ানের সারাংশ হচ্ছে এই, "আফসোস! আমি একজন বেনামাযী ও সিনেমা নাটকের আসক্ত পথভ্রষ্ট যুবক ছিলাম। অসৎ বন্ধু বান্ধবের সাথে ফ্যাশন জগতের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিলাম। অসৎ সঙ্গের কারণে জীবনের রাত আর দিনগুলো পাপে লিপ্ত অবস্থায় অতিবাহিত হচ্ছিল। রমজানুল মুবারক মাসের চাঁদ দুনিয়ার আকাশে দেখা গেল। আর আল্লাহর রহমতের বৃষ্টি বর্ষিত হতে লাগল। আমি গুনাহগার পাপীর উপরও সেই রহমতের বৃষ্টির ফোটা পড়ল এবং আমি আড়াই নম্বর কৌরঙ্গী করিমিয়া কাদেরীয়া মসজিদ, বাবুল মদীনা করাচীতে অনুষ্ঠিতব্য ইতিকাফে রমযানুল মুবারকের শেষ ১০ দিন ইতিকাফ করলাম। আমার দুশ্চিন্তাময় জীবনের সন্ধ্যাকাশে বসন্তের প্রভাতের মাদানী ফুল ফুটতে লাগল। আমি গুনাহগারের তওবা করার সৌভাগ্য হল। اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ আমি নামাযী হয়ে গেলাম। দাড়ি রাখার ও পাগড়ী শরীফ মাথায় সাজানোর সৌভাগ্য হল।

তাবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামী কর্তৃক আয়োজিত সুন্নতের প্রশিক্ষণের ৩০ দিনের মাদানী কাফিলায় আশিকানে রসূলগণের সাথে সুন্নতে ভরপুর সফরের সৌভাগ্য হল।

اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ এই ঘটনা বর্ণনা করার সময় আমি এক মসজিদের যেলী কাফিলা যিম্মাদার হিসেবে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজে খুব খুব বরকত নেয়ার সৌভাগ্য অর্জন করছি। হে আল্লাহ! আমাকে আমার প্রিয় সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীতে মৃত্যু পর্যন্ত অটল থাকার সৌভাগ্য দান করুন। আমীন

مرضِ عصیاں سے چھٹکارا گر چاہئے مَدَنی ماحول میں کرلو تم اعتکاف
بندگی کی بھی لذّت اگر چاہئے مَدَنی ماحول میں کرلو تم اعتکاف

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

মরজে ইছইয়া ছে ছুটকার আগর চাহিয়ে,
মাদানী মাহুল মে করলো তুম ই'তিকাফ।
বন্দেগী কি ভী লাজ্জত আগর চাহিয়ে,
মাদানী মাহুল মে করলো তুম ই'তিকাফ।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالٰى على محمَّد

অন্তর আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে যায়

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ ইরশাদ করেন, "আমি বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! যখন আমি আপনাকে দেখি তখন আমার অন্তর আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে যায় এবং আমার চোখ জুড়িয়ে যায়। হুজুর আমাকে প্রত্যেক বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান দিন। তখন রসূল صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন, প্রতিটি বস্তু পানি থেকে উৎপত্তি। আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রসূল صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমাকে সে বিষয় জানিয়ে দিন যা আমি আপন করে নিলে জান্নাত পেয়ে যাব। রসুল صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন, (মানুষদের) খাবার খাওয়াও এবং সালামের প্রচলন কর, আর আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা কর, রাতে নফল নামায পড় যখন মানুষ ঘুমায়, তাহলে তুমি নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মসনদে ইমাম আহমদ, খন্ড-৩য়, পৃ-১৭৪, হাদীস নং-৭৯১৯)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ط بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

নফল রোযার বর্ণনা

দুরূদ শরীফের ফযীলত

রসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এরশাদ করেন, "কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার আরশ ছাড়া কোন ছায়া থাকবে না। তিন ব্যক্তি আল্লাহর আরশের ছায়ার নিচে থাকবে। আরয করা হল, ইয়া রসুলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! তারা কারা? হুযুর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন, (১) ঐ ব্যক্তি যে আমার উম্মতের কষ্ট দূর করবে। (২) আমার সুন্নতকে জীবিত করবে, (৩) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠ করবে।"

(আল্লামা সুয়ুতী প্রণীত আল বদরুল মুসাফিরাত ফি উমুরিল আখিরাত, পৃ-১৩১, হাদীস নং-৩৬৬)

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب ! صَلَّی اللّٰہُ تعالٰی علٰی محمَّد

নফল রোযার ইহকালীন ও পরকালীন উপকারিতা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ফরয রোযা ছাড়াও নফল রোযার অভ্যাস করা চাই। কারণ, তাতে পরকালীন অগণিত উপকার রয়েছে। আর সাওয়াবতো এতো বেশি যে, মন চায় শুধু রোযাই রাখতে থাকি। আর পরকালীন উপকারিতাগুলো হচ্ছে অফুরন্ত সাওয়াব, ঈমানের হিফাযত, জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং জান্নাত অর্জন। ইহকালীন উপকার হচ্ছে-দিনের বেলায় পানাহারের সময় ও খরচাদি কম। রোযার মাধ্যমে পেট ঠিক রাখে এবং অনেক ধরনের রোগব্যাধি থেকে বেঁচে থাকে। বস্তুতঃ সমস্ত সাওয়াবের মূলে রয়েছে- তা দ্বারা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

রোযাদারদের জন্য ক্ষমার সুসংবাদ

আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা দিয়েছেন,

وَالصَّآئِمِيْنَ وَالصّٰٓئِمٰتِ وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَ الذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّ الذّٰكِرٰتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿۳۵﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ- রোযা পালনকারী পুরুষ ও রোযা পালনকারী নারীগণ, স্বীয় লজ্জাস্থানের পবিত্রতা হিফাযতকারী পুরুষ ও লজ্জাস্থানের পবিত্রতা হিফাযতকারী নারীগণ এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও স্মরণকারী নারীগণ এর জন্য আল্লাহ ক্ষমা ও মহা প্রতিদান তৈরী করে রেখেছেন। (সূরা-আহযাব, আয়াত-৩৫, পারা-২২)

আল্লাহ তাবারাক ওয়া তা'আলা আরও ইরশাদ করেন,

كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا هَنِيْٓــًٔا بِمَآ اَسْلَفْتُمْ فِی الْاَیَّامِ الْخَالِیَةِ ﴿۲۴﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ আহার করো, পান করো তৃপ্তি সহকারে পুরস্কার সেটারই, যা তোমরা পরের দিনগুলোতে প্রেরণ করেছো। (সূরা-আল হাক্কা, আয়াত-২৪, পারা-২৯)

হযরত সায়্যিদুনা ওয়াকে' رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বর্ণনা করেন, এই আয়াতে কারীমায় পরের দিন বলতে রোযার দিনগুলোকে বুঝায় যেখানে লোকেরা পানাহার বাদ দিয়ে দেন। (আল মুতাহারা রাবা ফি সাওয়াবীল ইলমিস সালেহ, পৃ-৩৩৫, দারুল খাদর, বৈরুত)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

রোযার আঠারটি ফযীলত ঃ

জান্নাতের আশ্চর্য গাছ

(১) হযরত সায়্যিদুনা কায়েস বিন যায়েদ জুহান্নী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর মাহবুব হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি একটি নফল রোযা রাখে, মহামহিম আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটা গাছ লাগাবেন, যার ফল আনার চেয়ে ছোট এবং আপেল অপেক্ষা বড় হবে। সেটা (মোম থেকে পৃথক না করা) মধুর মত মিষ্টি, আর স্বাদ হবে (মোম থেকে পৃথককারী) খাঁটি মধুর মতো তৃপ্তিদায়ক। আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন রোযাদারকে ওই গাছের ফল খাওয়াবেন।"

(তাবারানী কবীর, খণ্ড-১৮, পৃ-৩৬৬, হাদীস নং-৯৩৫)

দোযখ থেকে ৪০ বছরের দূরত্বে রাখবেন

(২) তাজদারে রিসালাত, হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এরশাদ করেন- "যে ব্যক্তি সাওয়াবের আশায় একটা নফল রোযা রাখলো, আল্লাহ তাআলা তাকে দোযখ থেকে ৪০ বছরের দূরত্বে রাখবেন।"

(কানযুল উম্মাল, খন্ড-৮ম, পৃ-২৫৫, হাদীস নং-২৪১৪৮)

জাহান্নাম থেকে ৫০ বছরের দূরত্বে রাখবেন

(৩) আল্লাহ তাআলার প্রিয় নবী, মাদিনার তাজেদার, উভয় জগতের সরদার صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য একটি নফল রোযা রাখে, আল্লাহ তাআলা তার ও দোযখের মধ্যে (একটি দ্রুত গতি সম্পন্ন যানের) পঞ্চাশ বছরের দূরত্বের পার্থক্য রাখবেন।"

(কানযুল উম্মাল, খন্ড-৮ম, পৃ-২৫৫, হাদীস নং-২৪১৪৯)

পৃথিবী পরিমাণ স্বর্ণের চেয়েও বেশি সাওয়াব

(৪) মাদিনার তাজেদার, উভয় জগতের সরদার صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর হৃদয়গ্রাহী এরশাদ, "যদি কেউ একদিন নফল রোযা রাখে, আর পৃথিবী পরিমাণ

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

স্বর্ণ তাকে দেয়া হয়, তবুও এর সাওয়াব পরিপূর্ণ হবে না। তার সাওয়াবতো কিয়ামতের দিন পাওয়া যাবে।" (আবু ইয়ালা, খন্ড-৫ম, পৃ-৩৫৩, হাদীস নং-৬১০৪)

জাহান্নাম থেকে অনেক অনেক দূরে

(৫) হযরত সায়্যিদুনা উতবাহ ইবনে আবদে সুলামী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তাআলার রসূল, বিবি আমিনার বাগানের সুবাসিত ফুল হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার রাস্তায় (অর্থাৎ সন্তুষ্টির জন্য) একদিনের ফরয রোযা রাখলো, আল্লাহ তাআলা তাকে জাহান্নাম থেকে এতো দূরে রাখবেন, যতো দূরত্ব সাত জমীন ও আসমানের মধ্যবর্তীতে রয়েছে। আর যে ব্যক্তি একটি নফল রোযা রাখলো তাকে আল্লাহ তাআলা জাহান্নাম থেকে এত দূরে রাখবেন যতটুকু দূরত্ব জমীন ও আসমানের মধ্যবর্তীতে রয়েছে।" (তাবারানী মু'জমে কবীর, খন্ড-১৭, পৃ-১২০, হাদীস নং-২৯৫)

একটি রোযা রাখার ফযীলত

(৬) হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত নবী করিম রউফুর রহিম صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দয়াময় ইরশাদ হচ্ছে, "যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য একটি রোযা রাখে আল্লাহ তাআলা তাকে জাহান্নাম থেকে এতটুকু দূরে সরিয়ে রাখেন যে, একটি কাক শিশুকাল থেকে বৃদ্ধ হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত সর্বদা উড়তে উড়তে যতদুর যেতে পারবে, ততদূরে।"

(মসনদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, খণ্ড-৩য়, পৃ-৬১৯, হাদীস নং-১০৮১০)

উত্তম আমল

(৭) হযরত সায়্যিদুনা আবু উমামা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বর্ণনা করেন যে, "আমি একদিন আরয করলাম, হে আল্লাহর রসূল صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমাকে কোন একটি আমল সম্পর্কে বলুন। হুজুর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, "রোযা রাখো, কেননা এর মত অন্য কোন উত্তম আমল নেই।" আমি পুনরায় আরজ করলাম, আমাকে অন্য আর একটি আমলের কথা বলুন।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

তখন হুজুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পুনরায় ইরশাদ করলেন, "রোযা রাখো, কেননা এর মত উত্তম অন্য কোন আমল নেই।" আমি আবার আরজ করলাম, আমাকে অপর একটি আমলের কথা বলুন।

আবারও হুজুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন, রোযা রাখো, কেননা এর মত উত্তম অন্য কোন আমল নেই। (নাসায়ী শরীফ, খন্ড-৪র্থ, পৃ-১৬৬)

(৮) একটি বর্ণনায় আছে যে, "আমি (আবু উমামা) রসূলে আকরাম, রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, শাহে বনি আদম, রসূলে মুহতাশাম হযরত মুহাম্মদ صلی اللہ تعالیٰ علیه واٰلهٖ وسلّم এর মহান দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করলাম, হে আল্লাহ রসূল صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমাকে এমন কোন কাজের নির্দেশ দিন যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আমার প্রতি দয়া করবে। তিনি ইরশাদ করলেন, রোযাকে নিজের উপর অপরিহার্য করে নাও, কেননা এর কোন দৃষ্টান্ত নেই।"

(প্রাগুক্ত)

(৯) অপর এক বর্ণনায় আছে, আমি (আবু উমামা) আরয করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমাকে এমন আমল বলে দিন যা আমল করলে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব। হুজুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন, "নিজের উপর রোজাকে অত্যাবশ্যক করে নাও, কেননা এর সমতুল্য কোন আমল নেই।" (আল ইহসান বিতারতিবে সহীহ ইবনে হাব্বান, খণ্ড-৫ম, পৃ-১৭৯, হাদীস নং-৩৪১৬)

রাবী বলেন, "হযরত সায়্যিদুনা আবু উমামা رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর ঘরে মেহমান না আসলে কোন দিন ধোঁয়া (রান্নার আগুন) দেখা যেত না।" (অর্থাৎ তিনি দিনে খেতেন না, রোযা রাখতেন)

(আল মুতাহাররুর রাবে ফি সাওয়াবিল আমলি সালেহ, পৃ-৩৩৮)

সফর করো, সম্পদশালী হয়ে যাবে

(১০) হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, মদীনার তাজেদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, জিহাদ

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

করো, তবে নিজেই যিম্মাদার হয়ে যাবে রোজা রাখ, তবে সুস্থ হয়ে যাবে, সফর কর, তবে সম্পদশালী হয়ে যাবে।"

(আল মুজামূল আউসাত, খন্ড-৬ষ্ঠ, পৃ-১৪৬০, হাদীস নং-৮৩১২)

হাশরের ময়দানে রোযাদারদের আনন্দ

(১১) হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ ইরশাদ করেন যে, "কিয়ামতের দিন রোযাদারকে কবর থেকে বের হওয়ার সময় তাদের মুখের গন্ধের কারণে চেনা যাবে। আর (সেখানে) মিশক যুক্ত পানির পাত্র থাকবে, তাদের বলা হবে, খাও, তোমরা কাল ক্ষুধার্ত ছিলে (এখন) পান কর, কাল তোমরা তৃষ্ণার্ত ছিলে। তোমরা এখন আরাম কর, কাল তোমরা ক্লান্ত ছিলে। এরপর ওরা পানাহার ও আরাম করতে থাকবে, অথচ তখন লোকেরা কঠিন হিসাবে ও পিপাসায় ব্যস্ত থাকবে।"

(কানযুল উম্মাল, খন্ড-৮ম, পৃ-৩১৩, হাদীস নং-২৩৬৩৯, আত তাদবীন ফি আখবারে কাযবিন, খন্ড-২য়, পৃ-৩২৬)

স্বর্ণের দস্তরখানা

(১২) হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ ইরশাদ করেন, "রোযাদারদের প্রত্যেকটি চুল তার জন্য তাসবিহ পড়ে। কিয়ামতের দিন আরশের নিচে রোযাদারদের জন্য মোতি ও অতি মূল্যবান পাথরের খচিত স্বর্ণের এমন দস্ত রখানা বিছানো হবে যার পরিধি দুনিয়ার সমতুল্য। এর উপর বিভিন্ন প্রকারের জান্নাতি খাবার, পানীয় ও ফল মূল থাকবে, তারা পানাহার করতে থাকবে, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে অথচ তখন বাকী লোকেরা কঠিন হিসাবের মুখোমুখি হবে।

(আল ফিরদৌস বিমাসুরীল খিতাব, খন্ড-৫ম, পৃ-৪৯০, হাদীস নং-৮৮৩৫)

কিয়ামতের দিন রোযাদারেরা খাবার খাবে

(১৩) হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে রাবাহ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ ইরশাদ করেন যে, (কিয়ামতের দিন) দস্তরখানা বিছিয়ে দেয়া হবে, সর্বপ্রথম সেখান থেকে রোযাদারেরা খাওয়া শুরু করবে।

(মুসান্নিফে ইবনে আবি শায়বা, খণ্ড-২য়, পৃ-৪২৪, হাদীস নং-১০)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

রোযা রাখলে জান্নাতী

(১৪) হযরত সায়্যিদুনা হুযাইফা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তাআলার রসূল হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য কলেমা পড়েছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তার শেষ নিঃশ্বাসও কলেমার উপর হবে। যে ব্যক্তি কোন দিন আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য রোযা রাখলো, তার শেষ নিঃশ্বাসও সেটার উপর হবে এবং সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য সদকা করেছে, তার শেষ নিঃশ্বাসও সেটার উপর হবে এবং সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

(মুসনাদে ইমাম আহমদ, খন্ড-৯ম, পৃ-৯০, হাদীস নং-২৩৩৮৫)

প্রচন্ড গরমে রোযার ফযীলত

(১৫) হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বর্ণনা করেন, মাদিনার তাজেদার, উভয় জগতের সরদার صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা আবু মুসা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় যুদ্ধে প্রেরণ করেন। এক অন্ধকার রাতে যখন নৌকার পাল উঠিয়ে দেয়া হল তখন এক আহ্বানকারীর অদৃশ্য থেকে একটি আওয়াজ আসল , "হে নৌকা ওয়ালারা! আল্লাহ নিজ জিম্মায় কি কি দয়া করেছেন? তখন হযরত সায়্যিদুনা আবু মুসা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন, "যদি আপনি বলতে পারেন, তবে অবশ্যই বলে দিন। তখন তিনি বললেন, "আল্লাহ নিজ দয়াপূর্ণ দায়িত্বে নিয়ে নিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি প্রচন্ড গরমের দিনে নিজেকের আল্লাহর জন্য তৃষ্ণার্ত রেখেছে আল্লাহ তাআলা কঠিন গরমের দিনে কিয়ামতের দিনে তাকে পানি পানে সিক্ত করাবেন।"

ইমাম আবু বকর আব্দুল্লাহ আল মারুফ তথা যিনি ইবনে আবি দুনিয়া হিসেবে প্রসিদ্ধ তিনি رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ 'কিতাবুল জু' এ বর্ণনা করেন যে, ঐ দিনের পর থেকে হযরত সায়্যিদুনা আবু মুসা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বিশেষ করে ঐ সমস্ত দিনেই (নফল) রোজা রাখতেন, যে দিন এতই গরম থাকত যে মানুষ নিজের অতিরিক্ত কাপড়ও খুলতে বাধ্য হয়ে যেতেন।" (আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, খন্ড-২য়, পৃ-৫১, হাদীস নং-১৮)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার উপর দুরূদে পাক অধিক হারে পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।"

অপরকে খাওয়া অবস্থায় দেখে ধৈর্যশীল রোযাদারের সাওয়াব

(১৬) হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে আনছারীয়্যা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا ইরশাদ করেন, সুলতানে দো জাহান, হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ! যখন আমার নিকট তাশরীফ আনলেন, তখন আমি তাঁর খিদমতে খাবার উপস্থাপন করলাম। তখন তিনি صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন, "তুমিও খাও।" আমি আরয করলাম, "আমি রোযা রেখেছি।" তখন রসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত রোজাদারের সামনে খাবার খাওয়া হয় ততক্ষণ ফিরিস্তাগণ ঐ রোযাদারের গুনাহ ক্ষমার জন্য দু'আ করতে থাকে।"

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, "যতক্ষণ পর্যন্ত খাবার ভক্ষণকারী পেট ভরে খেয়ে নেবে।" (ততক্ষণ পর্যন্ত দু'আ করতে থাকে।)

(আল ইহসান বিতারতীবে সহীহ ইবনে হাব্বান, খন্ড-৫ম, পৃ-১৮১, হাদীস নং-৩৪২১)

(১৭) হযরত সায়্যিদুনা বুরায়দা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত যে, নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত সায়্যিদুনা বিলাল رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ কে বললেন, "হে বেলাল! আস, নাস্তা করি।" তখন (হযরত সায়্যিদুনা) বিলাল رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ আরজ করলেন, "আমি রোজাদার! তখন রসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন, "আমরা নিজেদের রিযিক খাচ্ছি আর বিলাল رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর রিযিক জান্নাতে বৃদ্ধি পাচ্ছে।"

অতঃপর তিনি আরো বললেন, "হে বিলাল ! তুমি কি জান যতক্ষণ পর্যন্ত রোযাদারের সামনে খাবার খাওয়া হয় ততক্ষণ ঐ রোযাদারদের হাড্ডিগুলো তাসবীহ পাঠ করে এবং ফিরিস্তারা তার জন্য গুনাহ মাফ চাইতে থাকে।"

(ইবনে মাযাহ, খন্ড-২য়, পৃ-৩৪৮, হাদীস নং-১৭৪৯)

রোযাদার অবস্থায় মৃত্যুবরণের ফযীলত

(১৮) হযরত সায়্যিদুনা আয়িশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہَا থেকে বর্ণিত, মদীনার তাজেদার صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি রোযারত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত তার আমলনামায় রোযার সাওয়াব লিখে দেন।" (আল ফেরদৌস বিমাসুরিল খিতাব, খন্ড-৩য়, পৃ-৫০৪, হাদীস নং-৫৫৫৭)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।”

সৎকাজের সময় মৃত্যুর সৌভাগ্য

سُبْحٰنَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ! সৌভাগ্যবান হচ্ছে ওই মুসলমান, যার মৃত্যু রোযারত অবস্থায় হয়েছে; বরং যে কোন সৎ কাজরত অবস্থায় মৃত্যু আসা অত্যন্ত ভাল লক্ষণ। যেমন, ওযু সহকারে অথবা নামাযরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা, মদীনার দিকে সফরকালে, বরং মদীনা মুনাওয়ারায় রূহ কব্জ হওয়া, হজ্ব পালনকালে মক্কায়ে মুকাররমা, মিনা, মুযদালিফা কিংবা আরাফাত শরীফে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা, দা'ওয়াতে ইসলামীর ‘সুন্নতসমূহের প্রশিক্ষণের মাদানী কাফিলায়, সফরের মধ্যভাগে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়া-এ সবই এমন এমন মহা সৌভাগ্য যে, যেগুলো শুধু সৌভাগ্যবান লোকেরাই লাভ করে থাকে। এ প্রসঙ্গে সাহাবা-ই-কেরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان এর উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত সায়্যিদুনা খায়সুমা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡهُ বলেন, “সাহাবা কেরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان এ কথাই পছন্দ করতেন যে, কোন লোকের ইন্‌তিকাল কোন ভালো কাজ, যেমন-হজ্জ, ওমরা, জিহাদ ও রমযানের রোযা ইত্যাদির অবস্থায় হোক।”

কালু চাচার ঈমান আলোকিত মৃত্যু

ভাল ও উত্তম কাজ করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করার সৌভাগ্য ভাগ্যবানদেরই হয়ে থাকে। এই বিষয়ের ধারাবাহিকতায় তবলীগে কুরআন ও সুন্নতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সম্মিলিত ই'তিকাফের একটি মাদানী বাহার শুনুন এবং সারা জীবন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকার দৃঢ় নিয়ত করে নিন।

যেমন মদীনাতুল আউলিয়া আহমদাবাদ গুজরাট, ভারত এর কালু চাচা (প্রায় ৬০ বছর বয়স্ক) ১৪২৫ হিজরী মোতাবেক ২০০৪ সালের রমজানুল মুবারকের শেষ ১০ দিনে শাহী মসজিদে (শাহ আলম আহমদাবাদ শরীফ) অনুষ্ঠিত তবলীগে কুরআন ও সুন্নতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর ইজতিমায়ী ইতিকাফে ইতিকাফকারী হয়ে গেলেন। তিনি আগে থেকেই দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন কিন্তু আশিকানে রসূলগণের সাথে ই'তিকাফে এই প্রথমবারই অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে অন্যায় করল।"

হয়েছিল। ই'তিকাফে অনেক কিছু শিখার সুযোগ হলো এবং সাথে সাথে দা'ওয়াতে ইসলামীর ৭২ মাদানী ইনআমাত থেকে প্রথম কাতারে নামায পড়ার উৎসাহ বৃদ্ধিকারী ২য় মাদানী ইনাম এর উপর আমল করার যথেষ্ট প্রেরণা লাভ করল। তাই তিনি প্রথম কাতারে নামায পড়ার অভ্যাস করে নিলেন। ২রা শাওয়াল তথা ঈদুল ফিতরের ২য় দিন ৩ দিন দিনের মাদানী কাফিলায় আশিকানে রসূলদের সাথে সুন্নতে ভরপুর সফর করলেন।

মাদানী কাফিলা থেকে ফিরে আসার ৫/৬ দিন পর তথা ২০০৪ সাল মোতাবেক ১৪২৫ হিজরীর ১১ই শাওয়াল তারিখে কোন কাজে বাজারে গেলেন। ব্যস্ততাও ছিল। কিন্তু (বাজার থেকে ফিরতে) দেরী হয়ে গেলে প্রথম কাতার না পাওয়ার সম্ভাবনায় চিন্তিত ছিলেন। এজন্য সব কাজ ছেড়ে মসজিদের দিকে রওয়ানা দিল এবং আযানের পূর্বেই মসজিদে পৌঁছে গেলেন। অজু করে যখনই নামাযে দাঁড়ালেন সাথে সাথে পড়ে গেলেন। কলেমা শরীফ ও দুরূদ শরীফ পড়তে তার রুহ দেহ থেকে উড়ে গেল। اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰاجِعُوْن

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ! ইজতিমায়ী ইতিকাফের বরকতে মাদানী ইনআমাতের ২য় মাদানী ইনআম "প্রথম কাতারে নামায পড়ার" আগ্রহ চাচাকে ইন্তিকালের সময় বাজারের অলসতা ভরপুর আঙ্গিনা থেকে উঠিয়ে মসজিদের রহমতে ভরপুর আঙ্গিনায় পৌঁছে দিল। আর কি সৌভাগ্য যে, শেষ সময়ে কালেমা শরীফ ও দুরূদে পাক পড়ার সুযোগ হল। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ! ইন্তিকালের সময় যে ব্যক্তির কলেমা শরীফ পড়ার সৌভাগ্য হবে কবর ও হাশরে তার তরী পার হয়ে যাবে।

নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জান্নাতীরূপী বাণী হচ্ছে, "যে ব্যক্তির শেষ বাক্য لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ হবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (আবু দাউদ, খন্ড-৩য়, পৃ-১৩২, হাদীস নং-৩১১৬)

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের আরো কিছু বরকতের কথা শুনুন। যেমন কালু চাচার ইন্তিকালের কিছুদিন পর তার সন্তানদের কেউ স্বপ্নে দেখল যে, মরহুম কালু চাচা সাদা পোশাক ও মাথায় সবুজ পাগড়ী শরীফের তাজ

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়ে নিজেদের মজলিশ সমূহকে সজ্জিত করো, যেহেতু তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ করাটা কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য নূর হবে।"

পরে মুচকি হেসে হেসে বলছেন, "বেটা! দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজ-কর্মে লেগে থাক, যেহেতু এই মাদানী পরিবেশের বরকতে আমার উপর মেহেরবানী হয়েছে।

موت فضلِ خدا سے ہو ایمان پر مَدَنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف
ربّ کی رَحمت سے پاؤ گے جنّت میں گھر مَدَنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف

মওত ফজলে খোদা ছে হো ঈমান পর,
মাদানী মাহুল মে করলো তুম ইতিকাফ।
রব্ব কি রহ্মত ছে পাওগে জান্নাত মে ঘর,
মাদানী মাহুল মে করলো তুম ইতিকাফ।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আশুরার রোযার ফযীলত

আশুরার ২৫টি বৈশিষ্ট্য

(১) ১০ই মুহাররামুল হারাম আশুরার দিন হযরত সায়্যিদুনা আদম সফিয়্যুল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর তওবা কবুল করা হয়েছে। (২) এই দিন তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, (৩) এই দিন তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছিল (৪) এই দিন আরশ, (৫) কুরশী (৬) আসমান, (৭) জমিন, (৮) সূর্য (৯) চন্দ্র (১০) তারকা সমূহ এবং (১১) জান্নাত সৃষ্টি করা হয়েছে, (১২) এই দিন হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম খলীলুল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام কে সৃষ্টি করা হয়েছে, (১৩) এই দিন ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام আগুন থেকে মুক্তি পেয়েছেন (১৪) এই দিন হযরত সায়্যিদুনা মুসা কলিমুল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام ও তার উম্মতগণ মুক্তি পায় আর ফিরআউন নিজ গোত্রসহ নীলনদে ডুবে যায় (১৫) এই দিন হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রুহুল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام কে সৃষ্টি করা হয়। (১৬) এই দিনই ঈসা عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام কে আসমানের দিকে

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।”

উঠিয়ে নেয়া হয়। (১৭) এই দিন হযরত নুহ عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلا م এর কিশতি জুথী পাহাড়ে গিয়ে ভিড়ে। (১৮) এই দিন হযরত সায়্যিদুনা সোলাইমান عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلا م কে বিশাল রাজত্ব দান করা হল। (১৯) এই দিন হযরত ইউনুছ عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلا م কে মাছের পেট থেকে বের করা হয়। (২০) এই দিন হযরত সায়্যিদুনা ইয়াকুব عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلا م এর চোখের দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দেয়া হয়। (২১) এই দিন সায়্যিদুনা ইউছুফ عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلا م কে কূপ থেকে বের করা হল। (২২) এই দিন হযরত সায়্যিদুনা আইয়ুব عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلا م এর রোগ থেকে মুক্তি দেয়া হয়, (২৩) এই দিনই সর্বপ্রথম আসমান থেকে জমিনে বৃষ্টি হয়। (২৪) এই দিনের রোজা উম্মতগণের নিকট প্রসিদ্ধ ছিল এমনকি এই কথাও বলা হয়েছে যে, এই দিনের রোজা রমযানের রোযার পূর্বে ফরয ছিল পরে তা রহিত করা হয়েছে। (মুকাশাফাতুল কুলুব, পৃ-৩১১) (২৫) ইমামে আলী মকাম, ইমামে আরশে মকাম, ইমামে তিশনা কাম, ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ তার আত্মীয় স্বজন সহ ৩ দিন ক্ষুধার্ত রাখার পর এই আশুরার দিনে কারবালার জমিনে অবর্ণনীয় নিষ্ঠুরতার মাধ্যমে শহীদ করা হয়।

صَلُّوا عَلَی الۡحَبِیۡب ! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

মুহাররমুল হারাম ও আশুরার রোযার ৬টি ফযীলত

১. হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, রসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্সাম হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বাণী, “রমযানের রোযার পর মুহররমের রোযা উত্তম। আর ফরয নামাযের পর ‘সালাতুল লায়ল’ উত্তম নামায (অর্থাৎ রাতের নফল নামাযসমূহ)”

(মুসলিম শরীফ, পৃ-৮৯১, হাদীস নং-১১৬৩)

২. আল্লাহ তাআলার প্রিয় মাহবুব হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর রহমতরূপী বাণী হচ্ছে, “মুহররমের প্রতিদিনের রোযা এক মাসের রোযার সমান।” (তাবারানী ফিস সগীর, খণ্ড-২য়, পৃ-৮৭, হাদীস নং-১৫৮০)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

মূসা عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلا م এর দিবস

(৩) হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا বলেন, "আল্লাহ তাআলার রসূল হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যখন মদীনা মুনাওয়ারায় তাশরীফ আনলেন, তখন ইহুদীদেরকে আশুরার দিন রোযা পালন করতে দেখে। হুযুর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ ফরমালেন, "এটা কোন দিনের তোমরা রোযা রাখছো?" আরয করলো, "এ একটি মহান দিন, যাতে হযরত মূসা عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلا م ও তাঁর সম্প্রদায়কে আল্লাহ তা'আলা মুক্তি দিয়েছেন আর ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়কে ডুবিয়ে মেরেছেন। হযরত মূসা عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلا م এর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এ দিনের রোযা রেখেছেন। তাই আমরা রোযা রাখছি।" ইরশাদ করলেন, "মুসা عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلا م এর সাথে একাত্বতা ঘোষণা করার ক্ষেত্রে তোমাদের তুলনায় আমরা বেশী হকদার ও নিকটতর।" তখন হুযুর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নিজেও রোযা রাখলেন, আর মুসলমানকেও রোযা রাখার নির্দেশ দিলেন। (বোখারী, খন্ড-১ম, পৃ-৬৫৬, হাদীস নং-২০০৪)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ হাদীসে পাক থেকে জানা যায় যে, যেদিন আল্লাহ তাআলা কোন বিশেষ নে'মাত দান করেন, সেটার স্মৃতি বহন বৈধ ও পছন্দনীয়; কারণ এর মাধ্যমে ওই মহান নে'মতের স্মরণ তাজা হবে। আর সেটার শোকর আদায় করার জন্য কুরআনে আযীমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

وَذَكِّرۡهُمۡ بِاَيّٰىمِ اللّٰهِ ؕ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ- এবং তাদেরকে আল্লাহর দিনগুলোকে স্মরণ করিয়ে দাও!

(পারা-১৩, সূরা-ইব্রাহীম, আয়াত-৫)

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মওলানা সায়্যিদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحۡمَۃُ اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیۡہِ 'খাযাইনুল ইরফান' শরীফে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, "আল্লাহ তাআলার দিনসমূহ বলতে ওই সব দিন বুঝায়,

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

যেগুলোতে আল্লাহ তাআলা আপন বান্দাদেরকে পুরস্কৃত করেছেন; যেমন-বনী ইস্রাইলের জন্য 'মান্না ও সালওয়া' অবতারণের দিন, হযরত মুসা عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর জন্য নীল নদের মধ্য দিয়ে রাস্তা বানানোর দিন। এসব দিনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় নে'মতের দিন হচ্ছে, সায়্যিদে আলম হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বেলাদত শরীফ (পৃথিবীতে শুভাগমনের দিন), মে'রাজ শরীফের দিন। এগুলোর স্মৃতি ধারণ করাও এ আয়াতের বিধানভুক্ত।

(খাযায়েনুল ইরফান থেকে সংক্ষেপিত, পৃ-৪০৯)

ঈদে মিলাদুন্নবী ﷺ ও দা'ওয়াতে ইসলামী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা মুসলমানদের জন্য সুলতানে মদীনা মুনাওয়ারা হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বেলাদত শরীফের (শুভাগমনের) দিন অপেক্ষা কোনটি বড় পুরস্কারের দিন হবে? সমস্ত নে'মত তাঁরই কারণেই তো পাওয়া যায়। বস্তুতঃ এ দিন ঈদের দিনের চেয়েও উত্তম। তাঁরই মাধ্যমে 'ঈদ' হয়েছে। এ কারণেই তা পবিত্র সোমবার রোযা রাখার কারণ ইরশাদ করেছেন, فِیۡہِ وُلِدۡتُّ (অর্থাৎ ঃ ওই দিনেই আমি আগমন করেছি।)

(সহীহ মুসলিম, পৃ-৫৯১, হাদীস নং-১১৬২)

তবলীগে কুরআন ও সুন্নতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে পৃথিবীর অসংখ্য দেশের অগণিত স্থানে প্রতি বছর ঈদে মিলাদুন্নবী صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم জাকজমকের সাথে উদযাপন করা হয়। রবিউন নূর শরীফের ১২ তারিখের রাতে আজিমুশশান মিলাদুন্নবীর মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। আর বিশেষত: আমার সৎ ধারণা মতে ঐ রাতে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় মিলাদুন্নবীর মাহফিল বাবুল মদীনা করাচীতে অনুষ্ঠিত হয় এবং ঈদে মিলাদুন্নবীর দিন "মারহাবা ইয়া মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم " শ্লোগান দিয়ে অসংখ্য মিলাদুন্নবীর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জুলুছ বের করা হয়, যেগুলোতে লক্ষ লক্ষ আশিকানে রসূল অংশগ্রহণ করে।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

عیدِ میلادُ النّبی تو عید کی بھی عید ہے   بالیقیں ہے عیدِ عیداں عیدِ میلادُ النّبی

ঈদে মিলাদুন্নবী তো ঈদ কি ভি ঈদ হে
বিল ইয়াকি হে ঈদে ঈদা ঈদে মিলাদুন্নবী

৪. আশুরার রোযা

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا বলেন, আমি নবীয়ে পাক হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে কোন রোযাকে অন্য কোন দিনের রোযার উপর প্রাধান্য দিতে দেখিনি; আশুরার দিনের ও রমযান মাসের রোযা ব্যতীত।" (সহীহ বোখারী, খন্ড-১ম, পৃ-৬৫৭, হাদীস নং-২০০৬)

৫. ইহুদীদের বিরোধীতা করো

আল্লাহ তাআলার প্রিয় মাহবুব হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, "আশুরার দিনের রোযা রাখো, আর তাতে ইহুদীদের বিরোধীতা করো, এর আগে পরেও এক দিনের রোযা রাখো।" (মুসনাদে ইমাম আহমদ, খন্ড-১ম, পৃ-৫১৮) যখন আশুরার রোযা রাখবেন তখন সাথে সাথে নবম কিংবা ১১ মুহাররমের রোযাও রেখে নেয়া উত্তম।

৬. হযরত সায়্যিদুনা আবু কাতাদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তাআলার রসূল হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, "আল্লাহর প্রতি আমার ধারণা রয়েছে যে, আশুরার রোযা এক বছর পূর্বের গুনাহকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে।" (সহীহ মুসলিম, পৃ-৫৯০, হাদীস নং-১১৬২)

সারা বছর চোখে যন্ত্রণা ও রোগ থেকে মুক্তি

প্রসিদ্ধ মুফাস্সির হাকিমূল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ বর্ণনা করেন, "মহরম মাসের ৯ ও ১০ তারিখ রোযা রাখলে অনেক বেশি সাওয়াব পাওয়া যায়। সন্তান সন্তুতির জন্য ১০ই মহররম যদি ভাল খাবার রান্না করা হয় তাহলে اِنْ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ সারা বছর ঘরে বরকত থাকবে। উত্তম হচ্ছে এই যে, খিচুড়ী রান্না করে হযরত সায়্যিদুনা শহীদে কারবালা ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ নামে যদি ফাতিহা পাঠ করা হয় তবে তা ভাল হয়।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

ঐ তারিখে অর্থাৎ ১০ই মহররমে যদি গোসল করা হয় তবে সম্পূর্ণ বছর اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ রোগ থেকে নিরাপদ থাকবে। কেননা এইদিন সমস্ত পানির সাথে জমজমের পানি মিশে থাকে।"

(তাফসীরে রুহুল বয়ান, খন্ড-৪র্থ, পৃ-১৪২, কোয়েটা ইসলামী জিন্দেগী, পৃ-৯৩)

সারওয়ারে কায়েনাত, শাহে মওজুদাত হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আশুরার দিন, "ইছমাদ সুরমা" চোখে লাগাবে তবে তার চোখ কখনো রোগাক্রান্ত হবে না।"

(শুআবুল ঈমান, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৬৭, হাদীস নং-৩৭৯৭)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالىٰ علىٰ محمَّد

রজবুল মুরাজ্জবের রোযা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তাআলার নিকট চারটি মাস বিশেষভাবে সম্মানিত। সুতরাং আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَآ اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ؕ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً ؕ وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٣٦﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ- নিশ্চয় মাসগুলোর সংখ্যা আল্লাহর নিকট বার মাস, আল্লাহর কিতাবের মধ্যে, যখন থেকে তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। তন্মধ্যে চারটা সম্মানিত। এটাই সহজ সরল দ্বীন। তাই এ মাসগুলোর মধ্যে নিজেদের আত্মাগুলোর উপর যুলুম করো না এবং মুশরিকদের বিরুদ্ধে সর্বদা যুদ্ধ করো, যেমনিভাবে তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বদা যুদ্ধ করে এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহ খোদাভীরুদের সাথে রয়েছেন। (পারা-১০, সূরা-তওবা, আয়াত-৩৬)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই আয়াতে করিমায় চন্দ্র মাসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যার হিসাব চাঁদের মাধ্যমে হয়ে থাকে। আহকামে শরীআতের ভিত্তিও চন্দ্র মাসের উপর। যেমন-রমযানুল মুবারকের রোযা, হজ্জের বিধান সমূহ ইত্যাদি সাথে সাথে ইসলামী আচার অনুষ্টান, কৃষ্টি কালচার যেমন ঈদে মিলাদুন্নবী صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা, শবে মেরাজ, শবে বরাত, গিয়ারভী শরীফ, বুযুর্গানে দ্বীনের ওরশ সমূহ ইত্যাদিও চন্দ্র মাসের হিসাব অনুযায়ী উদযাপন করা হয়ে থাকে।

আফসোস! আজকাল যেখানে মুসলমানগণ অসংখ্য সুন্নত থেকে দূরে ছিটকে পড়ছে সেখানে ইসলামী ইতিহাস ঐতিহ্যের ব্যাপারে অজ্ঞ ও অসচেতন হয়ে যাচ্ছে। এক লক্ষ মুসলমানের মধ্যে যদি এই প্রশ্ন করা হয় যে "বলুন, আজ কোন হিজরীর কোন মাসের কত তারিখ?" হয়ত তখন সর্বোচ্চ একশত মুসলমান হবে যারা কষ্ট করে সঠিক উত্তর দিতে পারবে। পূর্বে উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত সায়্যিদুনা সদরুল আফাযিল মওলানা নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ খাযাইনুল ইরফানে বর্ণনা করেন, (চার পবিত্র মাস দ্বারা উদ্দেশ্য) তিনটি লাগাতার জিলক্বদ, জিলহজ্জ, মুহাররাম, আর একটি পৃথক রজব। আরবের লোকেরা জাহেলী যুগেও এই মাস গুলোতে যুদ্ধ বিগ্রহ হারাম হিসেবে জানত। ইসলামেও এই মাসগুলোর শান মান ও গুরুত্ব বৃদ্ধি করা হয়েছে। (খাযাইনুল ইরফান, পৃ-৩০৯)

ঈমান আলোকিতকারী ঘটনা

হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রুহুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর সময়ের ঘটনা, এক ব্যক্তি দীর্ঘদিন থেকে কোন এক মহিলার প্রেমে আসক্ত ছিল। একদা তিনি তার প্রেমিকাকে নাগালে পেয়ে গেলেন। তখন মানুষের কথাবার্তা থেকে তিনি অনুমান করতে পারলেন যে, মানুষেরা চাঁদ দেখছে। তখন ঐ ব্যক্তি সে মহিলাকে জিজ্ঞাসা করল, মানুষেরা কোন মাসের চাঁদ দেখছে? ঐ মহিলা উত্তর দিল "রজবের চাঁদ।"

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

ঐ ব্যক্তি কাফির হওয়া সত্ত্বেও যখনই রজব মাসের নাম শুনল সাথে সাথে (রজবের) সম্মানার্থে ঐ মহিলা থেকে পৃথক হয়ে গেলেন ও যিনা থেকে বিরত রইলেন।

হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রুহুল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর প্রতি নির্দেশ আসল যে আমার অমুক বান্দার সাক্ষাৎ করতে যান। তখন তিনি তার কাছে তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং আল্লাহ তাআলার নির্দেশ ও নিজের আগমনের কথা বর্ণনা করলেন। এই কথা শুনতেই তার অন্তর ইসলামের নূরে আলোকিত হয়ে গেল এবং দ্রুত ইসলাম গ্রহণ করল। (আনিসুল ওয়ায়েজীন, পৃ-১৭৭)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالٰى على محمّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা রজবের বাহার শুনলেন তো! রজবুল মুরাজ্জবের সম্মান করে এক কাফিরের ঈমানের দৌলত নসীব হয়েছে। তাহলে যে ব্যক্তি মুসলমান হয়ে রজবুল মুরাজ্জবের সম্মান করবে জানিনা তার পুরস্কার কি হতে পারে! মুসলমানদের উচিত রজব মাসকে অত্যন্ত সম্মান করা। কুরআনে পাকেও হারাম মাস সমূহে স্বীয় আত্মার উপর অত্যাচার করতে নিষেধ করেছেন।

فَلَا تَظۡلِمُوۡا فِیۡہِنَّ اَنۡفُسَکُمۡ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ- (তোমরা) এ মাসগুলোর মধ্যে নিজেদের আত্মাগুলোর উপর জুলুম করো না।"

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় রয়েছে-"অর্থাৎ বিশেষ করে ঐ চার মাস সমূহে গুনাহ করবে না যেহেতু এতে গুনাহ করা মানে নিজের উপর জুলুম করা অথবা পরস্পরে একে অপরের উপর জুলুম করো না। (নুরুল ইরফান, পৃ-৩০৬)

দুই বছরের (ইবাদতের) সাওয়াব

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত আছে যে, নবীদের সরদার, শাহান শাহে আবরার, হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার উপর দুরূদে পাক অধিক হারে পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।"

সুগন্ধময় বাণী হচ্ছে, "যে ব্যক্তি হারাম মাসে তিন দিন বৃহস্পতিবার শুক্রবার এবং শনিবার সাপ্তাহিক রোযা রাখবে, তার জন্য ২ বছরের ইবাদতের সাওয়াব লিখে দেওয়া হবে। (মাযমাউয যাওয়ায়েদ, খন্ড-৩য়, পৃ-৪৩৮, হাদীস নং-৫১৫১)

تیرے کرم سے اے کریم　　مجھے کون سی شئے ملی نہیں
جھولی ہی میری تنگ ہے　　تیرے یہاں کمی نہیں

তেরে করম সে আয় করিম,　মুঝে কোন ছি শায়ে মিলি নেহী।
ঝুলি হী মেরী তঙ্গ হে,　　তেরে ইহা কমি নেহী।

রজবের বাহার সমূহ

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গায্যালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ 'মুকাশিফাতুল কুলুব' কিতাবে লিখেছেন, রজব رَجَبْ শব্দটি মূলত تَرْجِيْب (তারজীব) থেকে উৎপত্তি তার অর্থ "সম্মান" করা। উহাকে اَلْاَصِبْ (আল আছীব) সবচেয়ে গতিময় বন্যা বলা হয়। এই জন্য যে এই মুবারক মাসে তওবাকারীদের উপর রহমতের বন্যা বয়ে যায়। আর ইবাদতকারীদের উপর কবুলিয়তের ফয়েয বর্ষণ হয়।

আবার এই মাসকে اَلْاَصَمّْ (আল আছম) তথা বধিরও বলা হয় কেননা এই মাসে যুদ্ধ বিগ্রহের আওয়াজ মোটেই শুনা যায় না। আবার একে রজবও বলা হয়, যেহেতু জান্নাতের একটি নদীর নাম রজব রয়েছে যার পানি দুধের চেয়েও সাদা, মধুর চেয়েও মিষ্টি এবং বরফের চাইতে ঠান্ডা। এই নদী থেকে সে-ই পান করতে পারবে যে রজব মাসে রোজা রাখবে।

(মুকাশাফাতুল কুলুব, পৃ-৩০১, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

গুনিয়াতুত তালেবীন এ উল্লেখ আছে যে, এই মাসকে شَهْرُ رَجَم (শাহরো রজম) তথা পাথরের মাসও বলা হয়। কেননা এ মাসে শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করা হয়। যাতে শয়তান মুসলমানদেরকে কষ্ট দিতে না পারে। এই মাসকে اَصَم

(আসম) তথা বধিরও বলা হয় কেননা এ মাসে কোন জাতীর উপর আল্লাহ তা'আলার শাস্তি অবতীর্ণ হতে শুনা যায়নি। আল্লাহ তা'আলা আগের উম্মতগণকে এ মাস ছাড়া অন্য সব মাসে শাস্তি দিয়েছেন। (গুনিয়াতুত তালেবীন, পৃ-২২৯)

রজব শব্দের ৩টি হরফ

سُبْحٰنَ الله عَزَّوَجَل! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রজব মাসের বাহারের কথা কি বলব।! মুকাশাফাতুল কুলুবে আছে, বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰی বর্ণনা করেন, رَجَبْ (রজব) শব্দে তিনটি বর্ণ রয়েছে। ر দ্বারা উদ্দেশ্য رَحْمتِ اِلٰهِیْ তথা আল্লাহর রহমত ج দ্বারা, جُرَمْ তথা বান্দাদের অপরাধ ب দ্বারা بِرّ ভাল কাজ। যেন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন, আমার বান্দাদের অপরাধকে আমার রহমত ও মঙ্গলের মধ্যখানে রেখে দাও। (মুকাশাফাতুল কুলুব, পৃ-৩০১)

عِصیاں سے کبھی ہم نے کَنارانہ کیا   پَر تُو نے دل آزُردَہ ہمارا نہ کیا
ہم نے تو جہنّم کی بہُت کی تجویز   لیکن تِری رَحمت نے گوارانہ کیا

ইছইয়া ছে কভী হামনে কানারা না কিয়া,
পর তু নে দিল আ-জুরদা হামারা না কিয়া।
হামনে তো জাহান্নামকি বহুত তাজবীজ,
লেকিন তেরি রহমত নে গাওয়ারা না কিয়া।

বীজ বপনের মাস

হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা ছাফওরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ ইরশাদ করেন, রজব মাস বীজ বপনের, শাবান পানি দ্বারা সেচ দেয়ার ও রমযান ফসল কাটার মাস। এজন্য যে ব্যক্তি রজব মাসে ইবাদতের বীজ বপন করবে না, আর শাবান মাসে চোখের পানি দ্বারা সেচ দেবেনা, সে রমযান মাসে রহমতের ফসল কিভাবে কাটবে? তিনি আরো বলেন, রজব মাস শরীরকে, শাবান মাস হৃদয়কে এবং রমযান মাস আত্মাকে পবিত্র করে দেয়। (নুযহাতুল মাযালিস, খন্ড-১ম, পৃ-১৫৫)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়ে নিজেদের মজলিশ সমূহকে সজ্জিত করো, যেহেতু তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ করাটা কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য নূর হবে।"

যা সারাজীবনে শিখতে পারেনি তা ১০ দিনে শিখে নিয়েছে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রজবুল মুরাজ্জবে ইবাদত ও রোযা রাখার মন মানসিকতা তৈরী করার জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন। সুন্নতের প্রশিক্ষণের মাদানী কাফিলার মুসাফির হোন। আর দা'ওয়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে আয়োজিত ইজতিমায়ী ইতিকাফে অংশ নিন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ আপনার জীবনে মাদানী পরিবর্তন আসবে। উৎসাহের জন্য একটি সুগন্ধময় মাদানী বাহার আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি।

সাঈদাবাদ বলদিয়া টাউন, বাবুল মদীনা করাচীর এক ইসলামী ভাইয়ের কিছু লিখা এই রকম ছিল যে, "আমি সে সময় মেট্রিকের (S.S.C) ছাত্র ছিলাম। আমাদের ঘরের মালিক যিনি দা'ওয়াতে ইসলামী' পরিবেশে ছিল। তার ইনফিরাদী কৌশিশে তার সাথে তবলীগে কুরআন ও সুন্নতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর উদ্যোগে গাউছিয়া মসজিদ নয়া সাঈদাবাদ মেমন কলুনীতে অনুষ্ঠিত রমযানুল মুবারকের শেষ ১০ দিনের ইতিকাফে অংশগ্রহণ করলাম। আশিকানে রসূলদের সাথে ইতিকাফের বরকতের কথা বর্ণনার বাইরে। সংক্ষেপে আমি সেই দশ দিনে সে সব বিষয় জেনেছি, শিখেছি যা আমি অতীতের জীবনে শিখতে পারিনি। আমি ইতিকাফেই দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশকে দৃঢ় করে আকড়ে ধরলাম। সেখানে থেকে পাগড়ী বাঁধা শুরু করলাম। ঈদের ২য় দিন আশিকানে রসূলদের সাথে মাদানী কাফিলাতে সুন্নতে ভরপুর সফর করলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ! আমার উপর মাদানী রং এর বাহার ছড়িয়ে পড়ল। আর আমি এই বর্ণনা দেয়ার সময় তানযীমী নিয়মে মাদানী ইনআমাতের জিম্মাদার হিসেবে মাদানী কাজের সুবাস ছড়াচ্ছি।

رحمتیں لوٹنے کے لئے آؤ تم　　مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف
سنّتیں سیکھنے کیلئے آؤ تم　　مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف

রহমতে লুটনে কেলিয়ে আ-ও তুম　　মাদানী মাহুল মে করলো তুম ই'তিকাফ
সুন্নতে শিখনে কেলিয়ে আ-ও তুম　　মাদানী মাহুল মে করলো তুম ই'তিকাফ

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

পাঁচটি বরকতময় রাত

হযরত সায়্যিদুনা আবু উমামা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত যে, নবীয়ে করিম, রাউফুর রহীম হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মহান বাণী হচ্ছে, পাঁচটি এমন রাত রয়েছে যেগুলোতে দু'আ ফিরিয়ে দেয়া হয় না।

(১) রজবের প্রথম রাত, (২) শাবানের ১৫ তারিখের রাত (৩) বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারের মধ্যবর্তী রাত (৪) ঈদুল ফিতরের রাত, (৫) ঈদুল আযহার রাত।

(আল জামেউস সগীর, পৃ-২৪১, হাদীস নং-৩৯৫২)

হযরত সায়্যিদুনা খালিদ বিন মি'দান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বর্ণনা করেন, বছরে ৫টি রাত এমন রয়েছে যে, যে ব্যক্তি এগুলোকে বিশ্বাস করে, সাওয়াবের নিয়্যতে ঐ রাতগুলোকে ইবাদত বন্দেগীতে অতিবাহিত করে তবে আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। (১) রজবের ১ম রাত। এই রাতে ইবাদত করবে ও দিনে রোজা রাখবে। (২), (৩) দুই ঈদের (তথা ঈদুল ফিতর ও আযহার) রাত। এই দুই রাতে ইবাদত বন্দেগী করবে কিন্তু দিনে রোজা রাখবে না। (দুই ঈদের দিন রোযা রাখা জায়েয নেই।) (৪) ১৫ই শাবানের রাত। এই রাতে ইবাদত করবে ও দিনে রোজা রাখবে। (৫) আশুরার রাত (তথা মুহাররামূল হারামের ১০ তারিখ রাত)। ঐ রাতে ইবাদত করবে ও দিনে রোযা রাখবে।

(গুনিয়াতুত তালেবীন, পৃ-২৩৬, দারু ইহইয়াউত তুরাসিল, আরবী বৈরুত)

প্রথম রোযা ৩ বছরের গুনাহের কাফ্‌ফারা

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত যে, হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দয়াময় বাণী হচ্ছে, "রজবের ১ম দিনের রোজা তিন বছরের গুনাহের কাফ্‌ফারা। ২য় দিনের রোজা দুই বছরের এবং ৩য় দিনের রোজা ১ বছরের গুনাহের কাফ্‌ফারা। এরপর প্রতিদিনের ১টি রোজা ১ মাসের গুনাহের কাফ্‌ফারা স্বরূপ।" (আল জামেউস সগীর, পৃ-৩৩১, হাদীস নং-৫০৫১)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

একটি জান্নাতী নহরের নাম রজব

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তাআলার রসূল হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, "জান্নাতে একটা নদী রয়েছে, যাকে 'রজব' বলে, যা দুধের চেয়েও সাদা এবং মধুর চেয়েও মিষ্টি। তাই যে ব্যক্তি রজব মাসের একটি রোযা রাখবে, আল্লাহ তাকে ওই নদী থেকে পান করিয়ে তৃপ্ত করবেন।" (শুয়াবুল ঈমান, খন্ড-৩য়, পৃষ্ঠা-৩৬৭, হাদীস নং-৩৮০০)

নুরানী পাহাড়

একদা হযরত ঈসা عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام আলোক ঝলমল এক পাহাড় দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি আল্লাহ তাআলার দরবারে আরয করলেন, "হে আল্লাহ! এই পাহাড়কে কথা বলার শক্তি দান করুন।" তখন ঐ পাহাড় কথা বলতে লাগল। "ইয়া রুহুল্লাহ! আপনি কি চান?" ঈসা عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام বললেন, তোমার অবস্থা বর্ণনা কর।" পাহাড় বলল "আমার ভিতর একজন মানুষ আছে।" তখন হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রুহুল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام আল্লাহর দরবারে আরয করলেন, হে আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে আমার নিকট প্রকাশ করে দিন। (এই কথা বলার সাথে) সেই পাহাড় এমনিতে ফেটে গেল এবং এর ভিতর থেকে চাঁদের মত উজ্জল চেহারা বিশিষ্ট একজন মানুষ দেখা গেল। তিনি আরয করলেন, "আমি হযরত সায়্যিদুনা মুসা কলিমূল্লাহ عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর উম্মত। আমি আল্লাহর কাছে এই দু'আ করেছিলাম যেন তিনি আমাকে তাঁর প্রিয় মাহবুব হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আগমনের সময় পর্যন্ত জীবিত রাখেন যাতে আমি তার যিয়ারত করতে পারি এবং তাঁর উম্মত হওয়ার সম্মানও অর্জন করতে পারি।

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ! এই পাহাড়ে আমি ছয়শত (৬০০) বছর ধরে আল্লাহ তাআলার ইবাদতে মশগুল রয়েছি। হযরত ঈসা عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام আল্লাহ তাআলার দরবারে আরয করলেন, "হে আল্লাহ যমিনের উপরে এই বান্দার চেয়েও তোমার দরবারে অধিক সম্মানিত কোন বান্দা আছে কি? (আল্লাহর পক্ষ থেকে)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

ইরশাদ হল, "হে ঈসা عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام! উম্মতে মুহাম্মদী এর মধ্যে যারা রজব মাসে একটি রোজা রাখবে সে আমার নিকট এর চাইতেও সম্মানিত।"

(নুযহাতুল মাজালিশ, খন্ড-১ম, পৃ-১৫৫)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

একটি রোযার ফযীলত

সর্বজন গ্রহণযোগ্য আলিমে দ্বীন, হযরত শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ বর্ণনা করেন যে, সুলতানে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী হচ্ছে, "রজব মাস হারাম তথা পবিত্র মাস সমূহের অন্তর্ভুক্ত। আর ৬ষ্ঠ আসমানের দরজায় এই মাসের দিনগুলি লিখা রয়েছে। যদি কোন ব্যক্তি এই মাসের একটি রোজা রাখে আর তা তাকওয়া-পরহিযগারীর মাধ্যমে পূর্ণ করে, তখন সেই দরজা ও রোযা ঐ বান্দার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং আরজ করবে, "হে আল্লাহ! এই বান্দাকে ক্ষমা করে দাও।" আর সেই বান্দা যদি তাকওয়া পরহিযগারীতা ছাড়া রোজা অতিবাহিত করে তাহলে সেই দরজা ও দিন তার গুনাহ্ ক্ষমার জন্য আল্লাহর নিকট আবেদন করে না। আর রোযাদারকে বলবে, হে আল্লাহর বান্দা! তোমার নফস তোমাকে ধোঁকা দিয়েছে। (মাসাবাতা বিসসুন্নাহ, পৃ-৩৪২)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেল যে, রোযার উদ্দেশ্য শুধু ক্ষুধার্ত আর তৃষ্ণার্ত থাকা নয় বরং সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গকেও গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখা। যদি রোজা রেখেও গুনাহের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে, তবে সে কঠিনভাবে বঞ্চিত হবে।

হযরত নূহ عَلَیْهِ السَّلَام এর কিশতিতে রজবের রোযার বাহার

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, রসূল صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি রজব মাসের একটি রোযা রাখল তবে তা পরিপূর্ণ এক বছর রোযা রাখার মত হবে। যে সাতটি রোযা রাখবে,

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

তার জন্য জাহান্নামের সাতটি দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। যে ব্যক্তি আটটি রোজা রাখবে, তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেয়া হবে। যে ব্যক্তি ১০টি রোজা রাখবে সে আল্লাহর কাছে যাই চাইবে তা আল্লাহ তাকে দান করবেন। যে ব্যক্তি পনেরটি রোজা রাখবে, তখন আসমান থেকে এক আহ্বানকারী আহ্বান করে বলবে যে, তোমার অতীতের গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়েছে। তুমি আজ থেকে নতুন করে আমল শুরু কর। তোমার গুনাহ সমূহ নেকী দ্বারা পরিবর্তন করে দেয়া হয়েছে। আর যারা এর চেয়ে বেশি করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে বেশি পরিমাণে দান করবেন। আর রজব মাসেই হযরত নুহ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام কিশতিতে আরোহন করেছিলেন, তখন তিনি নিজেও রোজা রেখেছেন, সাথে সাথে সাথীদেরকেও রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তার কিশতি ১০ই মহরম পর্যন্ত ছয় মাস সফর অবস্থায় ছিল। (শুআবুল ঈমান, খণ্ড-৩য়, পৃ-৩৬৮, হাদীস নং-৩৮০১)

জান্নাতী মহল

হযরত সায়্যিদুনা আবু কিলাবা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ইরশাদ করেন, "রজব মাসের রোযাদারদের জন্য জান্নাতে একটি মহল রয়েছে।"

(শুআবুল ঈমান, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৬৮, হাদীস নং-৩৮০২)

পেরেশানী দূর করার ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি রজব মাসে কোন মুসলমানের চিন্তা দূর করবে, তবে আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে এমন একটি মহল দান করবেন যার প্রশস্ত হবে দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত। তোমরা রজব মাসের সম্মান কর, আল্লাহ তোমাদেরকে হাজার কারামতের সাথে সম্মানিত করবেন। (গুনিয়াতুত তালেবীন, পৃ-২৩৪)

একশত (১০০) বছরের রোযার সাওয়াব

২৭ শে রজবের গুরুত্বের কথা কি বলব! ঐ তারিখে আমাদের প্রিয় আকা হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উপর ১ম বার ওহী নাযিল হয়েছে

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

এবং এই তারিখেই মেরাজের সেই আজিমুশশান মুজিজা প্রকাশ পেয়েছিল। ২৭শে রজব শরীফের রোযার অনেক ফযীলত রয়েছে।

যেমন-হযরত সায়্যিদুনা সালমান ফারসী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, "রজবে একটি দিন ও রাত এমন রয়েছে, যে ব্যক্তি সে দিনে রোযা রাখবে ও রাতে নফল ইবাদতে অতিবাহিত করবে, তা শত বছরের রোযার সমান। আর তা হল ২৭ শে রজব। ঐ তারিখেই আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট ওহী প্রেরণ করেছেন।" (শুআবুল ঈমান, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৭০, হাদীস নং-৩৮১১)

একটি নেকী শত বছরের নেকীর সমান

রজব মাসে এমন একটি রাত রয়েছে ঐ রাতে নেক আমলকারীদেরকে একশত বছরের নেকীর সাওয়াব দান করা হয়। আর তা রজবের ২৭ তারিখের রাত। যে ব্যক্তি ঐ রাতে (বার) ১২ রাকাআত নামায এইভাবে আদায় করবে যে, প্রতি রাকাআতে সুরায়ে ফাতিহা ও অন্য যে কোন একটি সুরা পাঠ করবে আর প্রতি দুরাকাআত পর পর আত্তাহিয়্যাতু পড়বে এভাবে ১২ রাকাআত পূর্ণ হলে সালাম ফিরাবে এরপর ১০০ বার বর্ণিত দু'আ পড়বে سُبۡحٰنَ اللّٰہِ وَالۡحَمۡدُ لِلّٰہِ وَلَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَاللّٰہُ اَکۡبَرُ ১০০ বার ইস্তিগফার, ১০০ বার দুরূদ শরীফ আর নিজ দুনিয়া ও আখিরাতের যা ইচ্ছা তা চেয়ে দু'আ করবে, আর সকালে রোযা রাখবে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার সমস্ত বৈধ দু'আ কবুল করবেন। (শুআবুল ঈমান, খণ্ড-৩য়, পৃ-৩৭৪, হাদীস নং-৩৮১২)

২৭ তারিখের রোজা ১০ বছরের গুনাহের কাফ্ফারা

আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নত, ওলিয়ে নে'মত, আজিমূল বরকত, আজিমূল মরতাবাত পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালাত, মুজাদ্দিদে দ্বীনো মিল্লাত, হামিয়ে সুন্নত, মাহিয়ে বিদআত, আলিমে শরীআত, পীরে তরিক্বত, বায়েছে খায়রু বরকত, হযরত আল্লামা মওলানা আলহাজ্ব আল হাফিয আল কারী আশ শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ ইরশাদ করেন যে, "ফাওয়ায়িদে

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

হানাদে" হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ হতে বর্ণিত আছে, নবীয়ে করিম, রঊফুর রহীম হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, "২৭ শে রজবে আমার নবুওয়্যত প্রকাশ হয়েছে। যে ব্যক্তি এই দিন রোজা রাখবে আর ইফতারের সময় দু'আ করবে, (তাহলে তা) ১০ বছরের গুনাহের কাফ্ফারা হবে।" (সংশোধিত ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যাহ্, খন্ড-১০ম, পৃ-৬৪৮)

৬০ মাসের রোযার সাওয়াব

হাদীসে পাকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি ২৭ শে রজবের রোযা রাখবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য ষাট (৬০) মাসের রোজার সাওয়াব লিখে দিবেন। আর তা সেই দিন, যেই দিনে হযরত জিবরাঈল عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জন্য প্রথম অহী নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। (তানযিহুশ শরীয়াহ, খন্ড-২য়, পৃ-১৬১, হাদীস নং-৪১)

শত বছরের রোজার সাওয়াব

হযরত সায়্যিদুনা সালমান ফারসী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর মাহবুব হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বাণী হচ্ছে, রজবে এমন একটি দিন ও রাত রয়েছে যে, সেই দিনে যে রোযা রাখবে ও রাতে কিয়াম তথা ইবাদত বন্দেগী করবে সে যেন একশত বছর রোযা রাখল। আর সেই দিন হল ২৭ শে রজব। এই দিন হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে আল্লাহ তাআলার প্রতি প্রেরণ করেছেন। (শুআবুল ঈমান, খণ্ড-৩য়, পৃ-৩৭৪, হাদীস নং-৩৮১১)

দা'ওয়াতে ইসলামী ও জশনে মিরাজুন্নবী ﷺ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রজবুল মুরাজ্জাবের (রজব মাসের) আর একটি বৈশিষ্ট্য এটাও রয়েছে যে, এ মাসের ২৭ তারিখ রাতে আমাদের প্রিয় মক্কী ও মাদানী আকা হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মিরাজের মত মহান মুজিযা দান করেছেন। তিনি صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ২৭ তারিখের রাতে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদ আকসা (বায়তুল মুকাদ্দাস)

এবং সেখান থেকে আসমান সমূহে ভ্রমণ করেছেন। জান্নাত ও জাহান্নামের আশ্চর্য বিষয় সমূহ দেখেছেন। নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কদমবুচি করার সৌভাগ্য হয়েছে আরশ আজিমের এবং জাগ্রত অবস্থায় খোলা চোখে নিজ পরওয়ারদিগারের দিদার করেছেন। এই সম্পূর্ণ সফর এক এক করে শেষ করে পুনরায় দুনিয়াতে তাশরীফ এনেছেন। রজবুল মুরাজ্জাবের ২৭ তারিখের রাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ! তবলীগে কুরআন ও সুন্নতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে প্রতি বছর ২৭ তারিখের রাতে জশনে মিরাজুন্নবী صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উদযাপন উপলক্ষ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, অসংখ্য স্থানে "ইজতিমায়ী যিকর ও নাত"র আয়োজন করা হয়। যার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ আশিকানে রসূল আল্লাহ তাআলার দয়া লাভে ধন্য হয়ে থাকেন। আমার সু-ধারণা মতে, জশনে মিরাজুন্নবী صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উপলক্ষ্যে পৃথিবীর সবচাইতে বড় ইজতিমা বছর বছর ধরে اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ বাবুল মদীনা করাচীতে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে যা প্রায় সারারাত ব্যাপী হয়ে থাকে।

خدا کی قدرت سے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے
ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آلئے تھے

খোদা কি কুদরতছে চান্দ হক কে, করোড়ো মনজিল মে জলওয়া করকে
আভী না তারো কি ছায়ো বদলী, কেহ নূর কে তড়কে আ-লিয়েথে।

কাফন ফেরত

বসরা নগরীর এক নেককার মহিলা ইন্তেকালের সময় আপন ছেলেকে ওসীয়ত করলেন, ওই কাপড়কেই আমার কাফন করবে, যা পরে আমি রজবুল মুরাজ্জবে ইবাদত করতাম। ওফাতের পর তার ছেলে অন্য কাপড়ের কাফন পরিয়ে দাফন করে ফেললো। যখন কবরস্থান থেকে ঘরে ফিরে আসলো, তখন এ দৃশ্য দেখে কেঁপে ওঠলো যে কাফন পরিয়ে তার মাকে দাফন করেছে সেটা ঘরেই

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

মওজুদ! যখন সে ভীত-সন্ত্রস্থ অবস্থায় মায়ের ওসীয়তকৃত কাপড় খোজ করল, তখন দেখলো তা সেখান থেকে উধাও। এমন সময় অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসল, 'তোমার দেয়া কাফন ফেরত নাও, আমি তাকে ঐ কাপড় দ্বারা কাফন পড়িয়েছি (যার ব্যাপারে সে ওসীয়ত করেছিল)। যে ব্যক্তি রজবে রোযা রাখে, তাকে আমি কবরে পেরেশানীতে রাখিনা। (নুযহাতুল মাজালিস, খন্ড-১ম, পৃ-২০৮)

আল্লাহ তাদের উপর রহমত বর্ষণ করুন, তাদের সদকায় আমাদের ক্ষমা করুন।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب!　　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

অতি আদর আমাকে অবাধ্য বানিয়ে দিয়েছিল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রজবুল মুরাজ্জবের রোযার জন্য মাদানী মন-মানসিকতার তৈরীর, গুনাহের বদ অভ্যাস ছেড়ে দেওয়ার এবং ইবাদতের স্বাদ পাওয়ার জন্য তবলীগে কুরআন ও সুন্নতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফিলায় আশিকানে রসূলগণের সাথে সফর করাকে নিজ অভ্যাসে পরিণত করুন। আপনাদের আগ্রহের জন্য মাদানী কাফিলার একটি মাদানী বাহার আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। যেমন শাহদারাহ (মারকাযুল আউলিয়া লাহোর) এর এক ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনার সার-সংক্ষেপ হচ্ছে, "আমি আমার পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান ছিলাম। অতিরিক্ত আদর ভালবাসা আমাকে শেষ পর্যায়ের পিতামাতার অবাধ্য বানিয়ে দিয়েছিল। রাতভর বেহায়াপনা করতাম। সকালে দেরী পর্যন্ত ঘুমাতাম। মা-বাবা বুঝাতে চাইলে তাদেরকে ধমক দিতাম। তারা মাঝে মধ্যে কেঁদে দিতেন। দু'আ করতে করতে আমার মার চোখ ভিজে যেত।

সেই মহা মূল্যবান মুহুর্তকে জানাই লাখো সালাম যেই মুহুর্তে দা'ওয়াতে ইসলামীর এক আশিকে রসূলের সাথে আমার সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয়েছিল। আর তিনি অতি আদর আর ভালবাসা দিয়ে "ইনফিরাদী কৌশিশের" মাধ্যমে আমি গুনাহগারকে মাদানী কাফিলায় সফরের জন্য প্রস্তুত করলেন। তাই আমি

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

আশিকানে রসূলদের সাথে তিনদিনের মাদানী কাফিলার মুসাফির হয়ে গেলাম। জানিনা ঐ আশিকানে রসূলগণ তিনদিনের ভিতর আমাকে কি খাইয়ে দিল যার কারণে আমার মত অবাধ্য মানুষের পাথরের অন্তর (যা মাতাপিতার চোখের পানিতে ভিজেনি তা) মোমের মত গলে গেল। আমার অন্তরে মাদানী বিপ্লব শুরু হল এবং আমি মাদানী কাফিলা থেকে নামাযী হয়ে ফিরে আসলাম। ঘরে এসে আমি সালাম করলাম, বাবার হাত চুমু দিলাম এবং আম্মাজানের কদমে চুমু খেলাম। ঘরের সবাই আশ্চর্য হয়ে গেল যে, তার কি হল যে, কাল পর্যন্ত যে কোন কথাই শুনত না। আজ সে এতই ভদ্র নম্র ও বিনয়ী হয়ে গেল!

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ! মাদানী কাফিলায় আশিকানে রসূলদের সঙ্গ আমাকে সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে দিয়েছে। এই ঘটনাটি বর্ণনা করার সময় দা'ওয়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে আমার মত একজন অতীতের বে-নামাযীর ভাগ্যে মুসলমানদেরকে ফযরের নামাযের জন্য জাগিয়ে দেয়ার যিম্মাদারী লাভ হয়েছে। (দা'ওয়াতে ইসলামীল মাদানী পরিবেশে মুসলমানদেরকে ফযরের নামাযের জন্য জাগিয়ে দেয়াকে 'সাদায়ে মদীনা' বলা হয়।)

گرچہ اعمالِ بد' اور اَفعالِ بد نے ہے رُسوا کیا' قافلے میں چلو
کر سفر آؤ گے 'تم سُدھر جاؤ گے مانگو چل کر دُعا' قافلے میں چلو

গরচে আমলে বদ আওর আফআলে বদ,
নে হে রুসওয়া কিয়া, কাফিলে মে চলো,
কর সফর আ-ওগে তুম ছুধার যা-ওগে,
মাঙ্গো চল কর দু'আ, কাফিলে মে চলে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সঙ্গ সম্পর্কিত ৩টি বর্ণনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেনতো! আশিকানে রসূলদের সঙ্গ কিভাবে একজন বেনামাযী যুবককে অপরের নামাযের আহ্বানকারী বানিয়ে দিল। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সঙ্গ অবশ্যই রং ছড়ায়। সৎ সঙ্গ মানুষকে সৎ ও

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।"

খারাপ সঙ্গ খারাপ বানায়। এজন্য সর্বদা আশিকানে রসূলদের সঙ্গ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এই বিষয়ে ৩টি হাদিসে মোবারক উল্লেখ করছি।

(১) 'উত্তম বন্ধু সে-ই যখন তুমি আল্লাহকে স্মরণ করবে, সে তোমাকে সহযোগীতা করবে। আর যখন তুমি ভুলে যাবে আল্লাহর স্মরণ থেকে সে তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিবে।'(জালালুদ্দীন সুয়ূতী প্রণীত জামেউস সগীর, পৃ-২৪৪, হাদীস নং-৩৯৯৯)

(২) উত্তম সাথী সে, যাকে দেখলে তোমার আল্লাহ তাআলার কথা স্মরণ হয়। আর তার আমল তোমাকে আখিরাতের স্মরণ করিয়ে দেয়। (প্রাগুক্ত, পৃ-২৪৭, হাদীস নং-৪০৬৩)

(৩) আমিরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ইরশাদ করেন, এমন কোন কাজে জড়াইওনা যা তোমাদের জন্য উপকারী নয়। শত্রু থেকে দূরে থাক, বন্ধু থেকে বেঁচে থাক কিন্তু যখন বন্ধু আমানতদার হয় (তখন মিশতে পার) কেননা আমানতদারীর মত আর কিছু নাই। আর আমানতদার সেই যে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে। আর ফাযির তথা আল্লাহ ও রসূলের অবাধ্যদের সাথে থেকো না। কেননা তারা তোমাদের নাফরমানী, শিক্ষা দিবে এবং তাদের সাথে গোপন রহস্যের কথা বলিওনা। আর নিজের কাজের মধ্যে তাদের পরামর্শ নিবে যারা আল্লাহকে ভয় করে। (কানযুল উম্মাল, খন্ড-৯ম, পৃ-৭৫, হাদীস নং-২৫৫৬৫)

মন্দ সঙ্গের নিষেধাজ্ঞা

বেনামাযী, গালি গালাজকারী, নাটক সিনেমা দর্শনকারী, গান বাজনা শ্রবণকারী, মিথ্যা, গীবত, পরনিন্দাকারী, চোগলখোর, ওয়াদাখেলাপী, চোর, ঘুষখোর, মদ্যপায়ী, ফাসিক ও ফাযির, গুনাহগার বদ মাযহাবী ও কাফিরদের সঙ্গ গ্রহণের ব্যাপারে শরীয়তের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। কোন শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া, সমস্যা ব্যতীত জেনে বুঝে তাদের সঙ্গে বসবাসকারীরা গুনাহগার হবে না। ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা ২২ পৃ: ২৩৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে যে, আলা হযরত رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এর নিকট প্রশ্ন করা হল, যিনাকারী ও দায়্যুস (তথা যে নিজ স্ত্রী বা কোন

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে অন্যায় করল।"

মুহরিমা মহিলার বেপর্দার ব্যাপারে বাধা দেয় না এবং যথাসাধ্য নিষেধ করে না।) থেকে কতটুকু বেঁচে থাকতে হবে?

উত্তরে তিনি ইরশাদ করলেন, যিনাকারী ও দায়্যুস হচ্ছে ফাসিক তাদের সাথে উঠা, বসা, মিলামিশা করা থেকে বেঁচে থাকা উচিত।" এই উত্তর দেয়ার পর তিনি কুরআনে এ আয়াত শরীফটি লিখেন, যেখানে আল্লাহ রব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন,

وَاِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٦٨﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ এবং যখনই তোমাকে শয়তান ভুলিয়ে দেবে অতঃপর স্মরণে আসতেই জালিমদের নিকটে বসবে না।

(পারা-৭ম, সূরা-আনআম, আয়াত-৬৮)

প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সির হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই আয়াতে মুবারাকার ব্যাখ্যায় বলেন, "এর দ্বারা বুঝা গেল অসৎ সঙ্গ থেকে বেঁচে থাকাটাই অত্যন্ত প্রয়োজন। মন্দ আমল বা মন্দ কাজ বিষাক্ত সাপের চাইতে খারাপ। কারণ খারাপ সাপ বা বিষাক্ত সাপ প্রাণ বের করে নেয় কিন্তু খারাপ বা মন্দ সঙ্গ ঈমান নষ্ট করে দেয়।" (নুরুল ইরফান, পৃ-২১৫)

رجب کا واسطہ ہم سب کی مغفرت فرما　　　اِلٰہی جنّتِ فردوس مرحمت فرما

রযব কা ওয়াসেতা হাম ছব কি মাগফিরাত ফরমা,
ইলাহী জান্নাতে ফিরদাউস মারহামাত ফরমা।

শাবানুল মুআয্‌যম রোযা
আকা ﷺ এর মাস

রসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাবানুল মুআয্‌যাম সম্পর্কে সম্মানিত বাণী হচ্ছে, "শাবান আমার মাস, আর রমযানুল মুবারক আল্লাহ তাআলার মাস।" (আল জামিউস সগীর, হাদীস নং-৪৭৭৯, পৃ-৩০১)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

শাবানের তাজাল্লী ও বরকত

শাবান শব্দের মধ্যে ৫টি বর্ণ রয়েছে। ش،ع،ب،ا،ن । ش দ্বারা উদ্দেশ্য شَرَف তথা বুযুর্গ ع দ্বারা উদ্দেশ্য عُلُوّ তথা উচ্চ মর্যাদা। ب দ্বারা উদ্দেশ্য بِرّ তথা মঙ্গল ও দয়া। ا দ্বারা উদ্দেশ্য اُلْفَتْ তথা ভালবাসা। এবং ن দ্বারা উদ্দেশ্য نُور তথা আলো। এই সমস্ত বস্তু সমূহ আল্লাহ তাআলা নিজ বান্দাদের এই মাসে দান করে থাকেন। এই সেই মাস যে মাসে নেকীর দরজা খুলে দেয়া হয়, বরকত অবতীর্ণ হয় এবং গুনাহের কাফ্ফারা আদায় করা হয় আর মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দুরূদ শরীফ বেশি পরিমাণে পাঠ করা হয় এবং এই মাস নবীয়ে মুখতার হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দুরূদ পাঠের মাস। (গুনিয়াতুত তালেবীন, খন্ড-১ম, পৃ-২৪৬)

সাহাবায়ে কিরামের আগ্রহ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ ইরশাদ করেন, শাবানুল মুআয্যামে চাঁদ দেখার সাথে সাথে সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কুরআন তিলাওয়াতে ব্যস্ত হয়ে যেতেন, নিজ ধন সম্পদের যাকাত হিসাব করে দিয়ে দিতেন। যাতে দরিদ্র ও মিসকিন লোকেরা রমযানুল মুবারকের রোযার জন্য প্রস্তুত হতে পারে। বিচারকগণ বন্দীদের ডেকে যার উপর শাস্তি প্রযোজ্য তাকে শাস্তি দিতেন আর বাকীদের মুক্তি দিয়ে দিতেন।

ব্যবসায়ীরা তাদের ঋণ শোধ করে দিতেন। অন্যদের থেকেও নিজ পাপ্য নিয়ে নিতেন। (তারা রমযান মাসের চাঁদ দেখার পূর্বেই নিজেদেরকে ঝামেলা থেকে মুক্ত করে নিতেন) আর রমযানের চাঁদ দেখার সাথে সাথে গোসল করে (কোন কোন সাহাবা সম্পূর্ণ মাসের জন্য) ই'তিকাফে বসে যেতেন।

(গুনিয়াতুত তালেবীন, খন্ড-১ম, পৃ-২৪৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

বর্তমান মুসলমানদের জযবা

سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! আগেকার মুসলমানদের ইবাদতের জন্য কি পরিমাণ আগ্রহ ছিল। কিন্তু আফসোস! আজকালের মুসলমানদের বেশি পরিমাণে ধন-সম্পদ অর্জনের আকর্ষণটাই প্রবল। পূর্বে মাদানী ভাবধারার মুসলমানগণ বরকতময় দিনসমূহে আল্লাহ তাআলার বেশি বেশি ইবাদত বন্দেগী করে তার নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করতেন। অথচ আজকালের বরকতময় দিন সমূহে বিশেষতঃ রোযার মাসে দুনিয়ার সামান্য ধন সম্পদ অর্জনের নতুন নতুন কৌশল বের করা হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা নিজ বান্দাদের উপর দয়াবান হয়ে নেক আমলের প্রতিদান ও সাওয়াব বৃদ্ধি করে দিয়ে থাকেন। কিন্তু দূর্ভাগা লোকেরা রমযানুল মুবারক মাসে নিজ সম্পদের মূল্য বৃদ্ধি করে নিজেরাই মুসলমান ভাইদের মধ্যে লুটতরাজ চালায়। আহ! আহ! আহ!

اے خاصۂ خاصانِ رُسُل وقتِ دُعا ہے　　اُمّت پہ تری آ کے عَجَب وَقت پڑا ہے

فَریاد ہے اے کِشتیِ اُمّت کے نگہباں　　بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے

আয় খাছায়ে খাছানে রসুল ওয়াক্তে দু'আ হে,
উম্মত পে তেরি আ-কে আজব ওয়াক্ত পড়া হে।
ফরিয়াদ হায় আয় কিশতিয়ে উম্মতকে নিগাহবান,
বে-ড়া ইয়ে তাবাহীকে করীব আ-ন লাগা হে।

রমযানের সম্মানার্থে শাবানের রোযা

মাদিনার তাজেদার, উভয় জগতের সরদার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরশাদ করেন, "রমযানের পর সর্বাপেক্ষা উত্তম হচ্ছে, শা'বানের রোযা তা রমযানের সম্মানের জন্য।" (শুআবুল ঈমান, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৭৭, ৩৮১৯)

শাবানের অধিকাংশ রোযা রাখা সুন্নত

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়িশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا বলেন, "হুযুর আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

কে আমি শা'বান অপেক্ষা অন্য কোন মাসে বেশী রোযা রাখতে দেখিনি। হুযুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মাত্র কয়েকটি দিন ছাড়া পুরো মাসই রোযা রাখতেন।"

(তিরমিযী, খন্ড-২য়, পৃ-১৮২, হাদীস নং-৭৩৬)

মৃত্যুবরণকারীদের তালিকা তৈরী করা হয়

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়িশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا বলেন, "তাজেদারে রিসালাত হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পূর্ণ শা'বানের রোযা রাখতেন।" তিনি আরো বলেন, "আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রসূল صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! সমস্ত মাসের মধ্যে কি আপনার নিকট শা'বানের রোযা রাখা বেশি পছন্দনীয়?" তদুত্তরে, হুযুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন, "আল্লাহ তাআলা এ বছর মৃত্যুবরণকারী প্রতিটি ব্যক্তির নাম লিপিবদ্ধ করেন। আর আমার নিকট এটাই পছন্দনীয় যে, আমার বিদায়ের সময় যখন আসবে তখন আমি যেন রোযাদার অবস্থায় থাকি।"

(মুসনাদে আবু ইয়ালা, খন্ড-৪র্থ, পৃ-২৭৭, হাদীস নং-৪৮৯০)

পছন্দনীয় মাস

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আবু কায়েস رَحْمَةُ اللّٰه تَعَالٰى عَلَيهِ থেকে বর্ণিত, তিনি হযরতে সায়্যিদাতুনা আয়িশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا কে বলতে শুনেছেন, "আল্লাহর রসূল صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পছন্দনীয় মাস ছিল শা'বানুল মুআয্যম। সুতরাং তিনি তাতে রোযা রাখতেন আর তা রমযানের সাথে মিলিয়ে দিতেন।" (আবু দাউদ, খন্ড-২য়, পৃ-৪৭৬, হাদীস নং-২৪৩১)

মানুষ শা'বানের গুরুত্বের ব্যাপারে উদাসীন

হযরত সায়্যিদুনা উসামা ইবনে যায়দ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন, "আমি আরয করলাম, "হে আল্লাহর রসূল صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি আপনাকে শা'বানের রোযা যেভাবে রাখতে দেখছি অন্য কোন মাসে এভাবে রোযা রাখতে দেখিনি।" হুযুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ ফরমালেন, "রজব ও রমযানের

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

মধ্যভাগে এ মাস রয়েছে। সেটার প্রতি লোকেরা উদাসীন রয়েছে। এতে মানুষের আ'মল আল্লাহ রব্বুল আলামীন এর দরবারে ওঠানো হয়। তাই আমি এটাই পছন্দ করি যে, আমার আমলগুলো এমতাবস্থায় ওঠানো হোক, যখন আমি রোযাদার থাকি।" (সুনানে নাসাঈ শরীফ, খন্ড-৪র্থ, পৃ-২০০)

সামর্থ অনুযায়ী আমল করুন

হযরত সায়্যিদাতুনা আয়িশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡہَا বলেন, " আল্লাহর রসূল صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم শা'বান অপেক্ষা বেশি রোযা কোন মাসে রাখতেন না। পূর্ণ শা'বানই রোযা রাখতেন। আর ইরশাদ ফরমাতেন, "নিজের সাধ্যনুসারে আমল করো। আল্লাহ তাআলা ততক্ষণ পর্যন্ত আপন অনুগ্রহকে থামিয়ে রাখেন না, (যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ক্লান্ত হওনা)। নিশ্চয় তাঁর নিকট পছন্দনীয় (নফল) নামায হচ্ছে যা সব সময় (নিয়মিতভাবে) পড়া হয়, যদিও তা কম হয়। সুতরাং তিনি صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যখন কোন (নফল) নামায পড়তেন তখন তা নিয়মিতই পড়তেন।" (সহীহ বোখারী, খন্ড-১ম, পৃ-৬৪৮, হাদীস নং-১৯৭৪)

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গায্যালী رَحۡمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ ইরশাদ করেন, উল্লেখিত হাদিসে পাকে সম্পূর্ণ শাবানের রোযা দ্বারা উদ্দেশ্য শাবানের অধিকাংশ রোযা। (মুকাশাফাতুল কুলুব, পৃ-৩০৩)

আর যদি কেউ সম্পূর্ণ শাবান মাসও রোযা রাখতে চায় তাতে কোন সমস্যা নেই। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ! তবলীগে কুরআন ও সুন্নতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর কিছু ইসলামী ভাই ও বোন রজব ও শাবান দুই মাস ধারাবাহিকভাবে রোযা রাখে যা রমযানুল মোবারকে মিশে যায়। আপনিও রোযা ও সুন্নতের উপর স্থায়িত্ব পাওয়ার জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান। উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য একটি সুগন্ধময় মাদানী বাহার আপনাদের সামনে পেশ করছি। যেমন

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

আমি ঘুড়ি উড়ানোতে অভ্যস্ত ছিলাম

বাবুল মদীনা করাচীর এক ইসলামী ভাই এর লিখা সংক্ষেপে উল্লেখ করছি। আফসোস! আমার অতীত জীবন কঠিন পাপে অতিবাহিত হয়েছে। আমি ঘুড়ি উড়ানোর নেশায় অভ্যস্ত ছিলাম। ভিডিও গেমস খেলা ইত্যাদিতেও আমি ব্যস্ত থাকতাম। প্রত্যেকের কাজে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করা, শুধু শুধু মানুষের সাথে ঝগড়া করা, কথায় কথায় মারামারি ইত্যাদি ছিল আমার কাজ।

সৌভাগ্যবশতঃ এক ইসলামী ভাইয়ের ইনফিরাদী কৌশিশে আমি রমযানুল মুবারকের শেষ ১০ দিনের (আমার) এলাকার মসজিদে ইতিকাফে বসে গেলাম। আমি খুব ভাল ভাল স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম ও খুব শান্তি পেলাম। আমি আরো দুই বছর ই'তিকাফের সুযোগ পেলাম।

একবার আমাদের মসজিদের মুআযি্যন সাহেব ইনফিরাদী কৌশিশ করে আমাকে তবলীগে কুরআন ও সুন্নতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী মরকয ফয়যানে মদীনায় অনুষ্ঠিত সাপ্তাহিক সুন্নতে ভরা ইজতিমায় নিয়ে যান। তখন একজন মুবাল্লিগ বয়ান করছিলেন। সাদা পোশাক, খয়েরী চাদরে আবৃত মুখে এক মুষ্ঠি দাড়ি, আর মাথায় সবুজ পাগড়ী শরীফের তাজ বিশিষ্ট এমন উজ্জ্বল চেহারা আমি জীবনে প্রথমবারই দেখলাম। মুবাল্লিগের চেহারার আকর্ষণ ও উজ্জলতা আমার হৃদয় কেড়ে নিল। আর দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী মহল আমার অন্তরে গেথে গেল এবং আমি দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে চলে এলাম। এখন আমি ২ বছর থেকে আন্তর্জাতিক মাদানী মরকয ফয়যানে মদীনাতেই (বাবুল মদীনা) ই'তিকাফ করে আসছি। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ! আমি এক মুষ্ঠি দাড়িও সাজিয়ে নিয়েছি।

مست ہر دم رہوں میں دیدے الفت کا جام یا اللہ
بھیک دیدے غمِ مدینہ کی بہرِ شاہِ انام یا اللہ

মাস্ত হারদম রাহো মে, দেদে উলফত কা জাম ইয়া আল্লাহ।
ভিক দেদে গমে মদীনা কি, বাহরে শাহে আনাম ইয়া আল্লাহ।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

রমযানের পর কোন মাস উত্তম

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন, হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্রতম দরবারে আরয করা হলো, "রমযানের পর কোন রোযা উত্তম?" ইরশাদ করলেন, "রমযানের সম্মানের জন্য শা'বানের রোযা।" তারপর আরয করা হলো, "কোন সদকা উত্তম?" ইরশাদ করলেন, "রমযান মাসে সদকা করা।" (জামে তিরমিযী, খন্ড-২য়, পৃ-১৪৫, হাদীস নং-৬৬৩)

১৫ তম রাতে তাজাল্লী

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়িশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا থেকে বর্ণিত, তাজদারে রিসালাত হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, "আল্লাহ শা'বানের ১৫ তম রাতে রহমতের দৃষ্টি দেন, তওবাকারীদেরকে ক্ষমা করে দেন, রহমতপ্রার্থীদের প্রতি দয়াবান হন আর শত্রুতা পোষণকারীদেরকে, তারা যে অবস্থায় থাকে, ওই অবস্থায় ছেড়ে দেন।"

(শুআবুল ঈমান, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৮২, হাদীস নং-৩৮৩৫)

শত্রুতা পোষণকারীর দূর্ভাগ্য

হযরত সায়্যিদুনা মু'আয ইবনে জাবাল رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, সুলতানে মদীনায়ে মুনাওয়ারা হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, "১৫ই শাবানের রাতে আল্লাহ তাআলা সমস্ত সৃষ্টির প্রতি রহমতের দৃষ্টি দেন এবং সবাইকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু কাফির ও শত্রুতাপোষণকারীদের ছাড়া।" (সহীহ ইবনে হাব্বান, খন্ড-৭ম, পৃ-৪৭০, হাদীস নং-৫৬৩৬)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যে দু'জন লোকের মধ্যে দুনিয়াবী কারণে শত্রুতা রয়েছে, তাদের উচিত, শবে বরাত আসার পূর্বে পরস্পর একে অপরের অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া, যাতে আল্লাহ তাআলার রহমত তাদেরকেও ঘিরে নেয়। বরকতময় হাদীস শরীফের আলোকে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসাক্রমে, মুর্শিদের শহর বেরেলী শরীফের অধিবাসীদেরকে আলা হযরত رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ এই

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।”

নিয়ম শিখিয়ে ছিলেন। ১৪ই শাবানুল মুআয্যমের রাত আসার পূর্বেই মুসলমান পরস্পর মিলিত হতেন এবং একে অপরের কাছে ক্ষমা চাইতেন। সুতরাং সকল ইসলামী ভাইয়েরা যেনো এ কাজ করেন। আর ইসলামী বোনেরাও যেনো ফোন ইত্যাদির মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে ক্ষমা ইত্যাদি করিয়ে নেন।

ইমামে আহ্‌লে সুন্নতের পয়গাম

শবে বরাত নিকটবর্তী। এই রাতে সমস্ত বান্দার আমলসমূহ আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়। আল্লাহ তাআলা হুজুরে পুরনূর হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায় মুসলমানদের গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে করে দেন, তবে ঐ দুই মুসলমান ব্যতীত যারা পরস্পর দুনিয়াবী কারণে একে অপরের উপর অসন্তুষ্ট থাকে। (তাদের ব্যাপারে) ঘোষণা করা হয়, তাদেরকে থাকতে দাও যতক্ষণ না তারা পরস্পর ঝগড়া মীমাংসা করে না নেয়, হয়ত একে অপরের হক আদায় করে দিবে কিংবা একে অপরকে ক্ষমা করে দিবে বা ক্ষমা চেয়ে নিবে। যাতে আল্লাহ তা'আলার অনুমতিক্রমে হাক্কুল ইবাদ (বান্দার হক) থেকে আমলনামা মুক্ত হয়ে আল্লাহর দরবারে উপস্থাপন করা হয়। আর আল্লাহ তা'আলার হকের জন্য সত্যিকারের তওবাই যথেষ্ট ।

اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَّا ذَنْبَ لَهٗ

(অর্থাৎ গুনাহ্ থেকে তওবাকারী এমন যে যেন সে কোন গুনাহই করেনি।) এমন অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার দয়ায় অবশ্যই এই রাতে পরিপূর্ণ ক্ষমার আশা করা যায় তবে এক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে আকিদা শুদ্ধ হতে হবে। ইসলামী ভাইদের মধ্যে সুন্নাত মোতাবেক পরস্পর হক মাফ করে দেয়ার ধারাটি আল্লাহর প্রশংসা ও রহমতে আমাদের এখানেও বছরের পর বছর ধরে চালু রয়েছে। আশা করি আপনারাও যেখানে থাকেন সেখানকার মুসলমানদের মাঝে এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখার চেষ্টা করবেন।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

مَنْ سَنَّ فِی الْاِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهٗ اَجْرُهَا وَاَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا اِلٰی

یَوْمِ الْقِیٰمَةِ لَا یَنْقُصُ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَیْءٌ

(অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোন উত্তম পন্থা আবিষ্কার করবে তার জন্য এর প্রতিদান রয়েছে আর কিয়ামত পর্যন্ত যারা এর উপর আমল করবে, তাদের সকলের সাওয়াব সর্বদা তার আমলনামায় লিখা হবে। আর এক্ষেত্রে আমলকারীদের সাওয়াবে কোন প্রকার কমতি হবে না।) এই হাদীসে পাকের আলোকে আমল করে মীমাংশা ও ক্ষমা করানোর মত উত্তম ধারাটি চালু করবেন এবং এই ফকীরের জন্য ক্ষমা ও নিরাপত্তার দু'আ করবেন। আর এই ফকীর আপনাদের জন্য দু'আ করছেন এবং ভবিষ্যতেও করবে اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ । সকল মুসলমানদেরকে যেন একথা ভালোভাবে বুঝিয়ে দেয়া হয় যে, সেখানে যেন কাউকে চুপচাপ দেখা না যায় আর যেন সেখানে শত্রুতামী পছন্দনীয় না হয়। বরং সকলেরই ক্ষমা সহ সকল কিছু যেন সত্যিকার অন্তরে করা হয়। ওয়াস সালাম

বেরেলী থেকে

ফকীর আহমদ রযা কাদেরী।

শবে বরাতে বঞ্চিত ব্যক্তিরা

সায়্যিদাতুনা আয়িশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا থেকে বর্ণিত, হুযুর আপাদমস্তক শরীফ নূর হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, "আমার নিকট জিব্রাঈল عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام আসলো। আর বললো, এটা শা'বানুল মুআয্যমের ১৫ তম রাত। এ রাতে আল্লাহ তাআলা জাহান্নাম থেকে ততগুলো লোককে মুক্তি দেন, যত লোম বনী কালবের ছাগলগুলোর গায়ে রয়েছে। কিন্তু কাফির, শত্রুতা পোষণকারী, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী, (গোড়ালীর নিচে অহংকারবশত) কাপড় পরিধানকারী, মাতাপিতার অবাধ্য এবং মদ্যপানে অভ্যস্ত ব্যক্তির দিকে আল্লাহ তাআলা রহমতের দৃষ্টিতে তাকান না।

(শুআবুল ঈমান, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৮৩, হাদীস নং-৩৮৩৭)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনে যায়েদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে যে বর্ণনা করেছেন, তাতে হত্যাকারীর কথাও উল্লেখ রয়েছে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, খন্ড-২য়, পৃ-৫৮৯, হাদীস নং-৬৬৫৩)

সবার জন্য ক্ষমা, তারা ব্যতীত

হযরত সায়্যিদুনা কাছীর ইবনে মুররাহ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, তাজেদারে রিসালাত হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, "আল্লাহ তাআলা ১৫ই শা'বানের রাতে সমগ্র বিশ্ববাসীকে ক্ষমা করে দেন, শুধুমাত্র কাফির ও পরস্পর শত্রুতা পোষণকারী ব্যতীত।"

(আল মুত্তাজারুর রাবিহ, পৃ-৩৭৬, হাদীস নং-৪৬৯৯২)

শবে বরাতে যা খুশি চেয়ে নাও

শেরে খোদা মওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, নবীয়ে পাক হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, "যখন ১৫ই শা'বানের রাত আসে, তখন ওই রাত জেগে ইবাদত করো এবং দিনের বেলায় রোযা রাখো। কারণ, মহান রব তাবারাকা ওয়া তা'আলা সূর্যাস্ত থেকে প্রথম আসমানের উপর বিশেষ তাজাল্লী দেন। আর ইরশাদ করেন, "আছো কেউ ক্ষমা প্রার্থী, তাকে ক্ষমা করে দেবো! আছো কেউ জীবিকা তালাশকারী, তাকে জীবিকা দেবো। আছো কেউ বিপদগ্রস্থ, তাকে বিপদ থেকে মুক্ত করবো। আছো কেউ এমন! আছো কেউ এমন!" আর এটা ততক্ষণ পর্যন্ত বলতে থাকেন, যতক্ষণ না ফজর উদয় হয়।

(সুনানে ইবনে মাজা, খন্ড-২য়, পৃ-১৬০, হাদীস নং-১৩৮৮)

হযরত দাউদ (عَلَیْہِ السَّلَام) এর দু'আ

আমিরুল মু'মিনীন হযরত শেরে খোদা আলী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ শাবানুল মুআজ্জমের ১৫ তারিখের রাতে অধিকাংশ সময় বাইরে বের হতেন। একদা এভাবে শবে বরাতের রাতে বের হলেন এবং আসমানের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললেন, "একবার আল্লাহ তাআলার নবী হযরত দাউদ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام ১৫ই

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার উপর দুরূদে পাক অধিক হারে পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।"

শাবানের রাতে আসমানের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললেন, "এটা সেই সময়, যে ব্যক্তি এ সময়ে আল্লাহ তাআলার কাছে যে দু'আ করবে তা-ই আল্লাহ তাআলা কবুল করবেন, আর যে ক্ষমা প্রার্থনা করবে আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দিবেন, এই শর্তে যে দু'আকারী (অত্যাচারী) জাদুকর, ভবিষ্যদ্বক্তা, জ্যোতির্বিজ্ঞানী, অত্যাচারী পুলিশ, বিচারকদের সামনে চোগলখোর, গায়ক, বাজনা বাদক না হয়। অতঃপর এই দু'আ করলেন,

اَللّٰهُمَّ رَبَّ دَاوٗدَ اغْفِرْ لِمَنْ دَعَاكَ فِيْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ اَوِ اسْتَغْفَرَكَ فِيْهَا

অর্থাৎ ঃ হে আল্লাহ! হে দাউদ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর প্রতিপালক! যে কেউ এই রাতে তোমার নিকট ক্ষমা চাইবে তবে তাকে ক্ষমা করে দাও। (মাসাবাত বিস্ সুন্নাহ, পৃ-৩৫৪)

শবে বরাতের সম্মান

সিরিয়ার তাবেয়ীন عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان শবে বরাতের যথেষ্ট সম্মান করতেন এবং এই রাতে অনেক ইবাদত বন্দেগী করতেন। তাদের কাছ থেকেই অন্যান্য মুসলমানগণ ঐ রাতের সম্মানের শিক্ষা লাভ করে। সিরিয়ার কিছু কিছু ওলামায়ে কিরাম বর্ণনা করেন, শবে বরাতে মসজিদের ভিতর ইজতিমায়ী তথা সম্মিলিতভাবে ইবাদত করা মুস্তাহাব। হযরত সায়্যিদুনা খালিদ ও লোকমান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ও অন্যান্য সম্মানিত তাবেয়ীনগণ عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان এই রাতে (এর সম্মানার্থে) ভাল কাপড় পরতেন, সুরমা ও সুগন্ধি লাগাতেন, মসজিদে (নফল) নামায আদায় করতেন। (লতায়েফুল মারুফ, পৃ-২৬৩)

কল্যাণময় রাত সমূহ

উম্মূল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আয়িশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا বর্ণনা করেন, "আমি নবীয়ে করীম, হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি যে, "আল্লাহ তাআলা (বিশেষভাবে) চার রাতে কল্যাণের দরজা খুলে দেন (১) কুরবানীর ঈদের রাত, (২) ঈদুল ফিতরের রাত (৩) ১৫ই শাবানের রাত।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।"

এই রাতে মৃত্যুবরণকারীদের নাম, মানুষের রিযিক (এবং সেই বছর) হজ্ব পালনকারীদের নাম লিপিবদ্ধ করা হয়, (৪) আরাফার (৯ই যিলহজ্জ) রাত এসব রাতের ফযীলত ফজরের (আযান) পর্যন্ত। (দুররে মনছুর, খন্ড-৭ম, পৃ-৪০২)

বরের নাম মৃত ব্যক্তিদের তালিকায়

সুরুরে কলবো সীনা, ফয়যে গাঞ্জীনা, সাহিবে মুআত্তার পসীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী হচ্ছে, "(মানুষের) জীবন এক শাবান থেকে অপর শাবানে শেষ হয়ে যায়। এমনকি মানুষ বিয়ে করে, তার সন্তান-সন্ততি হয় অথচ তার নাম মৃতদের তালিকায় লিখা হয়ে যায়।

(কানযুল উম্মাল, খন্ড-১৫, পৃ-২৯২, হাদীস নং-৪২৭৭৩)

ঘর প্রস্তুতকারীর নাম মৃত ব্যক্তিদের তালিকায়

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম ইবনে আবিদ্ দুনিয়া رَحْمَةُ اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْه হযরত সায়্যিদুনা আতা বিন ইয়াসার رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণনা করেন যে, যখন অর্ধ শাবানের (তথা শবে বরাতের) রাত আগমণ করে, তখন মালাকুল মাউতকে একটি ছোট বই প্রদান করা হয় এবং বলা হয় এই বই নাও। এক বান্দা বিছানায় শুবে, মহিলাকে বিবাহ করবে, ঘর তৈরী করবে অথচ তখন এমন হবে তার নাম মৃত ব্যক্তিদের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেছে। (দুররে মনছুর, খন্ড-৭ম, পৃ-৪০২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সারা বছরের কার্যক্রম বণ্টন

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا ইরশাদ করেন, "এক ব্যক্তি মানুষদের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল অথচ তাকে মৃতদের (তালিকার) মধ্যে উঠানো হয়েছে।" অতঃপর তিনি رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ ২৫ পারার সুরায়ে দুখান এর ৩ ও ৪ নং আয়াতদ্বয় তিলাওয়াত করলেন।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে অন্যায় করল।"

اِنَّا اَنۡزَلۡنٰهُ فِیۡ لَیۡلَةٍ مُّبٰرَکَةٍ اِنَّا کُنَّا مُنۡذِرِیۡنَ ﴿۳﴾ فِیۡهَا یُفۡرَقُ کُلُّ اَمۡرٍ حَکِیۡمٍ ﴿۴﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ নিশ্চয় আমি সেটাকে বরকতময় রাত্রিতে অবতীর্ণ করেছি। নিশ্চয় আমি সতর্ককারী ও তাতে বণ্টন করে দেয়া হয় প্রত্যেক হিকমতময় কাজ।

পারা-২৫,সূরা-দুখান, আয়াত-৩ ও ৪

অতঃপর ইরশাদ করেন, এই রাতে এ বছর থেকে পরবর্তী বছর পর্যন্ত দুনিয়ার যাবতীয় কার্যক্রম বণ্টন করা হয়। (তাফসীরে তাবরী, খন্ড-১১, পৃ-২২৩)

প্রসিদ্ধ মুফাস্সির, হাকিমুল উম্মত, হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحۡمَۃُ اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیۡہِ উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, "এই রাত দ্বারা উদ্দেশ্য হয়ত শবে ক্বদরের ২৭ তারিখ রাত, বা শবে মেরাজ অথবা ১৫ই শাবান শবে বরাত। এই রাতে সম্পূর্ণ কুরআন লাওহে মাহফুজ থেকে প্রথম আসমানে অবতীর্ণ করেছেন। অতঃপর সেখান থেকে ২৩ বছরের নবুওয়াতের জিন্দেগীতে প্রয়োজন অনুযায়ী হুজুর পাক হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উপর অবতীর্ণ হয়।"

এই আয়াত থেকে জানা যায় যে, যেই রাতে কুরআন অবতীর্ণ হয় তা বরকতময়। আর যেই রাতে কুরআনের ধারক, কুরআন ওয়ালা হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দুনিয়াতে তশরীফ এনেছেন তাও কতই মুবারক রাত। এই রাতে (১৫ই শাবানে) গোটা বছরের রিযিক, মৃত্যু, জীবন, ইজ্জত, দৌলত মোটকথা সমস্ত ব্যবস্থাপনার বিষয়াদী লাওহে মাহফুজ থেকে ফিরিস্তাদের বই আকারে হস্তান্তর করে প্রত্যেক বই সেই দায়িত্বপ্রাপ্ত ফিরিস্তাদের দিয়ে দেওয়া হয়। যেমনভাবে মালাকুল মাউতকে সমস্ত মৃত্যুবরণকারীদের তালিকা দেয়া হয়।

(নুরুল ইরফান, পৃ-৭৯০)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়ে নিজেদের মজলিশ সমূহকে সজ্জিত করো, যেহেতু তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ করাটা কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য নূর হবে।"

নাজুক ফয়সালা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শাবানুল মুআজ্জমের ১৫ তারিখ রাত কতই না নাজুক। জানিনা ভাগ্যে কি লিখে দেয়া হয়। আহা! কোন কোন সময় বান্দা অলসতায় পড়ে থাকে আর এদিকে তার ব্যাপারে কত কিছু ফয়সালা হয়ে যাচ্ছে। যেমন গুনিয়াতুত তালেবীন কিতাবে বর্ণিত আছে, "অনেকের কাফন ধুয়ে তৈরী হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কাফন পরিধানকারী বাজারে বাজারে ঘুরছে। কিছু সংখ্যক মানুষ এমন আছে যাদের কবর খনন করে তৈরী হয়ে যাচ্ছে কিন্তু সেই কবরে দাফনকৃত ব্যক্তি খুশী আনন্দে মাতোয়ারা। কিছু মানুষ আছে যারা হেসে খেলে বেড়াচ্ছে, অথচ তার ধ্বংসের সময় ঘনিয়ে আসছে। জানিনা কত ঘরবাড়ীর নির্মাণ কাজ শেষ হতে চলেছে কিন্তু বাড়ীর মালিকের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসছে।

(গুনিয়াতুত তালেবীন, খন্ড-১ম, পৃ-২৫১)

آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں   سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں

আ-গা আপনি মওত ছে কুয়ি বশর নেহী,
ছা-মান ছো বরছ কা পলকি খবর নেহী।

উপকারী কথা

'শবে বরাতে' আমলনামা তুলে নেয়া হয়। তাই সম্ভব হলে ১৪ই শাবানুল মুআয্‌যামাও রোযা রেখে নেবেন, যাতে আমলনামার শেষ দিনেও রোযা হয়। ১৪ই শা'বানের আসরের নামায পড়ে মসজিদে নফল ই'তিকাফের নিয়্যতে অবস্থান করা যেতে পারে, যাতে আমলনামা তুলে নেয়ার রাত আমার আগের সময়গুলোতে রোযা, মসজিদে উপস্থিতি ও ই'তিকাফ ইত্যাদি লিখা হয়। আর শবে বরাতের শুরুটা মসজিদের রহমতপূর্ণ পরিবেশে হয়।

মাগরিবের পর ছয় রাকআত নফল নামায

আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى এর আমলগুলোর মধ্যে অন্যতম আমল হচ্ছে, মাগরিবের ফরয ও সুন্নত ইত্যাদির পর ছয় রাকআত নফল দু' দু' রাকআত

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।”

করে আদায় করা। প্রথম দুই রাকআতের পূর্বে দীর্ঘায়ূর নিয়্যত করবে, এর বরকতে আল্লাহ তাআলা কল্যাণ সহকারে দীর্ঘায়ু দান করবেন! এর পর দুই রাকআত বিপদাপদ থেকে মুক্তির জন্য। এর পরবর্তী দুই রাকআতে নিয়্যত করবেন, আল্লাহ তাআলা যেনো তিনি ব্যতীত অন্য কারো মুখাপেক্ষী না করেন। প্রতি দুই রাকআতের পর একুশবার (২১) সূরা ইখলাস অথবা একবার ‘সুরা ইয়াসিন’ পড়বেন। বরং সম্ভব হলে উভয়টি পড়বেন। আর এমনও হতে পারে, একজন ইসলামী ভাই ‘সুরা ইয়াসিন’ শরীফ উচুঁ আওয়াজে পড়বেন অন্যান্যরা চুপ হয়ে শুনবেন। এ ক্ষেত্রে একথা খেয়াল রাখবেন যে, কোন শ্রবণকারী নিজ মুখে ‘ইয়াসীন শরীফ’ না পড়ে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ! রাতের শুরু থেকেই সাওয়াবের ভান্ডার তৈরী হয়ে যাবে। প্রত্যেকবার ‘ইয়াসীন শরীফ’ এর পর ‘অর্ধ শা’বান’ এর দু‘আ পড়বেন।

অর্ধ শাবানের দোয়া ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْم ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ط

اَللّٰهُمَّ يَاذَاالْمَنِّ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْهِ يَاذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ يَاذَاالطَّوْلِ وَالْاِنْعَامِ ط لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ ظَهْرُ اللَّاجِيْنَ ط وَجَارُ الْمُسْتَجِيْرِيْنَ ط وَاَمَانُ الْخَائِفِيْنَ ط اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِيْ عِنْدَكَ فِيْ اُمِّ الْكِتٰبِ شَقِيًّا اَوْ مَحْرُوْمًا اَوْ مَطْرُوْدًا اَوْمُقَتَّرًا عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ فَامْحُ اَللّٰهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاوَتِيْ وَحِرْمَانِيْ وَطَرْدِيْ وَقْتِتَارِ رِزْقِيْ ط وَاثْبِتْنِيْ عِنْدَكَ فِيْ اُمِّ الْكِتٰبِ سَعِيْدًا مَّرْزُوْقًا مُّوَفَّقًا لِّلْخَيْرَاتِ فَاِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ فِيْ كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ ط عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ (يَمْحُوا اللّٰهُ مَايَشَآءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهٗٓ اُمُّ الْكِتٰبِ اِلٰهِيْ بِالتَّجَلِّيْ الْاَعْظَمِ ط فِيْ لَيْلَةِ

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

النِّصۡفِ مِنۡ شَهۡرِ شَعۡبَانَ الۡمُكَرَّمِ ط اَلَّتِيۡ يُفۡرَقُ فِيۡهَا كُلُّ اَمۡرٍ حَكِيۡمٍ وَّيُبۡرَمُ ط اَنۡ تَكۡشِفَ عَنَّا مِنَ الۡبَلَآءِ الۡبَلۡوَاءِ مَانَعۡلَمُ وَاَنۡتَ بِهٖ اَعۡلَمُ اِنَّكَ اَنۡتَ الۡاَعَزُّالۡاَكۡرَامُ ط وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصۡحَابِهٖ وَسَلَّمۡ ط وَالۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعَالَمِيۡنَ)

অর্ধ শা'বানের দু'আ

আল্লাহ তাআলার নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু করুনাময়। হে আল্লাহ তাআলা! হে ওই মহান সত্তা, যিনি ইহসান করেন, যাঁকে ইহসান করা হয় না! ওহে মহামহিয়ান, ওহে অনুগ্রহশীল! তুমি ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নেই। তুমি অসহায়দের সাহায্যকারী! আশ্রয়হীনদের আশ্রয়দাতা, ভীত-সন্ত্রস্থকে শান্ত নাদানকারী! ওহে মহামহিম আল্লাহ তাআলা! যদি তুমি নিজের নিকট, 'উম্মূল কিতাব' (লওহে মাহফুয) এর মধ্যে আমাকে হতভাগা, বঞ্চিত, ধিকৃত এবং অল্প রিযিক হিসেবে লিপিবদ্ধ করে থাকো, তাহলে হে মহামহিম আল্লাহ! আপন অনুগ্রহে আমার হতভাগ্য, বঞ্চিত হওয়া, লাঞ্ছনা, জীবিকার সল্পতা এবং তোমার নিকট 'উম্মূল কিতাব' এ আমাকে সৌভাগ্যবান, জীবিকায় স্বচ্ছল, সৎকর্মে সামর্থ্যবান করে দাও! তুমিই তোমার নাযিলকৃত কিতাবে তোমারই প্রেরিত নবী হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র মুখ দিয়ে ইরশাদ করেছো এবং তোমার বাণী সত্য, "আল্লাহ যা চান নিশ্চিহ্ন করেন, বা প্রতিষ্ঠা রাখেন। আর প্রকৃত সিদ্ধান্ত তাঁরই নিকট রয়েছে। (কানযুল ঈমান)।

হে আল্লাহ তাআলা 'নূর বর্ষণ' এর ওসীলায়, যা ১৫ই শাবানুল মুকাররমের রাতে করা হয়, যাতে প্রতিটি হিকমতপূর্ণ কাজকে বণ্টন করে দেয়া হয় ও নিশ্চিত করে দেয়া হয়, (হে আল্লাহ তাআলা) মুসীবত ও দুঃখগুলোকে আমাদের থেকে দূর করে দাও! যেগুলো সম্পর্কে আমরা জানি আর যেগুলো সম্পর্কে আমরা

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

জানিনা। নিশ্চয় তুমি সর্বাপেক্ষা মহান ও সম্মানিত। আল্লাহ তা'আলা আমাদের নবী মুহাম্মদে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং তার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানিত পরিবার-পরিজন ও সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর উপর দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করুন! সমস্ত প্রশংসা সমগ্র বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার জন্যই।"

সাগে মদীনার মাদানী আশা

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ সাগে মদীনা عُفِيَ عَنْهُ (লেখক) নিয়মিতভাবে বছরের পর বছর ধরে শবে বরাতে ছয় রাকআত নফল পড়ে আসছি। মাগরিবের নামাযের পর আদায় করা হয় এমন ইবাদতটি নফলই, ফরয কিংবা ওয়াজিব নয়। মাগরিবের পর শরীয়তে সকল নামাযসমূহ ও তিলাওয়াত ইত্যাদিও নিষেধ নেই। তাই সম্ভব হলে সকল ইসলামী ভাই নিজ নিজ মসজিদে লোকজনকে উৎসাহ দিয়ে এ নফলগুলোর প্রতি গুরুত্ব দিয়ে অসংখ্য সাওয়াব অর্জন করুন! ইসলামী বোনেরা নিজ নিজ ঘরে এ নফল ইবাদতগুলো সম্পাদন করুন।

সারা বছর জাদুর প্রভাব থেকে নিরাপত্তা

শা'বানুল মুআয্‌যাম ১৫ তারিখের রাতে ৭টি 'কুল পাতা' (বরই পাতা) পানিতে সিদ্ধ করে যখন গোসল করার উপযুক্ত হয়ে যাবে তা দিয়ে গোসল করবেন। اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ! সারা বছরই জাদুর প্রভাব থেকে নিরাপদে থাকবেন।

(ইসলামী যিন্দেগী, পৃ-১১৩)

শবে বরাতে ও কবর যিয়ারত

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا বর্ণনা করেন, "আমি একরাতে হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দেখতে পেলাম না। তখন তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে খুঁজে পেলাম। তিনি صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে ইরশাদ করলেন, "তোমার কি ভয় ছিল যে, আল্লাহ তাআলা এবং তার রসূল صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তোমার হক নষ্ট করবে? আমি আরয করলাম হে

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

আল্লাহর রসূল صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি মনে করেছিলাম যে, আপনি হয়ত অন্য কোন পবিত্র বিবির ঘরে তশরীফ নিয়ে গেছেন। তখন আকায়ে দু'জাহান, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা শাবানের ১৫ তারিখের রাতে দুনিয়ার ১ম আসমানে নূর বর্ষণ করেন। অতঃপর বনী কালবের ছাগলের লোমের চাইতেও বেশি সংখ্যক গুনাহগারদেরকে ক্ষমা করে দেন। (তিরমিযী, খন্ড-২য়, পৃ-১৮৩, হাদীস নং-৭৩৯)

কবরের উপর মোমবাতি জ্বালানো

শবে বরাতে ইসলামী ভাইদের কবরস্থানে যাওয়া সুন্নত। (ইসলামী বোনদের শরীয়তে অনুমতি নেই। কবরগুলোর উপর মোমবাতি জ্বালানো যাবে না। অবশ্য, যদি তিলাওয়াত ইত্যাদি করতে হয়, তবে প্রয়োজনানুসারে আলোর জন্য কবর থেকে একটু দুরে মোমবাতি জ্বালাতে পারেন। অনুরূপভাবে উপস্থিতদের নিকট সুগন্ধ পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে কবর থেকে কিছু দূরে আগর বাতি জ্বালালে ক্ষতি নেই। অবশ্য, আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى গণের মাযারগুলোর উপর চাঁদর চড়ানো ও সেটার পাশে বাতি জ্বালানো জায়িয। কারণ, এর দ্বারা মানুষ সেদিকে ধাবিত হয় এবং তাঁদের প্রতি মানুষের মধ্যে ভক্তি-শ্রদ্ধা সৃষ্টি হয়। আর সর্ব সাধারণ হাযির হয়ে তাঁদের ফয়েয ও বরকত লাভ করেন। যদি আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تعالٰى এর মাজার ও সাধারণ লোকদের কবরগুলো এক সমান রাখা হয়, তবে ধর্মীয় অনেক উপকার দূর হয়ে যাবে।

সবুজ কাগজের টুকরা

শবে বরাত অর্থাৎ আযাব ইত্যাদি থেকে মুক্তি পাবার রাত। এ প্রসঙ্গে একটা ঘটনা শুনুন আর আনন্দিত হোন! তা হচ্ছে-আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ইবনে আবদুল আযীয رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه একদা ১৫ই শা'বানের রাতে নফল ইবাদতে মশগুল ছিলেন। যখন তিনি সিজদা থেকে মাথা তুললেন তখন একটা সবুজ কাগজের টুকরা পেলেন, যার নূর আসমান পর্যন্ত প্রসারিত ছিলো। তাতে লিখা ছিলো,

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

هٰذَا بَرَاءَةٌ مِّنَ الْمَلِكِ الْعَزِيْزِ لِعَبْدِهٖ عُمَرَبْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ

(অর্থাৎ-মালিক ও মহা পরাক্রমশালী মহামহিম আল্লাহর পক্ষ থেকে এটা 'মুক্তিনামা', যা তাঁর বান্দা ওমর ইবনে আবদুল আযীযকে দান করা হয়েছে।)

(তফসীরে রুহুল বয়ান, খন্ড-৮ম, পৃ-৪০২)

আতশবাজির আবিষ্কারক কে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ! শবে বরাত জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি পাবার রাত; কিন্তু বর্তমানের মুসলমানদের জানিনা কি হয়েছে? তারা আগুন থেকে মুক্তি লাভের পরিবর্তে টাকা-পয়সা খরচ করে নিজেরা নিজেদের জন্য আগুন অর্থাৎ আতশবাজির সামগ্রী কিনে নেয় আর এভাবে খুব বেশি পরিমাণে আতশবাজি করে এ পবিত্র রাতে পবিত্রতাকে নষ্ট করে। 'ইসলামী যিন্দেগীতে হাকিমূল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ লিখেছেন, 'আতশবাজি নমরুদ বাদশাহ আবিস্কার করেছে, যখন সে হযরত ইব্রাহীম عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করেছে। আল্লাহর দয়ায় (আগুন বাগানে পরিণত হয়ে গেল) নমরুদের লোকেরা আতশ বাজির সামগ্রীতে আগুন লাগিয়ে হযরত ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَاوَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর দিকে নিক্ষেপ করেছিলো।' (ইসলামী যিন্দেগী, পৃ-৬৩)

আতশবাজি হারাম

আফসোস! আতশবাজির নাপাক প্রথা এখন মুসলমানদের মধ্যে খুব প্রচলিত হয়ে গেছে। মুসলমানদের কোটি কোটি টাকা প্রতি বছর আতশবাজিতে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কিছুদিন আগে এ খবরও পাওয়া গেছে যে, আতশবাজির কারণে অমুক জায়গায় এতটি ঘর জ্বলে গেছে, এতজন মানুষ আগুনে পুড়ে মারা গেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। এতে প্রাণনাশের ভয়, সম্পদ বিনষ্ট এবং ঘর-বাড়িতে আগুন লাগার আশঙ্কা থাকে। সর্বোপরি, এ কাজটি আল্লাহ তাআলার নির্দেশ অমান্যকারী। হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, 'আতশবাজি বানানো, বিক্রি করা, ক্রয় করা ও ক্রয় করানো ও করাতে উৎসাহিত করা সবই হারাম।'

(ইসলামী যিন্দেগী, পৃ-৬৩)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

تجھ کو شعبانِ معظّم کا خُدایا واسِطہ　　بخش دے ربِّ محمّد تو مِری ہر اِک خطا

তুঝকো শা'বানে মুআজ্জম কা খোদায়া ওয়াসেতা
বখশদে রব্বে মুহাম্মদ তু মেরি হার ইক খাতা।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب !　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হুযুর ﷺ সবুজ পাগড়ী মুবারকের মুকুট সাজিয়ে রাখলেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শাবানুল মুআজ্জমে ইবাদত বন্দেগী করা আর রোযা রাখা এবং আতশবাজী ইত্যাদি পাপ থেকে বেঁচে থাকার মানসিকতা তৈরীর জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফিলা সমূহে আশিকানে রসূলদের সাথে সুন্নাতে পরিপূর্ণ সফর করুন এবং রমযানুল মুবারকে দা'ওয়াতে ইসলামীর ইজতিমায়ী ইতিকাফের বরকত সমূহ অর্জন করুন। আপনাদের আগ্রহ বাড়ানোর জন্য এমন একটি সুগন্ধীময় মাদানী বাহার পেশ করছি যাতে আপনাদের অন্তর আনন্দে মদীনার অলিতে গলিতে ঘুরাফেরা করবে এবং সবুজ গম্বুজকে চুমতে থাকবে।

যেমন ওয়াকেন্ট পাঞ্জাব এর এক ইসলামী ভাই তার ঘটনা এইভাবে বর্ণনা করেন যে, 'আমি কলেজে পড়তাম। অন্যান্য ছাত্রদের মত ফ্যাশনে ডুবে ছিলাম। ক্রিকেট ম্যাচ দেখতে ও খেলতে প্রায় পাগলের শেষ পর্যায়ের পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলাম এবং রাত ভর বেহায়াপনার অভ্যাস ছিল। মসজিদে দুই ঈদের নামায ছাড়া অন্য কোন নামাজের সাথে সম্পর্ক ছিল না। ২০০১ সাল মোতাবেক ১৪২২ হিজরীর রমযানুল মুবারক মাসে মা বাবার যবরদস্তিতে নামায পড়ার জন্য মসজিদে গেলাম।

আসরের নামাযের পর সাদা পোশাক পরিহিত মাথায় সবুজ পাগড়ী বিশিষ্ট দাড়িওয়ালা এক ইসলামী ভাই নামায শেষ হওয়ার পর ফয়যানে সুন্নাতের দরস দিলেন। আমি দূরে বসে দরস শুনতে লাগলাম। দরস শেষ হওয়ার পর দ্রুত মসজিদ থেকে বের হয়ে গেলাম। দু' তিন দিন পর্যন্ত এই অবস্থা চলছিল। একদিন

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

সাক্ষাতের জন্য আমি মসজিদে অপেক্ষা করছিলাম। এক ইসলামী ভাই সাক্ষাৎ করে নাম ঠিকানা জিজ্ঞাসা করার পর কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে অনুষ্ঠিত সম্মিলিত ই'তিকাফে, ই'তিকাফ করার জন্য উৎসাহ দিয়ে ই'তিকাফের ফযীলত বর্ণনা করছিল। প্রথমদিকে (ইতিকাফের জন্য) আমার মন মানসিকতা তৈরী হয়নি। কিন্তু اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ সেই ইসলামী ভাই অনেক জযবা ওয়ালা ছিলেন। তিনি নিরাশ হলেন না। বরং আমার ঘরে এসে পৌঁছলেন এবং বারংবার অনুরোধ করতে লাগলেন, তার ধারাবাহিক ইনফিরাদী কৌশিশ এর ফলে ই'তিকাফের এক দিন পূর্বে ইতিকাফের জন্য নাম লিখিয়ে সাহারী ও ইফতারের খরচের টাকা জমা দিয়ে দিলাম।

১৪২২ হিজরীর রমযানুল মুবারকের শেষ দশ দিন নঈমীয়া জামে মসজিদে (লালা রুখ ওয়ানকেন্ট) এ আশিকানে রসূলদের সাথে ই'তিকাফকারী হয়ে গেলাম। সম্মিলিত ই'তিকাফের পরিবেশ ও আশিকানে রসূলদের সান্নিধ্য আমার অন্তরের অবস্থাকে পরিবর্তন করে দিল। যেখানে তাহাজ্জুদ, ইশরাক, চাশত ও আওয়াবিনের নামাযের ধারাবাহিকতা আমার পূর্বের ফরয নামায না পড়ার ব্যাপারে লজ্জিত করল। লজ্জায় চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল। আর আমি মনে মনে নিয়মিত নামায পড়ার নিয়্যত করে নিলাম।

২৫ শে রমযানের রাতের দু'আতে আমার অন্তর এতই নরম হয়ে গেল যে, আমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলাম। এক পর্যায়ে আমার তন্দ্রাভাব আসল, আমি স্বপ্নের জগতে চলে গেলাম। দেখতে লাগলাম যে, একজন সম্মানিত নূরানী চেহারা বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত হল, তাঁর চারপাশে ছিল প্রচন্ড ভীড়। আমি কোন একজনকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, ইনি হচ্ছেন আকায়ে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم । আমি দেখলাম যে, তাজেদারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মাথা মুবারকে সবুজ পাগড়ী শরীফ সাজানো।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।”

অনেক্ষণ পর্যন্ত আমি হুজুরের দিদারে চোখ জুড়াতে লাগলাম। যখন আমি জাগ্রত হলাম তখন সালাত ও সালাম পড়া হচ্ছিল। আমার অবস্থা অন্য রকম হয়ে গেল। আমার শরীর কাপতে শুরু করল। আমি কাঁদতে শুরু করলাম। চোখের পানি ঝড়তে লাগল যা বন্ধই হচ্ছিল না। সালাত ও সালামের পর ই'তিকাফ মজলিশের নিগরানের সামনে মাথায় পাগড়ীর তাজ পরিধানকারী কাতার বন্দী হয়ে ইসলামী ভাইয়েরা আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ এর লিখিত নিম্নলিখিত নাত শরীফ বারবার পড়তে লাগল

تاج والے دیکھ کر تیرا عمامہ نور کا — سر جھکاتے ہیں الٰہی بول بالا نور کا

তাজওয়ালে দেখ্ কর তেরা ইমামা নূর কা,
ছর ঝুঁকাতে হে ইলাহী বোল বালা নূর কা।

আমি আমার পাশের ইসলামী ভাইদের কোন মতে কষ্ট করে এটুকু বললাম “আমিও পাগড়ী বাঁধব। কিছুক্ষণ পরেই কেঁদে কেঁদে আমি পাগড়ীর তাজ মাথায় বেঁধে নিলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ ই'তিকাফ অবস্থাতেই আমি ৩০ দিনের মাদানী কাফিলায় সফরের নিয়্যতও করে ফেললাম। এবং মাদানী কাফিলায় সফরও করলাম। সফরের সময় অনেককিছু শিখার সাথে সাথে দরস ও বয়ানও শিখে তা করতে শুরু করলাম।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ নামাযের ধারাবাহিকতার সাথে সাথে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজে অংশগ্রহণ করতে লাগলাম। এই বর্ণনা দেওয়ার সময় আমি যেলী মুশাওয়ারাত এর নিগরান হিসেবে মাদানী কাজকে সামনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছি।

گر تمنا ہے آقا کے دیدار کی — مدنی ماحول میں کرلو تم اعتکاف
ہو گی میٹھی نظر تم پہ سرکار کی — مدنی ماحول میں کرلو تم اعتکاف

গর তামান্না হে আকাকে দীদার কি, মাদানী মাহুল মে করলো তুম ই'তিকাফ।
হোগী মীঠি নজর তুম পে সারকার কি, মাদানী মাহুল মে করলো তুম ই'তিকাফ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! — صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার উপর দুরূদে পাক অধিক হারে পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।"

ঈদের পর ৬টি রোযার ৩টি ফযীলত

নবজাত শিশুর মত পাপমুক্ত

১. হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তাআলার রসূল হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখলো, তারপর শাওয়াল মাসে ছয়দিন রোযা রাখলো, তবে সে গুনাহ সমূহ থেকে এমনিভাবে মুক্ত হয়ে যাবে, যেন সে আজই মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ট হলো।" (মাজমাউয যাওয়াইদ, খন্ড-৩য়, পৃ-৪২৫, হাদীস নং-৫১০২)

যেন সারা জীবন রোযা রাখল

২. হযরত সায়্যিদুনা আবু আইয়ুব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সুগন্ধময় বাণী হচ্ছে, "যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখলো, তারপর আরো ছয়টি রোযা শাওয়াল মাসে রাখলো, সে যেনো সারা জীবনই রোযা রাখলো।" (সহীহ মুসলিম, পৃ-৫৯২, হাদীস নং-১১৬৪)

সারা বছর রোযা রাখুন

৩. হযরত সায়্যিদুনা সাওবান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তাআলার রসূল হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি ঈদুল ফিতরের পর (অর্থাৎ শাওয়াল মাসে) ছয়টি রোযা রাখল, সে যেন সারা বছর রোযা রাখল। "কারণ, যে একটা নেকী করে সে দশটার সাওয়াব পায়।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, খন্ড-২য়, পৃ-৩৩৩, হাদীস নং-১৭১৫)

একটি নেকীর ১০টি সাওয়াব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তাআলার দয়া ও তাঁর হাবীব হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ওসীলায় সারা বছরের রোযার সাওয়াব অর্জন করা কতো সহজ করে দিয়েছেন! প্রত্যেক মুসলমানের এ সৌভাগ্য অর্জন করা উচিত। এক বছরের রোযার হিকমত হচ্ছে , আল্লাহ আমাদের মতো দূর্বল বান্দাদের জন্য নিজের করুনায়, এক নেকীর সাওয়াব দশগুণ রেখেছেন। যেমন পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলার বরকতরূপী ফরমান হচ্ছে-

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।”

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا ۚ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ যে কেউ একটি সৎকর্ম করবে, তবে তার জন্য তদনুরূপ দশগুন রয়েছে।

(সূরা-আনআম, আয়াত-১৬০, পারা-৮)

اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ এমনিতে মাহে রমযানের রোযা দশ মাসের রোযার সমান হলো। আর ছয় রোযা হলো ষাট (দুই মাসের) রোযার সমান। এভাবে পুরা বছরের রোযার সাওয়াব অর্জন হয়ে গেলো। আল্লাহ তাআলার করুণার কারণে তাঁরই জন্য সমস্ত প্রশংসা।

ঈদের পর ছয় রোযা কখন রাখা হবে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা, হযরত আল্লামা মওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ বাহারে শরীয়তের টিকায় লিখেছেন, “উত্তম হচ্ছে এই যে, এই রোযা পৃথক পৃথক ভাবে রাখা হবে, আর যদি ঈদের পর ছয় দিন লাগাতার কেউ রেখে দেয় তাতেও কোন সমস্যা নেই।” (বাহারে শরীআত, খন্ড-৫, পৃ-১৪০)

আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ খলিল খান কাদিরী বারাকাতী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ বলেন, এই রোযা ঈদের পর লাগাতার রাখা যাবে তাতে কোন অসুবিধা নেই। আর উত্তম হচ্ছে এই যে পৃথক পৃথক রাখা অর্থাৎ প্রতি সপ্তাহে ২টি করে রোযা রাখা। আর ঈদুল ফিতরের দ্বিতীয় দিন একটি রাখা আর সম্পূর্ণ মাসে মিলিয়ে রাখলে আরো ভালো হয়। (সুন্নী বেহেশতী যেওর, পৃ-৩৪৭)

মূলকথা হল, ঈদুল ফিতরের দিন ছাড়া পুরা মাসে যখন ইচ্ছা শাওয়াল মাসের ছয় রোযা রাখা যাবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে অন্যায় করল।"

জিলহজ্জের প্রথম ১০ দিনের ফযীলত

বরকতময় হাদীসে পাকের বর্ণনানুসারে যিলহজ্জ মাসের ১ম ১০ দিনের রোযা রমযানুল মোবারকের পরে সকল দিনগুলো রোযা থেকে উত্তম।

জিলহজ্জের ১০ দিনের ব্যাপারে ৪টি বর্ণনা

নেক কাজ করার পছন্দনীয় দিন

মদীনার তাজদার, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আলোকিত বাণী, "এ দশদিন অপেক্ষা বেশি কোন দিনের নেক আমল আল্লাহ তাআলার নিকট প্রিয় নয়।" সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন, "হে আল্লাহ তাআলার রসূল صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহ তাআলার পথে জিহাদও নয় কি?" ইরশাদ করলেন, "আল্লাহ তাআলার পথে জিহাদও নয়" কিন্তু সে-ই, যে আপন জান ও মাল নিয়ে বের হয়ে পড়ে, তারপর তা থেকে কিছু ফেরত আনে না।(অর্থাৎ ঃ শুধু ওই মুজাহিদই উত্তম যে জান ও মাল কুরবান করতে সফলকাম হয়েছে।) (সহীহ বোখারী শরীফ, খন্ড-১ম, পৃ-৩৩৩, হাদীস নং-৯৬৯)

শবে ক্বদরের সমান ফযীলত

২. হাদীসে পাকে রয়েছে, আল্লাহ তাআলার মহান দরবারে যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন ইবাদত অন্য দিনের তুলনায় অধিক পছন্দনীয়। সেগুলোর মধ্যে প্রতিদিনের রোযা এক বছরের রোযা এবং প্রতি রাতে জাগ্রত রয়ে ইবাদত করা শবে কদরের সমান।" (জামে তিরমিযী, খন্ড-২য়, পৃ-১৯২, হাদীস নং-৭৫৮)

আরাফা দিবসের রোযা

৩. হযরত সায়্যিদুনা আবু ক্বাতাদা رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, সুলতানে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান বাণী, "আল্লাহ তাআলার প্রতি আমার ধারণা হচ্ছে, আরাফার দিনে যে রোযা রাখে তার এক বছর পূর্বের এবং এক বছর পরের গুনাহ ক্ষমা করে দেন। (সহীহ মুসলিম, পৃ-৫৯০, হাদীস নং-১৯৬)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়ে নিজেদের মজলিশ সমূহকে সজ্জিত করো, যেহেতু তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ করাটা কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য নূর হবে।”

এক রোযা হাজার রোযার সমান

উম্মূল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়িশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তাআলার প্রিয় রসূল হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, “আরাফার রোযা হাজার রোযার সমান। (শুআবুল ঈমান, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৫৭, হাদীস-৩৭৬৪) কিন্তু হজ্জ সম্পন্নকারীর জন্য, যে আরাফাতে অবস্থান করছে, আরাফার দিন রোযা রাখা মাকরূহ। কারণ, হযরত সায়্যিদুনা খুযাইমা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ হযরত সায়্যিদুনা আবু হোরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণনা করেন, “হুযুর পুরনুর হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আরাফার দিন (৯ই যিলহজ্জ হাজীকে) আরাফাতে রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন।”

(সহীহ ইবনে খুযাইমা, খন্ড-৩য়, পৃ-২৯২, হাদীস নং-২১০১)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

‘আইয়ামে বীয’ এর রোযা

প্রত্যেক মাদানী মাসে (আরবী মাসে) কমপক্ষে তিনটি রোযা প্রত্যেক ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনের রাখা উচিত। এর অগণিত ইহ ও পরকালীন কল্যাণ রয়েছে। উত্তম হচ্ছে এ' যে, এই রোযাগুলো ‘আইয়্যামে বীয’ অর্থাৎ প্রত্যেক চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রাখা।

আইয়ামে বীযের রোযা সম্পর্কিত ৮টি বর্ণনা

১. উম্মূল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়িশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তাআলার প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم চারটা জিনিস ছাড়তেন না ঃ (১) আশুরা, (২) যিলহজ্জ্ব মাসের প্রথম দশদিন, (৩) প্রতি মাসে তিনদিনের রোযা এবং (৪) ফযরের ফরয নামাযের পূর্বে দু' রাকআত সুন্নত নামায”। (সুনানে নাসাঈ, খন্ড-৪র্থ, পৃ-২২০)

২. হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, “আল্লাহর হাবীব হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ‘আইয়ামে বীদ্ব’-এর রোযা সফর অবস্থায় হোক বা সফর ছাড়া হোক তা বাদ দিতেন না।” (সুনানে নাসাঈ শরীফ, খন্ড-৪র্থ, পৃ-১৯৮)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

তিন রোযার দিন

৩. উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আয়িশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا বর্ণনা করেন, হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এক মাসে শনি, রবি, সোমবার অন্য মাসে মঙ্গল বুধ ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন।"

(জামে তিরমিযী, খন্ড-২য়, পৃঃ-১৮৬, হাদীস নং-৭৪৬)

জাহান্নাম থেকে বাঁচার ঢাল

৪. হযরত সায়্যিদুনা ওসমান বিন আবু আস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন, আমি হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে বলতে শুনেছি, "যেমনিভাবে যুদ্ধে শত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য তোমাদের নিকট ঢাল থাকে তেমনিভাবে জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য রোযা হচ্ছে তোমাদের জন্য ঢাল। আর প্রতি মাসে ৩দিন রোযা রাখা উত্তম।" (ইবনে খুযাইমা, খন্ড-৩য়, পৃ-৩০১, হাদীস নং-২১২৫)

৫. "প্রত্যেক মাসে তিন দিনের রোযা এমন, সারা বছর বা গোটা যুগ (অর্থাৎ সর্বদা) এর রোযা।" (সহীহ বোখারী, ১ম-খন্ড, পৃঃ-৬৪৯, হাদীস নং-১৯৭৫)

৬. রমযানের রোযাগুলো এবং প্রতি মাসে তিন দিনের রোযা বুকের সমস্যা দূর করে দেয়। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, খন্ড-৯ম, পৃ-৩৬, হাদীস নং-২৩১৩২)

৭. যার দ্বারা সম্ভব হয় প্রত্যক মাসে তিন দিন রোযা পালন করবেন। কারণ, প্রতিটি রোযা দশটি গুনাহ নিশ্চিহ্ন করে দেয়। আর গুনাহ থেকে তেমনভাবে পবিত্র করে দেয়, যেমন পানি কাপড়কে পবিত্র করে। (তাবারানী ফিল মু'জামিল কবীর, খন্ড-২৫, পৃ-৩৫, হাদীস নং-৬০)

৮. যখন মাসে তিনটি রোযা রাখবে, তখন ১৩, ১৪ ১৫ তারিখে রাখবে।

(সুনানে নাসাঈ শরীফ, খন্ড-৪র্থ, পৃ-২২১)

আমার মৃত্যুর জন্য দু'আ করতেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আইয়ামে বীদ্ব এর রোযা, নেকী ও সুন্নতের মনমানসিকতা তৈরীর জন্য কুরআন ও সুন্নত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।”

সংগঠন দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশকে আপন করে নিন। শুধু দূর থেকে দেখে কথা বললে হবে না, সুন্নতের প্রশিক্ষণের মাদানী কাফিলা সমূহে আশিকানে রসূলদের সাথে সুন্নতে পরিপূর্ণ সফর করুন। রমযানুল মুবারকের সম্মিলিত ইতিকাফও করে নিন। اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ আপনার সেই রূহানী শান্তি অর্জিত হবে, যা দেখে আপনি আশ্চর্য হবেন। দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে এসে কেমন কেমন পথ ভ্রষ্ট ও বিকৃত মানুষ সঠিক পথে এসে যায় তার একটি ঘটনা শুনুন।

টুল তেহসীল বাবুল ইসলাম, সিন্ধ মাদানী এর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারাংশ হচ্ছে এই যে, “আমি শীর্ষ পর্যায়ের সন্ত্রাসী ও খারাপ লোক ছিলাম। মারামারি ও ঝগড়া ছিল আমার পছন্দনীয় কাজ। আমার অত্যাচারে সম্পূর্ণ মহল্লাবাসী অতিষ্ঠ ছিল। পরিবারের সকলেই এতই অসন্তুষ্ট ছিল যে, সবাই “আমি মৃত্যুর জন্য দু‘আ করতেন। সৌভাগ্যক্রমে কিছু ইসলামী ভাইয়ের ইনফিরাদী কৌশিশ এর মাধ্যমে আমাকে রমযানুল মুবারকের সম্মিলিত ইতিকাফের দা’ওয়াত দিলেন। আমি ভদ্রতার খাতিরে হ্যাঁ, বলে দিলাম। এর প্রতি কোন আকর্ষণ বা মন মানসিকতা ছিল না। শুধুমাত্র সময় অতিবাহিত করার জন্য ১৪২০ হিজরীর (১৯৯৯ ইং) রমযানুল মুবারকে আমি আত্তারাবাদের মেমন মসজিদে আশিকানে রসূলদের সাথে ইতিকাফকারী হয়ে গেলাম। ই’তিকাফের সময়ে ওযু, গোসল, নামাযের পদ্ধতির সাথে সাথে আল্লাহ তাআলার হক, বান্দার হক, মুসমানের সম্মান সম্পর্কে বিভিন্ন বিধি বিধান শিখতে পারলাম। সুন্নতে ভরপুর বয়ান সমূহ ও হৃদয় বিগলিত দু‘আ আমাকে জাগিয়ে তুলল।

শত লজ্জায় আমি অতীত পাপ থেকে তওবা করলাম। নেক কাজ করার ইচ্ছা অন্তরে জেগে উঠল। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমি নবীপ্রেমের প্রতীক দাড়ি রেখে দিলাম। মাথায় সবুজ পাগড়ী সাজিয়ে নিলাম। সন্ত্রাসী ও মারামারির স্থলে নেকীর দা’ওয়াত দেয়ার জন্য দিওয়ানা হয়ে গেলাম।

آؤ اگر گناہوں سے توبہ کرو　　　مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف
رحمتِ حق سے دام تم آکر بھرو　　　مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

আ-ও আ-কর গুনাহো ছে তওবা করো,
মাদানী মাহুল মে করলো তুম ই'তিকাফ
রহমতে হক ছে দামন তুম আ-কর ভরো,
মাদানী মাহুল মে করলো তুম ই'তিকাফ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالىٰ علىٰ محمَّد

সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোযা সম্পকির্ত ৫টি বরকতময় হাদীস

১. হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তাআলার রসূল হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, "সোমবার ও বৃহস্পতিবার আমল সমূহ পেশ করা হয়, তাই আমি পছন্দ করি যে আমার আমলগুলো তখনই পেশ করা হোক, যখন আমি রোযাদার অবস্থায় থাকি।"

(সুনানে তিরমিযী, খন্ড-২য়, পৃ-৭৪৭)

২. আল্লাহ তাআলার প্রিয় মাহবুব হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পবিত্র সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন। এ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তদুত্তরে, হুযুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন, "ঐ উভয় দিনে আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি মুসলমানের মাগফিরাত করেন; কিন্তু ওই দু' ব্যক্তি ব্যতিত যারা পরস্পর সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। তাদের সম্পর্কে ফিরিশতাদেরকে বলেন, তাদেরকে ছেড়ে দাও-যে পর্যন্ত তারা পরস্পর মীমাংশা না করে।"

(সুনানে ইবনে মাজাহ, খন্ড-২য়, পৃ-৩৪৪, হাদীস নং-১৭৪০)

৩. উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়িশা সিদ্দীকা رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا বলেন, "আমার মাথার মুকুট, মি'রাজের দুলহা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সোমবার ও বৃহস্পতিবার মনে করে রোযা রাখতেন।"

(তিরমিযী, খন্ড-২য়, পৃ-১৮৬, হাদীস নং-৭৪৫)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

৪. হযরত সায়্যিদুনা আবু কাতাদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন, "সরকারে নামদার, মদীনার তাজদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে সোমবার রোযা রাখার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে ইরশাদ করেন, "এদিনে আমার আবির্ভাব (বেলাদত শরীফ) হয়েছে, এদিনে আমার প্রতি (সর্বপ্রথম) ওহী নাযিল হয়েছে।"

(সহীহ মুসলিম শরীফ, পৃ-৫৯১, হাদীস নং-১১৬২)

সুন্নাতের প্রতি ভালবাসা

হযরত সায়্যিদুনা উসামা ইবনে যায়দ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর ক্রীতদাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, " হযরত সায়্যিদুনা উসামা ইবনে যায়দ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا সফররত অবস্থায় ও সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা বাদ দিতেন না। আমি তাঁর দরবারে আরয করলাম, "কি ব্যাপার, আপনি এ বৃদ্ধ অবস্থায়ও সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখছেন?" তিনি বললেন, "আল্লাহ তাআলার রসূল হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন। আমি আরয করলাম, হে আল্লাহ তাআলার রসূল صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! এর কারণ কি আপনি সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখছেন?" ইরশাদ করলেন, "মানুষের কৃতকর্মগুলো সোমবার ও বৃহস্পতিবার আল্লাহ তাআলার নিকট পেশ করা হয়।"

(শুআবুল ঈমান, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৯২, হাদীস নং-৩৮৫৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ বরকতময় হাদীসগুলো থেকে বুঝা গেলো যে, সোমবার ও বৃহস্পতিবার আল্লাহ তাআলার মহান দরবারে বান্দার আমল সমূহ পেশ করা হয় আর ঐ উভয় দিনে আল্লাহ তাআলা আপন দয়ায় মুসলমানদের ক্ষমা করে দেন। কিন্তু পরস্পরের মধ্যে কোন দুনিয়াবী কারণে সম্পর্ক ছিন্নকারীদের ক্ষমা করেন না। বাস্তবে এটা খুবই দুশ্চিন্তার কথা। বর্তমানে খুবই কম সংখ্যক মানুষ "কীনা" পরস্পরের মধ্যে (শত্রুতা পোষণ করা) থেকে পবিত্র। অন্তরের লুকানো শত্রুতাকে কীনা বলে।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

তাই আমাদের উচিত ভালো করে চিন্তাভাবনা করে যার যার অন্তরে "কীনা" স্থান পেয়েছে, তা অন্তর থেকে দুর করে দেয়া। বিশেষ করে যদি বংশীয়, গোত্রীয় ঝগড়া-বিবাদ থাকে নিজেই এগিয়ে গিয়ে সমাধানের পথ বের করা। নিষ্ঠার সাথে পূর্ণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যদি কেউ অকৃতকার্য হয়, তবে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী, اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে।

মোটকথা, যে কোন অবস্থাতেই পবিত্র সোমবার ও বৃহস্পতিবার আমাদের প্রিয় আকা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রোযা রাখতেন। পবিত্র সোমবার রোযা রাখার একটা কারণ নিজের বেলাদত শরীফ ও বলেছেন। আমাদের প্রিয় আকা যেনো প্রতি সোমবার শরীফ রোযা রেখে নিজের 'জন্মদিন' উদযাপন করতেন!

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالٰى علٰى محمّد

বুধবার ও বৃহস্পতিবার এর রোযার ৩টি ফযীলত

১. হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رضى الله تعالىٰ عنهما থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তাআলার প্রিয় রসূল, হযরত আমিনা رضى الله تعالىٰ عنها এর বাগানের সুবাসিত ফুল হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুসংবাদরূপী বাণী, "যে ব্যক্তি বুধবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখে, তার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তি লিখে দেয়া হয়। (আবু ইয়ালা, খন্ড-৫ম, পৃ-১১৫, হাদীস নং-৫৬২০)

২. হযরত সায়্যিদুনা মুসলিম ইবনে ওবায়দুল্লাহ কারাশী رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ তাঁর সম্মানিত পিতা رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি রসূলে পাক হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান দরবারে হয়তো নিজে আরয করেছেন, নতুবা অন্য কেউ আরয করতে শুনেছেন, "হে আল্লাহ তাআলার রসূল! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমি কি সব সময় রোযা রাখবো?"

হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! কোন জবাব দিলেন না। পুনরায় আরয করলেন। এবারও কোন জবাব দিলেন না। তৃতীয়বার আরয করল, তখন

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

ইরশাদ করলেন, "রোযা সম্পর্কে কে প্রশ্ন করেছে?" আরয করলেন, "আমি, হে আল্লাহ তাআলার নবী صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم!

তিনি صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার উত্তরে ইরশাদ করলেন, "নিশ্চয় তোমার উপর তোমার পরিবারের প্রতি কর্তব্য (হক) রয়েছে। তুমি রমযান ও এর পরবর্তী মাসে (শাওয়াল) এবং প্রত্যেক বুধ ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখো! যদি তুমি এভাবে রোযা রাখ, তাহলে তুমি যেনো সব সময় রোযা রেখেছো।"

(শুআবুল ঈমান, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৯৫, হাদীস নং-৩৮৬৮)

৩. যে ব্যক্তি রমযান, শাওয়াল, বুধ ও বৃহস্পতিবারের রোযা রাখে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (আস-সুনানুল কুবরা, নাসায়ী, খন্ড-২য়, পৃ-১৪৭, হাদীস নং-২৭৭৮)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বৃহস্পতিবার ও জুমাবারের রোযার ৩টি ফযীলত

১. হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, সুলতানে দু'জাহান রহমতে আলামিয়ান হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জান্নাতরূপী বাণী, "যে ব্যক্তি বুধ, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার রোযা পালন করে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে এমন একটি ঘর তৈরী করবেন, যার বাইরের অংশ ভিতর থেকে দেখা যাবে আর ভিতরের অংশ বাইরে থেকে দেখা যাবে। (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, খন্ড-৩য়, পৃ-৪৫২, হাদীস নং-৫২০৪)

২. হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তাআলা তার জন্য (অর্থাৎ ঃ বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার রোযা পালনকারীর জন্য) জান্নাতে মণি-মুক্তা, পদ্মরাগ ও পান্না দ্বারা মহল তৈরী করবেন। আর তার জন্য দোযখ থেকে মুক্তি লিখে দেয়া হবে।" (শুআবুল ঈমান, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৯৭, হাদীস নং-৩৮৭৩)

৩. হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, "যে ব্যক্তি এ তিন দিনের রোযা পালন করে, তারপর শুক্রবার দিনে সামর্থ অনুযায়ী সদকা করে, তাহলে সে যে গুনাহ করেছে, তা ক্ষমা করে দেয়া হয়। আর এমন

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

(পবিত্র) হয়ে যাবে, যেন ওই দিন সে মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছে। অর্থাৎ নিষ্পাপ হয়ে যাবে।" (তাবরানী কবীর, খণ্ড-১২, পৃ-২৬৬, হাদীস নং-১৩৩০৮)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

জুমার রোযা সম্পর্কিত ৫টি ফযীলত

১. তাজেদারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় বাণী, "যে ব্যক্তি শুক্রবার দিন রোযা রেখেছে, আল্লাহ তাআলা তাকে আখিরাতের দশ দিনের সমান সাওয়াব দান করবেন। আর সেগুলোর সংখ্যা দুনিয়ার দিনগুলোর মতো নয়। (শুআবুল ঈমান, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৯৩, হাদীস নং-৩৮৬২)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আখিরাতের একদিন দুনিয়ার এক হাজার বছরের সমান। অর্থাৎ জুমার দিনের রোযা পালনকারী দশ হাজার বছরের রোযার সাওয়াব পায়; কিন্তু শুক্রবারের একটি মাত্র রোযা রাখবেন না। এর সাথে বৃহস্পতিবার কিংবা শনিবারকে মিলিয়ে নেবেন। (শুধু জুমার দিনের রোযা পালন করার নিষেধ সম্বলিত হাদীস সামনে আসছে।)

২. হযরত সায়্যিদুনা আবু উমামাহ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, মদীনার তাজওয়ার হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী হচ্ছে, "যে ব্যক্তি জুমুআহ আদায় করলো (অর্থাৎ জুমুআর নামায সম্পন্ন করলো), এদিনের রোযা রাখলো, রোগীর দেখাশুনা করলো, জানাযার সাথে চললো এবং বিবাহের সাক্ষ্য দিলো, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।"

(তাবারানী কবীর, খন্ড-৮ম, পৃ-৯৭, হাদীস নং-৭৪৮৪)

৩. হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, যে রোযা অবস্থায় শুক্রবার দিনের ভোর করলো, রোগীর সেবা করলো, জানাযার সাথে চললো (জানাযা পড়লো) এবং সদকা করলো, সে নিজের জন্য জান্নাতকে ওয়াজীব করে নিল।

(শুআবুল ঈমান, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৯৪, হাদীস নং-৩৮৬৪)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

৪. হযরত সায়্যিদুনা জাবির ইবনে আবদুল্লাহ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তাআলার রসূল হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি জুমার দিন রোযা রেখেছে, রোগীর দেখাশুনা করেছে ও সেবা করেছে, মিসকীনকে আহার করিয়েছে এবং জানাযার সাথে চলেছে, তাকে চল্লিশ বছর পর্যন্ত গুনাহ স্পর্শ করবে না।" (শুআবুল ঈমান, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৯৪, হাদীস নং ৩৮৬৫)

৫. হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন, "মদীনার তাজেদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জুমার রোযা খুব কমই ছেড়ে দিতেন।" (শুআবুল ঈমান, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৯৪, হাদীস নং-৩৮৬৫)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেভাবে আশুরার রোযার পূর্বে কিংবা পরে আরো একটা রোযা রাখতে হয়, অনুরূপভাবে জুমাতেও রাখতে হয়। কেননা, বিশেষভাবে জুমার একটি মাত্র রোযা, কিংবা শুধু শনিবারের রোযা রাখা 'মাকরূহে তানযিহী'। অবশ্য, যদি কোন বিশেষ তারিখে জুমা কিংবা শনিবার এসে যায়, তাহলে মাকরূহ নয়। উদাহরণস্বরূপ ১৫ই শা'বানুল মুআয্যম, (শবে বরাত), ২৭শে রজবুল মুরাজ্জাব (শবে মেরাজ) ইত্যাদি।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالىٰ على محمَّد

রোযার নিষেধাজ্ঞার ৩টি বর্ণনা

১. হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মদীনা তাজেদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি, "তোমাদের মধ্যে কেউ যেনো কখনো শুধু জুমার রোযা না রাখে, বরং এর আগে কিংবা পরে একদিনের রোযা মিলিয়ে নেয়।"

(সহীহ বোখারী, খন্ড-১ম, পৃ-৬৫৩, হাদীস নং-১৯৮৫)

২. হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ নবী করীম রাঊফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হুযুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, "রাত গুলো থেকে জুমার রাতকে জাগ্রত থেকে ইবাদত করার জন্য

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “আমার উপর দুরূদে পাক অধিক হারে পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।”

নির্দিষ্ট করে নিওনা, আর দিনগুলোর মধ্যে শুধু জুমার দিনকে রোযার জন্য নির্দিষ্ট করে নিওনা। অবশ্য, যদি তোমরা (ওই দিনে) এমন রোযা পালনরত থাকো, যা তোমাদের পালনই করতে হবে, (তাহলে কোন ক্ষতি নেই।)

(সহীহ মুসলিম, পৃঃ-৫৭৬, হাদীস নং - ১১৪৪)

৩. হযরত সায়্যিদুনা আমের ইবনে লুদায়ন আশআরী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, আমি রসুলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি, “জুমার দিন তোমাদের জন্য ঈদ। শুধু এ দিনে রোযা রেখো না। বরং আগে কিংবা পরের দিন মিলিয়ে রোযা রাখবে।

(আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, খন্ড-২য়, পৃ-৮১, হাদীস নং-১১)

উপরোক্ত তিনটি হাদীস শরীফ থেকে জানা গেল যে, শুধু জুমার (একদিন) রোযা রাখা উচিত নয়। অবশ্য, যদি কোন বিশেষ কারণ হয় যেমন ২৭শে রজবুল মুরাজ্জাব (শবে মেরাজ শরীফ) জুমার দিনে হয়ে গেছে, তাহলে রোযা রাখলে ক্ষতি নেই।

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیب ! صَلَّی اللّٰہُ تعالٰی علٰی محمَّد

শনি ও রবিবারের রোযা

হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে সালমা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم শনি ও রবিবার রোযা রাখতেন। আর বলতেন, “এ দু’টি দিন (শনি ও রবিবার) মুশরিকদের ঈদের দিন। আর আমি চাচ্ছি তাদের বিরোধীতা করতে।” (ইবনে খুযাইমা, খণ্ড-৩য়, পৃ-৩১৮, হাদীস নং-২১৬৭)

শুধু শনিবার (একদিন) রোযা রাখা নিষেধ। যেমন হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে বুসর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আপন বোন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তাআলার রসুল হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, শুধুমাত্র শনিবারের রোযা, ফরয রোযা ব্যতীত রেখো না।”

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে অন্যায় করল।"

হযরত সায়্যিদুনা আবু ঈসা তিরমিযী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন, "এ হাদীস 'হাসান'। আর এখানে নিষেধ মানে 'কারো শনিবারের রোযাকে নির্দিষ্ট করে নেয়াই নিষিদ্ধ। কারণ ইহুদীরা ওই দিনের প্রতি সম্মান দেখায়।

(জামে তিরমিযী, খন্ড-২য়, পৃ-১৮৬, হাদীস নং-৭৪৪)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالٰى على محمَّد

নফল রোযার ১২টি মাদানী ফুল

১. মা-বাবা যদি সন্তানকে নফল রোযা রাখতে এজন্য নিষেধ করে যে, রোগাক্রান্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে, তবে মা-বাবার কথা মানবে।

(রদ্দুল মুহতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৪১৬)

২. স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রী নফল রোযা রাখতে পারবে না।

(দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৪১৫)

৩. নফল রোযা স্বেচ্ছায় শুরু করলে তা পরিপূর্ণ করা ওয়াজিব। যদি ভাঙ্গে তবে কাযা ওয়াজিব হবে। (দুররে মুখতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৪১১)

৪. নফল রোযা ইচ্ছাকৃত ভাঙ্গে নি, বরং অনিচ্ছা সত্ত্বে ভেঙ্গে গেছে; যেমন মহিলাদের রোযা পালনরত অবস্থায় 'হায়েয' (ঋতুস্রাব) এসে গেলে। তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে; কিন্তু কাযা ওয়াজিব। (দুররে মুহতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৪১২)

৫. নফল রোযা বিনা কারণে (ওযর ব্যতীত) ভাঙ্গা নাজায়িয। মেহমানের সাথে যদি মেযবান আহার না করে তবে মেহমান নারায হয়ে যায়, অথবা মেহমান যদি খানা না খায় তবে সুন্দর দেখায় না, তাহলে নফল রোযা ভাঙ্গার জন্য ওই অবস্থাগুলোকে ওযর হিসেবে গণ্য করা যাবে; তবে এ শর্তে যে, তার এ নিশ্চিত বিশ্বাস আছে, সে তা কাযা আদায় করে নেবে। এতে এ শর্তও আছে যে, তা 'দ্বাহওয়ায়ে কুবরা'- (দ্বীপ্রহর) এর পূর্বে ভাঙ্গতে পারবে; পরে ভাঙ্গা যাবে না।

(দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৪১৪)

৬. পিতামাতার অসন্তুষ্টির কারণে আসরের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত রোযা ভাঙ্গতে পারবে; আসরের পরে পারবে না। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৪১৩)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

৭. যদি কোন ইসলামী ভাই দা'ওয়াত করলো, তাহলে 'দ্বাহওয়ায়ে কুবরা' এর পূর্ব পর্যন্ত নফল রোযা ভাঙ্গতে পারবে; কিন্তু কাযা করা ওয়াজিব।

(দুররে মুখতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৪১৪)

৮. এভাবে নিয়্যত করেছে যে, 'কোথাও দা'ওয়াত হলে রোযা রাখবোনা, আর দা'ওয়াত না হলে রোযা।' এ ধরণের নিয়্যত শুদ্ধ নয়। এ অবস্থায় সে রোযাদার না। (আলমগীরী, খন্ড-১ম, পৃ-১৯৫)

৯. চাকর কিংবা মজদুর নফল রোযা রেখে যদি কাজ পুরোপুরি করতে না পারেন, তাহলে যে তাকে চাকুরী কিংবা মজদুর হিসেবে রেখেছে তার অনুমতি জরুরী। আর যদি কাজ পূর্ণভাবে করতে পারে, তবে অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন নেই। (দুররে মুখতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৪১৬)

১০. হযরত সায়্যিদুনা দাউদ عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام একদিন পর একদিন রোযা রাখতেন। এ ধরনের রোযা রাখাকে 'সাওমে দাউদী' বলে। আমাদের জন্যও এটা উত্তম। যেমন, রসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, "উত্তম রোযা হচ্ছে-আমার ভাই দাউদ عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর রোযা; তিনি একদিন রোযা রাখতেন, একদিন ছেড়ে দিতেন এবং শত্রুর মোকাবেলা থেকে পলায়ন করতেন না।" (জামে তিরমিযী, খন্ড-২য়, পৃ-১৯৭, হাদীস নং-৭৭০)

১১. হযরত সায়্যিদুনা সোলাইমান عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام মাসের শুরুতে তিনদিন, মধ্যভাগে তিনদিন, শেষভাগে তিনদিন রোযা রাখতেন। আর এভাবে মাসের শুরু, মধ্যবর্তী ও শেষ দিকের দিন গুলোতে রোযাদার থাকতেন।

(কানযুল উম্মাল, ৮ম- খন্ড, পৃঃ- ৩০৪, হাদীস নং - ২৪৬৭৪)

১২. গোটা বছর রোযা রাখা 'মাকরূহে তানযিহী'। (দুররে মুখতার, খন্ড-৩য়, পৃ-৩৩৭)

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! আমাদেরকে আমাদের জীবদ্দশায়, সুস্বাস্থ্য ও সময় সুযোগে অতিরিক্ত সুযোগ হিসেবে খুব বেশি পরিমাণ নফল রোযা রাখার সৌভাগ্য দান করুন! তা কবুল করে নিন! আর আমাদের এবং মাহবুব হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সমস্ত উম্মতের ক্ষমা করুন।

আমীন বিজাহিন্নাবিয়্যিল আমিন صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।”

জীবিকার একটি কারণ

নবীয়ে করিম হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র জীবদ্দশায় সেসময় দুইজন ভাই ছিল। যাদের মধ্যে একজন হুজুর পাক صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র খিদমতে (ইলমে দ্বীন শিখার জন্য) উপস্থিত থাকতেন। একদা কারীগর ভাই এসে মদীনার তাজেদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে নিজ ভাই এর ব্যাপারে অভিযোগ করল। (সে তার বোঝা আমার উপর তুলে দিয়েছে সেও যেন আমার কাজকর্মে সহযোগীতা করে)। তখন মদীনার সুলতান. হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন,

“ لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهٖ ” অর্থাৎ হয়ত তুমি তার বরকতে রিযিক পাচ্ছ।

(সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং -২৩৪৫, পৃঃ- ১৮৮৭, আশিয়াতুল লোমআত, খন্ড-৪র্থ, পৃ-২৬২)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

রোযাদারদের ১২টি ঘটনা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন ঃ

لَقَدْ كَانَ فِيْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ط

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ নিশ্চয় তাদের খবরগুলো (ঘটনাবলী) দ্বারা বিবেকবানদের চক্ষু খোলে।

(পারা-১৩, সূরা-ইউসুফ, আয়াত-১১১)

সারকারে দু'জাহান হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মাগফিরাতরূপী বাণী, "যে ব্যক্তি আমার প্রতি ভালবাসা ও ভক্তির কারণে আমার উপর প্রত্যেক দিন ও রাতে তিন বার করে দুরূদ শরীফ পাঠ করে, আল্লাহ তাআলার দয়ায় আবশ্যক, তার ওই দিন ও ওই রাতের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া।"

(আল মুজামূল কবীর, খণ্ড-১৮, পৃ-৩৬১, হাদীস নং-৯২৮)

১. গ্রীষ্মের রোযা

হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ একবার হজ্জের সফরে মক্কায়ে মুকাররমা ও মদীনায়ে মুনাওয়ারার মধ্যবর্তী এক জায়গায় যাত্রা বিরতি করলেন এবং দুপুরের খাবার তৈরী করালেন। তখন তার চৌকিদারকে বললেন, "কোন অতিথিকে নিয়ে এসো।" চৌকিদার তাঁবু থেকে বের হয়ে দেখতে পেলো এক গ্রাম্য লোক শুয়ে আছে। সে তাকে জাগালো আর বললো, "চলো, তোমাকে 'আমীরুল হুজ্জাজ' ডাকছেন।" গ্রাম্য লোকটি আসলে হাজ্জাজ বললেন, "আমার দা'ওয়াত কবুল করো এবং হাত ধুয়ে আমার সাথে খেতে বসো!" গ্রাম্য লোকটি বললো, "ক্ষমা করুন! আপনার দা'ওয়াত পাবার পূর্বে আপনার চেয়ে উত্তম এক দাতার দা'ওয়াত কবুল করে ফেলেছি।" হাজ্জাজ বললেন, "সেটা কার?" সে বললো, "আল্লাহ তা'আলার, যিনি আমাকে রোযা রাখার দা'ওয়াত দিয়েছেন।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

আর আমি রোযা রেখেছি।" হাজ্জাজ বললেন, "এতো তীব্র গরমে রোযা!" গ্রাম্য লোকটি বললো, "কিয়ামতের সর্বাপেক্ষা বেশি তাপ থেকে বাঁচার জন্যই।" হাজ্জাজ বললেন, "আজ খাবার খেয়ে নাও, আর এ রোযাটি কাল রেখে নিও।" গ্রাম্য লোকটি বললো, "আপনি কি আমাকে এর নিশ্চয়তা দিতে পারেন যে, আমি আগামীকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকবো?" হাজ্জাজ বললেন, "এটা তো সম্ভব নয়।" গ্রাম্য লোকটি বললো, "তাহলে আপনার প্রস্তাবও গ্রহণ করতে পারছি না।" এটা বলে চলে গেলে। (রওযুর রিয়াহীন, পৃ-২১২)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক, তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তাআলার নেক বান্দাদের মধ্যে দুনিয়াবী শাসকের ভয় বা আতংক স্থান পায় না। আর এ কথাও জানা গেল যে, যে ব্যক্তি এখানকার তাপ সহ্য করে, রোযা রাখে, সে কাল কিয়ামতের ভয়ানক তাপ থেকে নিরাপদ থাকবে।

২. শয়তানের অনুশোচনা

এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه মসজিদের দরজায় শয়তানকে অবাক ও দুঃখিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি ব্যাপার?" শয়তান বললো, "ভিতরে দেখুন! তিনি ভিতরের দিকে তাকালে দেখলেন, এক ব্যক্তি নামায পড়ছে, আর এক ব্যক্তি মসজিদের দরজার পাশে শুয়ে আছে। শয়তান বললো, "ওই যে লোকটা ভিতরে নামায পড়ছে তার মনে ধোকা দেয়ার জন্য আমি ভিতরে যেতে চাচ্ছি; কিন্তু যে লোকটা দরজার পাশে শুয়ে আছে, সে রোযাদার। এ শয়নকারী রোযাদার যখন নিঃশ্বাস ফেলে তখন তার ওই নিঃশ্বাস আগুনের লেলিহান শিখা হয়ে আমাকে ভিতরে যেতে দিচ্ছে না।"

(রওযুল ফায়েক মিশরী, পৃ-৩৯)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শয়তানের হামলা থেকে বাঁচার জন্য রোযা হচ্ছে একটি মজবুত ঢাল। রোযাদার যদিও ঘুমাচ্ছে, কিন্তু তার নিঃশ্বাস শয়তানের জন্য তীরের মত। জানা গেলো যে, রোযাদারকে শয়তান খুব ভয় করে। শয়তানকে যেহেতু রমযানুল মুবারকের মাসে বন্দী করা হয়, সেহেতু সে যেখানে ও যখনই রোযাদারকে দেখে, খুব পেরেশান হয়ে যায়।

৩. অনন্য কাফ্ফারা

একজন সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান দরবারে হাযির হয়ে আরয করলেন, "হে আল্লাহ তাআলার রসূল صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি রমযানের রোযা পালনকালে (স্বেচ্ছায়) আমার স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করেছি। আমিতো ধ্বংস হয়ে গেলাম। ইরশাদ করুন! এখন আমি কি করবো?" সারকারে নামদার হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন, "ক্রীতদাশ আযাদ করতে পারবে কি?" আরয করলো, "না, হে আল্লাহ তাআলার রসূল صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! ইরশাদ করলেন, "তুমি কি দুই মাস ধারাবাহিকভাবে (মাঝখানে না ছেড়ে) রোযা রাখতে পারবে?" আরয করলো, "না, হে আল্লাহর রসূল صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم " ইরশাদ করলেন, "ষাটজন মিসকীনকে খাবার খাওয়াতে পারবে তো?" আরয করলো, "হে আল্লাহ তাআলার রসূল صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এটাওতো পারবোনা।" এমন সময়, একজন লোক রসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে কিছু খেজুর হাদিয়া হিসেবে নিয়ে আসল। তখন হুযুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ওই সব খেজুরই ওই সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে দান করে দিলেন। আর বললেন, "এগুলো খয়রাত করে দাও! তোমার কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে।" তিনি বললেন, "ওহে আল্লাহর রসূল صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! মদীনায় আমার চেয়ে বেশি অভাবী আর কেউ নেই।"
তাঁর এ কথা হুযুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এভাবে হাসলেন যে, দান্দান মুবারক থেকে চমক বের হচ্ছিলো, রহমতের ফুল ঝরতে লাগলো।

আর মহান বাণীর শব্দগুলো এভাবে বিন্যস্থ হয়েছিলো। فَاَطْعِمْهُ اَهْلَكَ (অর্থাৎ ঃ যাও! তোমার পরিবারের লোকদেরকেই সেগুলো আহার করিয়ে দাও! তোমার কাফ্‌ফারা আদায় হয়ে যাবে।) (সহীহ বোখারী শরীফ, খন্ড-৪র্থ, পৃ-৩৪১, হাদীস নং-৬৮২২)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالٰى على محمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কোন সাহাবী رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে যদি মানুষ হিসেবে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পন্ন হয়ে যেতো, তবে সাথে সাথে সেটার প্রতিকার করে নিতেন । আর ক্ষমা করানোর জন্য রসূলে করিম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান দরবারে হাযির হয়ে যেতেন। কারণ, তাঁদের ঈমান ছিলো-আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি এ পবিত্র দরবার থেকেই হাসিল হতে পারে।

এ কথাও জানা গেলো যে, সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এ দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো যে, হুযুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মালিক ও ইখতিয়ারপ্রাপ্ত, শরীয়ত হচ্ছে, তাঁরই বাণীগুলোর নাম। এ কারণেইতো হুযুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞাসা করছিলেন, "তুমি কি ক্রীতদাস আযাদ করতে পারবে? ষাটদিন লাগাতার রোযা রাখতে পারবে? ষাটজন মিসকীনকে খাবার খাওয়াতে পারবে?' আর ওই সাহাবী رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলে যাচ্ছিলেন, 'না, হে আল্লাহ তাআলার রসুল صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ।'

তাঁর যেনো এ ঈমান ছিলো যে, হুযুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কাফ্‌ফারার এ তিনটি পদ্ধতি ছাড়াও ইচ্ছা করলে তাঁর জন্য কাফ্‌ফারার চতুর্থ কোন পদ্ধতিও ইরশাদ করতে পারেন । মদীনার তাজেদার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও নিজে মুখতার (মকবুল) হওয়ার উপর এ প্রমাণই নিশ্চিত করে দিলেন যে, হুযুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যেনো একথাই ইরশাদ ফরমালেন, "যাও! তোমার জন্য আমি

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

কাফ্‌ফারা এটাই সাব্যস্ত করলাম যে, তুমি কিছু দেয়ার পরিবর্তে নিয়েই যাও!" অতঃপর ওই সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আরয করলো, "মদীনায় আমার চেয়ে বড় অভাবী কেউ নেই।" তখন ইরশাদ ফরমালেন, "আচ্ছা যাও, তোমার পরিবারের সদস্যদেরকেই সেগুলো আহার করিয়ে দাও! তোমার কাফ্‌ফারা আদায় হয়ে যাবে।" যেখানে সমস্ত মুসলমানের জন্য জেনে বুঝে রমযানুল মুবারকের রোযা ভাঙ্গার কাফ্‌ফারা (যখন শর্তাবলী পাওয়া যায়) হচ্ছে, গোলাম আযাদ করা, তা সম্ভব না হলে লাগাতার ষাটটা রোযা পালন করা, আর এটাও সম্ভব না হলে ষাটজন মিসকীনকে আহার করানো;

সেখানে শুধু ওই সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর জন্য সারওয়ারে আলম হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কাফ্‌ফারা এটাই সাব্যস্ত করেছেন, "কিছু দেয়ার পরিবর্তে হুযুর হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মহান দরবার থেকে নিয়ে যাওয়া। আর কারো জন্য কিছু খরচ করার পরিবর্তে ওই সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তাঁর পরিবারের সদস্যদের জন্যই খরচ করে দেয়া।" এটাই হচ্ছে সরকারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর অসহায়ের আশ্রয়রূপী দরবার। কবি বলেন

یہ وُہی ہیں جو بَخش دیتے ہیں　　　کون ان جُرموں پر سزا نہ کرے

ইয়ে ওহী হে জু বখশ দেতে হে,
কওন ইন জুরমো পর ছযা না করে।

(হাদায়েকে বখশিশ শরীফ)

৪. সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর দান

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়িশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا অত্যন্ত দানশীলা ছিলেন। হযরত সায়্যিদুনা উরওয়াহ ইবনে যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন, আমি দেখেছি উম্মুল মু'মিনীন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا সত্তর হাজার দিরহাম আল্লাহ তাআলার রাস্তায় বণ্টন করে দিয়েছেন, অথচ তাঁর কামীজ মুবারকে তালি লাগানো ছিল। আর একবার হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তাঁর

দরবারে একলক্ষ দিরহাম পাঠিয়েছিলেন। তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ ওই সব দিরহাম একই দিনে আল্লাহ তাআলার রাস্তায় বণ্টন করে দিয়েছিলেন। আর ওই দিন তিনি নিজে রোযাদার ছিলেন। সন্ধ্যায় কাজের লোক আরয করলো, "কতোই ভালো হতো যদি একটা মাত্র দিরহাম রুটির জন্য রেখে দিতেন!" তিনি বললেন, "আমার মনে ছিলোনা, মনে থাকলে রেখে দিতাম।"

(মাদারিজুন্নবুওয়াত, খন্ড-২য়, পৃ-৪৭৩)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالٰى على محمّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উম্মূল মু'মিনীন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا আর্থিক সচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও আপন জীবন যাপনকে অত্যন্ত সাদাসিধে ও দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত হিসেবে অতিবাহিত করেছেন। আর যেই অর্থকড়িই হাতে এসেছে, তা আল্লাহ তাআলার পথে খরচ করে ফেলেছেন। এমনকি লক্ষ দিরহাম এসেছে, তাও তিনি দান করে দিয়েছেন, রোযার ইফতার করার জন্যও কোন ব্যবস্থা রাখেন নি।

পক্ষান্তরে, আমাদের অবস্থা দেখুন! যদি কখনো নফল রোযা রেখে ফেলি তখন আমাদের ইফতারের সময় সব ধরণের ফলমূল, কাবাব, চমুচা, ঠান্ডা ঠান্ডা শরবত, আরো জানিনা কি কি দরকার হয়? মোটকথা, যেকোন অবস্থাতেই আমাদেরকে উম্মূল মু'মিনীন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا এর অনুকরণ করতে হবে। ধন-সম্পদের প্রতি এতো বেশি ভালবাসা না রাখা চাই যেন আল্লাহ তাআলার পথে ব্যয় করতে মন ছোট হয়ে না যায়।

দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করার ও আখিরাতকে উত্তম করে তোলার জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকা খুবই উপকারী। যখন আপনার এলাকাতে দা'ওয়াতে ইসলামীর আশিকানে রসূলের মাদানী কাফিলার তশরীফ আনবেন তখন তাদের খিদমতে উপস্থিত হয়ে অবশ্যই ফয়েজ অর্জন

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

করুন যে, ভাল নিয়্যতের সাথে আল্লাহর রাস্তার মুসাফিরদের যিয়ারতের অসংখ্য সাওয়াব রয়েছে এবং তাদের সঙ্গের বিনিময়ে জান্নাত রয়েছে। আপনাদেরকে একজন বিকৃত যুবকের ঘটনা শুনাচ্ছি যা মাদানী কাফিলার আশিকানে রসূলের সাক্ষাতের জন্য গিয়ে তার জীবনে মাদানী পরিবর্তন সাধিত হল। যেমন

আশিকানে রসূলগণের সাক্ষাতের বরকত

পাঞ্জাব শহর কুচুব এর এক যুবক ইসলামী ভাই এর লিখা সামান্য পরিবর্তন করে পেশ করছি। আমি তখন মেট্রিক এর ছাত্র ছিলাম। খারাপ সঙ্গের কারণে গুনাহে ভরপুর জীবন অতিবাহিত করছিলাম। মেজাজ অত্যন্ত খিটখিটে ছিল। বেয়াদবির অবস্থা এই পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে, মাতাপিতা দূরে থাক, দাদা দাদীর সামনে পর্যন্ত বাড়াবাড়ি করতাম।

একদিন কুরআন ও সুন্নত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর একটি মাদানী কাফিলা আমাদের মহল্লার মসজিদে উপস্থিত হলো। আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা এটাই হলো যে, আমি আশিকানে রসূলদের সাথে সাক্ষাতের জন্য পৌঁছে গেলাম।

পাগড়ী পরিহিত একজন ইসলামী ভাই ইনফিরাদী কৌশিশ করে আমাকে দরসে অংশগ্রহণের দা'ওয়াত দিলেন। আমি তাদের সাথে বসে গেলাম। তারা দরসের পর আমাকে বললেন যে কয়েকদিন পরেই মদীনাতুল আউলিয়া মূলতান শরীফে দা'ওয়াতে ইসলামীর তিনদিনের আর্ন্তজাতিক সুন্নতে পরিপূর্ণ ইজতিমা অনুষ্ঠিত হবে। আপনিও অংশ নিবেন। তাদের দরস আমাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করল, তাই আমি অস্বীকার করতে পারিনি। এমনকি আমি (মূলতানে) ইজতিমায় উপস্থিত হলাম। সেখানকার আখিরী বয়ান "গান বাজনার ধ্বংসলীলা" শুনে থরথর করে কেঁপে উঠলাম। চোখ থেকে অশ্রু ঝড়তে লাগল। আমি গুনাহ থেকে তওবা করলাম। দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত দেখে পরিবারের সকলেই শান্তির নিঃশ্বাস নিল। দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের বরকতে

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

আমার মত বিকৃত, চরিত্রহীন যুবকের মধ্যে মাদানী পরিবর্তন হল। পরিবর্তনের কারণে প্রভাবিত হয়ে আমার বড় ভাইও দাড়ি রাখার সাথে সাথে পাগড়ী শরীফ মাথায় সাজিয়ে নিল।

আমার একটি মাত্র বোন ছিল। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ সেও মাদানী বোরকা পরিধান করে নিল। পরিবারের সকলেই সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়া, রযবীয়াতে অন্তভূর্ক্ত হয়ে সরকারে গাউসে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মুরীদও হয়ে গেলাম। আর আমার উপর আল্লাহ্ তাআলা এমন দয়া করল যে আমি কুরআন মজিদ হেফজ করার সৌভাগ্য অর্জন করলাম এবং দরসে নেজামী (আলিম কোর্সে) ভর্তি হয়ে গেলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজের একটি এলাকার যিম্মাদার হয়ে গেলাম। আমার নিয়্যত হচ্ছে যে ১৪২৭ হিজরীর শাবানুল মুআজ্জাম মাসে একাধারে ১২ মাসের জন্য মাদানী কাফিলাতে সফর করব।

دل پہ گر زنگ ہو' سارا گھر تنگ ہو'　　ہو گا سب کا بھلا' قافلے میں چلو
ایسا فیضان ہو' حفظ قراٰن ہو'　　کر کے ہمّت ذرا' قافلے میں چلو

দিল পে গর যনগ হো ছারা ঘর তনগ হো
হোগা ছবকা ভালা কাফেলে মে চলো।
এয়ছা ফয়যান হো হিফয কুরান হো
করকে হিম্মত যরা কাফেলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

৫. ঠান্ডা পানি

হযরত সায়্যিদুনা সারিউস সাকাতী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ রোযা রেখেছিলেন। পানি ঠান্ডা করার জন্য কলসী তাকের উপর রাখলেন। আসরের নামাযের পর মোরাকাবায় রত হলেন। বেহেশতী হুরেরা একের পর এক সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে আরম্ভ করলো। যে সামনে আসতো তাকে বলতেন, "তুই কার জন্য?" সে আল্লাহ্ তাআলার কোন বান্দার নাম উল্লেখ করতো। অন্য একজন আসলো।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার উপর দুরূদে পাক অধিক হারে পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।"

তাকেও একই কথা জিজ্ঞাসা করলেন। সে বললো, "আমি তারই জন্য, যে পানি ঠান্ডা করার জন্য রাখে না।" তিনি বললেন, "যদি তুই সত্য বলে থাকিস তাহলে এ কলসীটা ফেলে দে!" সে তা ফেলে দিলো। সেটার আওয়াজে চোখ খুলে গেলো। দেখলেন, ওই কলসীটা ভাঙ্গা অবস্থায় পড়ে আছে।

(আল-মলফুয, খন্ড-১ম, পৃ-১২৪)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। আমীন বিজাহিন্নাবিয়্যিল আমিন صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো যে, আখিরাতের স্থায়ী শান্তি ও নে'মত রাজি পাওয়ার জন্য আপন নফসকে আয়ত্বে রেখে দুনিয়ার আরাম-আয়েশকে ত্যাগ করতে হয়। মহামহিম আল্লাহ-ওয়ালাগণ নিজেদের নফসকে খুবই নিয়ন্ত্রণে রাখতেন।

এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ তীব্র গরমের মৌসুমে দুপুর বেলায় এক ব্যক্তিকে দেখলেন, বরফ নিয়ে যাচ্ছে। অন্তরে দুঃখ বোধ করে মনে মনে বললেন, "আহা! আমার নিকটও যদি পয়সা থাকতো তাহলে আমিও বরফ কিনে ঠান্ডা পানি পান করতাম!" তার পরক্ষণেই লজ্জিত হয়ে বললেন, "আমি কেন নফসের ধোকার শিকার হয়ে গেলাম?" তিনি শপথ করলেন যে, তিনি কখনো ঠান্ডা পানি পান করবেন না। তাই তীব্র গরমের মৌসুমেও পানিকে গরম করে পান করতেন।

نہنگ و اژدہا و شیرِ نر مارا تو کیا مارا   بڑے مُوذی کو مارا نفسِ امّارہ کو گر مارا

নিহাঙ্গ ও আঝদাহা ও শায়রে নর মারা তু কিয়া মারা,
বড়ে মুজিকো মারা নফসে আম্মারা কো গর মারা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

৬. হুযুর মুস্তফা ﷺ এর পুরস্কার

রমযানুল মুবারকের শুভাগমনের সাড়া পড়েছিলো। প্রসিদ্ধ আল্লাহর ওলী হযরত ওয়াকেদী رَحْمَةُ اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নিকট কিছুই ছিলো না। তিনি তাঁর এক

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।”

আলাভী অধিবাসী, বন্ধুর প্রতি এ চিঠি লিখলেন, “রমযান শরীফের মাস আসছে, আমার নিকট খরচের জন্য কোন কিছুই নেই। আমাকে ‘করযে হাসান’ হিসেবে এক হাজার দিরহাম পাঠিয়ে দাও! তাই ঐ আলাভী এক হাজার দিরহামের থলে পাঠিয়ে দিলেন।

কিছুক্ষণ পর হযরত ওয়াকেদী رَحْمَةُ اللّٰه تَعَالٰى عَلَيۡهِ এর এক বন্ধুর চিঠি হযরত ওয়াকেদীর নিকট এসে পৌঁছলো। তাতে এ মর্মে লিখা ছিল, “রমযান শরীফের মাসে খরচের জন্য আমার এক হাজার দিরহামের দরকার।” হযরত ওয়াকেদী رَحْمَةُ اللّٰه تَعَالٰى عَلَيۡهِ ওই থলে সেখানেই পাঠিয়ে দিলেন।

পরদিন ওই আলাভী বন্ধু, যাঁর নিকট থেকে হযরত ওয়াকেদী رَحْمَةُ اللّٰه تَعَالٰى عَلَيۡهِ কর্জ নিয়েছিলেন এবং ওই দ্বিতীয় বন্ধু, যিনি হযরত ওয়াকেদী থেকে কর্জ নিয়েছেন, উভয়ে হযরত ওয়াকেদী رَحْمَةُ اللّٰه تَعَالٰى عَلَيۡهِ এর ঘরে আসলেন। আলাভী বললেন, “রমযান মুবারকের মাস আসছে, আর আমার নিকট এ এক হাজার দিরহাম ব্যতীত অন্য কোন কিছু ছিলো না। কিন্তু যখন আপনার চিঠি আসলো, তখন আমি এক হাজার দিরহাম আপনার নিকট পাঠিয়ে দিলাম।

আর আমার প্রয়োজন মেটানোর জন্য আমার এ বন্ধুর নিকট চিঠি লিখলাম যেনো কর্জ হিসেবে আমার নিকট এক হাজার দিরহাম পাঠিয়ে দেয়। তিনিতো ওই থলে, যা আমি আপনাকে দিয়েছিলাম, আমার নিকট পাঠিয়ে দিলেন। সুতরাং বুঝা গেলো যে, আপনি আমার নিকট কর্জ চেয়েছেন, আমি আমার এ বন্ধুর নিকট কর্জ চাইলাম, তিনি আপনার নিকট চেয়েছেন। আর যে থলেটা আমি আপনার নিকট পাঠিয়েছিলাম, সেটা আপনি তার নিকট পাঠিয়ে দিয়েছেন। আর তিনি আমার নিকট পাঠিয়ে দিয়েছেন। তারপর ওই তিন হযরত একমত হয়ে এ এক হাজার দিরহামকে তিনভাগ করে পরস্পরের মধ্যে বণ্টন করে নিলেন।

ওই রাতে হযরত সায়্যিদুনা ওয়াকেদী رَحْمَةُ اللّٰه تَعَالٰى عَلَيۡهِ স্বপ্নে হুযুর রসূলে আকরাম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিদার লাভে ধন্য হলেন।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে অন্যায় করল।"

আর হুযুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন, "اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ আগামী কাল তোমরা অনেক কিছু পেয়ে যাবে।" পরদিন আমীর ইয়াহইয়া বরমকী সায়্যিদুনা ওয়াকেদী رَحْمَةُ اللّٰه تَعَالٰى عَلَيه কে ডেকে বললো, "আমি গতরাতে স্বপ্নে আপনাকে চিন্তিত দেখলাম। কারণ কি?" হযরত ওয়াকেদী رَحْمَةُ اللّٰه تَعَالٰى عَلَيه তাকে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। তখন ইয়াহইয়া বরমকী বললো, "আমি একথা বলতে পারি না যে, আপনারা তিনজনের মধ্যে কে বেশী দানশীল। আপনারা তিনজনই দানশীল ও আপনাদের সম্মান করা অপরিহার্য। তারপর সে ত্রিশ হাজার দিরহাম হযরত ওয়াকেদী رَحْمَةُ اللّٰه تَعَالٰى عَلَيه কে, আর বিশ হাজার দিরহাম করে অবশিষ্ট দুজনকে প্রদান করলো। হযরত ওয়াকেদী رَحْمَةُ اللّٰه تَعَالٰى عَلَيه কে ক্বাযী (বিচারপতি) হিসেবেও নিয়োগ দান করলো। (হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন, পৃ-৫৭৭)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সত্যিকারের মুসলমান দানশীল ও অন্যকে প্রাধান্য দিতে সচেষ্ট থাকেন। আর আপন ইসলামী ভাইয়ের কষ্ট দূর করার জন্য নিজের সমস্যাদির বিন্দু বরাবর পরোয়াও করেন না। একথাও জানা গেলো যে, দানশীলতা দ্বারা সব সময় উপকারই হয়ে থাকে। সম্পদ কমে না, বরং বৃদ্ধি পায়। একথাও বুঝা গেলো যে, আল্লাহ তাআলার মাহবুব, অদৃশ্যের সংবাদদাতা, নিষ্পাপ নবী হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উম্মতের অবস্থা সম্পর্কে অবগত আছেন। আর দাতাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকান। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলার রাস্তায় ত্যাগ স্বীকার করা ও অন্যকে প্রাধান্য দেয়ার বহু ফযীলত রয়েছে। যেমন হুযুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ক্ষমারূপী বাণী হচ্ছে, "যে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজনীয় সামগ্রী অপরকে দিয়ে দেয়, আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দেন।

(ইত্তিহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন, খন্ড-৯ম, পৃ-৭৭৯)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়ে নিজেদের মজলিশ সমূহকে সজ্জিত করো, যেহেতু তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ করাটা কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য নূর হবে।"

৭. রোযার খুশবু

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম কাতাদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর ইলমে হাদীসের ওস্তাদ হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে গালিব হাদ্দানী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে শহীদ করে দেয়া হয়। দাফনের পর তাঁর কৃবর শরীফের মাটি থেকে মুশকের খুশবু আসছিলো। কেউ স্বপ্নে দেখে বললো, "আল্লাহ আপনার সাথে কি আচরণ করেছেন?" বললো, খুব ভাল আচরণ করা হয়েছে "আপনাকে কোথায় নেয়া হলো?" বললেন, "জান্নাতে।" বললো, "কোন্ আমলের কারণে।" বললেন, "ঈমানে কামিল, তাহাজ্জুদ ও গরমের মৌসুমের রোযাগুলোর কারণে" তারপর বলা হলো, "আপনার কবর থেকে মুশকে আম্বরের খুশবু কেন প্রবাহিত হচ্ছে?" তখন জবাব দিলেন, "এটা আমার তিলাওয়াত ও রোযাগুলোর পিপাসার খুশবু।"

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, খন্ড-৬ষ্ঠ, পৃ-২৬৬, হাদীস নং-৮৫৫৩)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!   صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অনুরূপভাবে হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বোখারী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ এর কবরে আনওয়ারের মাটি থেকেও মুশকের খুশবু আসছিলো। বারবার কবরের উপর মাটি দেয়া হচ্ছিলো, কিন্তু লোকেরা তাবাররুক হিসেবে মাটি নিয়ে যেত। (মুকৃাদ্দমায়ে সহীহ বোখারী, খন্ড-১ম, পৃ-৩)

'দালাইলুল খায়রাত' প্রণেতা হযরত শায়খ মুহাম্মদ ইবনে সুলায়মান জাযুলী رَحْمَۃُ اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ এর নূরানী কবরেও আতরের খুশবু ছিলো এবং কস্তুরীর খুশবু ব্যাপকভাবে প্রবাহিত হচ্ছিলো। কারণ, তিনি তাঁর জীবনে বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়তেন। ইনতিকালের ৭৭ বছর পর কোন কারণে 'সুস' থেকে 'মরক্কোতে' (মারকুশ) -এ স্থানান্তরিত করার জন্য যখন কবর খোলা হলো,

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

তখন তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ শরীর মুবারক একেবারে সুঠাম ও অক্ষত ছিলো। এমনকি তাঁর কাফন পর্যন্ত পুরানো হয়নি। ওফাতের পূর্বে তিনি দাড়ি মুবারকের খত বানিয়েছিলেন। তাও তেমনি ছিলো, যেনো আজই বানিয়েছেন। একজন লোক পরীক্ষা করার জন্য তাঁর চেহারা মুবারকের উপর আঙ্গুল রেখে মৃদু চাপ দিলো। তখন ওই জায়গা থেকে রক্ত সরে গেলো। আর যেখানে চাপ দিয়েছিলেন সেখানে সাদা হয়ে গিয়েছিলো। অর্থাৎ জীবিত মানুষের মতো রক্তও সঞ্চারিত ছিলো। (মাতালিউল মাসাররাত, পৃ-৪)

৮. রমযান ও ঈদের ছয় রোযার বরকত

হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান সওরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, "একবার আমি তিন বছর যাবত মক্কায়ে মুকাররমায় অবস্থান করছিলাম। এক মক্কাবাসী প্রতিদিন দুপুরের সময় কাবা শরীফ তাওয়াফ করতো, দু' রাকআত নামায আদায় করতো। তারপর আমাকে সালাম করতো এবং নিজ ঘরে চলে যেতো। ওই নেক বান্দার সাথে আমার ভালবাসা হয়ে গেলো। সে খুব অসুস্থ হয়ে পড়লো। আমি তাকে দেখার জন্য গেলাম। তখন সে আমাকে ওসীয়ত করলো, "আমি যখন মরে যাবো, তখন আপনি নিজ হাতে আমাকে গোসল দেবেন এবং আমার জানাযার নামায পড়াবেন।

আমাকে একাকী ছেড়ে দেবেন না, বরং সারা রাত আমার কবরের পাশে থাকবেন, বরং মুনকার-নকীর আসলে আমার তালকীন করাবেন (তাদের প্রশ্নের জবাব বলে দেবেন)।" আমিও তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিলাম। সুতরাং তার ইনতিকালের পর আমি তার ওসীয়ত অনুযায়ী কাজ করলাম তার কবরের পাশে হাযির ছিলাম এমন সময় আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম। আমি অদৃশ্য থেকে আওয়াজ শুনলাম, "হে সুফিয়ান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ! তার জন্য তোমার তালকীন ও কাছে থাকার প্রয়োজন নেই। কারণ, আমি নিজেই তাকে ভরসা দিয়েছি ও তালকীন করেছি।"

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

আমি বললাম, "তাকে কোন আমলের কারণে এ মর্যাদা দেয়া হয়েছে?" আওয়াজ আসলো, "রমযানুল মুবারক এবং এর পর শাওয়ালে মুকাররমার ছয় রোযা রাখার বরকতে।"

হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান সওরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, "এই এক রাতে এই স্বপ্ন আমি তিনবার দেখেছি। আমি আল্লাহ তাআলার মহান দরবারে আরয করলাম, "হে আল্লাহ! আমাকেও তোমার দয়া ও বদান্যতায় ওই রোযাগুলো পালনের তওফীক দান করুন!" (কালয়ূবী, পৃ-১৪)

আমীন বিজাহিন্নাবিয়্যিল আমিন صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

৯. রমযানের চাঁদ

একবার রমযান শরীফের চাঁদ সম্পর্কে কিছু মতভেদ দেখা দিল। কেউ কেউ বলছিলো, "সন্ধ্যায় চাঁদ দেখা গেছে।" কেউ কেউ বলছিলো, "চাঁদ দেখা যায়নি।" হুযুর গাউসে আযমের সম্মানিতা আম্মাজান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا বললেন, "আমার এ সন্তান (অর্থাৎ গাউছে আজম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তার জন্মের সময় থেকে রমযান শরীফের দিনগুলোতে সারা দিন দুধ পান করেনি। যেহেতু আজও দুধ পান করেনি, সেহেতু খুব বেশি সম্ভব গত রাতে চাঁদ উদিত হয়েছে।" সুতরাং পরবর্তীতে অনুসন্ধান করে জানা গেলো যে, চাঁদ উদিত হয়েছিলো।

(বাহজাতুল আসরার, পৃ-১৭২)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

غوثِ اعظم متّقی ہر آن میں　　چھوڑا ماں کا دودھ بھی رَمضان میں

গউছে আজম মুত্তাকী হার আ-ন মে

ছোড়া মা-কা দুধভী রমযান মে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কলিজার ক্যান্সার ভাল হয়ে গেল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গাউছে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ভালবাসা ও আউলিয়ায়ে কিরামের প্রেম অন্তরে বৃদ্ধি করার জন্য কুরআন ও সুন্নত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন ও বেশি বেশি রহমত আর বরকত অর্জন করুন। আসুন আপনাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনার জন্য একটি ঈমান তাজাকারী সুগন্ধময় মাদানী বাহার আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি।

যেমন গুলিস্তানে মুস্তফার (বাবুল মদীনা করাচীর) এক ইসলামী ভাই এর বয়ানের সারমর্ম হচ্ছে, "আমি এমন এক ইসলামী ভাইকে কুরআন ও সুন্নত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মদীনাতুল আউলিয়া মূলতান শরীফে অনুষ্ঠিত তিন দিনের আন্তর্জাতিক সুন্নতে পরিপূর্ণ ইজতিমার দা'ওয়াত করেছি যার মেয়ের কলিজায় ক্যান্সার ছিল। সে তার মেয়ের রোগ মুক্তির মানসিকতা নিয়ে ইজতিমায় অংশগ্রহণ করলেন। তিনি বলেন, "আমি ইজতিমায় খুব দু'আ করলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ! ফেরার পর যখন নিজ মেয়ের চেকআপ করালাম তখন ডাক্তার হতবাক হয়ে গেলেন, কারণ তার কলিজার ক্যান্সার ভাল হয়ে গেছে। ডাক্তারদের পুরো টিম আশ্চর্য হল যে, শেষ পর্যন্ত ক্যান্সার কোথায় গেল! যখন অবস্থা এতই খারাপ ছিল যে, ইজতিমায় যাওয়ার পূর্বে ঐ মেয়ের কলিজা থেকে দৈনিক এক সিরিঞ্জ পুঁজ বের করে নেয়া হত।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।”

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ! এই ঘটনা বর্ণনার সময় সেই মেয়ে শুধু সুস্থ নয় বরং এখন তার বিয়েও হয়ে গেছে।

اگر دردِ سر ہو کہ یا کینسر ہو ' دلائے گا تم کو شفا مدنی ماحول
شفائیں ملیں گی ' بلائیں ٹلیں گی یقیناً ہے بَرَکت بھرا مدنی ماحول

আগর দরদে ছর হো, কে ইয়া ক্যান্সার হো,
দিলায়েগা তুম কো শিফা মাদানী মাহুল
শিফায়ে মিলেগী, বালায়ে টলেগী,
ইয়াকীনান হে বরকত ভরা মাদানী মাহুল

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالىٰ على محمّد

১০. আহলে বায়তের তিনটি রোযা

হযরত হাসান ও হযরত হোসাঈন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُمَا শৈশবে একবার অসুস্থ হয়ে যান। তখন হযরত মওলা আলী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ ও হযরত সায়্যিদাতুনা বিবি ফাতিমা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهَا আর ঘরের সেবিকা হযরত সায়্যিদাতুনা ফিদ্বাহ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهَا ওই শাহজাদাদ্বয়ের সুস্থতা লাভের জন্য তিনটি রোযার মান্নত করেন। আল্লাহ তা'আলা উভয় শাহযাদাকে সুস্থতা দান করেন। সুতরাং রোযা তিনটিও রাখা হলো। হযরত মওলা আলী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ তিন সা' যব আনলেন। (অর্থাৎ প্রতি সা' এর ওজন প্রায় চার কিলো ১০০ গ্রাম)। তিনদিনই তা রান্না করা হলো। যখনই ইফতারের সময় আসতো, তিনজন রোযাদারের সামনে রুটি রাখা হতো, তখনই প্রথম দিন মিসকীন, দ্বিতীয় দিন এতিম এবং তৃতীয় দিন কয়েদী দরজায় এসে হাযির হল এবং রুটি চাইল তখন তারা তিন দিনই রুটি গুলো ভিক্ষুকদেরকে দিয়ে দিলেন এবং শুধু পানি দিয়ে ইফতার করে পরবর্তী রোযা পালন করেন। (খাযাইনুল ইরফান, পৃ-৯২৬)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

بھوکے رہ کے خود اوروں کو کھلا دیتے تھے　　　کیسے صابر تھے محمّد کے گھرانے والے

ভূকে রোহ কে খূদ আ-ওরো কো খিলাদেতে থে,
কেইছে সাবির থে মুহাম্মদ কে ঘরানে ওয়ালে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলা আপন মাহবুব হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় কন্যার পরিবারের সদস্যদের এ ঈমান তাজাকারী ঘটনাকে এভাবে বর্ণনা করেছেন।

وَ يُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّ يَتِيْمًا وَّ اَسِيْرًا ﴿۸﴾ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُوْرًا ﴿۹﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ আহার করায় তার ভালবাসার উপর মিসকিন, এতীম ও বন্দীকে। তাদেরকে বলে আমরা একমাত্র আল্লাহরই (সন্তুষ্টির) জন্য তোমাদেরকে আহার্য প্রদান করছি। তোমাদের নিকট থেকে কোন বিনিময় কিংবা কৃতজ্ঞতা চাই না। (পারা-২৯, সূরা-দাহর, আয়াত-৮, ৯)

এ ঈমান সজীবকারী ঘটনায় পবিত্র আত্মা আহ্‌লে বয়াত عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর ত্যাগ ও অন্যকে নিজের উপর প্রাধান্য দেয়ার প্রেরণার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তিনদিন যাবত শুধু পানি পান করে রোযা রেখে নেয়া কোন মা'মূলী কথা নয়। আমরা যদি একটি রোযা রাখি তাহলে ইফতারে ঠান্ডা ঠান্ডা শরবত, কাবাব, সমুচা, মিষ্টি ফলমূল, গরম গরম বিরানী আরো জানিনা কি কি প্রয়োজন হয়। এমনি অর্থ সঙ্কটের সময় এতোই মহান ত্যাগ শুধু তাঁদেরই জন্য শোভা পায়। ত্যাগ এবং অন্যকে প্রাধান্য দেয়ার ফযীলত বা রোযাদারদের ১২টি ঘটনার ৬ নং ঘটনা গত হয়েছে,

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

পুনরায় পেশ করা হচ্ছে। তা হচ্ছে-সরকারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মাগফিরাতরূপী বাণী, "যে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজনীয় জিনিস অন্যকে দিয়ে দেয়, আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দেন।" (ইতিহাফুস সাদাতিল মুত্তাক্বীন, খন্ড-০৯, পৃ-৭৭৯)

পবিত্রাত্মা আহ্‌লে বায়ত عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর মহান শানে নাযিল হওয়া আয়াতে কারীমার ওই অংশের প্রতিও মনযোগ দিন, যাতে তাঁদের উক্তিকে উল্লেখ করা হয়েছে- "আমরা তোমাদেরকে বিশেষ করে আল্লাহ তাআলার জন্য খাবার দিচ্ছি, তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান বা কৃতজ্ঞতা চাই না।" এ উক্তিতে নিষ্ঠার এক সমুচ্চ পর্যায়ের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আহা! আমরাও যদি আমাদের প্রতিটি কাজ শুধু আল্লাহ তাআলার জন্যই করতে শিখতাম! কারো উপর ইহসান করে সেটার বদলা চাওয়া কিংবা তার দিক থেকে কৃতজ্ঞতার দাবী রাখা, এ সব আকাঙ্খা যদি শেষ হয়ে যেতো! উত্তম তো হচ্ছে এটাই যে, কারো উপর দয়া করে কিংবা ফকীরকে খাদ্য কিংবা খায়রাত দিয়ে এ কথাও বলা, 'দুআর সময় স্মরণ রাখবে', আবার এমনতো নয় যে, আমরা তাদের নিকট থেকে বদলা চেয়ে নিলাম! এখন সে দু'আ করুক আর না-ই করুক! আমাদের পক্ষে কবুল হোক কিংবা নাই হোক! সেটা আমাদের নসীব! আমাদের ভাগ্য!

مرا ہر عمل بس ترے واسطے ہو کر اِخلاص ایسا عطا یاالٰہی

মেরা হার আমল বাছ তেরি ওয়াসতে হো,
কর ইখলাস এসা আতা ইয়া ইলাহী।

১১. লাগাতার চল্লিশ বছর রোযা

হযরত সায়্যিদুনা দাউদ তাঈ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ লাগাতার ৪০ বছর যাবত রোযা পালন করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর নিষ্ঠার অবস্থা এ ছিলো যে, সে কথা নিজের পরিবার-পরিজনকেও জানতে দেননি। কাজে যাবার সময় দুপুরের খাবার সাথে নিয়ে যেতেন, আর পথে কাউকে দিয়ে দিতেন। মাগরিবের পর ঘরে এসে খানা খেয়ে নিতেন। (মা'দানে আখলাক, খন্ড-১ম, পৃ-১৮২)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

হযরত দাউদ তাঈ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর নফসকে দমন করার ঘটনাবলী

سُبۡحٰنَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ নিষ্ঠা হলে এমন হওয়া চাই! হযরত সায়্যিদুনা দাউদ তাঈ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ নিজের নফসকে কঠোরভাবে নিজের আয়ত্বে রেখেছিলেন। 'তাযকিরাতুল আউলিয়ার কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে,

একবার তিনি গরমের মৌসুমে রোদের মধ্যে বসে ইবাদতে মশগুল ছিলেন। তাঁর সম্মানিতা মা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہَا তাঁকে বললেন, "পুত্র, ছায়ার মধ্যে এসে গেলে ভালো হতো।" তিনি তদুত্তরে আরয করলেন, "আম্মাজান, আমার লজ্জাবোধ হচ্ছে, নিজের নফসের প্রবৃত্তি অনুসারে কাজ করতে।" একবার তাঁর পানির কলসি রোদের মধ্যে দেখে কেউ আরয করলো, "হে আমার সরদার! সেটা ছায়ায় রাখলে ভালো হতো!" তিনি বললেন, "আমি যখন রেখেছিলাম তখন এখানে ছায়া ছিলো; কিন্তু এখন রোদ থেকে তা উঠিয়ে নিতে আমার লজ্জাবোধ হচ্ছে-"আমি শুধু নিজের নফসের আরামের জন্য কলসি সরাতে গিয়ে সময় ব্যয় করবো! ততক্ষণ তো আল্লাহ তাআলার যিকর থেকে উদাসীন হয়ে যাব!"

একবার তিনি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ রোদে বসে কুরআন পাকের তিলাওয়াত করছিলেন। কেউ তাঁকে ছায়ায় আসতে অনুরোধ জানালে তিনি বললেন, "নফসের অনুসরণ করা আমার নিকট অপছন্দনীয়।" অর্থাৎ নফসও এ পরামর্শ দিচ্ছিলো যেন ছায়ায় এসে যাই; কিন্তু আমি সেটার অনুসরণ করতে পারি না। ওই রাতে তাঁর ওফাত শরীফ (ইন্তিকাল) হলো। তাঁর ইনতিকালের পর অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসলো, "দাউদ তাঈ সফলকাম হয়েছে। কেননা, তার মহান প্রতিপালক তার প্রতি সন্তুষ্ট।" (তাযকিরাতুল আউলিয়া, খন্ড-১ম, পৃ-২০১-২০২)

আল্লাহ তাআলার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

আপন নেকীগুলোর ঘোষণা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ১১ নং ঘটনা থেকে ওইসব লোকের শিক্ষা গ্রহণ করা চাই, যারা সময়ে অসময়ে শরীয়ত সম্মত প্রয়োজন ছাড়াই নিজের কৃত নেকীগুলোর ঘোষণা করে রিয়াকারীর ধ্বংসযজ্ঞে পতিত হয়। যেমন, কেউ বললো, "আমি প্রতি বছর রজব, শা'বান ও রমযানের রোযা রাখি।" অথচ মাহে রমযানুল মুবারকের রোযাতো ফরয। তবুও ওই রিয়াকার, যে দু'মাসের নফল রোযা রাখে, নিজের রিয়াকারীর ওজন বাড়ানোর জন্য বলে, "আমি প্রতি বছর তিন মাসের, অর্থাৎ ঃ রজব, শা'বান ও রমযানের রোযা রাখি।"

কেউ বলে, "আমি এতো বছর যাবত 'আইয়ামে বীদ্ব' (১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ) এর রোযা রেখে আসছি।" কেউ নিজের হজ্জের সংখ্যা, কেউ আবার ওমরার সংখ্যার ঘোষণা দেয়। কেউ বলে, "আমি প্রতিদিন এতো এতোবার দুরূদ শরীফ পড়ি, এতো দীর্ঘ সময় যাবত 'দালাইলুল খায়রাত শরীফ' ওযীফা হিসেবে পাঠ করে আসছি, এতোটুকু তিলাওয়াত করি, প্রতি মাসে অমুক মাদ্রাসায় এতো চাঁদা দেই।" মোটকথা, বিনা প্রয়োজনে, নিজের নফল ইবাদতসমূহ, তাহাজ্জুদ, নফলী রোযা এবং ইবাদতের খুব চর্চা করা হয়। আহা! ইখলাস বা নিষ্ঠার সাথে সম্পর্কও নেই। মনে রাখবেন, রিয়াকারীর শাস্তি সহ্য করা যাবে না।

তাজেদারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, "জুব্বুল হুয্‌ন" থেকে আল্লাহ তাআলার পানাহ চাও!" সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন, "জাব্বুল হুয্‌ন কী?" হুযুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন, "দোযখের একটা কুপ, যার কঠোরতা থেকে দোযখও প্রতিদিন চারশবার পানাহ চায়।" তাতে রিয়াকার (লোক দেখানো) কোরআন তিলাওয়াতকারীকে নিক্ষেপ করা হবে।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, খণ্ড-১ম, পৃ-১৬৭, হাদীস নং-২৫৬)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

হেফ্য করার খুশী উদ্‌যাপন

যদি আজকাল ছেলে বা মেয়ে পূর্ণ কুরআন করীম হিফয করে নেয়, তবে তার জন্য শানদার আয়োজন করা হয়ে থাকে, যাতে তাকে মালা পরানো হয়, ফুল ছিটানো হয়, উপহার-উপঢৌকন দেয়া হয়, প্রশংসাবাক্য দ্বারা খুব অভিনন্দিত করা হয়। পরিবারের লোকেরা মনে করে-তারা তাকে উৎসাহিত করছে। কিন্তু আমি ক্ষমা চেয়ে নিয়ে আরয করছি, "ছেলে খুব সাহসী ও উদ্যোগী ছিলো বলেই তো হেফ্য করেছে আর হাফেয হয়েছে। অবশ্য, হেফয শুরু করানোর সময় তাকে সাহস যোগানোর বাস্তবিকই প্রয়োজন ছিলো, যাতে কোন প্রকারে সে পড়া শেষ করে নেয়। মোটকথা, এসব অবস্থায়, হাফেয মাদানী মুন্না/মুন্নী (ছেলে/মেয়ের) হেফয উদযাপনের মধ্যে কি সে উৎসাহিত হচ্ছে, না নিজে নিজে ফুলে-ফেঁপে একাকার হয়ে এমনতো হচ্ছে না যে, আমাদের এ অনুষ্ঠান ইত্যাদির শুভ আয়োজন ওই বেচারা সাদাসিধে সরলমনা হাফিয মাদানী মুন্নার (ছেলের) রিয়াকারী প্রতিপালনের মাধ্যম হচ্ছে কিনা।

আমি ইখলাস অনেক খুঁজেছি

আমি এ ধরণের অনুষ্ঠানাদির মধ্যে ইখলাসকে খুব খুজ করেছি। কিন্তু পাইনি। ব্যস! শুধ লোক-দেখানোই নজরে পড়েছে। এমনকি কখনো কখনো, আল্লাহ তাআলার পানাহ্! ফটোও তোলা হয়। এভাবে বেশিরভাগ স্বল্পবয়স্ক মাদানী মুন্না-মুন্নীর 'রোযা খোলানো' (ইফতার করানোর) এর উৎসবের ফটো তোলানোর মত গুনাহের কাজ চালু হয়ে যায়।

অন্যথায়, সাদাসিধেভাবে ইফতারের আয়োজন করার প্রথা পালন করা যেতে পারে কিংবা হাফেয মাদানী মুন্নার দ্বীনি উন্নতির জন্য সবাইকে একত্রিত করার পরিবর্তে বুযুর্গ ব্যক্তির দরবারে পেশ করে সারা জীবন কুরআন পাক স্মরণ থাকার ও তদনুযায়ী আমল করার দু'আ নেয়া যেতে পারে। তাহলে, اَلْحَمْدُلِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ তাতে বরকত বেশি হবে।

(আল্লাহ তাআলা তাঁর রসূল صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ই ভাল জানেন।)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার উপর দুরূদে পাক অধিক হারে পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।"

ভালভাবে চিন্তা করুন

মোটকথা, ভালভাবে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত যে, আমরা যেই উৎসব পালন করছি তাতে আমাদের আখিরাতের উপকার কতটুকু হচ্ছে। যদি আপনার অন্তর সত্যই এ মর্মে শান্তনা দেয় যে, হিফযে কুরআনের খুশী উদযাপনের উদ্দেশ্য নিছক প্রদর্শনী নয়, আর একথাও দৃঢ় হয় যে, মাদানী মুন্নার মধ্যে রিয়াকারী সৃষ্টি হবার কোন আশঙ্কা নেই, অর্থাৎ আপনি তাকে ইখলাস (নিষ্ঠা) এর উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষা দিয়ে রেখেছেন, তাহলে অবশ্যই উৎসব করুন! আল্লাহ তাআলা কবুল করুন! '

হেফজ করা সহজ কিন্তু হাফিজ থাকা কঠিন

একথাও চিন্তা করার উপযোগী বরং অত্যন্ত দুশ্চিন্তারই কারণ যে, যেসব হাফেয ও হাফেযার শানদার উৎসব হয়ে থাকে, তাদের একটা বিশেষ সংখ্যা অদূর ভবিষ্যতে কুরআনে পাক ভুলে যায়। এমনই মনে হয় যে, কোন কোন বংশের এটা প্রথাই হয়ে গেছে যে, ছেলে বা মেয়েকে কুরআন করীম হেফয করিয়ে নেয়া হয়। এটা খুব ভাল কাজ। কিন্তু একথাও মনে রাখবেন যে, হেফয করা সহজ, কিন্তু সারা জীবন হেফজ রাখা কঠিন। সুতরাং যে-ই আপন সন্তানকে কুরআন হেফয করান, তাঁর খিদমতে আকুল আবেদন, যেন সারা জীবনই আপন হাফেয সন্তানদের প্রতি কড়া দৃষ্টি রাখেন যে সে বেশী না হলেও যেন প্রতিদিন কমপক্ষে একপারা কুরআন অবশ্যই পড়ে নেয়, যাতে ভুলে না যায়।

হুযুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় বাণী হচ্ছে- "কুরআন সর্বদা পড়তে থাক, সেই জাতে পাকের শত কসম! যার কব্জায় আমার জান, অবশ্যই কুরআন ঐ উট গুলোর চেয়েও বেশি পরিমাণে ছুটে যেতে চায় যেই উট রশিদ্বারা বাঁধা অবস্থায় থাকে। (সহীহ বোখারী, খন্ড-৩য়, পৃ-৪১২, পৃ-৫০৩৩)

অর্থাৎ যেমনি ভাবে বাঁধা উট রশি থেকে মুক্তি পেতে চায় ঠিক তেমনিভাবে যদি ওগুলোর ব্যাপারে যথাযত হিফাযত ও সতর্কতা অবলম্বন করা না

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।"

যায় তাহলে উহাও খুলে যাবে। কুরআনের অবস্থা এর চেয়েও বেশি। যদি তুমি তা নিয়মিত না পড়, মুখস্ত না কর তবে তা তোমার সিনা থেকে বের হয়ে যাবে। তাই তোমাদের উচিত সর্বদা তা স্মরণ রাখা ও মুখস্ত করতে থাকা। এই মহা মূল্যবান নে'মত হাত ছাড়া হতে দিওনা। (ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যাহ, খন্ড-২৩, পৃ-৭৪৫)

হিফজ ভুলে যাওয়ার শাস্তি

যেই সমস্ত হাফিযগণ রমযানুল মুবারকের আগমণের সামান্য আগে থেকে শুধুমাত্র মুসল্লীদেরকে শোনানোর জন্য মনজিল পাকা পোক্ত করে এছাড়া আল্লাহরই পানাহ্ সারা বছর অলসতার কারণে কিছু কিছু আয়াত ভুলে যায় এবং সেটা বারবার পাঠ করে, আল্লাহর ভয়ে সে যেন কেঁপে উঠে। এছাড়া যে ব্যক্তি একটি আয়াতও ভুলে গেল, সে যেন তা দ্বিতীয়বার মুখস্ত করে নেয় এবং ভুলে যাওয়ার যেই পাপ হয়েছে, তা থেকে একনিষ্ট তওবা করে নেয়।

"যে ব্যক্তি কুরআনের আয়াত মুখস্ত করার পর ভুলে যাবে সে কিয়ামতের দিন অন্ধ হয়ে উঠবে।"

(পারা : ১৬, সূরা- তোয়া-হা, আয়াত-১২৫,১২৬ হতে সংগৃহিত) (১৬-পারা, সুলা-তহা, আয়াত-১২৫ ও ১২৬)

তিনটি ফরমানে মুস্তফা ﷺ

(১) আমার উম্মতের সাওয়াব আমার সামনে পেশ করা হয় এমনকি আমি সেখানের সেই খড়কুটা পর্যন্ত দেখেছি যা মানুষ মসজিদ থেকে বের করে। আর আমার উম্মতের গুনাহ্ও আমার সামনে পেশ করা হয় এতে আমি এর চেয়ে বড় কোন গুনাহ্ দেখিনি যে, কোন লোক কুরআনের কোন একটি সুরা বা আয়াত মুখস্ত করল অতঃপর তা ভুলে গেল। (জামে তিরমিযী, খন্ড-৪র্থ, পৃ-৪২০, হাদীস নং-২৯২৫)

(২) যে ব্যক্তি কুরআন শিখে অতঃপর তা ভুলে যায় তবে সে কিয়ামতের দিনে আল্লাহ তাআলার সাথে কুষ্ঠ রোগী হিসেবে সাক্ষাৎ করবে।

(আবু দাউদ, খন্ড-২য়, পৃ-১০৭, হাদীস নং-১৪৭৪)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে অন্যায় করল।"

(৩) কিয়ামতের দিনে আমার উম্মতকে আল্লাহ তা'আলা যে গুনাহটির শাস্তি পরিপূর্ণভাবে দিবেন তা হচ্ছে এই যে, তাদের মধ্য কারো কুরআন পাকের কোন সুরা মুখস্ত ছিল অতঃপর সে তা ভুলে গেছে।

(কানযুল উম্মাল, খন্ড-১ম, পৃ-৩০৬, হাদীস নং-২৮৪৩)

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বাণী

আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নত, ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, এর চেয়ে বেশি মুর্খ কে যাকে আল্লাহ তা'আলা এমন সাহস দিয়েছেন এবং সে তা নিজ হাতে নির্মূল করে দিল! যদি সে এর (হেফজে কুরআন) সম্মান সম্পর্কে অবগত হত এবং যে সাওয়াব ও মর্যাদার অঙ্গিকার এর জন্য রয়েছে সে সম্পর্কে যদি জানত, তাহলে সে হেফজকে মন প্রাণের চাইতেও বেশি প্রিয় জানত।

তিনি আরো বলেন, "যতটুকু সম্ভব অপরকে কুরআন, পড়ানো, হেফজ করানো ও নিজেও মুখস্ত রাখার চেষ্টা করবেন যাতে সেই সাওয়াব যা সেটার ব্যাপারে অঙ্গীকার রয়েছে তা অর্জন হয় এবং কিয়ামত দিবসে অন্ধ ও কুষ্ট রোগী হিসেবে উঠা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়্যা, খন্ড-২৩, পৃ-৬৪৫, ৬৪৭)

নেকী প্রকাশ করার কখন অনুমতি রয়েছে?

নে'মতের চর্চার খাতিরে কখনো কখনো সৎ কর্ম করে তা প্রকাশ করার অনুমতি রয়েছে। অনুরূপভাবে, কোন পেশওয়া, তিনি নিজের আমলকে এজন্যই প্রকাশ করছেন যে, যেন তাঁর অধিনস্থ লোকেরা তাঁকে দেখে আমল করার উৎসাহ পায়। এটা রিয়াকারী নয়। তবে প্রত্যেককে নিজের আমল প্রকাশ করার সময় নিজের অন্তরের অবস্থা একশ' একবার যাচাই করে নেয়া চাই।

কেননা,শয়তান খুব বড় ধোঁকাবাজ। হতে পারে সে এভাবে উস্কানী দিয়েও তাঁকে রিয়াকারীতে লিপ্ত করে দেয়। যেমন, অন্তরে প্ররোচনা দিচ্ছে যে, লোকজনকে বলে দাও, "আমি তো শুধু নে'মতের চর্চার খাতিরে নিজের

আমলগুলো প্রকাশ করছি।” অথচ অন্তরে এ আত্মতৃপ্তিই লালিত হচ্ছে যে, এভাবে বললে মানুষের অন্তরে আমার সম্মান বেড়ে যাবে।” এটা নিশ্চিতভাবে রিয়াকারী। আর সাথে নে’মতের চর্চার কথা বলা রিয়াকারীর উপর রিয়াকারীই। এর সাথে, মিথ্যার মতো কবীরা গুনাহের ধ্বংসতো আছেই। বিস্তারিত জ্ঞানার্জনের জন্য সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গায্‌যালী رَحْمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ এর তাসাওফের কিতাব “ইহইয়াউল উলুম’ ও ‘কীমিয়ায়ে সাআদাত’ থেকে নিয়্যত, নিষ্ঠা ও রিয়াকারীর অধ্যায় গুলো পড়ুন! আহা! যদি শয়তান সেগুলো পড়া থেকে বঞ্চিত না করত! কেননা, এ অভিশপ্ত শয়তান কখনো এটা চাইবে না যে, মুসলমানের আমল নিষ্ঠাপূর্ণ হয়ে মকবুল হয়ে যাক!

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! আমাদেরকে নিষ্ঠার সাথে তোমার ইবাদত করার ও নফল রোযা বেশি পরিমাণে রাখার সৌভাগ্য দান করুন! আমাদেরকে শয়তানের ওই বাহানা-অজুহাত ও চক্রান্তগুলোর পরিচয় দান করুন, যেগুলো দ্বারা সে আমাদের আমলগুলো বরবাদ করে দেয়।

আমিন বিজাহিন্নাবিয়্যীল আমিন صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

ریاکاریوں سے بچا یاالٰہی — مجھے عبدِ مخلص بنا یاالٰہی

রিয়াকারীয়ো ছে বাচা ইয়া ইলাহী,
মুঝে আবদে মুখলিছ বানা ইয়া ইলাহী।

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیب ! صَلَّی اللّٰہُ تعالٰی علٰی محمَّد

১২. রোযাদারদের এলাকা

হযরত সায়্যিদুনা মালিক ইবনে দীনার رَحْمَۃُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ চল্লিশ বছরের মধ্যে কখনো খেজুর খাননি। চল্লিশ বছর পর যখন তাঁর মনে খেজুর খাওয়ার আকাংখা জন্মালো তখন নফসকে দমন করার জন্য তিনি পরপর আটদিন রোযা রাখলেন। তারপর খেজুর কিনে নিয়ে দিনের বেলায় বসরার একটি এলাকার মসজিদে প্রবেশ করলেন। তখন খাওয়ার জন্য তা বের করতেই একটা ছোট ছেলে

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

চিৎকার করে বলতে লাগলো, "আব্বাজান! মসজিদে ইহুদী এসেছে।" ইহুদীর নাম শুনতেই তার পিতা হাতে ডান্ডা নিয়ে দৌঁড়ে আসলো। কিন্তু আসতেই তাঁকে চিনে ফেললো। আর ক্ষমা চেয়ে আরয করলো, হুযুর! মূলতঃ কথা হচ্ছে-আমাদের এলাকার সমস্ত মুসলমানই (প্রায় সারা বছর) রোযা রাখে। এখানে ইহুদীগণ ছাড়া দিনের বেলায় আর কেউ খাবার খায় না। এ কারণে এ ছেলেটি আপনাকে ইহুদী মনে করেছে। অনুগ্রহ করে আপনি তার ভুলটুকু ক্ষমা করে দিন! তিনি খুব আবেগজড়িত কণ্ঠে বললেন, "ছোট ছেলেদের জিহ্বা (মুখ) অদৃশ্যের ভাষা প্রকাশের মাধ্যম হয়ে থাকে।" তারপর কসম করে বললেন, "আমি বাকী জীবনে খেজুর খাওয়ার নামও নিবো না।" (তাজকিরাতুল আউলিয়া, খন্ড-১ম, পৃ-৫২)

গোশতের খুশবু দিয়েই জীবনধারণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! আমাদের বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تعالٰى নিজেদের নফসকে কিভাবে মারতেন? সায়্যিদুনা মালিক ইবনে দীনার رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নফস দমনের কথা কি বলবো? তিনি বছরের পর বছর ধরে কোন সুস্বাদু খাবার খেতেন না। সাধারণতঃ দিনের বেলায় রোযা রাখতেন, আর শুকনো রুটি দিয়ে ইফতার করার তার পবিত্র নিয়ম ছিলো। একদিন নফসের ইচ্ছানুসারে গোশত কিনলেন এবং তা নিয়ে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে পাকানো গোশতের খুশবু নাক মুবারকে আসলো। আর বললেন, "হে নফস! গোশতের ঘ্রাণ পেলেও তো তৃপ্তি পাওয়া যায়। ব্যাস! এর চেয়ে বেশি তোমার অংশ নেই। এ কথা বলে তিনি ওই গোশত এক ফকীরকে দিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, "ওহে নফস! কোন শত্রুতার কারণে আমি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছি না। আমি তো শুধু এজন্য তোমাকে ধৈর্যে অভ্যস্থ করে তুলছি যেন আল্লাহ তাআলা র চিরস্থায়ী সম্পদ ভাগ্যে জুটে যায়। (তাযকিরাতুল আউলিয়া, খন্ড-১ম, পৃ-২৪)

উল্লেখিত ঘটনায় একথাও জানা গেল যে, পূর্ববর্তী মুসলমানগণ নফল রোযাকে খুব ভালবাসতেন। বসরা শরীফের পুরো একটি এলাকার প্রতিটি মুসলমান প্রতিদিন রোযা রাখতেন!

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

অবুঝ শিশুর পক্ষ থেকে নেকীর দা'ওয়াত

হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দীনার رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ এর বাণী যে, শিশুদের জবান (জিহ্বা) "গায়েবী জবান" হয়ে থাকে। এটি খুবই জ্ঞানসমৃদ্ধ, বিবেকসম্পন্ন, চিন্তামূলক বানী। বাস্তবেই বাচ্চাদের কথাবার্তা ও প্রতিটি কর্মকান্ডে অধিকাংশই মাদানী ফুল পাওয়া যায়। সংগত কারণে বর্ণনা করা ১২ নং ঘটনাটি সাগে মদীনা عُفِیَ عَنۡهُ (অর্থাৎ লিখক) বাবুল মদীনা করাচীতে এক ইসলামী ভাইয়ের ঘরে ৯ই শাওয়ালুল মুকাররম ১৪২২ হিজরী লিখার সুযোগ হয়। খাবার খাওয়ার সময় মেযবানের (তথা খানার আয়োজনকারীর) ছোট ছেলে ও ছোট মেয়েও খেতে বসল। তারা উভয়ে খাবার খাওয়ার মাঝখানে আমাকে লোভ, অতি আশা, অথবা ঝগড়া ঝাটি, মানহানি, অধৈর্য, চোগলী, হিংসা, আত্মসম্মানবোধ, রিয়াকারী, বিপদের অহেতুক আলোচনা ও অতিরিক্ত কথাবার্তা ইত্যাদি বিষয়ের উপর খুব শিক্ষা দেন!!

এখন আমি খুব চিন্তায় পড়ে গেলাম যে, এই সামান্য বয়সের বাচ্চারা কিভাবে এতগুলো বিষয়ের দরস দিতে পারে! ঐ দরসগুলোর মূল রহস্য এটাই ছিল যে, তারা এভাবে নড়াচড়া করছিল এবং শরীরে বিভিন্ন অঙ্গ পতঙ্গ নাড়ছিল যা থেকে একজন মাদানী যেহেন (মন-মানসিকতা) সম্পন্ন মানুষ অনেক কিছু শিখে নিতে পারে। যেমন : তারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাবার নিল। কিছু খেলো কিছু নিচে ফেলল আর কিছু বরতনে রেখে দিল।

তাদের এই আচরণ থেকে এই শিক্ষণীয় বিষয় পাওয়া যায় যে, নিজ বাসনে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাবার ঢেলে নেওয়াটা লোভ ও অতিআশারই আলামত। আর এটা অবুঝ শিশুদেরই কাজ। জ্ঞানবান লোকেরা এসব কাজ করতে পারে না। পতিত খাবার তা এইভেবে রেখে দেয় যে ফেলে দেয়া হবে, তাহলে এটা অপচয়। খেয়ে প্লেট চেটে খাওয়া সুন্নাত। অপরের কাজে জড়িত হওয়া ও সুন্নতের পরিপন্থী কাজ করা বিবেকবানের কাজ নয় বরং বিবেকহীনতারই লক্ষণ। কেননা বাচ্চারা অবুঝই হয়ে থাকে।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

ছেলে বাচ্চাটি বোতল নিয়ে নিজের জন্য পুরা ১ গ্লাস ঢেলে ভর্তি করে নিল এতে মেয়ে বাচ্চাটি খুবই ঝগড়া করল। শেষ পর্যন্ত বোতলটি তুলে প্রথমে আমার পাশে রাখল। কিন্তু এতেও যখন তার হৃদয়ে প্রশান্তি আসল না তখন সে বোতলটি সেখান থেকে তুলে নিয়ে কক্ষের বাইরে অন্য কোন স্থানে রেখে দিয়ে আসল। এই মীমাংসার মাধ্যমে ছেলেটি লোভের ও মেয়েটি হিংসার শিক্ষাই দিল। যেহেতু তারা উভয়ের মাঝে ঝগড়া লেগে গিয়েছিল। তাই একে অপরের "দোষ" বের করতে লাগল। আর এটাই বুঝাতে চাচ্ছিল যে, দেখুন! আমরা অবুঝ, তাই অতিরিক্ত কথাবার্তা, হিংসা, মানহানি অঝথা ঝগড়াঝাটি ও অধৈর্যের নমুনা দেখাচ্ছি আর একে অপরের দোষ বের করছি। যদি জ্ঞানীর বেশ ধারণকারী ব্যক্তি যদি এসব আচরণ করে বসে তাহলে সে বোকা নয় তো আর কি?

সত্যিই আমরা নিজ প্রশংসায় বিভোর হয়ে আছি। আমরা নিজ মুখে নিজের প্রশংসার বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছি, একে অপরের ছোট ছোট বিষয়গুলোকে দেখিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু তারাতো ছোট হওয়ার কারণে ছাড় পেয়ে যাবে। ঐ বিষয়গুলোর জন্য কিয়ামতের দিন তাদের কোন জবাব দিহিতা করতে হবে না, কেননা তারা এখনো নাবালিগ। আর যদি আপনারাও তাদের মত ভুল করে বসেন এবং মানহানি, রিয়াকারী, মিথ্যা ও হিংসা ইত্যাদি ইত্যাদি গুনাহ্ করে ফেলেন তাহলে হতে পারে কিয়ামতের দিন আপনাকে গুনাহে অভ্যস্ত ব্যক্তি হিসেবে জাহান্নামে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হবে।

(আর যদি এরকম হয়েই যায় তবে আপনার ঐ ধরনের অনুশোচনা হবে, দুনিয়ায় স্বয়ং অনুশোচনাও কখনো এ ধরনের অনুশোচনা দেখেনি)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বাস্তব কথা এটাই যে, ঐ সকল মাদানী মুন্না-মুন্নী আওয়াজবিহীন মুবাল্লিগদের আচরণগুলো থেকে আমি মাত্র দু'একটা বর্ণনা দিয়েছি, যদি বাচ্চাদের সারাদিনের প্রতিটি আচরণের হিসাব নেয়া হয় তবে এরকম মনে হবে যে, তাদের প্রতিটি আচরণ নড়াচড়া করা ও চুপচাপ থাকার মধ্যে আমাদের জন্য শিক্ষা অসংখ্য মাদানী ফুল রয়েছে।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

একবার ঈদে মিলাদুন্নবী صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মাহফিলের এক ইসলামী ভাই তার খুবই আদরের মাদানী মুন্নীকে নিয়ে আসল। সে তার মেহেদী রঞ্জিত হাত দেখিয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল। শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া কোন কিছুর মাধ্যমে অথবা মাধ্যম দ্বারা সৌন্দর্যকে প্রকাশ করাকে "হুব্বেযাহ" তথা বাহ্ বাহ্ প্রত্যাশরই নিদর্শণ। যা অবুঝদেরই কাজ। প্রকৃতপক্ষে বাচ্চারা নিজের মেহেদী রঞ্জিত হাত দেখিয়ে অথবা বাচ্চা নিজের নতুন কাপড় ইত্যাদির দিকে ইশারা করে বাহ্ বাহ্ ও সৌন্দর্যের প্রকাশটাই আশা করে। কিন্তু এতে প্রাসঙ্গিকভাবে বড়দের জন্য শিখার অনেক কিছু রয়েছে। আজকাল লোক সমাজে অধিকাংশই 'হুব্বে যাহ্' এর রোগে আক্রান্ত দেখা যাচ্ছে। নিজ সম্মান বাড়ানো, প্রসিদ্ধি বাড়ানো ও বাহ্ বাহ্ পাওয়ার রোগ সর্বত্রই বিরাজমান। এটার মাত্রা এমন পর্যন্ত পৌঁছে গেছে যে, মসজিদ, মাদ্‌রাসার নির্মাণ কাজে এবং অন্যান্য নেক কাজেও নিজ নামের প্রসিদ্ধি তালাশ করা হয়ে থাকে। এটা খুবই মারাত্মক ব্যাধি। কিন্তু এখন এদিকে লোকদের কোন খেয়াল নেই।

আল্লাহর মাহবুব হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী হচ্ছে, "দু'টি ক্ষুধার্ত নেকড়েকে ভেড়ার পালের মধ্যে ছেড়ে দিলে তারা এত টুকু ক্ষতিসাধন করবে না যতটুকু ধন সম্পদ ও মান সম্মানের লোভ মানুষের দ্বীনের ক্ষেত্রে ক্ষতি সাধন করে।" (জামে তিরমিযী শরীফ, খন্ড-৪র্থ, পৃ-১৬৬, হাদীস নং-২৩৮৩)

আমি জুমার নামায পড়া থেকে বঞ্চিত ছিলাম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজ মর্যাদা ও সম্পদের লোভ অন্তর থেকে ধুয়ে মুছে সাফ করার জন্য তবলীগে কুরআন ও সুন্নতের বিশ্বব্যাপি অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী মহলের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন এবং দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফিলায় সফর করাকে নিজের অভ্যাসে পরিনত করুন। দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী মহলের বাহারের কথা কি বলব!

যেমন গোজারা নাওয়ালা পাঞ্জাব এর স্থায়ী বাসিন্দা এক ইসলামী ভাই কিছুটা এরকম বর্ণনা দেন যে, আমি ফ্যাশন মগ্ন গুনাহে পরিপূর্ণ জীবন কাটাচ্ছিলাম।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

খুব খারাপ সঙ্গের কারনে আল্লাহ থেকে পানাহ! মদ পান করায় অভ্যস্ত হয়ে গেলাম। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌছে গেল যে, জুমার নামায পর্যন্ত পড়তাম না, আমি কুরআনে পাকের হাফিজ ছিলাম, কিন্তু কমবেশী ১২ বছর পর্যন্ত কুরআন শরীফ খুলেও দেখিনি, যার কারনে আমি কুরআন শরীফ প্রায় ভুলে গিয়েছিলাম। সর্বোপরি আমার জীবন খুব অলসতায় কাটছিল।

এ অবস্থায় আমার নসীব এভাবে জাগল যে, পাগড়ি পরিহিত ইসলামী ভাইয়ের সাথে আমার সাক্ষাত হল। তার সুন্দর চরিত্র এবং দয়াপূর্ণ কথাবার্তা আমাকে খুবই প্রভাবিত করল। তিনি আমাকে মদীনাতুল আউলিয়া মুলতান শরীফে অনুষ্ঠিত তাবলীগে কুরআন ও সুন্নতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর আন্তর্জাতিক ৩ দিনের সুন্নতে পরিপূর্ণ ইজতিমায় অংশ গ্রহন করার দাওয়াত দিল। আমি অপারগতা পেশ করে বললাম যে, আমি বেকার, আর সামাজিক অবস্থা এমন যে, যা আমাকে যাওয়ার অনুমতি দিচ্ছে না। তিনি খুবই বিনয় সহকারে আমাকে খুব আপন করে নিয়ে উৎসাহ জাগালেন এবং আমার যাওয়ার টিকেটের ব্যবস্থা করে দিলেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ! এভাবে আমার সুন্নতে পরিপূর্ণ ইজতিমায় অংশগ্রহনের সৌভাগ্য নসিব হল। সেখানকার মনোরম দৃশ্য এবং সুন্নতে পরিপূর্ণ বয়ান ও হৃদয় গলানো দোয়া اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমার জীবনকে একেবারে পাল্টে দিল। যখন আমি ইজতিমা থেকে বাড়ি আসলাম।

আমার অন্তরে মাদানী পরিবর্তন সাধিত হল। আশিকানে রাসূলদের সাথে মাদানী কফিলায় সফরের সৌভাগ্য হয় যা আমার বাহ্যিক অস্তিত্বকে সুন্নতের রঙ্গে সাজিয়ে দিল।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ! মাদানী মহলে সম্পৃক্ত হওয়ার বরকতে আমার ভুলে যাওয়া কুরআনে পাক মুখস্ত করার সৌভাগ্য হল এবং ৭ বছর পর্যন্ত ইমামতি করার সৌভাগ্য নসিব হল। এই বর্ণনা দেওয়ার সময় দা'ওয়াতে ইসলামীর সাংগঠনিক

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

নিয়মানুসারে আমি "পাঞ্জাব মক্কী" এর মজলিশের একজন জিম্মাদার হিসাবে খিদমত করার সৌভাগ্য অর্জন করছি।

گنہگارو آؤ' سیہ کار و آؤ گناہوں کو دیگا چھڑا مدنی ماحول
پلا کر مئے عشق دیگا بنا یہ تمہیں عاشقِ مصطفٰے مدنی ماحول

গুনাহগারো আও, সিয়াকারো আ-ও,
গুনাহো কো দেগা ছুড়া মাদানী মাহোল
পিলাকার মু-য়ে ইশক দেগা বানায়ে
তুমহে আশিকে মুস্তফা মাদানী মাহোল

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالىٰ على محمّد

ইয়া রাব্বে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদেরকে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী মহলে স্থায়িত্ব দান করুন। ইয়া আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মাদানী কাফিলায় সফর করার উৎসাহ দান করুন। ইয়া ইলাহী তাআলা আমাদেরকে ইখলাসের অমূল্য দৌলত দ্বারা ধন্য করুন, আত্মসম্মান ও সম্পদের লোভ করা এবং রিয়াকারীর ধ্বংস থেকে আমাদেরকে হিফাজত করুন। আমাদেরকে ফরয রোজার সাথে সাথে খুব বেশী নফল রোজা রাখার সৌভাগ্য দান করুন। এবং তা কবুল করুন। ইয়া আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এবং সকল উম্মতে মাহবুব صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ক্ষমা করে দিন।

আমীন বিজাহিন্নাবিয়্যিল আমিন صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

ইতিকাফকারীদের ৪১টি মাদানী বাহার

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন শহরে কুরআন সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর ব্যবস্থাপনায় ইজতিমায়ী (সম্মিলিত) ইতিকাফে আগত ইতিকাফকারীদের মধ্যে প্রতি বছর এই সমাজের অসংখ্য পথভ্রষ্ট মানুষ গুনাহ্ থেকে তওবা করে মাদানী জযবা এই শ্লোগাণ **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** اِنْ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ তারা এই জযবা নিয়ে উঠতে বসতে সর্বদা নিজেকে ও অন্যদের সংশোধনের জন্য মশগুল হয়ে যায়। ঐ সমস্ত তওবাকারীদের মাদানী জযবা সমূহ আপনাদের সামনে পেশ করছি। ইসলামী ভাইয়েরা এগুলো নিজেদের মত করে লিখেছেন। সাগে মদীনা عُفِیَ عَنْہُ (লেখক) প্রয়োজনীয় সংযোজন ও বিয়োজন করে পাঠকদের সমীপে পেশ করার চেষ্টা করেছেন।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

দুরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহর মাহবুব, হুযুর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুবাসিত বাণী হচ্ছে, "যে ব্যক্তি আমার উপর একশতবার দুরূদ শরীফ পাঠ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার উভয় চোখের মাঝখানে লিখে দিবেন, এই ব্যক্তি মুনাফিকী ও জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত। আর তাকে কিয়ামতের দিন শহীদগণের সাথে রাখা হবে।" (মাযমাউয যাওয়ায়েদ, খন্ড-১০ম, পৃষ্ঠা-২৫৩, হাদীস নং-১৭২৯৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالٰى على محمّد

(১) শিকারী নিজেই শিকার হয়ে গেল

আত্তারাবাদ বাবুল ইসলাম সিন্ধ এর এক ইসলামী ভাই এর বয়ানের সারমর্ম এই যে, আমি যে ঘরে জন্ম নিয়েছি, লালিত পালিত হয়েছি সে ঘর অজ্ঞতার ঘোরে আবদ্ধ ছিল। আল্লাহর পানাহ! সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان দেরকে খারাপ বলাটা সাওয়াবের কাজ মনে করা হত। আমিও এই ভ্রান্ততার মধ্যে ফেঁসে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমার ভাগ্যে অন্য কিছু মঞ্জুর ছিল।

তা ছিল এই; ২০০৫ সালের ১৪২৬ হিজরীর রমজানুল মোবারকের শেষ ১০ দিনে কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় (আত্তারাবাদে) খুব ধুম ধামের সাথে ইজতিমায়ী ই'তিকাফের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমাদের এলাকার কিছু ছেলেও ফয়যানে মদীনায় ই'তিকাফ করছিল। তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য আমি মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় গেলাম।

সেখানে সুন্নতের প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন হালকার ব্যবস্থা ছিল। ঘটনাক্রমে আমি তাতে বসে গেলাম। উদ্দেশ্য ছিল সুযোগ হলে নিন্দা শুরু করব।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

ইতিমধ্যে এক আশিকে রসূল আমাকে অত্যন্ত ভালবাসার মাধ্যমে হৃদয় আকষর্ণীয় পন্থায় হালকায় বসার জন্য অনুরোধ করেন এবং আমি মুবাল্লিগের বয়ান অত্যন্ত আগ্রহ ও মনযোগ দিয়ে শুনতে লাগলাম। তাঁর বয়ানে আশ্চর্য রকমের আকর্ষন ছিল। যার ফলে আমি ধীরে ধীরে বয়ানের মাদানী ফুলের যাদুতে মুগ্ধ হতে শুরু করলাম। আশিকানে রসূলগণ আমাকে বাকী দিনগুলোর ইতিকাফে থাকার জন্য দা'ওয়াত দিলে আমি কবুল করলাম এবং ইতিকাফের ফয়েজ অর্জনের জন্য অন্ত র্ভূক্ত হয়ে গেলাম "নিজে নিজের শিকারে ধরা পড়ল" এর নিরিখে নিজেই শিকার হয়ে গেলাম।

আমার জন্য ইতিকাফে সবকিছুই নতুন ছিল। ইতিকাফের সময় আমার বুঝে আসল যে আমিতো ভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমি বাতিল আকিদা সমূহ থেকে তওবা করলাম। কালিমায়ে তৈয়্যবা পাঠ করলাম এবং দা'ওয়াতে ইসলামীর মাধ্যমে আকায়েদে আহ্‌লে সুন্নতের নৌকায় আরোহণ করে মদীনার পানে রওয়ানা হয়ে গেলাম। আমি মুখে মাদানী চিহ্ন তথা দাড়ি ও মাথায় সবুজ পাগড়ী দ্বারা সজ্জিত হলাম। ৬৩ দিনের মাদানী তারবীয়্যাতি কোর্স এ অংশ গ্রহণ করে দা'ওয়াতে ইসলামীর তানযীমি তারকীব মত হালকার যিম্মাদারীর স্তরে উপনীত হলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ! এখন নতুন আশায় নিজেকে সংশোধনের সাথে সাথে অন্য লোকদেরকেও সংশোধনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আল্লাহ তা'আলা আমাকে মাদানী পরিবেশে যেন স্থায়িত্ব দান করেন এবং ভ্রান্তপথের পথিকদের সঠিক ও সত্য পথ দেখান। আমীন বিজাহিন্নাবিয়্যীল আমীন

ختم ہو گی شرارت کی عادت چلو　　مَدَنی ماحول میں کر لو تم اِعتِکاف

دُور ہو گی گناہوں کی شامت چلو　　مَدَنی ماحول میں کر لو تم اِعتِکاف

খতম হোগী শারারত কি আদত চলো, মাদানী মাহুল মে করলো তুম ই'তিকাফ।

দুর হোগী গুনাহো কি শামেত চালো, মাদানী মাহুল মে করলো তুম ই'তিকাফ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب !　　صَلَّى اللّٰهُ تَعالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার উপর দুরূদে পাক অধিক হারে পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।"

(২) আমি কয়েকবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলাম

শুজাবাদ তেহসীল, জিলা মুলতান বর্তমান বাবুল মদীনা করাচীর এর এক ইসলামী ভাইয়ের বয়ানের সারাংশ এই যে, "আমি আল্লাহরই পানাহ মা-বাবার সাথে প্রতি প্রচন্ড বিয়াদবী করতাম। ক্রিকেট ও ব্যাডমিন্টন খেলায় দিন নষ্ট করতাম ও রাতে ভিডিও সেন্টারে যেতাম।

রমযান মাসে আমি মাতাপিতার সাথে অনেক ঝগড়া বিবাদ করলাম এমনকি ঘরে ভাংচুর করলাম। নিজের পাপ পঙ্কিলতায় ভরা জীবনের উপর নিজেই অসন্তুষ্ট ছিলাম। রাগের কারণে আল্লাহর পানাহ কয়েকবার আত্মহত্যার চেষ্টাও করলাম। কিন্তু اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এতে আমি ব্যর্থ হলাম। আল্লাহ তাআলার দয়া আর মেহেরবানীতে রমযানুল মোবারকের শেষ দশদিন আমি গুনাহগারের ইতিকাফ করার শখ হল। নিজ ঘরের পাশের মসজিদে ই'তিকাফ করার ইচ্ছা ছিল কিন্তু এমন সময় এক ইসলামী ভাই এর সাথে সাক্ষাৎ হল। তার ইনফিরাদী কৌশিশ এর ফলে কুরআন ও সুন্নত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় অনুষ্ঠিত ইজতিমায়ী ই'তিকাফে আশিকানে রসূলগণের সাথে ই'তিকাফকারী হয়ে গেলাম।

ইজতিমায়ী ই'তিকাফের বরকতের কথা কি বলব। আমি গুনাহগার ক্লিন-শেভ, পেন্ট শার্টে অভ্যস্থ ছিলাম। কিন্তু প্রশিক্ষণের হালকাগুলো, সুন্নতে ভরপুর বয়ান সমূহ ও আশিকানে রসূলগণের সঙ্গ আমাকে মাদানী রঙ্গে রাঙ্গিয়ে দিল। সাথে সাথে দাড়ি লম্বা করতে লাগলাম। সবুজ পাগড়ী শরীফ মাথায় সাজালাম এবং চাঁদ রাতে খুব কান্নাকাটি করে গুনাহ থেকে তওবা করে ঘরে না গিয়ে সুন্নতের প্রশিক্ষণে ৩ দিনের মাদানী কাফিলাতে আশিকানে রসূলের সাথে সফরে রওয়ানা হয়ে গেলাম। আমি ঈদের তিন দিন আল্লাহ তাআলার রাস্তায় আশিকানে রসূলগণের সাথে অতিবাহিত করলাম। আল্লাহর কসম! এটাই আমার জীবনের সর্বপ্রথম ঈদ যা খুব ভালভাবেই কেটেছে। ঘরে ফিরে আম্মাজানের পায়ে পড়ে গেলাম এবং এমনভাবে কান্নাকাটি করলাম যে আমার শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।"

আমি বেহুঁশ হয়ে গেলাম। প্রায় আধঘন্টা পর আমার যখন জ্ঞান ফিরে আসল তখন দেখলাম ঘরের সবাই আমার চারিদিকে ঘিরে আছে। তারা আশ্চর্য হয়ে একে অপরের দিকে দেখতে লাগল যে তার কি হয়ে গেল? اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ ঘরে সুন্দর মাদানী ব্যবস্থা হয়ে গেল। এই বর্ণনা দেয়ার সময় দাওয়াতে ইসলামীর তারকিব অনুযায়ী এলাকা মুশাওয়ারাতের দায়িত্বে আছি এবং আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় তরবিয়্যাতি কোর্সের সৌভাগ্য অর্জন করে আরো অতিরিক্ত ১২৬ দিনের ইমামত কোর্সে প্রশিক্ষণ নিচ্ছি। দা'ওয়াতে ইসলামীতে অটল থাকার জন্য দু'আ প্রার্থী।

بگڑے اَخلاق سارے سنور جائیں گے　　مَدَنی ماحول میں کرلو تم اِعتِکاف
بس مزہ کیا مزہ کومزے آئیں گے　　مَدَنی ماحول میں کرلو تم اِعتِکاف

বিগড়ে আখলাক ছারে সানুর যায়েঙ্গে,
মাদানী মাহোল মে করলো ই'তিকাফ
বছ মাজা কিয়া মাজাকো মাজে আয়েগে,
মাদানী মাহোল মে কারলো ই'তিকাফ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৩) আমি ঈদের নামায ছাড়া অন্য কোন নামায পড়তাম না

ময়ানুয়ালী কালুনী মাহুপীর রোড বাবুল মদীনা করাচীর এক ইসলামী ভাই এর বয়ানের সারাংশ হল। আমার মত গুনাহগার মানুষ খুবই কম আছে। আমার কয়েকজন গার্লফ্রেন্ড (বান্ধবী) ছিল। নষ্ট মনের অবস্থা ছিল এই যে, দৈনিক উলঙ্গ ফিল্ম দেখার বদভ্যাস ছিল। আপনারা বিশ্বাস করুন আর না করুন আমি ঈদের নামায ব্যতীত অন্য কোন নামায পড়তাম না। নামায কিভাবে পড়তে হয় তা আমি মোটেই জানতাম না।

ইতোমধ্যে আমার ভাগ্যকাশের তারকা চমকে উঠল এবং কুরআন ও সুন্নত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর আন্তর্জাতিক

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।"

মাদানী মার্কায ফয়যানে মদীনায় রমযানুল মুবারকের শেষ দশ দিনে ইজতিমায়ী ইতিকাফ করার সৌভাগ্য হল। ফয়যানে মদীনার মাদানী পরিবেশের কথা কি বলব! আমার চোখ খুলে গেল, অলসতার পর্দা উঠে গেল এবং আমার অন্তরে মাদানী পরিবর্তন সূচনা হল। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ! আমি নামায শিখে নিলাম এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে আদায় করতে আরম্ভ করলাম। আমি দু'টি মসজিদে ফয়যানে সুন্নতের দরস দিতে আরম্ভ করলাম।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ! ইসলামী ভাইগণ আমাকে একটি মসজিদের মুশাওয়ারাত নিগরান (যিম্মাদার) বানিয়ে দিলেন এবং নে'মতের শুকরিয়া ও সুসংবাদ প্রদানের উদ্দেশ্যে আরজ করছি যে, স্বপ্নযোগে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের বরকতে আমি গুনাহগারের প্রতি দয়ার উপর দয়া হল যে, হুযুর صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার নসীব হয়ে গেল।

جسے چاہا جلوہ دکھادیا' اُسے جامِ عشق پلادیا
جسے چاہا نیک بنادیا' یہ مرے حبیب کی بات ہے
جسے چاہا اپنا بنالیا جسے چاہا در پہ بلالیا
یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے

জিসে চাহা জালওয়া দিখা দিয়া, উছে জামে ইশক পিলা দিয়া,
জিসে চাহে নেক বানা দিয়া, ইয়ে মেরে হাবীব কি বাত হে।
জিসে চাহা আপনা বানা লিয়া, জিসে চাহা দারপে বুলা লিয়া,
ইয়ে বড়ে কারাম কে হে ফায়সালে, ইয়ে বাড়ে নাসিব কি বাত হে

صَلُّوا عَلَی الْحَبِيب ! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

(৪) ইতিকাফের বরকতে সম্পূর্ণ বংশ মুসলমান হয়ে গেল

এক ইসলামী ভাই এর বয়ানে সারমর্ম এই যে, গালিয়ান মহারাষ্ট্র ভারত এর মেমন মসজিদে কুরআন ও সুন্নত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে ১৪২৬ হিজরী মোতাবেক ২০০৫ সালের

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে অন্যায় করল।”

রমযানুল মুবারকে অনুষ্ঠিত ইজতিমায়ী ইতিকাফে একজন নওমুসলিমের (যিনি কয়েকদিন আগে দা'ওয়াতে ইসলামীর এক মুবাল্লিগের মাধ্যমে মুসলমান হয়েছিল) ইতিকাফ করার সৌভাগ্য হয়েছিল। সুন্নতে ভরপুর বয়ান সমূহ, বিভিন্ন ইজতিমার ক্যাসেট এবং সুন্নতে ভরপুর হালকা সমূহ তাকে মাদানী রঙ্গে রঙ্গিন করে দিল। ইতিকাফের বরকতে দ্বীনের তবলীগের মত মহান কাজের জযবা ও যোগ্যতা তার মধ্যে চলে আসল। যেহেতু তার পরিবারের বাকী সদস্যরা তখনো কুফরীর অন্ধকারে ছিল। তাই ইতিকাফ থেকে অবসর হয়েই তিনি তার পরিবারের সদস্যদেরকে (হিদায়াতের জন্য) প্রচেষ্টা শুরু করে দিলেন। দা'ওয়াতে ইসলামীর মুবাল্লিগীনদেরকে ঘরে নিয়ে তাদেরকে ইসলামের দা'ওয়াত দিলেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ তার মা-বাবা, দুই বোন ও এক ভাইয়ের পুরা পরিবার মুসলমান হয়ে সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়া রযবীয়্যাতে দাখিল হয়ে হুজুর গাউছে পাক رَحْمَةُاللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ এর মুরীদ হয়ে গেল।

ولولہ دیں کی تبلیغ کا پاؤ گے　　مَدَنی ماحول میں کر لو تم اِعتکاف

فضلِ ربّ سے زمانے پہ چھا جاؤ گے　　مَدَنی ماحول میں کر لو تم اِعتکاف

ওয়াল ওয়ালাদী কি তবলীগ কা পাওগে,

মাদানী মাহুল মে করলো তুম ই'তিকাফ

ফাযলে রবছে জমানে পে ছা যাওগে,

মাদানী মাহুল মে করলো তুম ই'তিকাফ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب !　　صَلَّى اللّٰهُ تعالىٰ علىٰ محمَّد

(৫) আমি একজন পাক্কা দুনিয়াদার ছিলাম

ছক্কর শহর বাবুল ইসলাম সিন্দ এর এক ইসলামী ভাই এর বর্ণনা কিছু এই রকম ছিল যে, আমি একজন পাক্কা দুনিয়াদার ছিলাম। সর্বদা দুনিয়াবী সম্পদ অর্জনের চিন্তায় ব্যস্ত থাকতাম। আমল থেকে অনেক দূরে ছিলাম এবং গুনাহের মধ্যে ডুবে ছিলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ! এমন সময় কোন একজন আশিকে

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়ে নিজেদের মজলিশ সমূহকে সজ্জিত করো, যেহেতু তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ করাটা কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য নূর হবে।"

রসূলের শুভদৃষ্টি আমার প্রতি পড়ল। তিনি রমযানুল মুবারকে বারবার আমার কাছে আসতেন। ইজতিমায়ী ইতিকাফের দা'ওয়াত দিতেন। কিন্তু আমি বিভিন্ন তালবাহানা করতাম। তিনিও অনেক নাছোড় বান্দা ছিলেন। মনে হয় সে যেন নিরাশ হতে জানত না। তিনি আমাকে এই অবস্থায় ছেড়ে দিতে অপছন্দ করল। তিনি আমাকে নেকীর দা'ওয়াত দিয়ে নিজে সাওয়াব অর্জন করতে লাগল। তার অনবরত ইনফিরাদী কৌশিশের কারণে আমার মত পাপী দুষ্ট খারাপ পরিপক্ক দুনিয়াদারের অন্তর পর্যন্ত গলে নরম হয়ে গেল। সম্ভবত ১৪১০ হিজরী মোতাবেক ১৯৯০ ইং সালের মাহে রমযানুল মোবারকের শেষ দশ দিন তার সাথে ইতিকাফকারী হয়ে গেলাম।

আমি দুনিয়াদার বুঝে গেলাম যে নবী প্রেমিকগণের জগত ভিন্ন। বাস্তবেই আশিকানে রসূলের সঙ্গ আমাকে মাদানী রঙ্গে রঙ্গিন করে দিল। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ! আমি নামাযী হয়ে গেলাম। দাড়ি রেখে দিলাম, পাগড়ী শরীফের তাজ মাথায় তুলে নিলাম। নে'মতের সুসংবাদ ও শুকরিয়া আদায়ের জন্য আরয করছি যে, সেখানে আমি এই মাসআলাটি শিখার সৌভাগ্য অর্জন করেছি যে কিবলামূখী হয়ে অথবা পিঠ দিয়ে প্রসাব পায়খানা করা হারাম, দূর্ভাগ্যক্রমে আমাদের ইতিকাফের মসজিদে প্রস্রাবখানার দিক ভুল ছিল। আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সাথে সাথে কারিগর ডেকে নিজ পকেট থেকে খরচ দিয়ে প্রস্রাবখানার দিক ঠিক করে দিলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ! ইতিকাফের পর থেকে এখনো পর্যন্ত অনেকবার আশিকানে রসূলদের সাথে সুন্নতের প্রশিক্ষণের মাদানী কাফিলা সমূহে সুন্নতে ভরপুর সফরের সৌভাগ্য নসীব হয়েছে।

حُبِّ دنیا سے دل پاک ہو جائیگا　　مَدَنی ماحول میں کرلو تم اِعتِکاف
جامِ عشقِ نبی ہاتھ میں آئیگا　　مَدَنی ماحول میں کرلو تم اِعتِکاف

হুব্বে দুনিয়া ছে দিল পাক হো যায়েগা, মাদানী মাহুল মে কারলো তুম ই'তিকাফ
জামে ইশকে নবী হাত মে আয়েগা, মাদানী মাহুল মে কারলো তুম ই'তিকাফ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب !　　صَلَّى اللّٰهُ تعالٰى على محمّد

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।”

(৬) আমাকেও আপনার মত গড়ে তুলুন

রাওয়াল পিন্ডি পাঞ্জাব এর এক ইসলামী ভাই এর বয়ানের সারমর্ম এই ছিল যে, সে সময় আমি দশম শ্রেণীর ছাত্র ছিলাম। নিজ মহল্লার বেলাল মসজিদে ১৪২১ হিজরী মোতাবেক ২০০০ সালের রমজানুল মুবারকের শেষ দশ দিনের ই’তিকাফ করল। সেখানে আমরা ১৪, ১৫ জন ই’তিকাফে ছিলাম। সম্ভবত ২৮ শে রমযানুল মুবারকের যোহরের নামাযের পর আমার বাল্যকালের এক সহপাঠি আমাদের কাছে আসল তার মাথায় সবুজ পাগড়ী সজ্জিত ছিল। সালাম দু’আর পর তিনি আমাদেরকে ইনফিরাদী কৌশিশ করতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, দয়া করে আপনাদের মধ্যে কেউ ঈদের নামাযের পদ্ধতিটা একটু শুনিয়ে দিন। আমরা সকলে একে অপরের মুখের দিকে তাকাতে লাগলাম। এতে সে বলল, আচ্ছা ঠিক আছে, জানাযার নামাযের নিয়মটা বলে দিন। আফসোস! আমাদের মধ্যে কেউ বলতে পারলাম না। অতপর তিনি আমাদের নামাযের অনুশীলন করালেন এতে আমাদের অনেক ভুল প্রকাশ পেল। এরপর অত্যন্ত সুন্দর ও মার্জিতভাবে আমাদের ঈদের ও জানাযার নামাযের পদ্ধতি শিক্ষা দিল। আমরা খুব সন্তুষ্ট হলাম। সত্য কথা বলতে গেলে আমাদের জন্য ইতিকাফের অর্জন ছিল এই যে, মুবাল্লিগে দা’ওয়াতে ইসলামীর বরকতে বিভিন্ন নামাযের গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা মাসায়িল আমরা শিখতে পারলাম। ঈদের নামাযের স্থান আমি মসজিদের ছাদে পেলাম। যখন ইমাম সাহেব ২য় তাকবীর বললেন, তখন আমি ছাড়া মনে হয় বাকী সকলেই রুকুতে চলে গেল। অথচ তা রুকু করার তাকবীর ছিল না বরং এতে হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে ঝুলিয়ে দিতে হয়।

এটা সত্য যে আমিও অন্য সাধারণ মানুষের সাথে রুকুতে চলে যেতাম কিন্তু দা’ওয়াতে ইসলামীর মুবাল্লিগের প্রতি আমি কুরবান যে তিনি আমাকে ইতিকাফে থাকাকালীন অবস্থায় ঈদের নামাযের পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছিল। এতে আমার হৃদয়ে দাগ কাটল এবং দা’ওয়াতে ইসলামীর গুরুত্ব আমার নিকট স্পষ্ট হয়ে গেল। আমি ঐ মুবাল্লিগকে ঈদের দিন দেখা করে আরয করলাম, আমাকেও

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

আপনার মত গড়ে তুলুন। তিনি অত্যন্ত ভালবাসার ও স্নেহের সাথে তার কাছে নিলেন। তার ইনফিরাদী কৌশিশে ধীরে ধীরে আমি اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে চলে আসলাম। যখন আমি এই ঘটনা বর্ণনা করছি তখন আমি দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজের সাংগঠনিক নিয়মানুসারে শো'বায়ে তালিম (ছাত্র বিভাগ) এর এলাকার যিম্মাদার।

ہاں جنازہ و عید اس کو سیکھیں مزید　　آئیں مسجد چلیں کیجئے اعتکاف
قلب میں انقلاب آئے گا آنجناب　　آپ ہمّت کریں کیجئے اعتکاف

হা জানাযা ও ঈদ ইসকো সিখে মাযিদ,
আয়ে মসজিদ চলে কিজিয়ে ইতিকাফ
কলব মে ইনকিলাব আয়েগা আ-জনাব,
আপ হিম্মত করে কিজিয়ে ই'তিকাফ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৭) আমার চোখে পানি এসে গেল

জিনাহাবাদ বাবুল মদীনা, করাচী এর এক ইসলামী ভাইয়ের বয়ানের সারকথা এই যে, আমার ২০০৪ সালে ১৪২৫ হিজরীর রমযানুল মুবারকের শেষ দশ দিনে কুরআন ও সুন্নত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামী আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় ইজতিমায়ী ইতিকাফের বরকত অর্জনের সৌভাগ্য হয়েছিল। আমার ভিতর অনেক ধরনের পাপ ছিল যেগুলো থেকে আমি তওবা করলাম এবং যথেষ্ট পরিমাণে পাপ কাজ কমে গেল। পূর্বে আমি সুন্নত তরীকায় খাবার পর্যন্ত খেতে জানতাম না, ইতিকাফের অন্যান্য সুন্নত ছাড়াও খাবারের সুন্নত সমূহও শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

বিশেষ করে একজন মুবাল্লিগকে সাদাসিদেভাবে সুন্নত মোতাবেক খাবার খেতে দেখে জানিনা কেন যেন আমার চোখে পানি এসে গেল। এটা প্রায় তিন

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।”

বছর আগের কথা কিন্তু এখনো পর্যন্ত اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমি সুন্নত মোতাবেক খাবার খেয়ে আসছি। আল্লাহ তাআলার দয়াতে আমি দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছি।

سُنّتیں کھانا کھانے کی تم جان لو — مَدَنی ماحول میں کر لو تم اِعتِکاف
مان لو بات اب تو مِری مان لو'' — مَدَنی ماحول میں کر لو تم اِعتِکاف

সুন্নাতে খানা খানে কি তুম জান লো,
মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ
মান লো বাত আব তো মেরী মান লো,
মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! — صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৮) আশিকানে রসূলের ভালবাসা ও দয়ায় আমার মান রক্ষা হল

ইন্দোর শহর এম পি ভারত এর এক ফ্যাশনেবল মডার্ন যুবক, বেহায়াপনা বন্ধুদের সঙ্গে থেকে গুনাহে ভরপুর জীবন যাপন করছিল। তার ভাষায়, ২০০৪ সাল মোতাবেক ১৪২৫ হিজরীর রমযানুল মুবারকের শেষ দশ দিনে আশিকানে রসূলের সাথে ইজতিমায়ী ইতিকাফে অংশগ্রহণ করলাম। আশিকানে রসূলের দয়া, ভালবাসা, স্নেহ আমার সম্মান রক্ষা হল, লজ্জা চলে এল। গুনাহ থেকে তওবা করার সৌভাগ্য হল। মুখে দাড়ি ও মাথায় সবুজ পাগড়ী শরীফের বাহার চমকাতে লাগল। সুন্নতের খিদমতে খুব আকর্ষণ ও আগ্রহ সৃষ্টি হল। এমনকি মুবাল্লিগ হয়ে গেলাম। এই বয়ান লিখার সময় এলাকার মুশাওয়ারার নিগরান হিসেবে সুন্নতের বরকত নিজে লাভ করছি এবং অপরকে দান করছি।

لینے خیرات تم رحمتوں کی چلو — مَدَنی ماحول میں کر لو تم اِعتِکاف
لوٹنے برکتیں سنّتوں کی چلو — مَدَنی ماحول میں کر لو تم اِعتِکاف

লেনে খয়রাত তুম রহমাতো কী চলো, মাদানী মাহুল মে করলো তুম ই’তিকাফ
লোটনে বরকতে সুন্নাতো কী চালো, মাদানী মাহুল মে করলো তুম ই’তিকাফ

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।"

(৯) কমিউনিষ্টদের (নাস্তিক) তওবা

সক্কর শহর বাবুল ইসলাম সিন্দ এর এক যিম্মাদার ইসলামী ভাই এর বয়ানের সারমর্ম এই যে, সক্কর শহরের নিকটবর্তী শহর হল আত্তারাবাদ। (জাকাবাদ) এতে কুরআন ও সুন্নত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজ পৌঁছেছিল। কিন্তু মাদানী কাজ খুবই কম হচ্ছিল। আত্তারাবাদের ইসলামী ভাইয়েরা সাংগঠনিক পরিচালনায় অত্যন্ত দূর্বল ছিল। সক্কর থেকে মুবাল্লিগ খুঁজতে ছিল। তারই ফলে ১৯৯১ সাল মোতাবেক ১৪১০ হিজরীতে আত্তারাবাদে অনেক ইনফিরাদী কৌশিশ করে আমি সেখানকার ইসলামী ভাইদেরকে ইজতিমায়ী ইতিকাফে সক্কর আসার জন্য দা'ওয়াত দিলাম। যার বরকতে আত্তারাবাদের অধিকাংশ ইসলামী ভাইয়েরা "মুনাওয়ারা মসজিদ ষ্টেশন রোড, সক্করে" ইতিকাফের সৌভাগ্য অর্জন করল। ইতিপূর্বে আত্তারাবাদের কোন ইসলামী ভাই ফয়যানে সুন্নতের দরস দেয় নি।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এই ইজতিমায়ী ইতিকাফে আশিকানে রসূলের সঙ্গের কারণে ১৭ জন ইসলামী ভাই মুয়াল্লিম ও মুবাল্লিগ হয়েছে। মুখমন্ডলকে দাড়ি ও মাথা সবুজ পাগড়ী দ্বারা সজ্জিত করেছে। দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজের যিম্মাদার হয়েছে। কয়েকজন কমিউনিষ্টও কোথা থেকে এসেছিল। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ তারা তাদের কুফুরী বিশ্বাস থেকে পাক্কা তওবা করে নিল। কালিমা শরীফ পড়ে মুসলমান হয়ে গেল এবং বাকী জীবন কুরআন ও সুন্নত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে অতিবাহিত করার নিয়্যত করল। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ সেই সময় ঐ শহরের ইসলামী ভাইয়েরা যারা ১৪১০ হিজরীর রমযানুল মোবারকের ইজতিমায়ী ইতিকাফের বরকতে ধন্য হয়ে গেল, তারা বে আমল থেকে তওবা করে এখন উত্তম মুবাল্লিগ হয়ে গেছে। এমনকি বড় বড় ইজতিমা সমূহে বরং আন্তর্জাতিক ইজতিমায় সুন্নতে ভরা বয়ান করে থাকেন এবং বিভিন্ন বিভাগীয় মজলিসের গুরুত্বপূর্ণ যিম্মাদার হয়ে নিজের ও সারা

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করছেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ও তাদেরকে দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে স্থায়িত্ব ও মজবুতী দান করুন। আমীন বিজাহিন্নাবিয়্যীল আমিন صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

پیارے اسلامی بھائی چلے آؤ تم مَدَنی ماحول میں کرلو تم اِعتِکاف

خالی دامن مُرادوں سے بھر جاؤ تم مَدَنی ماحول میں کرلو تم اِعتِکاف

পিয়ারে ইসলামী ভাই চলে আও তুম, মাদানী মাহুল মে কারলো তুম ই'তিকাফ

খালি দামান মুরাদোছে ভার যাও তুম, মাদানী মাহুল মে কারলো ই'তিকাফ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالىٰ على محمَّد

(১০) এখন গর্দান কাটবে কিন্তু

৬ নং কৌরঙ্গী বাবুল মদীনা করাচীর একজন ইসলামী ভাই এর বর্ণনার সারমর্ম এই যে, আমি ইনফিরাদী কৌশিশ করে আমার ২৬ বছরের ছোট ভাই যিনি বেনামাযী ও ক্লিন শেভকারী ছিল তাকে বিশ্বব্যাপী কুরআন ও সুন্নত প্রচারের অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় ২০০০ সাল মোতাবেক ১৪২১ হিজরী সনের রমযানুল মুবারকের ইজতিমায়ী ইতিকাফে আশিকানে রসূলদের সাথে বসিয়ে দিলাম। বেনামাযী ও সুন্নত থেকে বহু দূরে অবস্থানকারী আমার সেই ভাইয়ের উপর ইতিকাফে আশিকানে রসূলদের বরকতময় সঙ্গের প্রভাবে মাদানী রং ধারণ করল।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ সে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযী হয়ে গেল, দাড়ি রেখে দিল। এখন তার মাদানী যেহেন এমন ভাবে তৈরী হয়েছে যে, এখন সে প্রয়োজনে গর্দান কাটিয়ে দেবে তবুও দাড়ি কাটবেনা।

میٹھے آقا کی اُلفت کا جذبہ ملے مَدَنی ماحول میں کرلو تم اِعتِکاف

داڑھی رکھنے کی سنّت کا جذبہ ملے مَدَنی ماحول میں کرلو تم اِعتِکاف

মিঠে আকা কি উলফাত কা জযবা মিলে, মাদানী মাহুল মে করলো তুম ই'তিকাফ

দাড়ি রাখনে কি সুন্নাত কা যাজবা মিলে, মাদানী মাহুল মে করলো তুম ই'তিকাফ

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।”

(১১) মৃগী রোগী ভাল হয়ে গেল

এক ইসলামী ভাই এর কিছুটা বর্ণনা এমন ছিল যে, বোম্বের তাহছিনা কোরেলা ভারত এ বিশ্বব্যাপী কুরআন ও সুন্নত প্রচারের অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে ১৪২৬ হিজরীর রমযানুল মুবারকে অনুষ্ঠিত ইজতিমায়ী ই'তিকাফে এমন এক ইসলামী ভাই ই'তিকাফ করল, যার দুইদিন পরপর মৃগী তথা খিচুনী উঠত। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ ই'তিকাফকালে তার একবারও মৃগী উঠেনি বরং اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আজ পর্যন্ত তার মৃগী তথা খিচুনী রোগ উঠেনি। এতেকাফের বরকতে ভাল হয়ে গেছে।

ان شاء الله ہر کام ہو گا بھلا　　مَدَنی ماحول میں کرلو تم اِعتِکاف
دور ہو گی بَفضلِ خدا ہر بلا　　مَدَنی ماحول میں کرلو تم اِعتِکاف

ইনশা আল্লাহ হার কাম হোগা ভালা, মাদানী মাহুল মে করলো তুম ই'তিকাফ
দুরহোগী বাফজলে খুদা হার বালা, মাদানী মাহুল মে করলো তুম ই'তিকাফ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেনতো! আশিকানের রসূলগণের সাথে ই'তিকাফ করার বরকতে বিপদাপদ দূর হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ মৃগী রোগ ভাল হয়ে গেল, তার আর মৃগী রোগ উঠেনি নিঃসন্দেহে এটা তার উপর আল্লাহ তাআলার দয়া। আমাদের এই মাসআলা জেনে রাখতে হবে যে মৃগী রোগী ও যে সমস্ত রুগী রোগের কারণে বেহুশ হয়ে যায় তাদের মসজিদে ই'তিকাফ করা অনুচিত। কেননা যে কোন সময় সে বেহুশ হয়ে যেতে পারে। যেমন ধরুন, কেউ নামায পড়াবস্থায় বেহুশ হয়ে গেলে তা অপরের জন্য কঠিন পরীক্ষার কারণ হবে। বিশেষ করে জ্বিন, ভূত যাদের উপর প্রভাব ফেলেছে তাদেরও ইতিকাফে না বসানো উচিত যেহেতু তাদের সময় অসময়ে লাফালাফি ও শোর গোলের কারণে নামাযীদের কষ্ট হবে।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।”

(১২) আমি ক্লিন শেভকারী ছিলাম

নাছিরাবাদ বাবুল ইসলাম সিন্দ এর এক ইসলামী ভাই এর বয়ানের সারাংশ এই যে, আমি ক্লিন শেভ করতাম। জীবনের দিনগুলো অলসতায় কাটছিল। ইসলামী ভাইদের উৎসাহ দেয়া ও ইনফিরাদী কৌশিশ করার কারণে আমি ২০০৪ সাল মোতাবেক ১৪২৫ হিজরীর রমযানুল মুবারকে কুরআন ও সুন্নত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে আশিকে রসূলের সাথে ইজতিমায়ী ই'তিকাফে বসার সৌভাগ্য হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ ই'তিকাফ আমার অন্তরে দাগ কাটল। অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়ে অনেক কান্নাকাটি করলাম এবং আগামীতে গুনাহ থেকে বাঁচার দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করলাম। সবুজ পাগড়ীর তাজ মাথায় পরিধান করলাম। এই বর্ণনা দেওয়ার সময় اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ দা'ওয়াতে ইসলামীর বিভাগীয় ডিভিশন নাছিরাবাদের তাহছীল মুশাওয়ারাতের নিগরান হিসেবে খিদমত করছি।

سیکھنے کو ملیں گی تمہیں سنّتیں　　مَدَنی ماحول میں کر لو تم اِعتِکاف
لوٹ لو آکر اللہ کی رحمتیں　　مَدَنی ماحول میں کر لو تم اِعتِکاف

ছিখনে কো মিলে গি তুমহে সুন্নতে, মাদানী মাহুল মে করলো তুম ই'তিকাফ।
লুট লো আকার আল্লাহ কি রহমতে, মাদানী মাহুল মে করলো তুম ই'তিকাফ।

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب !　　صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

(১৩) আমার গুনগুনিয়ে সিনেমার গান করার অভ্যাস ছিল

ডর্গ রোড, বাবুল মদীনা করাচী এর এক ইসলামী ভাই এর লিখার সারাংশ এই রকম। কুরআন ও সুন্নত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় আশিকানে রসূলের সাথে রমযানুল মুবারকের শেষ দশদিন ইতিকাফ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। ইতিকাফের অনেক বরকত আমার অর্জন হয়েছে। মুলকথা রাস্তায় চলতে চলতে গান করার যে অভ্যাস ছিল তা চলে গেল এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ এর স্থলে

এখন নাত শরীফ পড়ার অভ্যাস হয়ে গেছে। সাথে সাথে মুখের কুফলে মদীনা লাগানোর (খারাপ ও বেহুদা কথা থেকে বাঁচার) প্রেরণা পেয়েছি। এখন অবস্থা এমন হয়েছে যে, যখনই মুখ থেকে কোন অনর্থক কথা বের হয়, সাথে সাথে কাফ্ফারা হিসেবে দুরূদ শরীফ পড়ি।

گیت گانے کی عادت نکل جائیگی   مَدَنی ماحول میں کرلو تم اِعتِکاف
بے جابک بک کی خصلت بھی ٹل جائیگی   مَدَنی ماحول میں کرلو تم اِعتِکاف

গীত গানে কি আদাত নিকাল যায়েগী,
মাদানী মাহুল মে করলো তুম ইতিকাফ।
বে-জা বক বক কি খাছলাত ভী টাল জায়েগী,
মাদানী মাহুল মে করলো তুম ইতিকাফ।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب !   صلَّى اللّٰهُ تعالىٰ على محمَّد

(১৪) মডার্ন যুবক উন্নতি করতে করতে............

বোঙ্গল বোম্মে ভারত এ কুরআন সুন্নত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে ১৯৯৮ সাল মোতাবেক ১৪১৯ হিজরীর রমযানুল মুবারকের শেষ দশদিনে অনুষ্ঠিত ইজতিমায়ী ইতিকাফে এক আধুনিক যুবক (যে ইলেক্ট্রিক ইঞ্জিনিয়ার) অংশগ্রহণ করেছিল। ১০ দিন আশিকানে রসূলদের সঙ্গে থেকে যথেষ্ট উপকার অর্জন হয়। মাদানী আকা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুহাব্বত এর নমুনা দাড়ি মুবারকের নুর মুখে সাজিয়ে নিল, মাথায় সবুজ পাগড়ী বাধল। ইতিকাফের বরকতে তাকে সুন্নাতের মহান মুবাল্লিগ বানিয়ে দিল। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ! দ্বীনের খিদমতে উন্নতি করতে করতে সে বর্তমানে হিন্দ মক্কীর কাবিনার রোকন হিসেবে সুন্নাতের বাহার সমূহ অর্জনে ব্যস্ত।

ساری فیشن کی مستی اُتر جائے گی   مَدَنی ماحول میں کرلو تم اِعتِکاف
زندگی سنّتوں سے نکھر جائے گی   مَدَنی ماحول میں کرلو تم اِعتِکاف

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে অন্যায় করল।”

ছারি ফ্যাশন কি মাসতি উতার জায়েগী,
মাদানী মাহুল মে করলো তুম ই’তিকাফ
জিন্দেগী সুন্নাতো সে নিখর যায়েগী,
মাদানী মাহুল মে করলো তুম ই’তিকাফ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى محمَّد

(১৫) নেশা বাজী কেমনে ছেড়েদিলাম!

হায়দারাবাদ বাবুল ইসলাম সিন্দ এর এক ইসলামী ভাই এর বর্ণনার সারমর্ম এরকম ছিল যে, আমি বেনামাযী ও নেশাগ্রস্থ ছিলাম। আল্লাহ তাআলার দয়ায় ইজতিমায় (সাহারায়ে মদীনা, মদীনাতুল আউলিয়া, মুলতানে) ২০০৫ সাল মোতাবেক ১৪২৬ হিজরীর অংশগ্রহণের সৌভাগ্য হল। সেখানেই নিয়্যাত করলাম দা’ওয়াতে ইসলামীর আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় (বাবুল মদীনা করাচীতে) ইতিকাফ করব। তাই বাবুল মদীনা করাচী পৌঁছে আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় ২০০৫ সাল মোতাবেক ১৪২৬ হিজরীর রমযানের শেষ ১০ দিন ইতিকাফ করার সৌভাগ্য হল। ৩ দিনের ইজতিমায় (মুলতান শরীফে) যদিওবা যথেষ্ট মাদানী যেহেন (প্রেরণা) সৃষ্টি হয়েছিল, ইজতিমায়ী ইতিকাফের কথা আর কি বলব! সত্যি বলতে গেলে আমার মনের পৃথিবীটাই বদলে গেল। গুনাহ্ থেকে পাক্কা তওবা করলাম। দাড়ি লম্বা করতে আরম্ভ করলাম। সাথে সাথে মাথায় সবুজ পাগড়ী সাজিয়ে নিলাম। ইতিকাফের পর যখন হায়দারাবাদে আসলাম, তখন আমাকে দাড়িসহ ও পাগড়ী পরা অবস্থায় দেখে পরিবারের সদস্য ও পাড়া প্রতিবেশীরা হতবাক হয়ে গেল। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ! আমার নেশাকরার অভ্যাস একেবারেই চলে গেল। নিজের সামর্থ মোতাবেক দা’ওয়াতে ইসলামীল মাদানী কাজ করে যাচ্ছি। আমার মেয়ে জামেয়াতুল মদীনায় শরীআত কোর্স করছে। আমার দুই মাদানী মুন্না (ছেলে) মাদ্‌রাসাতুল মদীনায় কুরআনে পাক হিফ্‌জ করছে।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়ে নিজেদের মজলিশ সমূহকে সজ্জিত করো, যেহেতু তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ করাটা কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য নূর হবে।"

گر مدینے کا غم چشمِ نم چاہیے　　مَدَنی ماحول میں کر لو تم اِعتِکاف
مدنی آقا کی نظرِ کرم چاہیے　　مَدَنی ماحول میں کر لو تم اِعتِکاف

গার মদীনেকা গাম চশমে নাম চাহিয়ে,
মাদানী মাহুল মে করলো তুম ই'তিকাফ
মাদানী আকা কি নযরে করম চাহিয়ে,
মাদানী মাহুল মে করলো তুম ই'তিকাফ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১৬) এই ই'তিকাফে কি হয়?

ডায়রাল্লাহ ইয়ায় বেলুচিস্থান এর এক ইসলামী ভাইয়ের বয়ানের মূলকথা ছিল এই যে, আমার ভিতর আল্লাহর ভয় ও নবী প্রেম ছিল না। ব্যাস, আমার জীবন গুনাহের মধ্যেই অতিবাহিত করছিলাম। আল্লাহ তাআলার কোটি কোটি দয়া আমাদের শহরে কুরআন ও সুন্নহ প্রচারের বিশ্বব্যাপী সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজ শুরু হল আর দা'ওয়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে প্রথম বারের মত ১৯৯৫ হিজরীর মোতাবেক ১৪১৬ হিজরীর শবে বরাতে সুন্নতে ভরপুর ইজতিমা অনুষ্ঠিত হয়। আমিও সেখানে অংশগ্রহণ করি। ইজতিমায় আশিকানে রসুলদের দাড়ি ও পাগড়ী ওয়ালা নূরানী চেহারা ও তাদের মুহাব্বত পূর্ণ সাক্ষাৎ আমাকে দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতি আগ্রহী করে তুলল। তারপরও আমি দুরে ছিলাম। সাপ্তাহিক ইজতিমায়ও কোন সময় অংশগ্রহণের সুযোগ হলো না।

শেষে ১৯৯৫ সাল মোতাবেক ১৪১৬ হিজরীর রমযান মোবারকের ২৭ তারিখ রাত (শবে ক্বদর) উপস্থিত হল। আমি ইজতিমার দু'আতে অংশগ্রহণ করলাম। দোয়ার শেষে পর্যায় ইসলামী ভাইদের সাথে সাক্ষাৎ হলে কোন একজন বললেন যে এখানে কিছু ইসলামী ভাই ইতিকাফ করছে। আমার কাছে এই শব্দটি নতুন ছিল। তাই আমি জানার জন্য বললাম, এই ইতিকাফে কি হয়? ইসলামী ভাইয়েরা অত্যন্ত ভালবাসার সাথে ইতিকাফ সম্পর্কে জানানোর জন্য ইতিকাফের কিছু মাদানী বাহার

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

বর্ণনা করলেন। দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ইতিকাফের অবস্থা শুনে আমি মনে মনে দৃঢ় ইচ্ছা করলাম যে اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ আগামী বছর আমি অবশ্যই ই'তিকাফ করব। দিন অতিবাহিত হতে লাগল যখন ১৯৯৬ সাল মোতাবেক ১৪১৭ হিজরীর রমযান মোবারক আগমন করল তখন আশিকানে রসূলের সাথে শেষ ১০ দিনে ইতিকাফ করলাম। ১০ দিন লাগাতার আশিকানে রসূলের সঙ্গে আমি ঐ সমস্ত বিষয় শিখতে পারলাম যা বর্ণনার বাহিরে।

نہ پوچھو ہم کہاں پہنچے اور ان آنکھوں نے کیا دیکھا
جہاں پہنچے وہاں پہنچے جو دیکھا دل کے اندر ہے

না পুছ হাম কাহা পৌছে অওর ইন আখো নে কিয়া দেখা
যাহা পৌছে ওয়াহা পৌঁছে যো দেখা দিল কে আন্দার হে

কেউ কেউ ই'তিকাফে দরসে নেজামী (আলিম কোর্স) করে নেয়ার পরামর্শ দিল। তা আমার বুঝে এসে গেল তাই আমি বাবুল মদীনা করাচী এসে জামেয়াতুল মদীনায় ভর্তি হলাম। এমনকি দা'ওরায়ে হাদীস শেষে ২০০৪ সাল মোতাবেক ১৪২৫ হিজরীতে আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় (বাবুল মদীনা) আমার দস্তারে ফযীলত প্রদান করা হল। যখন আমি এই বর্ণনা লিখছিলাম তখন আমি জামেয়াতুল মদীনার খেদমত আঞ্জাম দিয়ে আসছি।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেনতো! যে মানুষ গতকাল পর্যন্ত এটা জানেনা যে ইতিকাফ করলে কি হয় তিনি আজ আশিকানে রসূলের সাথে ই'তিকাফ করার বরকতে শুধু সাধারণ আলিম নন বরং আলিমদের উস্তাদ হয়ে গেল। অর্থাৎ আলিম হওয়ার পর দাওয়াতে ইসলামীর জামেয়াতুল মদীনায় ওস্তাদ হিসেবে দরসে নিজামীর ছবক পড়াতে পড়াতে অন্যদের আলিম তৈরীকারী হয়ে গেলেন।

سُنّتیں سیکھ لو رحمتیں لوٹ لو　　مَدَنی ماحول میں کر لو تم اِعتِکاف
علم حاصِل کرو برکتیں لوٹ لو　　مَدَنی ماحول میں کر لو تم اِعتِکاف

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।”

সুন্নাতে ছিখলো রহমতে লৌট লো, মাদানী মাহুল মে করলো তুম ই’তিকাফ
ইলম হাসিল কারো বারকাতে লুট লো, মাদানী মাহুল মে করলো তুম ই’তিকাফ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১৭) আমি কোন্ কোন্ গুনাহের আলোচনা করব?

বাবুল মদীনা করাচীর এক ইসলামী ভাইয়ের বয়ানের সারাংশ এই যে, কোন গুনাহের আলোচনা করব? আল্লাহর পানাহ্ নামাযে অলসতা, ভিডিও গেমস এর প্রতি আসক্তি, টিভিতে নিয়মিত উল্টা পাল্টা প্রোগ্রাম দেখা, মিথ্যার অভ্যাস, এমনকি চুরির অভ্যাস পর্যন্ত ছিল। সৌভাগ্যক্রমে ২০০০ সাল মোতাবেক ১৪২১ হিজরীর রমযানুল মুবারকের শেষ দশদিন আমেনা জামে মসজিদ শাকিল গ্রাউন্ড, উখায়ী কমপ্লেক্স, বাবুল মদীনা করাচীতে দাওয়াতে ইসলামীর আশিকানে রসূলের সাথে আমার ইজতিমায়ী ইতিকাফ করার সৌভাগ্য হল। আমি আমিনা মসজিদের ২য় তলায় দা’ওয়াতে ইসলামী কর্তৃক পরিচালিত মাদ্‌রাসাতুল মদীনায় ভর্তি হলাম।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ! আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় ধারাবাহিকভাবে অংশগ্রহণ করতে লাগলাম। আমার প্রচেষ্টায় আমাদের ঘরেও মাদানী পরিবেশ সৃষ্টি হল। আমি ঘরে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত সুন্নতে ভরা বয়ানের ক্যাসেট সমূহ চালাতাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ! কুরআনুল করীম হেফজ করার পর বর্তমানে জামেয়াতুল মদীনায় দরসে নিজামীতে পড়ছি। নিজ যেলী মুশাওয়ারাত নিগরানের অধীনে থেকে কুরআন সুন্নত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজ ধুমধামের সাথে করার চেষ্টা করছি।

تم گناہوں سے اپنے جو بیزار ہو — مَدَنی ماحول میں کرلو تم اِعتِکاف
تم پہ فضلِ خدا، لُطفِ سرکار ہو — مَدَنی ماحول میں کرلو تم اِعتِکاف

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

তুম গুনাহো সে আপনে জো বেজার হো,
মাদানী মাহোল মে কারলো তুম ইতিকাফ
তুম পে ফযলে খোদা, লুতফে সরকার হো,
মাদানী মাহোল মে কারলো তুম ইতিকাফ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১৮) ইতিকাফের বরকতে শহরের জন্য মারকায মিলে গেল

ভারত এর এক যিম্মাদার ভাইয়ের বয়ানের সারমর্ম এই যে, চিতরা দুর্গার (কর্নাটক শোবা, ভারত) মসজিদে আজম এর মুতাওয়াল্লী ও স্থানীয় কিছু মুসলমানদের কুরআন ও সুন্নত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন এর ব্যাপারে ভুল ধারণা ছিল। অনেক কষ্টের বিনিময়ে সেখানে রমযানুল মুবারকে ইজতিমায়ী ইতিকাফ করার অনুমতি পেলাম। মুতাওয়াল্লীর দুই ছেলে ইতিকাফে অংশ নিল।

মাদানী মারকায কর্তৃক প্রদত্ত জাদওয়াল মোতাবেক সুন্নতে ভরা হালকা, বয়ান, নাত শরীফ, হৃদয় আকর্ষণকারী দু'আ ও ই'তিকাফকারীদের অনেক সুন্দর ব্যবস্থাপনা দেখে তারা (ছেলেরা) আশ্চর্য হয়ে গেল। তারা এতই প্রভাবিত হল যে শেষ দিন সমস্ত ই'তিকাফকারীদেরকে হাদিয়া তোহফা ও ফুল দিয়ে সম্মানিত করল। দা'ওয়াতে ইসলামী কি? তা তাদের বুঝে এসে গেল এবং তারা তাদের তত্ত্বাবধানে "মসজিদে আজম" কে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজের জন্য পরিপূর্ণভাবে ছেড়ে দিল এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ "মসজিদে আজম" ঐ শহরের মাদানী মারকায হয়ে গেল। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ! মুতাওয়াল্লীর ছেলেদের মুখমন্ডল দাড়ি দ্বারা সজ্জিত হয়ে গেল এবং দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেল।

ذِکر کرنا خدا کا یہاں صبح وشام، مَدَنی ماحول میں کر لو تم اِعتکاف
پاؤ گے نعتِ محبوب کی دھوم دھام مَدَنی ماحول میں کر لو تم اِعتکاف

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

যিকির করনা খুদা কা ইয়াহা ছুবহো শাম,
মাদানী মাহুল মে করলো তুম ই'তিকাফ।
পা-ও গে না'ত মাহবুব কি ধুম ধাম,
মাদানী মাহোল মে করলো তুম ই'তিকাফ।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(১৯) ইতিকাফের ফয়েয ইংল্যান্ড পর্যন্ত পৌঁছল

সাক্কর শহর বাবুল ইসলাম সিন্দ এর এক ইসলামী ভাইয়ের বয়ানের সারমর্ম হচ্ছে এই যে, ১৯৯০ সাল মোতাবেক ১৪১০ হিজরীর রমযান মাসে আমার বোনের স্বামী ইংল্যান্ড হতে সক্করে (বাবুল ইসলাম সিন্দে) আসল। ইসলামী ভাইদের সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে আমি ভগ্নিপতিকে ইনফিরাদী কৌশিশ করে আশিকানে রসূলের সাথে ইজতিমায়ী ইতিকাফ করে বরকত অর্জনের জন্য দা'ওয়াত দেই। তিনি সাথে সাথে তা গ্রহণ করলেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ! তিনি ই'তিকাফকারী হয়ে গেলেন। ইংরেজ পরিবেশে অবস্থানকারী যখন ইতিকাফে বসলেন তখন হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় সুন্নত, প্রয়োজনীয় বিধি বিধান শিখতে লাগলেন, কবর ও আখিরাতের ভয়াবহ অবস্থা সম্পর্কে শুনে মুসলমান হওয়ার কারণে তার অন্তরে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ ইজতিমায়ী ইতিকাফের বরকতে তার গুনাহ্ থেকে তওবা করার মত নে'মত মিলল। আর কুরআন ও সুন্নত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে চলে আসলেন। মুখে দাড়ি রাখলেন, পাগড়ী দ্বারা মাথা সবুজ করলেন, ফয়যানে সুন্নতের দরস ও বয়ান শিখে নিজেই ইতিকাফের সময় সুন্নাতে ভরা বয়ান আরম্ভ করে দিলেন। ইংল্যান্ডে গিয়েও কুরআন সুন্নহ প্রচারের বিশ্বব্যপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজের ঝান্ডা (পতাকা) উড়ানোর নিয়্যত করেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ! বর্তমানে তিনি ইংল্যান্ডের দা'ওয়াতে ইসলামীর ১২ মাদানী কাজের যিম্মাদার।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

আর তার বাচ্চাদের মা অর্থাৎ আমার বোন ও মাদানী পরিবেশে সংযুক্ত হয়ে ইংল্যান্ডের মত উলঙ্গ পরিবেশে থেকেও মাদানী বোরকা পরিধান করতে শুরু করেছেন। নিজে নিজে কুরআনুল করীম শিখে মেয়েদের মাদ্‌রাসাতুল মদীনাতে শিক্ষা দিচ্ছেন এবং ইসলামী বোনদের মাদানী কাজের যিম্মাদার।

کر کے ہمّت مسلمانو آجاؤ تم　　مَدَنی ماحول میں کر لو تم اِعتِکاف
اُخروی دولت آؤ کما جاؤ تم　　مَدَنی ماحول میں کر لو تم اِعتِکاف

করকে হিম্মত মুসলমানো আ-জাও তুম,
মাদানী মাহুল মে করলো তুম ই'তিকাফ।
উখরভী দৌলত আ-ও কামা যাও তুম,
মাদানী মাহোল মে করলো তুম ই'তিকাফ।

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیب !　　صَلَّی اللّٰہُ تعالٰی علٰی محمَّد

(২০) আমি ফয়যানে মদীনা ছেড়ে যাব না

তেহছীল কামালিয়া, জিলা দারুস সালাম, পাঞ্জাব এর এক ইসলামী ভাই লেখার সারবস্তু এই যে, তখন আমি নবম শ্রেণীতে পড়তাম। ক্লাসে আমাদের একটা ফ্রেন্ড সার্কেল ছিল। আমরা সবাই স্কুল থেকে পালিয়ে যেতাম। খুবই দুষ্টামী করতাম। রাত পর্যন্ত ক্রিকেট খেলতাম। ইন্টারনেটে ব্রাউজিং করে ক্লাসের সময় নষ্ট করতাম। সারাদিন সবাই মিলে ক্যাবল (ডিস) এ সিনেমা দেখতাম। গান শুনার অভ্যাস এতই বেশি ছিল যে রাত্রে গান শুনতে শুনতে ঘুমাতাম আর সকালে উঠেই প্রথম কাজ ছিল (আল্লাহরই পানাহ) জঘন্য গান শুনা।

আকর্ষণীয় পোশাক পরে আমরা সকলে মিলেমিশে (আল্লাহর পানাহ) আবার (আল্লাহর পানাহ) মেয়েদেরকে বিদ্রুপ করতাম ও কু নজরে দেখতাম। আমি কখনোই মায়ের কথা শুনতাম না বরং তাকে গালিগালাজ করতাম। বাবা নামায পড়ার নির্দেশ দিলে তার সাথেও প্রতারণা করতাম। আহ্! কত গুনাহের কথা আর স্মরণ করব!

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।”

সত্যি বলতে গেলে সংশোধনের সূদুর কোন পন্থা দৃষ্টিতে পড়েনি। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ! আমার বড় ভাইকে আল্লাহ মঙ্গল করুক। তিনিই আমাকে পথ দেখিয়েছেন। তিনি আমাকে রমযানুল মুবারকে শেষ দশ দিনে ইতিকাফে বসার জন্য বললেন। বিশ্বাস করুন! আমার মত দুষ্ট ও অকেজো ব্যক্তির নিকট ইতিকাফে কি হয় তাও জানা ছিল না। আমি পরিস্কার ভাষায় ইতিকাফে থাকার কথা অস্বীকার ও অসম্মতি প্রকাশ করলাম।

কিন্তু তিনি কোন রকমে বুঝিয়ে কুরআন ও সুন্নত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় (সর্দারাবাদে) অনুষ্ঠিত ইজতিমায়ী ইতিকাফে বসিয়ে দিলেন। ৪/৫ দিন পর্যন্ত সেখানে মন বসেনি। আমি পালাতে চেষ্টা করেও পারলাম না। এরপর আস্তে আস্তে ভাল লাগতে শুরু করল। এরপর এতই রূহানী তৃপ্তি পেলাম যে, চাঁদ রাতে আমি বলতে লাগলাম যে, “আমি ঘরে যাবনা, আমি আজ রাতে (এখানে) ফয়যানে মদীনায় থেকে যাব।”

تم گھر کو نہ کھینچو نہیں جاتا نہیں جاتا   میں چھوڑ کے فیضانِ مدینہ نہیں جاتا

তুম ঘর কো না খেঁচো নেহী যাতা নেহী যাতা,
মে ছোড়কে ফয়যানে মদীনা নেহী যাতা।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب !   صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(২১) ই’তিকাফের বরকতে পায়ের গিরার ব্যথা চলে গেল

জামেয়াতুল মদীনা বাবুল মদীনা করাচীর এক ইসলামী ভাই এর বর্ননা কিছুটা এরকম ছিল যে, ২০০৫ সাল মোতাবেক ১৪২৬ হিজরীর রমযানুল মুবারকের শেষ দশদিনে আমার সৌভাগ্য হয়েছিল কুরআন ও সুন্নত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা’ওয়াতে ইসলামীর আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় বাবুল মদীনা, করাচীতে ইতিকাফ করার। সেখানে এক বৃদ্ধ লোকের সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো। সে আমাকে বললেন, “কয়েক বছর

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

যাবত আমার গিরায় প্রচন্ড ব্যথা ছিল। যখন আমি আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় বাবুল মদীনা করাচীতে ইতিকাফ করতে আসলাম, اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ! এর বরকতে আমার উপর দয়া হলো, আমার গীরার ব্যথা চলে গেছ।

درد ٹانگوں میں ہو' دَرد گھٹنوں میں ہو　　مَدَنی ماحول میں کرلو تم اِعتِکاف
پیٹ میں درد ہو یا کہ ٹخنوں میں ہو　　مَدَنی ماحول میں کرلو تم اِعتِکاف

দরদে টাঙ্গো মে হো, দরদে ঘাটনো মে হো,
মাদানী মাহুল মে করলো তুম ই'তিকাফ।
পেট মে দারদ হো ইয়া কে টাখনো মে হো,
মাদানী মাহুল মে করলো তুম ই'তিকাফ।

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیب !　　صَلَّی اللّٰہُ تعالٰی علٰی محمَّد

(২২) দাড়ি রেখে দিল ও মাথা সবুজ পাগড়ী দ্বারা সবুজ হয়ে গেল

এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা কিছুটা এই রকম যে, "নাওসারী গুজরাট ডিভিশন, ভারত এর এক আধুনিক ইসলামী ভাই কুরআন ও সুন্নত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে ২০০২ সাল মোতাবেক ১৪২৩ হিজরীর রমযান মাসের শেষ ১০ দিনে অনুষ্ঠিত সুরাত, গুজরাট ইজতিমায়ী ইতিকাফে ইতিকাফ করলেন। মাদানী মারকায কর্তৃক প্রদত্ত তারবীয়্যাতী জাদওয়াল (রুটিন) মোতাবেক অনুষ্ঠিত সুন্নতে ভরা হালকা সমূহ, হৃদয় বিগলিত দুআ সমূহ, যিকরে না'ত শরীফের আনন্দদায়ক আওয়াজ, তার অন্তরকে এমনভাবে নাড়া দিল যে, অন্তর পরিবর্তন হয়ে গেল।

আশিকানে রসূলের সঙ্গ পাওয়ার কারণে সে এতই ফয়েয প্রাপ্ত হল যে যা বর্ণনার বাহিরে। মুখে দাড়ি মুবারক সাজিয়ে নিল, পাগড়ী শরীফ দ্বারা মাথা সবুজ করল। এবং তিনি এক্ষেত্রে এতই উন্নতির সোপানে পৌঁছে গেলেন যে, এই বর্ণনা লিখার সময় তিনি তার নিজ শহরের মুশাওয়ারাতের নিগরান হিসেবে মাদানী কাজের ব্যাপকতার জন্য চেষ্টা করছে।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

سنّتوں کی تم آکر کے سوغات لو   مَدَنی ماحول میں کرلو تم اِعتِکاف
آؤ بٹتی ہے رَحمت کی خیرات لو   مَدَنی ماحول میں کرلو تم اِعتِکاف

সুন্নাতো কি তুম আ-করকে ছাওগাত লো,
মাদানী মাহুল মে করলো তুম ই'তিকাফ।
আও বেটতি হে রহমত কি খায়রাত লো,
মাদানী মাহুল মে করলো তুম ই'তিকাফ।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب !   صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(২৩) আমার সরকারের ﷺ মত কেউ নেই

হায়দারাবাদ বাবুল ইসলাম সিন্দ, করাচীর এক ইসলামী ভাই আব্দুর রাজ্জাক আত্তার ঠান্ডুজাম এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি ল্যাব এর ইনচার্জে (দায়িত্বে) ছিলেন। তার দুই ছেলে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে সাথে সম্পৃক্ত ছিল। কিন্তু তিনি নিজে নামায ও সুন্নত থেকে অনেক দূরে ছিলেন। মনমানসিকতায় একজন পরিপূর্ণ দুনিয়াদার ছিলেন। রমযানুল মুবারকে ইনফিরাদী কৌশিশ করে তাকে ইজতিমায়ী ই'তিকাফে অংশগ্রহণের দা'ওয়াত দেয়া হলে তিনি বলতে লাগলেন, আমার ছেলেদের মা অসন্তুষ্ট হয়ে তার বাবার বাড়ীতে চলে গেছে। যদি আমি ইতিকাফ করি সে কি চলে আসবে? তারা তাকে বললেন, হ্যাঁ! চলে আসবেন।

অতঃপর ১৯৯৫ সাল মোতাবেক ১৪১৬ হিজরীর রমযান মাসের শেষ ১০ দিন তিনি ফয়যানে মদীনায় (হায়দারাবাদে) আশিকানে রসূলের সাথে ই'তিকাফ করে নিলেন।

শিক্ষা শেখানোর হালকাসমূহ, সুন্নতে ভরা বয়ান সমূহ, হৃদয় বিগলিত দুআ সমূহ ও আকর্ষণীয় না'ত সমূহ তার অন্তরে মাদানী পরিবর্তন আসল। তিনি গুনাহ থেকে তওবা করলেন। নামায নিয়মিত জামাআত সহকারে পড়ার অঙ্গীকার করলেন। দাড়ি মোবারক ও পাগড়ী দ্বারা সজ্জিত হয়ে গেলেন। আর নাত শরীফও

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

পড়তে শুরু করলেন। ইতিকাফে থাকা অবস্থাতেই বাবার বাড়ী থেকে ছেলেদের মা (তার স্ত্রী) ফিরে এলেন এবং পারিবারিক কলহও মিটে গেল। ইতিকাফের বরকতে তিনি মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলেন। দাড়ি, যুলফ, পাগড়ী শরীফ ও মাদানী পোশাক দৃষ্টি গোচর হতে লাগল। মাদানী কাফিলায় সফর করলেন। মাদানী পরিবেশে থেকে সেই বছর বৃহস্পতিবার ২৭শে রবিউন্নুর শরীফ সম্ভবত ১৯৯৫ সাল মোতাবেক ১৪১৬ হিজরীতে ইন্তিকাল করেছেন। (اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ) তার সৌভাগ্য দেখুন, ইন্তিকালের সময়কালে তার ঠোঁটে নাত শরীফের লাইন, " جیسے مِرے سرکار ﷺ ہیں ایسا نہیں کوئی " অর্থাৎ আমার সরকারে মোস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মত কেউ নেই" পড়ছিল।

আল্লাহ তাআলা তাকে দয়া করুন। তাদের সদকায় আমাদের ক্ষমা করুন।

گورِ تیرہ کو تم جگمگانے چلو' مَدَنی ماحول میں کر لو تم اِعتِکاف
راحتیں روزِ محشر کی پانے چلو مَدَنی ماحول میں کر لو تم اِعتِکاف

গোরে তীরা কো তুম জাগমাগানে চলো,
মাদানী মাহুল মে করলো তুম ই'তিকাফ।
রাহাতে রোজে মাহশার কি পানে চলো,
মাদানী মাহুল মে করলো তুম ই'তিকাফ।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالىٰ علىٰ محمَّد

শিক্ষণীয় বর্ণনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই বাস্তব ঘটনাটি নিজের মধ্যে শিক্ষার কিছু মাদানী ফুল নিয়ে এলো। মরহুম আব্দুর রাজ্জাক আত্তারী رَحْمَةُ اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সৌভাগ্য ছিল যে ইন্তিকালের অল্প সময় আগে মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেল।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার উপর দুরূদে পাক অধিক হারে পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।"

আর নি:সন্দেহে সেই বান্দার তাকদীর ভাল যে মৃত্যুর পূর্ব মুহুর্ত তওবা করে সঠিক পথে ফিরে আসে এবং সুন্নাতের মহান রাস্তায় চলে। আর সেই ব্যক্তির সবচেয়ে দূর্ভাগা যে সারাজীবন ভাল ও নেক আমলকারী, সুন্নাত মতে পথ চলে কিন্তু ইন্তিকালের পূর্বে (আল্লাহরই পানাহ) যদি আধুনিক হয়ে যায় ও গুনাহে লিপ্ত হয়ে মাদানী পরিবেশ থেকে দূর হয়ে যায়। যখন কোন সময় শয়তান আপনাকে কোন যিম্মাদার ব্যক্তির ব্যাপারে অসন্তুষ্ট করে দেয় কিংবা এমনিতে অলসতার মাধ্যমে দুনিয়াবী কাজ করানোতে ব্যস্ত করে ফেলে, বা বিয়ে শাদী আনন্দে মাতোয়ারা করে মাদানী পরিবেশ থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেয়, তখন তার উচিত নিম্নলিখিত হাদীসে পাকের উপর ভালভাবে চিন্তা ভাবনা করা। কেননা বাস্তব ও পরীক্ষিত ঘটনা এই যে একবার মাদানী পরিবেশে থাকার পর পুনরায় দূরে সরে গিয়ে (আল্লাহরই পানাহ) সৎকাজে মজবুত ও প্রতিষ্ঠিত থাকা অত্যন্ত দুরহ ও কঠিন কাজ।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা মা আয়িশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا থেকে বর্ণিত, "যখন আল্লাহ তা'আলা কোন বান্দার ভাল ও মঙ্গল চান তখন তার মৃত্যুর একবছর পূর্বে থেকে তার জন্য একজন ফিরিশতা নির্ধারণ করে দেন যিনি তাকে সর্বদা সঠিক পথে পরিচালিত করেন এমন কি সে মঙ্গলের উপরই ইন্তিকাল করেন। আর লোকেরা বলতে থাকে, অমুক ভাল অবস্থায় ইন্তিকাল করেছেন। যদি এমন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি ইন্তিকাল করতে থাকে তখন তার রূহ বের করার সময় তাড়াতাড়ি করা হয়, সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎকে পছন্দ করে থাকে। আর আল্লাহ তাআলা যখন কারো অমঙ্গল চান তখন তার মৃত্যুর এক বছর পূর্ব থেকে একজন শয়তান তার পিছে লাগিয়ে দেন যে তাকে পথ ভ্রষ্ট করে এমনকি সে খুব পাপী ও খারাপ অবস্থায় মারা যায়। তার নিকট যখন মৃত্যু আসে তখন তার রূহ আটকে যায়, আর সে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে অপছন্দ করেন, আল্লাহ তা'আলাও তার সাক্ষাত অপছন্দ করেন।"

(সংক্ষেপিত শরহুস সুদুর, পৃ-২৭, মারকাযে আহলে সুন্নত, বরকাতে রযা হিন্দ)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।”

(২৪) আমাকে ঘরের অভিভাবক ঘর থেকে বের করে দিত

মোজাকূরগড়, পাঞ্জাব এর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা কিছুটা এমন ছিল যে, আমি ভ্রান্ত ও নষ্ট ছেলে ছিলাম। রাতে গানের তিন/চারটি ক্যাসেট না শুনলে ঘুম আসত না। সারারাত বেহায়াপনা ও গুনাহে কেটে যেত। কথায় কথায় ঘরে ঝগড়া হত। ঘরের অভিভাবকরা অসন্তুষ্ট হয়ে ঘর থেকে বের করে দিতেন। দুই একদিন এদিক সেদিক ঘুরে আবার আগের অবস্থায় ফিরে যেতাম।

মোটকথা হল: জীবনের দিনগুলো কঠিন পর্যায়ের ভুলের মধ্য দিয়ে নষ্ট হচ্ছিল। আমার চাচাত ভাই তখন কুরআন ও সুন্নত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর এলাকায়ী মুশাওয়ারাতের নিগরান ছিলেন। তিনিই আমার উপর ইনফিরাদী কৌশিশ করলেন। যার ফলে ২০০৪ সাল মোতাবেক ১৪২৫ হিজরীর রমযান মাসের শেষ ১০ দিনে আড্ডেওয়ালী মসজিদে (মোজাফ্ফরগাড়ে) আমাকে দা'ওয়াতে ইসলামীর ইজতিমায়ী ইতিকাফে বসিয়ে দিলেন। বাবুল মদীনা করাচী থেকে আগত এক মুবাল্লিগের সুন্দর চরিত্রে আকৃষ্ট হয়ে আমি পূর্বের সমস্ত গুনাহ থেকে তওবা করি এবং তার হাতে সবুজ পাগড়ী দ্বারা নিজ মাথা সবুজ করি। ২৭ তারিখে রাতে সুন্নতে ভরপুর বয়ানের পর অনুষ্ঠিত হৃদয় বিগলিত দুআ আমার অন্তরে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।
আমার খুব কান্না পায়। আমি সকাল পর্যন্ত কান্নাকাটি করি। ঈদের ২য় দিন ফযরের সময় এক বুযুর্গকে স্বপ্নে দেখলাম। তিনি আমাকে নাম ধরে ডাকলেন এবং বললেন, “ফযরের নামাযের সময় হয়ে গেল, আর আপনি এখনো শুয়ে আছেন?” আমি দ্রুত ঘুমন্ত অবস্থায় দু'হাত কিয়ামের মত করে বেঁধে ফেললাম। যখন চোখ খুললাম তখনো হাত সেই রকম বাঁধা অবস্থায় ছিল। এতে মনে খুবই প্রভাব বিস্তার করল। আর আমি মসজিদে গিয়ে জামাআত সহকারে ফযরের নামায আদায় করলাম। নিজ শহরের সাপ্তাহিক ইজতিমায় নিয়মিত উপস্থিত হতাম। আল্লাহ তা'আলা এমন দয়া করলেন যে, আমি জামেয়াতুল মদীনার (বাবুল মদীনা,

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে অন্যায় করল।”

করাচীতে) দরসে নিজামী করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। এখন নিজ শ্রেনীর মাদানী ইনআমাতের যিম্মাদারের দায়িত্বে আছি এবং নে'মতের সংবাদ দান ও শুকরিয়াতে আরয করছি যে, আমার মত জঘন্য পাপীর উপর আল্লাহ তাআলার বিশেষ দান বা অনুগ্রহ এই যে ছাত্রদের যেই ৯২ মাদানী ইনআমাতের রিসালা রয়েছে সেই সবগুলোর উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। সকল ইসলামী ভাইদের কাছে এতে স্থায়ীত্বের জন্য দুআ কামনা করছি, এটাই মাদানী আশা।

چھوٹ جائے گی فلموں ڈراموں کی لَت　　مَدَنی ماحول میں کر لو تم اِعتِکاف
خوش خدا ہو گا بن جائیگی آخرت　　مَدَنی ماحول میں کر لو تم اِعتِکاف

ছুট্ জায়েগী ফিল্মো ড্রামো কি লাত,
মাদানী মাহুল মে করলো তুম ই'তিকাফ।
খোশ খোদা হোগা বন জায়েগী আখিরাত,
মাদানী মাহুল মে করলো তুম ই'তিকাফ।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب !　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(২৫) মসজিদের খতিব বানিয়ে দিল

সাইদাবাদ বলদীয়্যা টাউন, বাবুল মদীনা করাচীর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা কিছুটা এরকম“আমি اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ! কুরআন ও সুন্নত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদ্‌রাসাতুল মদীনাতেই কুরআনে পাক শিক্ষা অর্জন করেছি। কিন্তু আফসোস! এরপরও পাক্কা ও পরিপূর্ণ নামাযী হতে পারলাম না।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ! যখন দা'ওয়াতে ইসলামীর আশিকানে রসূলের সাথে রমযানুল মুবারকের শেষ দশ দিন ইতিকাফ করার সৌভাগ্য হল। এতে অন্তরে মাদানী দাগ লাগল। অলসতার ঘুম ভেঙ্গে গেল। বাস্তবেই চোখ খুলে গেল। আমি নামাযের ক্ষেত্রে নিয়মিত হয়ে গেলাম। ইতিকাফের কারণে মাদানী কাফিলায় সফরের মন মানসিকতা সৃষ্টি হল। আমি বেকার ছিলাম, কোন রোযগার ছিল না।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়ে নিজেদের মজলিশ সমূহকে সজ্জিত করো, যেহেতু তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ করাটা কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য নূর হবে।"

যেদিন মাদানী কাফিলার নিয়্যত করেছিলাম সেদিন আমাদের মুশাওয়ারাতের যিনি নিগরান (দায়িত্ববান) তিনি বললেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ! আপনার কাজ হয়ে গেছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ! মাদানী কাফিলার বরকত এমনভাবে প্রকাশ পেল যে, যেই মসজিদে আমাদের মাদানী কাফিলা সফরে গেল সেই মসজিদের ইন্তিজামিয়া কমিটির নিকট আমি গুনাহগারের বয়ান, দু'আ করার পদ্ধতি ভাল লেগে গেল এবং তারা আমাকে সেই মসজিদের খতিব বানিয়ে দিলেন। এতে করে আমার রোজগারের রাস্তাও হয়ে গেল। আল্লাহ তাআলা দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে আমাদের সকলকে মজবুতীর সাথে সম্পর্ক রাখার তাওফিক দান করুন! আমিন!

فاقہ مستی کا حل بھی نکل آئے گا ‘ مَدَنی ماحول میں کر لو تم اِعتکاف
رُوزگار ان شاءَ اللہ مل جائے گا مَدَنی ماحول میں کر لو تم اِعتِکاف

ফাকা মাস্তি কা হাল ভি নিকল আয়ে গা,
মাদানী মাহল মে করলো তুম ইতিকাফ।
রোযগার ইনশাআল্লাহ মিল জায়েগা,
মাদানী মাহল মে করলো তুম ইতিকাফ।

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیب ! صَلَّی اللّٰہُ تعالٰی علٰی محمَّد

(২৬) জীবন অলসতার ভিতর অতিবাহিত হচ্ছিল

মোডাসা গুজরাট, ভারত এর এক মর্ডান যুবক। তার জীবনটা অলসতার ভিতর কাটছিল। পাপাচারে লিপ্ত ছিল। ইতিমধ্যে আল্লাহর দয়া হল, দয়ার উছিলা এই ছিল যে ২০০২ সাল মুতাবেক ১৪২৩ হিজরীর রমযানুল মুবারকের শেষ দশদিন কুরআন ও সুন্নত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর আশিকানে রসূলের সাথে ইজতিমায়ী ইতিকাফে বসার সৌভাগ্য হল। আশিকানে রসূলের সঙ্গের বরকতের কথা কি বলব! সুন্নতে ভরপুর বয়ান, হৃদয় বিগলিত দু'আ ও চিত্তাকর্ষক নাত শরীফের ফয়েযের কারণে তার চেহেরা পাল্টে

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।”

গেল। তিনি মাদানী প্রেরণায় উৎসাহিত হয়ে ইতিকাফ থাকা অবস্থাতেই তার দরস দেয়ার সৌভাগ্য হয়ে গেল। দাড়ি মুবারক রাখার ও মাথায় পাগড়ী বাঁধার নিয়্যত করে ফেলল। আশিকানে রসূলের সাথে ৩০ দিনের মাদানী কাফিলার মুসাফির হয়ে গেলেন। যেহেতু তার ভিতর যথেষ্ট যোগ্যতা ছিল বিধায় ইসলামী ভাইয়েরা প্রভাবিত হয়ে তাকে কাফিলার আমীর বানিয়ে দিলেন।

عاشقانِ رسول آئو دیں گے بیاں' مَدَنی ماحول میں کرلو تم اِعتِکاف
دور ہوں گی عبادات کی خامیاں مَدَنی ماحول میں کرلو تم اِعتِکاف

আশিকানে রাসূল আ-ও দেগে বিয়া,
মাদানী মাহোল মে কারলো তুম ই’তিকাফ
দূর হোগী ইবাদত কি খামিয়া,
মাদানী মাহোল মে কারলো তুম ই’তিকাফ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالٰی علٰی محمَّد

(২৭) আমি তাহাজ্জুদ গুজার হয়ে গেলাম

সক্কর (বাবুল ইসলাম সিন্দ) এর এক বয়স্ক ইসলামী ভাই এর বয়ানের সারাংশ হচ্ছে, ২০০৪ সাল মোতাবেক ১৪২৫ হিজরীর রমযানুল মুবারকের শেষ ১০ দিনে কুরআন ও সুন্নত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা’ওয়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত ইজতিমায়ী ইতিকাফে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য হয়েছিল। শিক্ষা ও শেখানোর হালকা সমূহের রুটিন করা হয়েছিল। যেখানে নামাযের বিধি বিধান, দৈনন্দিন সুন্নত সমূহ শিখা যায়। মাত্র ১০ দিনে এমন এমন বিষয় শিখে নিলাম যা আমি সারা জীবনে শিখতে পারিনি। সুন্নতে ভরপুর বয়ান শ্রবণ ও আশিকানের রসূলের সঙ্গের বরকতে আখিরাতের চিন্তা করার সৌভাগ্য হল এবং অন্তরে মাদানী বিপ্লবের সূচনা হল।

দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করার উৎসাহ পেলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ দ্বিতীয় মাদানী ইনআম বিশেষ করে মজবুত সহকারে

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

আকড়ে ধরলাম। পাঁচ ওয়াক্ত নামায প্রথম কাতারে প্রথম তাকবীরের সাথে জামাআত সহকারে আদায় করার অভ্যাস গড়ে নিলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এখনো তাহাজ্জুদের নামায নিয়মিত আদায় করছি। মাদানী ইনআমাতের রিসালা প্রতি মাসে নিজ এলাকার যিম্মাদারকে জমা দিচ্ছি। সাপ্তাহিক ইজতিমাতেও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণের ও সৌভাগ্য হচ্ছে।

باجماعت نمازوں کا جذبہ ملے مَدَنی ماحول میں کرلو تم اِعتِکاف
دِل کا پژمُردہ غُنچہ خوشی سے کھلے مَدَنی ماحول میں کرلو تم اِعتِکاف

বা জামায়াত নামাযো কা জযবা মিলে,
মাদানী মাহুল মে করলো তুম ই'তিকাফ
দিলকা পেছর মুর্দাগুনছে খুশী ছে খিলে,
মাদানী মাহল মে করলো তুম ই'তিকাফ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হুযুর ﷺ দয়া করে আপনার দিদার নসীব করুন

মিঠিয়া খারিয়া, পাঞ্জাব এর এক ইসলামী ভাই এর বয়ানের সারাংশ এই যে, আমি সাধারণ যুবকদের মত আধুনিক ও নাটক সিনেমা দেখতে অভ্যস্ত ছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে রমযান মাসের শেষ ১০দিন আশিকানে রসূলের সাথে ইজতিমায়ী ইতিকাফে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য হয়েছিল। আশিকানে রসূলের সঙ্গের কি মহিমা! আমি জীবনে প্রথমবারের মত এমন চমৎকার মাদানী পরিবেশ দেখলাম। মনে প্রাণে দা'ওয়াতে ইসলামীর জন্য পাগল ও ত্যাগী হয়ে গেলাম। সরকারে দো-আলম হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিদারের আমার বড়ই আশা ছিল।

ই'তিকাফের সময় দৈনন্দিন রসূলের দিদারের জন্য দু'আ করতাম। ২৭ তারিখের রাত উপস্থিত হলো। যিকির ও নাত শরীফের ইজতিমা হল। আল্লাহ তাআলার যিকির আমাকে খুবই প্রভাবিত করল। এরপর যখন হৃদয় বিগলিত দু'আ

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

শুরু হল তখন আমি চোখ বন্ধ করে কেঁদে কেঁদে শুধু একটি কথাই বারবার বলতে লাগলাম। আকা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার দিদার করিয়ে দিন।" হঠাৎ চোখে একটি উজ্জল আলো চমকে গেল এবং এক নুরানী চেহেরার সাক্ষাৎ হল এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস হল ইনিই হলেন আমার আকা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আহ! আহ! অতঃপর চেহারা মোবারকটি দৃষ্টি থেকে সরে গেল।

شربتِ دید نے اِک آگ لگائی دل میں　　تپشِ دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا
اب کہاں جائے گا نقشہ ترا مرے دل سے　　تہِ میں رکھا ہے اِسے دل نے گمانے نہ دیا

শরবাতে দীদ নে এক আঁগ লাগায়ি দিলমে,
তাবিশে দিলকো পা বাড়হায়াহে বুঝানে না দিয়া।
আব কাহা জায়েগা নাকশা তেরা মেরে দিল ছে,
তিহ মে রাখা হে উছে দিলমে গুমানে না দিয়া।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমার অন্তরে মাদানী পরিবর্তন হল। আমি গুনাহ থেকে তওবা করলাম। দাড়ি লম্বা করতে শুরু করলাম। পাগড়ী পরিধানেরও নিয়্যত করলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ ঈদের দিন আশিকানে রসূলের সাথে তিন দিনের মাদানী কাফিলার মুসাফির হয়ে গেলাম। বর্তমানে বাবুল মদীনা করাচীতে উপস্থিত হয়ে জামেয়াতুল মদীনায় দরসে নেজামীতে ভর্তি হয়েছি। তা'বীযাতে আত্তারীয়ার কোর্সও সম্পন্ন করেছি। মজলিসে মাকতুবাত ও তাবীজাতে আত্তারীয়ার পক্ষ থেকে অর্পিত যিম্মাদারী মোতাবেক তাবীজাতে খিদমত করছি ও জামেয়াতুল মদীনায় নিজ শোবাতে মাদানী কাফিলার যিম্মাদারীর দায়িত্বে আছি।

گر تمنّا ہے آقا کے دیدار کی　　مَدَنی ماحول میں کرلو تم اِعتِکاف
ہوگی میٹھی نظر تم پہ سرکار کی　　مَدَنی ماحول میں کرلو تم اِعتِکاف

গার তামান্না হে আকা দিদার কি,　মাদানী মাহুল মে করলো তুম ই'তিকাফ।
হোগী মিঠি নাযার তুম পার সারকার কী,　মাদানী মাহুল মে করলো তুম ই'তিকাফ

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

(২৯) আশ্চর্য আমি স্নোকার খেলা কিভাবে ছেড়ে দিলাম

লিয়াকতবাদ বাবুল মদীনা, করাচীর এক ইসলামী ভাই এর বয়ানের সারকথা এই যে, আমি অগনিত নাটক সিনেমা দেখতাম। স্নোকার খেলার জন্য পাগলের মত আসক্ত ছিলাম। এমনকি কারো ডাক দোহাই নয় বরং আমাকে মারধরের পরও এই খেলার বদ অভ্যাস ছাড়তে পারিনি। আমার পাপের ভরপুর জীবনের অবস্থা এরকম ছিল যে আল্লাহর পানাহ্ নামায পড়তে মনে ভয় লাগত।

আল্লাহ্ তাআলার দয়াতে আমাদের এলাকার ফোরকানীয়া মসজিদে (লিয়াকতাবাদ বাবুল মদীনা, করাচীতে) কুরআন ও সুন্নত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিতব্য ২০০৪ সাল মোতাবেক ১৪২৫ হিজরীর রমযান মাসের শেষ ১০ দিন ইজতিমায়ী ইতিকাফে আমি গুনাহগারও আশিকানে রসূলদের সাথে ইতিকাফকারী হয়ে গেলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ মাদানী ইনআমাতের বরকতে আখিরাতের প্রস্তুতি সম্পর্কে চিন্তাশীল হয়ে পড়লাম, গুনাহের আগ্রহ কমে গেল।

অতঃপর কাদেরীয়া রযবীয়্যাহ্ ছিলছিলার যখন মুরীদ হলাম তখন নামাযে নিয়মিত হওয়ার সুযোগ হলো। আমি স্নোকার খেলা ছেড়ে দিলাম। আমার আশ্চর্য লাগছে যে, আমি এটা কিভাবে ছাড়লাম! এরপর দা'ওয়াতে ইসলামীর ৩ দিনের সুন্নতে ভরপুর ইজতিমার শেষ দিন সহরায়ে মদীনায় (বাবুল মদীনায়) উপস্থিত হলাম। সেখানে "টিভির ধ্বংসলীলা" বিষয়ের উপর বয়ান হল। তা শুনে আমি কবরের আযাব ও হাশরের ভয়ে কেপে উঠলাম। আর আমি অঙ্গিকার করলাম যে, কোন সময় আর টিভি দেখব না।

আমি আমার প্রিয় আম্মাজানকে "টিভির ধ্বংসলীলা" ক্যাসেট টি শুনালে তিনিও টিভি দেখা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিল এবং গাউছুল আজম رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মুরীদ হওয়া প্রেরণা পেলেন। তাই তাকেও বায়আত করিয়ে দিলাম। এর বরকতে তিনি ফরয নামাযের সাথে সাথে তাহাজ্জুদ, ইশরাক্ব ও চাশতের নামাযও নিয়মিত পড়তে শুরু করলেন। আল্লাহর মহান শানের উপর আমার জান কোরবান। স্বল্প

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।”

সময়ে আম্মাজানকে মদীনায়ে মনোয়ারা زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا জিয়ারতের জন্য আহ্বান করা হল। এতে আম্মাজান নিজেই বললেন, এটা বায়আতের ফয়েজ। এই বর্ণনাটি দেয়ার সময় আমি নিজ এলাকায় কাফিলার যিম্মাদার হিসেবে আমার প্রিয় মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর খিদমত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

سیکھنے زندگی کا قرینہ چلو   مَدَنی ماحول میں کر لو تم اِعتِکاف

دیکھنا ہے جو میٹھا مدینہ چلو   مَدَنی ماحول میں کر لو تم اِعتِکاف

শিখনে জিন্দেগী কা করীনা চলো,

মাদানী মাহুল মে করলো তুম ই'তিকাফ।

দেখনা হে জো মিঠা মদীনা চলো,

মাদানী মাহুল মে করলো তুম ই'তিকাফ।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب !   صَلَّى اللّٰهُ تعالىٰ على محمّد

(৩০) কৌতুককারী মুবাল্লিগ হয়ে গেল

বালা সিনুর গুজরাট, সিন্ধ এর এক যুবক কৌতুককারী (জোকার) ছিল। উল্টা পাল্টা চমকদার কথা শুনিয়ে মানুষদেরকে হাসানো ছিল তার কাজ। বিয়ে শাদীতে কৌতুক অনুষ্ঠানের জন্য তাকে ডাকা হত। রমযানের শেষ ১০ দিনে আশিকানে রসূলের সাথে তার ইজতিমায়ী ইতিকাফ করার সৌভাগ্য হল। তখনো ধন সম্পদ অর্জনের দিকে মনযোগ ছিল। ইতিকাফের মাদানী পরিবেশে আখিরাত অর্জনের মনোভাব সৃষ্টি হল। পূর্বের গুনাহ থেকে তওবা করে সুন্নতের মুবাল্লিগ হয়ে গেল। নিজেই নিজেকে দা'ওয়াতে ইসলামীর জন্য উৎসর্গ করে দিল। ইতিমধ্যে সাংগঠনিকভাবে কুরআন ও সুন্নত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর “ডিভিশন মুশাওয়ারাত এর নিগরান হিসেবে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজের ব্যাপকতা চালাচ্ছেন। দ্বীনের জন্য তার ত্যাগের অবস্থা এরকম যে মাসে ২৫ দিন মাদানী কাজের জন্য ওয়াক্‌ফ করে দিলেন।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।”

ان شاءَ اللہ بھائی سُدھر جاؤ گے   مَدَنی ماحول میں کرلو تم اِعتِکاف
مرضِ عصیاں سے چھٹکارا تم پاؤ گے   مَدَنی ماحول میں کرلو تم اِعتِکاف

ইনশা আল্লাহ ভাই ছুধার যাওগে,
মাদানী মাহুল মে কারলো তুম ই’তিকাফ।
মারিয ইসইয়া ছে ছুটকারা তুম পাওগে,
মাদানী মাহুল মে করলো তুম ই’তিকাফ।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب !   صَلَّى اللّٰهُ تعالىٰ على محمَّد

(৩১) আমি ‘হাজরে আসওয়াদ’ চুমু দিলাম

ঠান্ডাওয়ালা ইয়ার বাবুল ইসলাম, সিন্দ এর এক ইসলামী ভাই এর বয়ানের সারাংশ এই যে, খারাপ পরিবেশ ও বেহায়াপনা, বন্ধুদের সঙ্গ, আমাকে পাপকাজে ভয়হীন করে ফেলল। মদের আড্ডাখানায় যাওয়াটা আমার জন্য সাধারণ ব্যাপার ছিল। মানুষের সাথে এমনিতেই কোন কারণ ছাড়াই ঝগড়া বিবাদ, মারামারি, করাটা আমার অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। আমার এ সমস্ত কাজের জন্য ঘরের সবাই আমার উপর অসন্তুষ্ট ছিল। আমি পাপের মধ্যেই ছিলাম। এরই মধ্যে হঠাৎ আমার ভাগ্যকাশের তারকা চমকে উঠল। আমি এক আশিকে রসূলের ইনফিরাদী কৌশিশের বরকতে কুরআন ও সুন্নত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা’ওয়াতে ইসলামীর অধীনে “ঠান্ডাওয়াল্লা ইয়ার” এর নূরানী মসজিদে অনুষ্ঠিত ২০০৫ সাল মোতাবেক ১৪২৬ হিজরীর রমযানুল মুবারকের শেষ ১০ দিনের ইজতিমায়ী ইতিকাফের বরকত অর্জনের জন্য শামিল হয়ে গেলাম। ইতিকাফ থাকা অবস্থায় আশিকানে রসূলের দাড়ি ও পাগড়ী সম্বলিত নুরানী চেহেরা সমূহ এবং তাদের ভালবাসা আন্তরিকতা ও দয়া আমাকে দা’ওয়াতে ইসলামীর প্রতি যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে। ১০ দিন লাগাতার আশিকানে রসূলের সঙ্গে থেকে এমন কিছু শিখতে পারলাম যা বর্ণনার বাহিরে।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

২৫ তারিখের রাত আল্লাহ যিকিরে মশগুল ছিলাম। আমার হঠাৎ তন্দ্রাভাব হল। আমি নিজেকে 'কাবা শরীফের' সামনা সামনি দেখতে পেলাম। আমি আচমকা 'হাজরে আসওয়াদ চুম্বন' করে ফেললাম। ২৭ তারিখের রাতে ও আমার উপর দয়া হল এবং তন্দ্রার জগতে মদীনায়ে মনোয়ারার নুরানী গলি ও রওজা শরীফের সুবজ গম্বুজের নুরানী দৃশ্য দেখার আমার সৌভাগ্য হল। এ সকল ঈমান তাজাকারী কাজ সমূহ আমার মনোজগতকে সম্পূর্ণ পাল্টে দিল। আমি নিয়্যত করলাম যে, এই মাদানী পরিবেশকে জীবনেও ছাড়বনা। اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ! এই বর্ণনা লেখার সময় দয়াময় প্রভূর দয়া ও মেহেরবানীতে দা'ওয়াতে ইসলামীর জামেয়াতুল মদীনায় (হায়দারাবাদে) দরসে নেজামী করার সৌভাগ্য হয়েছে।

دل میں بس جائیں آقا کے جلوے مُدام　　　مَدَنی ماحول میں کر لو تم اِعتِکاف
دیکھو مکّے مدینے کے تم صبح وشام　　　مَدَنی ماحول میں کر لو تم اِعتِکاف

দিল মে বছ যায়ে আকা কে জালওয়ে মুদাম,
মাদানী মাহোল মে কারলো তুম ই'তিকাফ।
দেখো মক্কে মদীনে কে তুম সুবহো শাম,
মাদানী মাহুল মে করলো তুম ই'তিকাফ।

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیب !　　　صلَّی اللّٰہُ تعالیٰ علیٰ محمَّد

(৩২) অসৎ সঙ্গে থাকার পাপ ঝড়ে গেল

আওরাঙ্গী টাউন বাবুল মদীনা করাচী এর এক ইসলামী ভাই এর এরকম কিছু বয়ান রয়েছে। আমি আধুনিক ও মন্দ সাথীদের সঙ্গের কারণে নিজেও আধুনিক ও মন্দ প্রকৃতির লোক ছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে আকসা মসজিদ আওরঙ্গি টাউন আল ফাতাহ কলোনী (বাবুল মদীনা, করাচী) তে অনুষ্ঠিতব্য রমযানুল মোবারক মাসের শেষ ১০ দিনের ইজতিমায়ী ইতিকাফ করার বরকতে আমি কুরআন ও সুন্নত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে নামায ও সুন্নতের নিয়মিত অনুসারী হয়ে গেলাম। সাথে সাথে

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

সাপ্তাহিক ইজতিমায় উপস্থিত হওয়ার অভ্যাস হয়ে গেল। সিনেমা নাটক দেখার বদ অভ্যাস চলে গেল। আরো একটি বড় উপকার হলো, এই যে অসৎ সঙ্গে থাকা যা অনেক বড় একটি পাপ শুধু তা নয় বরং اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ তা থেকে (গুনাহের শিকড়) থেকে মন একেবারে ফিরে গেল।

صحبتِ بد میں رہنے کی عادت چھُٹے — مَدَنی ماحول میں کر لو تم اِعتِکاف
خصلتِ جرم و عصیاں تمہاری مِٹے — مَدَنی ماحول میں کر لو تم اِعتِکاف

সুহবাতে বদ মে রেহনে কী আদত ছুটে,
মাদানী মাহোল মে তুম কারলো ইতিকাফ।
খাসলাতে জুরম ওয়া ইছইয়া তুমহারে মিটে,
মাদানী মাহোল মে কারলো তুম ইতিকাফ

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیب ! صَلَّی اللّٰہُ تعالٰی علٰی محمَّد

(৩৩) জযবায় মদীনার ১২ চাঁদের কিরণ লেগে গেল

মালাকা এলাহাবাদ, ইউপি, ভারত এর এক ইসলামী ভাই এর ঘটনা এরকম তিনি মদীনাতুল আউলিয়া আহমদাবাদ ভারতের সুন্নতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করেছেন। দ্বীন ধর্মের খিদমত করার যথেষ্ট প্রেরণা পেয়েছে। সেই বছরই কুরআন ও সুন্নত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে ১৯৯৬ সাল মোতাবেক ১৪১৮ হিজরীর রমযানুল মুবারকের নাগুরী ওয়ার্ড মসজিদে (আহমদাবাদ শরীফে) অনুষ্ঠিত ইজতিমায়ী ইতিকাফে ইতিকাফকারী হলেন। আশিকানে রসূলের সঙ্গ তার খুবই পছন্দ হয়ে গেল। তার দ্বীনি প্রেরণায় প্রিয় মদীনা শরীফের ১২ চাঁদের কিরণ লেগে গেল। ইতিকাফের পর নিজ বাবার বাড়ী মালাকাতে (ইউপি) গিয়ে তিনি মাদানী কাজের স্রোত বইয়ে দিল। দ্বিতীয় বছর মাদানী মারকাযের পক্ষ থেকে বিভিন্ন শহরে গিয়ে শত শত ইসলামী ভাইদেরকে ইতিকাফ করালেন। অদ্যবদী আহমদাবাদে তিনি স্থায়ীভাবে আছেন এবং দা'ওয়াতে ইসলামীর সাংগঠনিক নিয়মানুসারে 'মালিয়াত তেহসীল' এর একজন জিম্মাদার হিসেবে মাদানী কাজের সুবাস ছড়াচ্ছেন।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।"

آؤ عشقِ محمد کے پینے کو جام　　مَدَنی ماحول میں کر لو تم اِعتِکاف
مست ہو کر کرو خوب تم مَدَنی کام　　مَدَنی ماحول میں کر لو تم اِعتِکاف

আ-ও ইশকে মুহাম্মাদ কে পিনে কো জাম,
মাদানী মাহোল মে কারলো তুম ই'তিকাফ
মাস্ত হো কার কারো খোব তুম মাদানী কাম,
মাদানী মাহোল মে কারলো তুম ই'তিকাফ।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(৩৪) ৭০ বছর বয়স্ক এক ইসলামী ভাইয়ের অনুভূতি

গার্ডেন ওয়েষ্ট, বাবুল মদীনা, করাচীর ৭০ বছর বয়স্ক এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা এই যে, আমি বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর পানাহ নামায নিয়মিত আদায় করতাম না। সিনেমা, নাটকের আসক্ত ছিলাম। দাড়ি মুন্ডিয়ে ফেলতাম। ইংরেজদের পোশাক পরতাম। প্রায় ১০ বছর পূর্বে অর্থাৎ ৬০ বছর বয়সে "কাউছার মসজিদ", মুসা লেইন, লিয়ারী (বাবুল মদীনা) তে ১৯৯৬ সাল মোতাবেক ১৪১৭ হিজরীর রমযানুল মুবারকে আমার প্রথম বার ইতিকাফ করার সৌভাগ্য হল। সেখানে দা'ওয়াতে ইসলামীর আশিকানের রসূল ভাইদের সঙ্গ পাওয়ার সুযোগ হল।

গুজরাটি ভাষায় কুরআন শরীফ পড়তে দেখে এক ইসলামী ভাই আমাকে বুঝিয়ে বললেন যে কুরআনে পাক আরবী ভাষায় পড়া আবশ্যক। কেননা গুজরাটি ভাষায় আরবী বর্ণগুলোকে ছহি শুদ্ধ মাখরাজের মাধ্যমে আদায় করা সম্ভব নয়। একথা আমার বুঝে আসল।

সর্বোপরী ই'তিকাফে আমার অনেক ফয়য ও বরকত আশিকানে রসূল থেকে অর্জন করার সৌভাগ্য হল। আমি কুরআন ও সুন্নত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদ্‌রাসাতুল মদীনায় পড়া আরম্ভ করে দিলাম। দেড় বছরের চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে আমার আরবী হরফগুলো উচ্চারণ কিছুটা শুদ্ধ

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে অন্যায় করল।”

হলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ! এখন আরবী কুরআন শরীফ দেখে দেখে শুদ্ধ করে তিলাওয়াত করার সৌভাগ্য নসীব হচ্ছে।

সাপ্তাহিক সুন্নতে ভরপুর ইজতিমায় সমগ্র রাত অতিবাহিত করার সম্মান অর্জন করছি। সপ্তাহে একবার এলাকায়ী দাওরায় নেকীর দা'ওয়াতে অংশগ্রহণের সুযোগও মিলে যাচ্ছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমি এক মুষ্ঠি দাড়িও রেখে দিয়েছি। প্রকাশ্য কারণ না থাকা সত্ত্বেও দয়ার উপর দয়া হয়ে গেল যে ওমরা করার ও প্রিয় মদীনার উপস্থিতির সৌভাগ্য হয়ে গেল। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ! প্রতি মাসে তিন দিন মাদানী কাফিলায় সফরের সৌভাগ্যও অর্জন করছি। ৭২টি মাদানী ইনআমাতের ৪০টিরও বেশি ইনআমাতের উপর আমল করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমি এক প্রাইভেট ফার্মের একাউন্টেন্ড। সকাল সন্ধ্যা আসা যাওয়ার সময় বাসের ভিতর বছর ধরে নেকীর দা'ওয়াত দেওয়ার সৌভাগ্য হচ্ছে। একদা স্বপ্নে বাসের ভিতর নেকীর দা'ওয়াত দিলাম, নেকীর দা'ওয়াত থেকে অবসর হওয়ার পর দেখলাম, দা'ওয়াতে ইসলামীর এক মুবাল্লিগ যাকে আমি খুব বেশি ভালবাসতাম, তিনি আমার সামনে নিজ চাঁদের মত সুন্দর মুখ মন্ডল নিয়ে মুচকি হেসে উপস্থিত। এই আত্মিক দৃশ্য দেখে আমি কেঁদে দিলাম এবং চোখ খুলে গেল, এই স্বপ্ন দেখার পর নেকীর দা'ওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে আমার প্রচেষ্টা আরো বেড়ে গেল।

سیکھ لو آؤ قرآن پڑھنا سبھی   مَدَنی ماحول میں کر لو تم اِعتِکاف
تم ترقی کے زینوں پہ چڑھنا سبھی   مَدَنی ماحول میں کر لو تم اِعتِکاف

ছিখলো আ-ও কুরআন পড়না ছভী,
মাদানী মাহুল মে করলো তুম ই'তিকাফ
তুম তরক্কী কে যিনোপে চাড়না ছভী,
মাদানী মাহুল মে করলো তুম ই'তিকাফ

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیب !   صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।"

অনারবীতে (আরবী ভাষা ব্যতীত) কুরআনের আয়াত লিখা জায়েয নেই

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! যতক্ষণ পর্যন্ত ভাল সঙ্গ পাওয়া না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত সংশোধনের সুযোগ পাওয়া যায় না। আজকাল অধিকাংশ বৃদ্ধ মানুষ বিভিন্ন রকমের পাপকার্যে লিপ্ত থাকতে দেখা যায়। এমনকি বেচারাগণ হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হলেও দাড়ি রাখার সৌভাগ্য হয় না। আর ঐ অবস্থাতেও টিভিকে বালিশের পাশে রাখে, আর সুস্থ হলেও দুনিয়াবী কাজে ব্যস্ত থাকার উৎসাহ দেখা যায়।

এই বয়স্ক ইসলামী ভাইটি অত্যন্ত সৌভাগ্যবান ছিল। যার ই'তিকাফে মাদানী পরিবেশকে সহজে আয়ত্বে নিয়েছেন এবং অলসতায় ভরপুর জীবনকে পাক্কা এক মাদানী কাজের ঢল পড়ে গেল। আপনারা শুনেছেন যে, বেচারা কুরআন শরীফও পড়তে জানত না। এজন্য গুজরাটী ভাষায় কুরআন শরীফ পড়ত। যার কারণে এক আশিকে রসূল তাকে বুঝাল। দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদ্‌রাসাতুল মদীনায় (বয়স্কদের) শিখে, আরবী পড়ার তার কিছু অভ্যাস অর্জন হল। মনে রাখবেন! আরবী ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষায় যেমন-গুজরাটি, হিন্দি, ইংরেজী, বাংলা ভাষার অক্ষরে বা ঐ ভাষাগুলোর লেখার বর্ণগুলো দ্বারা 'কুরআনে পাক লিখা জায়েয নেই। গুজরাটী, হিন্দি, ইংরেজী ইত্যাদি ভাষার মাহনামা ও অন্যান্য বই ও রিসালা সমূহে আয়াত ও দুআয়ে মাছুরা সমূহ আরবী অক্ষরে লিখা উচিত।

প্রসিদ্ধ ও প্রখ্যাত মুফাস্‌সিরে কুরআন হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নিজের এক বিস্তারিত ফাতাওয়ার মধ্যে উল্লেখ করেছেন, "বাংলা, হিন্দি বা ইংরেজী অক্ষরে কুরআন শরীফ লিখা সরাসরী পরিবর্তনের শামিল। (আর কুরআন শরীফে তাহরীফ বা পরিবর্তন করা হারাম) প্রথমত: তা উপরোল্লিখিত বিধি নিষেধের বিরোধী। দ্বিতীয়ত ثاء، صاد، سين তে, এমনিভাবে ك،ق এর মধ্যে, সাথে সাথে ظ،ذ،ز উল্লেখিত বর্ণগুলোর মধ্যে মোটেই পার্থক্য করা যায় না। যেমন ظاهر অর্থ প্রকাশ্য, আর زاهر অর্থ চমকদার বা

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

তরতাজা এখন আপনি যদি ইংরেজীতে zahir লিখেন এর দ্বারা কোনটা বুঝা ز নাকি ظ যাবে? এমনিভাবে قادِر، قدير، عليم، عالِم، سميع، سامِع এর মধ্যে কিভাবে পার্থক্য করা যাবে? উদ্দেশ্যগত ও শব্দগতভাবে তো পার্থক্য হচ্ছে বরং হরফ পর্যন্ত পরিবর্তন হয়ে যায় অর্থও পরিবর্তন হয়ে যায়।

(ফাতাওয়ায়ে নঈমীয়া, পৃষ্ঠা-১১৬, মাকতাবাতুল ইসলামীয়া, উর্দূ বাজার, মারকাযুল আউলিয়া, লাহোর)

(৩৫) ঘরেও মাদানী পরিবেশ সৃষ্টি করে ফেললাম

এক ইসলামী ভাই এর বয়ান কিছু এমন ছিল ২০০৫ সাল মোতাবেক ১৪২৬ হিজরীর রমযানুল মুবারক মাসের ইতিকাফের দিন খুব সন্নিকটে ছিল। রাজুরী (জম্মু কাশ্মির ভারত) এর এক ইসলামী ভাই (যিনি প্রায় ৪০ বছর বয়স্ক) এর সাক্ষাৎ হলে তাকে সাধারণভাবে ইজতিমায়ী ইতিকাফের দা'ওয়াত পেশ করা হল। এতে তিনি কুরআন ও সুন্নত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে রেলওয়ে ষ্টেশন মসজিদে অনুষ্ঠিতব্য ইজতিমায়ী ইতিকাফে (২০০৫ সাল মোতাবেক ১৪২৬ হিজরী) শেষ ১০ দিন ইতিকাফকারী হয়ে গেল। আশিকানে রসূলের মাদানী পরিবেশ দেখে তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন। দাড়ি রেখে দিলেন, মাথায় পাগড়ী শরীফ পরিধান করলেন, দরস ও বয়ানের ধারাবাহিকতা আরম্ভ করে দিলেন। নিজ ঘরেও মাদানী পরিবেশ গড়ে তুললেন। ঘরের ইসলামী বোনদের জন্য শরয়ী পর্দার বিধান চালু করলেন। আর বর্তমানে নিজ শহর রাজুরীর মুশাওয়ারাতের নিগরান হিসেবে দায়িত্বরত রয়েছে।

زندگی کا قرینہ ملے گا تمہیں   مَدَنی ماحول میں کر لو تم اِعتِکاف
آؤ دردِ مدینہ ملے گا تمہیں   مَدَنی ماحول میں کر لو تم اِعتِکاف

জিন্দেগী কা কারিনা মিলেগা তুমহে , মাদানী মাহুল মে কারলো তুম ইতিকাফ
আ-ও দরদে মাদীনা মিলেগা তুমহে, মাদানী মাহুল মে তুম কারলো ইতিকাফ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب!   صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

(৩৬) আমি কিভাবে নেককার হলাম?

তাহছীল ভালওয়াল, জিলা সংগোদা, গুলজারে তৈয়্যবা, পাঞ্জাব, এর এক ইসলামী ভাই এর বয়ানের সারাংশ এই যে, আমি বেনামাযী ও ফ্যাশন পাগল যুবক ছিলাম। সিনেমা, নাটক, দেখতে ও গান বাজনা শুনতে অভ্যস্ত ছিলাম। রমযানের রোযাও অনেক কমই রাখতাম। (আল্লাহর পানাহ্) কেউ যদি বুঝাতে চেষ্টা করত তাকে নিরাশ করে পাঠিয়ে দিতাম। একদিন কোন লেনদেনের কারণে আমি চিন্তায় বিভোর হয়ে হাটছিলাম, পথিমধ্যে পাগড়ী ওয়ালা এক বন্ধুর সাক্ষাৎ হলো। যিনি কুরআন ও সুন্নত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন।

তিনি আমাকে ইনফিরাদী কৌশিশ করে জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নতে ভরা ইজতিমায় নিয়ে গেলেন। কিন্তু আমি শয়তানী ধোঁকার কারণে কিছুক্ষণ পর উঠে চলে গেলাম। ২ দিন পর আমার এক দুনিয়াদার বন্ধু সিনেমা দেখার জন্য নিয়ে গেল। কিন্তু কোন এক ব্যাপারে তার সাথে তর্ক হওয়াতে আমি চলে আসলাম আর এভাবে আমার ভাগ্যের তারা চমকে গেল যে রমযানুল মুবারক মাসে দা'ওয়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত ইজতিমায়ী ইতিকাফে আমার বড় ভাইজান ইতিকাফকারী ছিল। আমি ভাইজানের সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। সেখানে সবুজ সবুজ পাগড়ী বিশিষ্ট আশিকানে রসূলদেরকে দেখে আমার খুবই ভাল লেগে গেল। চাঁদ রাতে এক ইসলামী ভাই বড় ভাইজানকে ফয়যানে সুন্নত ও না'তের ক্যাসেট উপহার হিসেবে দিলেন। আমি ফয়যানে সুন্নতের "বেনামাযীর শাস্তি" নামক অধ্যায়টি পাঠ করে ভয়ে কেপে উঠলাম এবং ক্যাসেটে এই মুনাজাত শুনতেই অন্তর ফিরে গেল।

گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا   مجھے نیک انساں بنا میرے مولا

গুনাহো কি আদত ছুড়া মেরে মওলা,
মুঝে নেক ইনসা বানা মেরে মাওলা

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর একশটি রহমত প্রেরণ করেন।”

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ! আমি গান বাজনা শুনা ছেড়ে দিলাম। কিন্তু নামাযে নিয়মিত হতে পারলাম না। এক আশিকে রসূলের দা'ওয়াতের কারণে দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নতে ভরপুর ইজতিমা দ্বিতীয়বার গিয়ে উপস্থিত হলাম। এবং শেষ পর্যন্ত اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ 'আশিকানে রসূলের সাক্ষাতের আকর্ষণীয় ভাব আমাকে দা'ওয়াতে ইসলামীর দিওয়ানা বানিয়ে দিল। আমি মুখমন্ডলকে মাদানী চিহ্ন তথা দাড়ি মুবারক দ্বারা ও মাথাকে সবুজ পাগড়ী দ্বারা সবুজ রঙ্গে সাজিয়ে নিলাম। পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে পড়তে শুরু করলাম এবং সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়া রযবীয়্যাতে অন্তর্ভূক্তি হয়ে হুজুর গাউছে আজম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ এর মুরীদ হয়ে গেলাম। এই বর্ণনা দেয়ার সময় যেলী মুশাওয়ারাতের যিম্মাদার এবং নিয়মিত দরস দেওয়ার সাথে সাথে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদ্‌রাসাতুল মদীনায় হেফজ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি।

آ ؤ فیضانِ سنت کو پاؤ گے تم　　مَدَنی ماحول میں کر لو تم اِعتِکاف
ان شاء اللہ جنت میں جاؤ گے تم　　مَدَنی ماحول میں کر لو تم اِعتِکاف

আ-ও ফয়যানে সুন্নাত কো পা-ওগে তুম,
মাদানী মাহুল মে করলো তুম ই'তিকাফ
ইনশা আল্লাহ জান্নাত মে যাওগে তুম,
মাদানী মাহুল মে করলো তুম ই'তিকাফ

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیب !　　صَلَّی اللّٰهُ تعالٰی علٰی محمَّد

(৩৭) মেরুদন্ডের হাঁড়ের ব্যথা থেকে মুক্তি

দা'ওয়াতে ইসলামীর এক মুবাল্লিগের বয়ান কিছু এমন যে, বাবুল মদীনা করাচির এলাকা ডিফেন্স ভিউ এর স্থায়ী বাসিন্দা আমার মামাত ভাই ছিলেন। ইনফিরাদী কৌশিশের বরকতে তিনি ১৪২৫ হিজরীর রমযানুল মুবারকে দা'ওয়াতে ইসলামীর অধীনে অনুষ্ঠিত সুন্নতে ভরপুর ইজতিমায়ী ইতিকাফে অংশগ্রহণের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। তার বক্তব্য হল আমি দীর্ঘদিন যাবৎ মেরুদন্ডের হাঁড়ের

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নামাযের পর হামদ ও সানাকারী এবং দুরূদ শরীফ পাঠকারীকে বলা হবে, তোমরা দুআ কর তা কবুল করা হবে, তোমরা যা কিছু চাও তা প্রদান করা হবে।"

প্রচন্ড ব্যথায় অস্থির ছিলাম। কয়েকজন ডাক্তারকে দেখালাম। তাদের চিকিৎসামত ঔষধও সেবন করেছি। কিন্তু কোন আশানুরূপ উপকার হল না।

আমি বড়ই চিন্তায় ছিলাম যে, ১০ দিন কিভাবে ইতিকাফে থাকব? ইতিকাফে থাকাকালীন সময়ে দেয়ালের সাথে ঠেস দিয়ে বসব চিন্তা করলাম। ফোমের বিছানায় ঘুমানোর অভ্যাস ছিল। আর এখানে চাটাই বা মাদুর বিছিয়ে ফ্লোরে সুন্নত মত শোয়ার তারকীব করা হয়। এটা ছিল আমার জন্য অত্যন্ত কষ্টের, কিন্তু তা ছাড়া অন্য কোন উপায়ও ছিল না।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ! কিছু দিন সুন্নত মত শয়ন করার কারণে আমি বুঝতে পারলাম যে আমার কোমরের ব্যথা যথেষ্ট পরিমাণে কমে এসেছে। এই ব্যথা কিছুটা কমে আসতে থাকে। আমার মধ্যে প্রান ফিরে আসল। আমার মেরুদন্ডের হাঁড়ের ব্যথা যা বড় বড় ডাক্তারের চিকিৎসায় দূর হয়নি, اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ! দা'ওয়াতে ইসলামীর ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত সুন্নাতে ভরা ইজতিমায়ী ইতিকাফে শেষ পর্যন্ত থাকার কারণে আমি প্রাণে বেঁচে গেলাম।

تم کو تڑپا کے رکھ دے گو دردِ کمر　　مَدَنی ماحول میں کر لو تم اِعتِکاف
پاؤ گے تم سکوں ہو گا ٹھنڈا جگر　　مَدَنی ماحول میں کر لو تم اِعتِکاف

তুম কো তারপা কে রাখ দে গো দারদে কামার,
মাদানী মাহুল মে করলো তুম ই'তিকাফ
পাঁওগে তুম ছুকু হোগা ঠান্ডা জিগর,
মাদানী মাহুল মে করলো তুম ই'তিকাফ

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیب !　　صَلَّی اللّٰهُ تعالٰی علٰی محمَّد

(৩৮) হ্যাপি নিউ ইয়ার

দা'ওয়াতে ইসলামীর এক মুবাল্লিগের বর্ণনা কিছুটা এমন ছিল যে, জুদপুর রাজস্থান ভারত এর এক ফটোগ্রাফার (বয়স প্রায় ২৮) যে ৩১ শে ডিসেম্বর **HAPPY NEW YEAR** এর নিলর্জ্জতায় ভরা পার্টিতে অংশ গ্রহণের শেষ

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “আমার প্রতি অধিকহারে দুরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দুরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।”

পর্যায়ের পাগল ছিল। আর তিনি এর জন্য বোম্বে চলে যেতেন। আল্লাহ তা'আলার দয়া আর মেহেরবানী হল যে কুরআন ও সুন্নত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে বীচ ওয়ালী মসজিদের উদয়পুর রাজস্থান, ভারতে ২০০৫ সাল মোতাবেক ১৪২৬ হিজরীর রমযানুল মুবারকে অনুষ্ঠিত ইজতিমায়ী ইতিকাফে আশিকানের রসূলের সাথে ইতিকাফ করার সৌভাগ্য হল। সেখানখার সুন্নতে ভরপুর হালকা সমূহ, জ্বালাময়ী বয়ান ও হৃদয় নিংড়ানো দুআ সমূহ তাকে বিস্ময় করে দিন। নিজের আগেকার পাপ থেকে তওবা করলেন। ফটোগ্রাফারের কাজ ছেড়ে দিল এবং নিয়মিত ‘সাদায়ে মদীনা’ লাগানোর তথা মুসলমানদেরকে ফযরের নামাযের জন্য জাগাতে লাগল।

رنگ رلیاں منانے کا چسکا مٹے   مَدَنی ماحول میں کر لو تم اِعتِکاف
رقص کی محفلوں کی نحوست چھٹے   مَدَنی ماحول میں کر لو تم اِعتِکاف

রাঙ্গ রিলিয়া মানানে কা চাসকা মিটে,
মাদানী মাহোল মে কারলো তুম ইতিকাফ
রাকস কি মেহফিলো কি নাহুসাত ছুটে,
মাদানী মাহোল মে কারলো তুম ইতিকাফ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب !   صَلَّى اللّٰهُ تعالىٰ على محمَّد

মুসলমানদের নতুন বছর “মাদানী বছর”

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আফসোস! ইংরেজদের নতুন বছরের অভ্যর্থনার পরিবর্তে মুসলমানদের মাদানী নতুন বছর তথা হিজরী সালকে নতুন বছর হিসেবে অভ্যর্থনা জানানোর প্রেরণা যেন নছীব হয়। (اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ)! মুসলমানদের নতুন সাল ১ম মুহার্‌রাম থেকে আরম্ভ হয়। প্রতি বছর ১লা মুহর্‌রমকে পরস্পরের মধ্যে মাদানী বছরের মোবারকবাদ জানানোর প্রথা চালু করা উচিত।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

(৩৯) আশিকানে রসূলের সঙ্গের বরকত

তাহছীল ভালওয়াল জিলা, গুলজার তৈয়্যেবা, ছরগোধা, পাঞ্জাব এর এক ইসলামী ভাই এর বর্ণনার সারাংশ হল, আমি ক্লীন শেভকারী ছিলাম। সুন্নতে ভরা জীবন থেকে অলসতার কারণে অনেক দূরে ছিলাম। রমযানুল মুবারকের বরকতময় মাসে আমি একদিন আমার ঘরে বসা ছিলাম। তখন আমার পিতা আমার ছোটভাইকে বলতে লাগলেন যে "খাজাগান জামে মসজিদ" এ কুরআন ও সুন্নত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর অধীনে রমযানুল মুবারকের শেষ দশ দিনে ইজতিমায়ী ইতিকাফ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এজন্য তাড়াতাড়ি চলো। না হলে প্রথম কাতারে জায়গা পাবে না। আমি চমকিত হলাম ও মনে আশিকে রসূলের সাথে সাক্ষাতে যাওয়ার আগ্রহ সৃষ্টি হল। ঐদিন ইশার নামায তারাবীহ সহ ঐ মসজিদে আদায় করলাম। তারাবীর পর ক্যাসেটের মাধ্যমে হাজী মুশতাকের নিম্নলিখিত না'ত শরীফটি বাজানো হল।

ثانی نہ کوئی میرے سوہنے نبی لجپال دا

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমি যথেষ্ট পরিমাণে আনন্দিত হলাম। আমি দ্বিতীয় দিনও গিয়ে পৌঁছলাম। যেহেতু বৃহস্পতিবার ছিল এজন্য সেখানে সাপ্তাহিক সুন্নতে ভরা ইজতিমা আরম্ভ হয়ে গেল। আমি প্রথম বারের মত অংশগ্রহণ করতে লাগলাম। অন্তরে আশ্চর্য রকমের শান্তি ও আরাম অনুভব করতে লাগলাম। দ্বিতীয়দিন যখন আমি দ্বিতীয়বার পৌঁছলাম, তখন ইজতিমায় মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত সুন্নতে ভরপুর বয়ানের ক্যাসেট "গান বাজনার ধ্বংসলীলা" শুনানো হলো, বয়ান শুনে আমি কেঁপে উঠলাম। কেননা এই ক্যাসেটে সাধারণভাবে গাওয়া গান সমূহের মধ্যে কুফরীর বিভিন্ন নিদর্শন দেখিয়ে দেয়া হল। আমি সে সমস্ত কুফরী গান সমূহ গাওয়ার অপরাধে অপরাধী ছিলাম বিধায় আমি তওবা করলাম এবং ঈমানও নবায়ন করলাম। যেহেতু অন্তর একেবারে মর্মাহত হল তাই বাকী দিনগুলোতে ইতিকাফে অংশগ্রহণ করলাম। ফয়যানে সুন্নাতের

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।”

যুলফী রাখার সুন্নত ও আদব পড়ার পর যুলফী রাখার নিয়্যত করলাম ও ২৬ রমযান অনুষ্ঠিতব্য যিকির ও নাতের ইজতিমায় দাড়ি রাখার নিয়্যতও করে ফেললাম এবং সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়া রযবীয়্যাতে অন্তর্ভূক্তি হয়ে হুজুর সরকারে গাউছে আজম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ এর মুরীদ হয়ে গেলাম। সালাত ও সালামের শব্দ গুলোও আমি সেখানে শিখে ছিলাম এবং ইতিকাফ থেকে ঘরে ফিরে এসে গানের শতাধিক ক্যাসেট ও টিভি ঘর থেকে বের করে দিলাম। এই বর্ণনা দেওয়ার সময় اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমি দা’ওয়াতে ইসলামীর সাংগঠনিক নিয়ামানুসারে ডিভিশন কাফিলা যিম্মাদার।

گانے باجوں کو سننے سے توبہ کرو　　مَدَنی ماحول میں کر لو تم اِعتِکاف
اور گیت تم کبھی بھی نہ گایا کرو　　مَدَنی ماحول میں کر لو تم اِعتِکاف

গানে বাজো কো সুননে ছে তাওবা কারো,
মাদানী মাহোল মে কারলো তুম ইতিকাফ।
অওর গীত তুম কাভী ভী না গায়া কারো,
মাদানী মাহোল মে কারলো তুম ইতিকাফ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب !　　صَلَّى اللّٰهُ تعالىٰ علىٰ محمَّد

(৪০) ভেজাল মিশ্রণকারী মসলার ব্যবসা বন্ধ করে দিল

রঞ্চোড়পুরী রোড ভীমপুরা, মাদানী পুরা বাবুল মদীনা করাচীর এক ইসলামী ভাই এর বয়ানের সারাংশ এই যে, আমি এমন বে-নামাযী ছিলাম যে জুমার নামায পর্যন্ত পড়তাম না। সৌভাগ্যবশত: কুরআন ও সুন্নত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা’ওয়াতে ইসলামীর আওতাধীন গুলজারে মদীনা মসজিদ আগরতাজে আশিকানে রসূলের সাথে ২০০০ ইং সাল মোতাবেক ১৪২৫ হিজরীর রমযান মাসের শেষ ১০ দিন ইজতিমায়ী ইতিকাফে আমার অংশগ্রহণের সৌভাগ্য হল। ১০ দিনের আশিকানে রসূলের সঙ্গ আমার অন্তরের অবস্থা পরিবর্তন করে দিল।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, “ যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।”

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ! আমি কিছু কিছু নামায শিখে নিলাম এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে পড়তে শুরু করলাম। সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়া রযবীয়্যাতে অন্তর্ভূক্ত হয়ে হুজুর গাউছে আজম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর মুরীদ হয়ে গেলাম।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ! আল্লাহ তাআলার দয়াতে আমলের এমন মানসিকতা তৈরী হল যে কমবেশি ৬৩ এর অধিক মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত রিসালা সমূহ বেশি করে পড়ার অভ্যাস করে নিয়েছি। আর ইতিকাফের আরো একটি বড় অবদান এই যে, আমি যে ভেজাল মিশিয়ে মরিচ মসলার সাপ্লাই এর কাজ করতাম যা ছিল জঘন্যতম পাপ তা আমি ছেড়ে দিয়েছি। আমার মসলা কারখানায় প্রায় ৪৪ জন শ্রমিক কাজ করত। আমি সেই কারখানাও বন্ধ করেদিলাম। কেননা যুগ অত্যন্ত নাজুক। বিশুদ্ধ মসলার ব্যবসা করে বাজারে দাড়াতে পারাটা অত্যন্ত কঠিন। আজকাল মুসলমানদের স্বাস্থ্যের প্রতি কারো খেয়াল নেই? ব্যস্! সকলের সম্পদ চাই, তা হালাল হোক কিংবা হারাম (আল্লাহর পানাহ্।)

মোটকথা আশিকানে রসূলের সঙ্গের বরকতে আমি হালাল রিযিক অন্বেষণ করতে শুরু করলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ! দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের বরকতে ইশরাক, চাশত ও আওয়াবীন ও তাহাজ্জুদের নফল নামাযসহ প্রথম কাতারে নামায পড়ারও অভ্যাস হয়ে গেল।

چھوڑدو، چھوڑ دو رزق حرام　　مَدَنی ماحول میں کرلو تم اِعتکاف
آؤ کرنے لگو گے بہت نیک کام　　مَدَنی ماحول میں کرلو تم اِعتکاف

ছোড়দো ছোড়দো ভাই রিযকে হারাম, মাদানী মাহুল মে করলো তুম ই’তিকাফ।
আও করনে লাগোগে বহুত নেক কাম, মাদানী মাহুল মে করলো তুম ই’তিকাফ।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب !　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আমার উপর দুরূদে পাক অধিক হারে পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।"

(৪১) জিবরাঈল (عَلَيۡهِ السَّلَام) এর যিয়ারত

দা'ওয়াতে ইসলামীর তানযীমি তাহছীল জান্নাতুল বাকীর বাবুল মদীনা করাচীর এক ইসলামী ভাইয়ের বয়ানের সারকথা এই যে, সাধারণ যুবকদের মত আমিও ফ্যাশন জগতের অন্ধকারে ছিলাম। জীবনের রাত ও দিনগুলো পাপের সাগরে অতিবাহিত হচ্ছিল।

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ! আমার ভাগ্যের তারকা একদিন চমকে উঠল এবং আমি ২০০৫ সাল মোতাবেক ১৪২৬ হিজরীর রমযান মাসে বিশ্বব্যাপী কুরআন ও সুন্নত প্রচারের অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সাথে ইজতিমায়ী ই'তিকাফে অংশগ্রহণের সুযোগ হল। আশিকানে রসূলের সাথে ১০ দিন অবস্থান করে যা শিখেছি তা ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন। আগামীতে সদা সর্বদা পাপ থেকে বাঁচার দৃঢ় সংকল্প করেছি। মাথায় পাগড়ী শরীফ সাজিয়েছি। দাড়ি মোবারক দ্বারা নিজ চেহারাকে মাদানী রঙ্গে রঙ্গীন করে নিয়েছি। ২৯শে রমযানের রাতে ইতিকাফকারীরাসহ সকলে মিলে মসজিদ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে পুনরায় ইবাদত বন্দেগীতে মশগুল হয়ে গেলাম।

এই অবস্থায় আমি দেখলাম যে, এক আলোকোজ্জ্বল চেহারার বুযুর্গ ব্যক্তি আমার নিকটে আসলেন এবং তিনি সামনে এসে আমার সাথে মুসাফাহা করলেন। যার শীতল পরশ আমি অন্তরে অনুভব করলাম। আমার অন্তরে খেয়াল আসল ইনি হযরত সায়্যিদুনা জিবরাইল عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُوَالسَّلام হবেন।

আর এটাও হতে পারে আজ শবে ক্বদর। কেননা হাদীসে পাকে রয়েছে যে, শবে ক্বদরে জিবরাইল عَلٰی نَبِیِّنَاوَعَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلام যমিনে আগমন করেন এবং ইবাদতকারীদের সাথে মুসাফাহ করেন।

فضلِ رب سے ہو دیدارِ روح الامیں   مَدَنی ماحول میں کرلو تم اِعتِکاف
راحت وچین پائے گا قلب حزیں   مَدَنی ماحول میں کرلو تم اِعتِکاف

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যার নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দুরূদ শরীফ পড়লো না, সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।"

ফযলে রব ছে দীদারে রুহুল আমী মাদানী মাহুল মে করলো তুম ই'তিকাফ।
রাহাত ও চাইন পায়েগা কলবে হাবীব, মাদানী মাহুল মে করলো তুম ই'তিকাফ।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب ! صَلَّى اللّٰهُ تعالىٰ على محمّد

ইয়া রব্বে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! প্রতিটি মুসলমান ভাইয়ের ইতিকাফ কবুল করুন। হে আল্লাহ! একনিষ্ট তথা নিষ্টাবান ইতিকাফকারীদের সদকায় আমাদের ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ! আমাদেরকে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে স্থায়ীত্ব দান করুন! হে আল্লাহ! আমাদেরকে সত্যিকারের আশিকে রসূল বানিয়ে দিন। হে আল্লাহ! উম্মতে মাহবুব صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ক্ষমা করে দিন।

লোকদের থেকে না চাওয়ার ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা সাওবান رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, হুযুর তাজেদারে মদীনা হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমাকে এই কথার নিশ্চয়তা দিবে যে, মানুষের কাছ থেকে কিছু চাইবে না, তবে আমি তাকে জান্নাতের নিশ্চয়তা দিচ্ছি। হযরত সায়্যিদুনা সাওবান رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ আরজ করলেন, আমি এই কথার নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে (আমি কারো কাছ থেকে কিছু চাইব না)। এমনকি তিনি কখনো কারো কাছ থেকে কোন কিছু চাননি।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

ফয়যানে সুন্নতের দরসের ২২টি মাদানী ফুল

(১) মাদিনার তাজেদার, উভয় জগতের সরদার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি আমার উম্মতের নিকট কোনো ইসলামী কথা পৌঁছিয়ে দেয়। যার মাধ্যমে সুন্নাত প্রতিষ্ঠিত হয় অথবা বদমযহাবী দূর হয়। তাহলে সে জান্নাতী। (হিল্ইয়াতুল আওলিয়া, খন্ড-১০ম, পৃ-৪৫, হাদীস নং-১৪৪৬৬, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত হতে মুদ্রিত)

(২) মদীনার তাজেদার, হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, "আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তিকে তরতাজা রাখুক যে আমার হাদীস শুনে, স্মরণ রাখে এবং অন্যদের নিকট পৌঁছায়।"

(জামে তিরমিযী, খন্ড-৪র্থ, পৃ-২৯৮, হাদীস নং-৩৬৬, দারুল ফিকর বৈরুত হতে মুদ্রিত)।

(৩) হযরত সায়্যিদুনা ইদ্রীস عَلَيْهِ السَّلَام এর মুবারক নাম এর একটি হিকমত এও যে তিনি عَلَيْهِ السَّلَام আল্লাহর প্রদানকৃত সহীফা সমূহ মানুষদেরকে অধিক হারে শুনাতেন। অতঃপর তাঁর عَلَيْهِ السَّلَام নামই ইদ্রীস (অর্থাৎ-দরস দাতা) হয়ে গেলো। (তফসীরে বাগউই, খন্ড-৩য়, পৃ-১৯৯, মূলতান হতে মুদ্রিত। তফসীর জামাল, খন্ড-৫, পৃ-৩০, করাচী কুতুব খানা হতে মুদ্রিত। খাযাইনুল ইরফান, পৃ-৫৫৬, যিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন্স)

(৪) হুযুরে গওসে পাক رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন, دَرَسْتُ الْعِلْمَ حَتّٰى صِرْتُ قُطْبًا (অর্থাৎ-আমি ইলমের দরস নিতে থাকলাম। শেষ পর্যন্ত কুতুব এর মর্যাদা লাভ করলাম। (কাসীদায়ে গওসিয়্যাহ শরীফ)

(৫) ফয়যানে সুন্নাত থেকে দরস দেওয়া দা'ওয়াতে ইসলামীর একটি মাদানী কাজ। ঘর, মসজিদ, দোকান, স্কুল, কলেজ, চৌরাস্তার মোড় ইত্যাদিতে সময় নির্ধারণ করে প্রতিদিন দরসের মাধ্যমে খুব বেশি পরিমাণে সুন্নত সমূহের মাদানী ফুল বিতরণ করুন এবং অসংখ্য সাওয়াব অর্জন করুন।

(৬) ফয়যানে সুন্নত থেকে প্রতিদিন কমপক্ষে দুইটি দরস দেয়া বা শুনার সৌভাগ্য অর্জন করুন।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।”

(৭) ২৮ পারার সূরাতুত তাহরীমের ৬ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে, يَاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا قُوۡۤا اَنۡفُسَكُمۡ وَ اَهۡلِيۡكُمۡ نَارًا কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ ঃ “হে ঈমানদারগণ! নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবারবর্গকে ঐ আগুন হতে বাঁচাও।” নিজেকে এবং নিজের পরিবার পরিজনকে দোযখের আগুন হতে বাঁচানোর একটি মাধ্যম হলো ফয়যানে সুন্নতের দরস।

(৮) যিম্মাদার ঘড়ির সময় নির্ধারণ করে প্রতিদিন চৌরাস্তার মোড়ে দরসের ব্যবস্থা করুন। উদাহরণ স্বরূপ রাত ৯টা বাজে মদীনা, চৌরাস্তায়, সাড়ে ৯টা বাজে বাগদাদী চৌরাস্তায় ইত্যাদি, ছুটির দিন একের চেয়ে অধিক জায়গায় দরসের ব্যবস্থা করুন (কিন্তু লক্ষ্য রাখবেন সর্বসাধারণের হক যেন বিনষ্ট না হয়। অন্যথায় গুনাহগার হবেন।)

(৯) দরসের জন্য এমন ওয়াক্তের নামায বেছে নিন, যাতে অধিক পরিমাণ ইসলামী ভাই অংশগ্রহণ করেন।

(১০) যে নামাযের পর দরস দেবেন, ঐ নামায ঐ মসজিদের প্রথম সারিতে, প্রথম তকবিরের সাথে জামাআত সহকারে আদায় করুন।

(১১) মিহরাব থেকে সরে (উঠান, বারান্দা ইত্যাদিতে) এমন কোনো জায়গায় দরসের জন্য নির্ধারণ করে নিন। যেখানে অন্যান্য নামাযী ও তিলাওয়াত কারীদের কোন প্রকার অসুবিধা না হয়।

(১২) যেলী নিগরানের উচিত যে, নিজের মসজিদে ২ জন খায়রখা নির্ধারণ করা। যারা দরস (বায়ান) এর সময় চলে যাওয়া লোকদের নম্রভাবে দরসে (বায়ানে) অংশগ্রহণ করতে বলেন এবং কাছাকাছি করে বসিয়ে দিবেন।

(১৩) পর্দার উপর পর্দা করাবস্থায় দু'জানু হয়ে বসে দরস দিন। যদি শ্রবণকারী বেশি হন। তখন দাঁড়িয়ে কিংবা মাইকে দেয়াতে কোন অসুবিধা নেই। তবে যাতে অন্যান্য নামাযীদের অসুবিধা না হয়।

(১৪) আওয়াজ বেশি বড় যেন না হয় আবার একেবারে ছোটও যেন না হয়।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

যথাসম্ভব এতটুকু আওয়াজে দরস দেবেন যে, শুধুমাত্র উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ শুনতে পান। কোন অবস্থাতেই অন্যান্য নামাযীদের যেন কষ্ট না হয়।

(১৫) দরস সর্বদা থেমে থেমে, ধীরগতিতে দিবেন।

(১৬) যা কিছু দরস দেবেন, তা আগে কমপক্ষে ১ বার দেখে নিন, যাতে ভুলত্রুটি না হয়।

(১৭) ফয়যানে সুন্নতের আরাব (অর্থাৎ আরাবী ভাষার স্বর চিহ্ন) দেয়া শব্দসমূহ হরকত অনুযায়ীই পাঠ করুন। এভাবে করলে اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ সঠিক উচ্চারণের অভ্যাস গড়ে উঠবে।

(১৮) হামদ ও সালাত, দুরূদ সালামের লিখিত বাক্যসমূহ, দুরূদের আয়াত এবং সমাপনী আয়াত ইত্যাদি কোনো সুন্নী আলিম বা কারী সাহেবকে অবশ্যই শুনিয়ে নিবেন। অনুরূপভাবে আরবী দু'আ ইত্যাদি যতক্ষণ পর্যন্ত ওলামায়ে আহলে সুন্নতকে শুনিয়ে না নিবেন ততক্ষণ পর্যন্ত একাকীও নিজের পক্ষ থেকে পাঠ করবেন না।

(১৯) ফয়যানে সুন্নত ব্যতীত মাকতাবাতুল মদীনা হতে মুদ্রিত মাদানী রিসালা সমূহ হতেও দরস দিতে পারেন। (আমীরে আহলে সুন্নত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা সমূহ ব্যতীত অন্য কোনো কিতাব থেকে দরস দেয়ার অনুমিত নেই।)-

মারকাযী মজলিসে শূরা।

(২০) দরস, শেষের দু'আ সহ ৭ মিনিটের মধ্যে সম্পন্ন করুন।

(২১) প্রত্যেক মুবাল্লিগের উচিত যে, দরসের নিয়ম, শেষের তারগীব ও শেষের দু'আ মুখস্ত করে নেয়া।

(২২) দরসের নিয়মের মধ্যে ইসলামী বোনেরা প্রয়োজন অনুসারে রদবদল করে নিন।

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

ফয়যানে সুন্নাত থেকে দরস দেয়ার নিয়ম

(তিনবার এভাবে ঘোষণা করুন)

কাছাকাছি এসে পর্দার উপর পর্দা করে দু'জানু হয়ে বসুন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْم ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم ط

(এরপর এভাবে দুরূদ ও সালাম পাঠ করান)

الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه　　　وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه　　　وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

(যদি মসজিদ হয়, তাহলে এভাবে ইতিকাফের নিয়্যত করান)

نَوَيْتُ سُنَّةَ الْاِعْتِكَاف

অর্থাৎ- আমি সুন্নত ই'তিকাফের নিয়্যত করলাম।

(এরপর এভাবে বলুন,)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কাছাকাছি এসে দরসের সম্মানার্থে সম্ভব হলে দু'জানু হয়ে বসুন। যদি অসুবিধা হয়, তাহলে যেভাবে আপনার সুবিধা সেভাবে বসে দৃষ্টিনত রেখে মনযোগ সহকারে ফয়যানে সুন্নাতের দরস শুনুন। কারণ অন্যমনস্ক হয়ে এদিক সেদিক দেখতে দেখতে, যমীনের উপর আঙ্গুল দিয়ে খেলতে খেলতে, পোষাক, শরীর কিংবা মাথার চুল ইত্যাদিতে নাড়া-চাড়া করতে করতে শুনলে এর বরকতসমূহ বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।

(ফয়যানে সুন্নাত থেকে দেখে দুরূদ শরীফের একটি ফযীলত বর্ণনা করুন)

দুরূদ শরীফের ফযীলত বর্ণনার পর বলুন

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب !　　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

এখন ফয়যানে সুন্নাতে/রমযানের ফযীলত ইত্যাদিতে যা কিছু লিখা আছে তাই পাঠ করে শুনান। আয়াত ও আরবী রচনাগুলোর শুধুমাত্র অনুবাদ করুন। কোনো আয়াত কিংবা হাদীসের ব্যাখ্যা নিজের পক্ষ থেকে করবেন না। কারণ এরূপ করা হারাম।

দরসের পর এভাবে তরগীব দিন

কুরআন ও সুন্নত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার "ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড় সায়েদাবাদ, ঢাকায় মাগরিব নামাযের পর সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল। আশিকানে রসূলদের মাদানী কাফিলা সমূহে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিকরে মদীনার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাত এর রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ গুনাহের প্রতি ঘৃণা এবং ঈমান হিফাযতের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে। প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, **আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।** ان شآء الله عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইনআমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফিলায় সফর করতে হবে।

(এখানে ইসলামী বোনেরা বলুন, "ঘরের পুরুষদের মাদানী কাফিলা সমূহে সফর করাতে হবে।)

(দু'আর জন্য হাত উঠানোর আদবের প্রতি লক্ষ্য রেখে কম বেশী করা ব্যতীত এভাবে দু'আ করুন)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।”

দুআ নিম্নরূপ

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ

ইয়া রব্বে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বাতুফায়লে মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের, আমাদের মাতা-পিতা ও সকল উম্মতের গুনাহ ক্ষমা করে দিন। ইয়া আল্লাহ! দরসের ভুলত্রুটি ও সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিন। আমলের প্রতি উৎসাহ দান করুন। আমাদেরকে পরহেযগার, মা-বাবার বাধ্য করে দিন। ইয়া আল্লাহ! আমাদেরকে আপনার এবং আপনার মাদানী হাবীব صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সত্যিকার আশিক বানিয়ে দিন!

আমাদেরকে গুনাহের রোগ হতে আরোগ্য দান করুন! ইয়া আল্লাহ! আমাদেরকে মাদানী ইন'আমাতের উপর আমল করা, মাদানী কাফিলায় সফর করা এবং ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে অন্যদেরকেও মাদানী কাজ সমূহের তরগীব দেয়ার উৎসাহ দান করো! ইয়া আল্লাহ! আমাদেরকে রোগসমূহ, ঋণগ্রস্থতা, রোজগারহীনতা, সন্তানহীনতা, অহেতুক মামলা মুকাদ্দামা, পেরেশানী সমূহ এবং বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি দান করুন! ইয়া আল্লাহ! ইসলামের উন্নতি দান করুন! ইসলামের শত্রুদের অপদস্ত করুন! ইয়া আল্লাহ! সবুজ গুম্বাদের নিচে তোমার মাহবুব صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জালওয়াতে শাহাদাত, জান্নাতুল বাক্বীতে দাফন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে তোমার মাদানী হাবীব صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশী হওয়ার সৌভাগ্য নসীব করুন! ইয়া আল্লাহ! মদীনা শরীফের সুগন্ধিময় শীতল হাওয়ার ওয়াসীলাতে আমাদের সকল জায়িয দু'আ সমূহ কবুল করুন! আমিন! বিজাহিন নবীয়্যিল আমিন! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।"

(এরপর আয়াতে দুরূদ আয়াত পড়ুন।)

اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ط يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا0

(এ আয়াত পাঠ করার পর দুরূদ শরীফ পড়ুন)
(দু'আ শেষ করার আয়াত পড়ুন এবং দুআ শেষ করুন)

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ 0 وَ سَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ 0 وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ 0

(নোট ঃ যাদের মাখরাজ বিশুদ্ধ আছে, শুধুমাত্র তারাই আয়াত সমূহ ও আরবী ইবারতগুলো পাঠ করবেন)

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

**** সূচি ঃ ****

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।”

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।”

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।”

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।”

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদে পাক পাঠ করে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন।"

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "নিঃসন্দেহে পরিচিতি সহ তোমাদের নাম আমার নিকট পেশ করা হয়, তাই আমার উপর অধিক সুন্দর (তথা সুন্দর সুন্দর শব্দ দ্বারা) দুরূদ শরীফ পাঠ করো।"

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই আমার খুব নিকটে থাকবে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পাঠকারী হবে।"

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।”

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, আলোকিত রাতে (জুমার রাত) এবং আলোকিত দিনে (তথা জুমার দিন) আমার উপর বেশি পরিমাণে দুরূদ শরীফ পড়, কেননা তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পেশ করা হয়।”

হযরত মুহাম্মদ ﷺ ইরশাদ করেছেন, " যে ব্যক্তি সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার আমার উপর দুরূদে পাক পড়ে, কিয়ামতের দিন সে আমার শাফায়াত লাভ করবে।"

সুন্নাতের বাহার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার **ফয়যানে মাদীনা জামে মসজিদ**, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকায় মাগরিব নামাযের পর সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় সারা রাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল। আশিকানে রসূলদের সাথে **মাদানী কাফিলা** সমূহে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিকরে মদীনার মাধ্যমে **মাদানী ইনআমাত** এর রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নতের অনুসরণ এর মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে। প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে"** اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইনআমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফিলাতে সফর করতে হবে।

মাকতাবাতুল মদীনা ঃ-

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। ফোন নং - ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল নং - ০১৮১৩৬৭১৫৭২

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল নং - ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail : bdtarajim@gmail.com, maktaba@dawateislami.net
Web : www.dawateislami.net